ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ।
২১৩ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ, ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৮০১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বল ঐ ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে মাতঃ জননি! আমি তোমার সন্তান হইয়া কোন্ বংশে আমার জন্ম তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। যে সকল মহর্ষি হিমালয়শৃঙ্গে বসিয়া তোমার ধ্যান ধারণা করিতেন, নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ যাঁহাদিগের চিত্ত ছিল, যাঁহারা তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না, আমি তাঁহাদিগের বংশের এক জন, অথচ আমার দশা এখন কি হইয়াছে! আমি আপনাকে ভুলিয়া চণ্ডালত্ব লাভ করিয়াছি। হে মাতঃ! যদি আমি আমার চণ্ডালত্ব ছাড়িয়া যে বংশের আমি সেই বংশের লোক আপনাকে করিতে পারি, তবে কেবল আমার পরিত্রাণ হইল তাহা নহে, অপর সকল ভ্রাতার আশা হইল। কেন না ভারতের যে কোন লোক সাধু মহাত্মাগণের বংশসম্ভূত, কেবল নিজ নিজ বংশ ভুলিয়া গিয়া সংসার এবং পাপ রিপুগণের দাস হইয়া নীচত্ব লাভ করিয়াছে। আমাদিগের শোণিত বিন্দুতে কাহারা বাস করিতেছেন? সেই সকল মহাত্মা যাঁহাদিগের নাম আজও পৃথিবীতে আদরের সহিত পূজিত হয়। আমরা তাঁহাদিগের বংশীয় হইয়া তাঁহাদিগের স্বজাতি হইয়া কেন ঈদৃশ নীচাবস্থা লাভ করিলাম? আত্মজাতি আত্মপিতৃপিতামহের নাম যাহারা গোপন করে কলঙ্কিত করে তাহারা কি অতীব ঘৃণিত লোক নহে? স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান করিবে এজন্য যাহারা আসিল, তাহারা যদি আপনাদের লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া সাধারণের দলে মিশিয়া পড়ে তবে তাহাদিগের ন্যায় আর অপরাধী কে আছে? হে জননি! এই জন্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, আমি কে, কোন্ জাতি, কোন্ বংশোৎপন্ন, কাহাদিগের সহিত আমার কুটুম্বিতা ইহা যেন নিয়ত স্মরণ রাখি। জানি আমি নিতান্ত নীচ, ক্ষুদ্র, স্বর্গীয় মহাত্মাগণের চরণ স্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহি, কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদিগেরই শোণিত আমার শোণিতপ্রবাহে প্রবাহিত রহিয়াছে। হে মাতঃ! তাই বলি আমাকে আর কেন চণ্ডাল থাকিতে দাও, এই কর যে আমি আমাকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগের দাস বলিয়া পরিচিত হই।

পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক।

ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল। এই অর্দ্ধ শতাব্দী সামান্য নহে। ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ উন্নতির দ্বার এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ পঞ্চাশ

কুক্ষিতে ধারণ করিয়া
.হা এত দিনে পূর্ণাবয়ব লাভ
.ষ্ঠ হইল। পুরাণে কথিত আছে
.ুত্র শুক দ্বাদশ বর্ষ মাতৃগর্ভে ছিলেন।
মাতৃগর্ভে শুকের ন্যায় সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম শুক হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজতনয়ও মাতৃগর্ভে অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত বেদ বেদান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, সমস্ত বিধান এক করিয়া পূর্ণ জ্ঞান লইয়া অবতীর্ণ হইল। সত্য ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগঠনে বহু বর্ষ গত হইয়াছে, এখন ইহা নবজাত শিশু। কিন্তু এই বয়সেই ইহার যেরূপ বিক্রম জন্মোৎসব দিনে দৃষ্ট হইল তাহাতে না জানি বা ভবিষ্যতে ইহা কি অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপারই প্রদর্শন করিবে? শিশুর যাহা করিবার অবশিষ্ট আছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছে, তাহা তিল প্রমাণ বলিয়াও প্রতীত হয় না। কিন্তু এই তিল প্রমাণ ব্যাপার দেখিয়াই আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। কে জানে ইহার শোণিতে কত বল বিক্রম আছে, ইহার স্নায়ুমণ্ডলী কি অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিবে?

১ লা মাঘ বুধবার উৎসবের আরম্ভ। প্রাতে কমলকুটিরে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে প্রাত্যহিক উপাসনার সময়ে ৯ জন যুবক যুবধর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত উপদেশ এবং ব্রত নিয়ম হয়।

ঈশ্বর তোমাদিগকে হাত ধরিয়া আনিলেন। তাঁহার সমক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য এই উচ্চ পবিত্র ব্রত গ্রহণ কর। অটল বিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত গ্রহণ কর। নিরাশা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত সাধন করিবে। ইহার নাম যুবধর্ম্মব্রত। এই ব্রত সাধনে অশেষ কল্যাণ। গৃহস্থযুবা ঈশ্বরের নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিয়া দিন দিন কল্যাণ এবং শান্তি অর্জ্জন করুন!

এই যুবধর্ম্মব্রতে নীতিকে শ্রেষ্ঠ জানিবে। এমন নীতি গ্রহণ কর যাহাতে চরিত্র শুদ্ধ হইবে। তোমাদিগের চরিত্রের সুগন্ধে এবং সৌন্দর্য্যে চারিদিক্ মুগ্ধ হইবে। সাধু যুবা, ঈশ্বর পরায়ণ যুবা হইয়া দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য উৎসবের প্রারম্ভে তোমরা এই যুবধর্ম্মব্রত গ্রহণ কর। চির যৌবন, চির উৎসব তোমাদের জীবনকে আমোদিত করুক! তোমাদিগের অটল বিশ্বাস এবং জীবন্ত উৎসাহ দেখিয়া আমাদের আশা পূর্ণ হউক! তোমাদের উচ্চ দৃষ্টান্ত দর্শনে দেশের অন্যান্য যুবাদিগের জীবন পবিত্র হউক! তোমরা সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই ব্রত ধারণ কর।

ব্রত নিয়ম।

[কখন করিব না]

১। নরহত্যা করিব না।
২। ব্যভিচার করিব না।
৩। মাদক সেবন করিব না।
৪। অসাধু সঙ্গ করিব না।

[কখন হইব না]

৫। মিথ্যাবাদী হইব না।
৬। অবিশ্বাসী হইব না।
৭। কপট হইব না।
৮। বিধর্ম্মী হইব না।

২ রা মাঘ হইতে ১৫ ই মাঘ পর্য্যন্ত।

১। প্রাতঃস্মরণীয় পাঠ।
২। স্নানাদি।
৩। উপাসনা।
৪। পিতা মাতাকে স্মরণ ও প্রণাম।
৫। ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ।
৬। কোন ভ্রাতাকে সেবা।
৭। নির্জ্জন চিন্তা ও প্রার্থনা।
৮। একটী বৃক্ষ সেবা।
৯। পশু পক্ষী সেবা।
১০। দৈনিক দোষগুণ লেখা।

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে নিম্নলিখিত প্রার্থনানন্তর বিধানসঙ্গীত ভক্তি ও উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তিত হয়।

ঈশ্বরের আনন্দপ্রদ কুশলপ্রদ উৎসবের দ্বার উদ্‌ঘাটন হইতেছে আমরা তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করি।

হে ঈশ্বর, তোমার হস্তরোপিত ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিতেছেন। হে বিঘ্নবিনাশন, তুমি কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ বৎসর ইহাকে রক্ষা করিলে, আরও কতকাল ইহা স্থায়ী হইবে আশা হইতেছে। ইহার তেজস্বিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার শ্রীচরণ ধরিতেছি। শত শত শত্রুর

মধ্যে তুমি এই পবিত্র সমাজকে প্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এই ঋণের কি পরিশোধ আছে? এই ধর্ম্মসুধা পান করিয়া সংসারের শোক যন্ত্রণা ভুলিতেছি। আমাদের প্রতিদিনের অবলম্বন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বৎসরান্তে আবার সাংবৎসরিক উৎসব আসিতেছে, মা বলিয়া তোমাকে ডাকি। নূতন অনুরাগের সহিত তোমাকে ডাকিতেছি। আবার সবান্ধবে কত সুধা পান করিব। আবার মলিন কামনা অবিশুদ্ধ বাসনা দূর করিয়া নির্ম্মল হইব। নূতন বিধির নূতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য শান্তি সকলই তুমি। সকলের মস্তকের উপর শান্তিজল বর্ষণ কর। মা হইয়া আসিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন বার্ত্তা সকলকে জানাই। সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ মা, এবার সকল ধর্ম্ম এক করিবে; বিবাদ বিরোধ রাখিবে না; তোমার শান্তিক্রোড়ে তুলিয়া সকলকে শুদ্ধ ও সুখী করিবে। তুমি কৃপা করিয়া বিশ্বব্যাপী পূর্ণ বিশ্বাস হস্তে করিয়া আমাদিগের নিকটে এস, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।

সঙ্গীত।

শুনহে নূতন বিধি আনন্দের সমাচার। পাপী তরাইতে স্বর্গ হ'তে এসেছে ভবে এবার। (শুনহে ও জগতবাসী)।

অনাদি পুরুষ ব্রহ্ম (যাঁরে দেবগণ পায় না ধ্যানে) বেদে গায় যাঁর মর্ম্ম, অতি অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম বিবিধ লীলাবিহার।

যুগে যুগে দেশে দেশে, তাঁহারই মঙ্গল আদেশে, কত যোগী ঋষি সাধু ভক্ত করিলেন ধর্ম্ম প্রচার। (পাপ অন্ধকার বিনাশিয়ে)

পুরাতন ব্রহ্মবাদী, (যত আর্য্যকুল শিরোমণি) শিব শুক জনকাদি, ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ নানক চৈতন্য প্রেমের আধার।

কবীর শঙ্করাচার্য্য, বাসুদেব যোগাচার্য্য, ঈশা মহম্মদ মুশা শাক্য এক ভক্তপরিবার। (লোকগুরু জগতের পূজ্য)।

সকলেই মহামান্য, (এক ভাবের এক মহাজন) পরম ভক্তিভাজন, কিন্তু নহেন কেহ স্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যবর্ত্তী অবতার।

এক হরি পবিত্রাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পাতা, নিত্য জাগ্রত বিশ্ববিধাতা সর্ব্বশক্তিমূলাধার। (অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বর)।

হস্তপদ দেহশূন্য, (বাক্য মনের অগোচর) অখণ্ড জ্ঞান চৈতন্য, প্রেম পুণ্যের সুন্দর দেবতা অপরূপ নিরাকার।

নাহি রূপ রস গন্ধ, অরূপ সচ্চিদানন্দ, দেখবে হৃদয়ধামে প্রেমনয়নে মনোহর রূপ তাঁহার। (ভক্তি যোগানন্দে মগ্ন হয়ে)।

অসীম তাঁহার দয়া, সকলে দেন পদছায়া, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি কোন জাতবিচার।

সেই নিরাকার হরি, এসেছেন দয়া করি, ভক্তি উপহারে পূজিলে তাঁরে হইবে সবে উদ্ধার।

বিশ্বাসে দর্শন পাবে, (দেখে শুনে প্রাণ শীতল হবে) বিবেকে কথা শুনিবে, নিত্য পূজা প্রার্থনায় ঘুচিবে পাপ কল্পনা বিকার।

হইবে ব্রহ্মবাদিনী, যতেক কুলকামিনী, এই দেবতারে ঘরে ঘরে দিবে প্রেম উপহার।

ভ্রাতৃভাবে নিরখিবে, (হিংসা দ্বেষ নিন্দা পরিহরি) সকল জাতি মানবে, পরসেবাব্রতে হয়ে সুখী প্রেমেতে দিবে সাঁতার।

ত্যজি জ্ঞান অভিমান, হইবে তৃণ সমান, বিনয় ভক্তিতে করিবে রে ভাই স্বর্গরাজ্য অধিকার।

নাহি মূর্ত্তি পূজা বিধি, বনবাস সন্ন্যাসাদি, যোগ সাধন বলে জীবন্মুক্তি তপোবন হয় এ সংসার।

অনুতাপ পাপের দণ্ড, সর্ব্বদোষ করে খণ্ড, ব্রহ্ম সহবাস স্বর্গ ইহ পরকাল একাকার।

হরি বেদ বিধি মন্ত্র, গুরু জ্ঞান শাস্ত্র তন্ত্র, হরি পিতা মাতা অন্নদাতা ভবার্ণবে কর্ণধার।

এই সুসংবাদ দিতে, হরিভক্তি প্রচারিতে, প্রভুর আদেশে এসেছি রে ভাই আমরা ক ভাই তোদের দ্বার।

অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই প্রার্থনা করেন।

হে জ্যোতির্ম্ময়, নূতন বিধির সংবাদ আসিল। স্বর্গের বায়ু পাপভারাক্রান্ত ধরাতলে নামিল। জয় দয়াময় তোমারই জয়, জয় উৎসবময়। জয় আনন্দময় ব্রাহ্মাণ্ডেশ্বরের জয়। আমরা সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি আশীর্ব্বাদ কর। রক্তের সঙ্গে মিলিত হও, শব্দকে অগ্নিময় কর, বিশ্বাসকে সতেজ কর। পাপাত্মা হইয়াও তোমার কৃপাতে উৎসব ভোগ করি। অনেক আমাদের পাপ, তোমার চক্ষুর অগ্নিতে আমরা দগ্ধ হইতেছি, তোমার শব্দ গর্জ্জিত হইতেছে, তোমার বিক্রম ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে। যুগে যুগে তোমার নামে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, এখনও সে সকল ব্যাপার হইতেছে। তোমার স্পর্শ, তোমার প্রত্যাদেশ, তোমার শুভাগমনে আমরা কৃতার্থ হইতেছি। তোমার নিঃশ্বাসবায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের প্রচারকদিগের, সঙ্গীত প্রচারকের এবং আচার্য্যের আত্মাতে বিশেষরূপে অবতীর্ণ হও এবং আমার ন্যায় পাপীদিগের কল্যাণ কর। হে ঈশ্বর, তুমি আসিয়াছ, তোমার আজ্ঞা হইয়াছে যে আমরা উৎসব করি। জয় উৎসবের রাজা।

২ মাঘ বৃহস্পতিবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক হয়। রেবারেণ্ড ডল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরাজীতে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বলেন। তিনি যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই ব্রহ্ম যেমন এক ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি এক। পরমাণুবাদপ্রভৃতি দ্বারা বিজ্ঞান নানা ভ্রম সমুপস্থিত করিয়াছে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, ভাবোৎপাদন, এবং বিশ্বাস এই তিন মনুষ্যে প্রধান। বিশ্বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা সর্ব্বত্র শক্তি অনুভব করি, এই শক্তির বিদ্যমানতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। যত শক্তি আছে তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বপ্রধান। ঈশ্বরে ইচ্ছা শক্তি আমরা আলোকন করিয়া থাকি, ইহাই ব্রহ্মবিদ্যার মূল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন সমুদায় ধর্ম্মের তুলনা দ্বারা কিরূপে ধর্ম্মবিজ্ঞান সমুপস্থিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বলেন। শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় বলেন সমুদায় ধর্ম্মের তুলনা দ্বারা ধর্ম্মবিজ্ঞান উৎপাদন চরম কার্য্য নহে। সমুদায় বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য একত্বসম্পাদন। সমুদায় ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া যদি পরিশেষে সকলকে এক করিতে না পারা যায়, বহুত্বকে একত্বে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে কেবল তুলনা নিস্ফল। আচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করেন আগামী বর্ষে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য যথোপযুক্তরূপে নির্ব্বাহিত হয় এবং এজন্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমান দর্শন বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন জড়বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, রেবারেণ্ড ডল খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এবং শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দু ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তাদি বিষয়ে বলিবেন। রেবারাণ্ড ডল আচার্য্য মহাশয়ের কথিত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া "ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব" ধর্ম্মে উচ্চ একত্ব উল্লেখ করেন, তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

৩রা মাঘ শুক্রবার আলবার্ট স্কুলের সুরাপান নিবারিণী সভার "আশালতা" বাহির হয়। প্রায় দুই শত ছাত্র রক্তবর্ণ ফিতা শোভিত হইয়া পতাকা ধারণ পূর্ব্বক ইংরেজী ব্যাণ্ডের সঙ্গে সুরাপান নিবারক সঙ্গীত গান করিতে করিতে আলবর্ট স্কুল হইতে শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয়ের ভবন কমলকুটিরে উপস্থিত হয়। সেখানে সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সুরার বিষময় ফল প্রদর্শক সঙ্গীত গান করণান্তর আশালতা সৈন্যদল নির্দ্দোষ মিষ্ট সামগ্রী, নেবু ও শীতল জল পান করিলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সম্মুখবর্ত্তী দাহার্থ নির্ম্মিত "সুরারাক্ষসের" মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া সুরার অপকারিতা এবং তাহার উচ্ছেদ সাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে হাস্য সন্তোষ ও উৎসাহ উদ্দীপক বক্তৃতা করেন। পরিশেষে আশালতা সৈন্যদল আহ্লাদ ও উৎসাহ সহকারে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে সুরারাক্ষসকে চূর্ণ বিচূর্ণ এবং অগ্নিতে দগ্ধ করে। এবারকার বিশেষ উৎসাহ উদ্যম ও জীবন্ত ভাব আশালতাতেও বিলক্ষণ প্রতিভাত হইয়াছে।

৪ মাঘ শনিবার অপরাহ্নে গড়ের মাঠে অনাচ্ছাদিতপ্রান্তরগত বক্তৃতা হয়। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহুবিধ বহুসংখ্যক লোক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নূতন বিধানাঙ্কিত পতাকা শোভিত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে সমবেত হইলে সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত আরম্ভ হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রথমতঃ বাঙ্গলাতে এবং তৎপরে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। নিম্নে তাঁহার বাঙ্গলা বক্তৃতার সারাংশ প্রদান করা গেল।

দেশস্থ বন্ধুগণ, যাঁহারা অদ্য অনুগ্রহ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে অনুরাগের সহিত নমস্কার এবং ধন্যবাদ করিতেছি।

আজ এই স্থানে এই সমারোহ কি জন্য? আপনারা আপন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কি দেখিতে, কি শুনিতে এই প্রশস্ত স্থানে আসিয়াছেন? পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব বিবাহ উপস্থিত। সেই জন্য নিশান উড়িতেছে, এবং ভেরীতূরী বাজিতেছে। শুভক্ষণে মহা বিবাহ হইবে। শুভক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। এই বিবাহরহস্য প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি। সকলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কার কার

সঙ্গে বিবাহ। পাত্র কে? পাত্রী কে? বেদ পুরাণের বিবাহ হইবে। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন বর্ত্তমান সভ্য জাতি সকল নিতান্ত অসভ্য ছিল, সেই সময় আমাদের আর্য্যজাতি জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া বেদ বেদান্ত রচনা করেন, বেদের পরে পুরাণাদি রচিত হয়; কিন্তু এখন এই দেশে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত প্রায়। এই দেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিবার জন্য এই নূতন বিধান, এই নূতন বিবাহ উপস্থিত। এত শত বৎসরের পরে বেদ পুরাণের বিবাহ হইবে। এই দুয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড সমুদ্র। এক দিকে যোগী ঋষিগণ গভীর যোগ ধ্যানে মগ্ন, আর এক দিকে পৌরাণিক হিন্দুরা নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডে ব্যস্ত, এক দিকে যোগ, আর এক দিকে ভক্তি। এই দুইয়ের উচ্চ যোগ বর্ত্তমান বিধান। যে বিবাহের কথা বলিলাম তাহা এই যোগ ভক্তির মিলন। যোগের সহিত প্রেমের বিবাহ, বেদের সহিত পুরাণের বিবাহ। ধন্য আর্য্য যোগী ঋষিগণ যাঁহারা পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ ভুলিয়া হিমালয় শিখরে এবং গঙ্গাতীরে ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইতেন! তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হউক! যাঁহারা প্রেমের পথ ভক্তির পথ দেখাইয়াছেন তাঁহারাও ধন্য। বেদ বেদান্তের ঈশ্বরের কথা শুনিলে মন স্তম্ভিত হয়, যোগ ধ্যানে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কিন্তু আত্মা বেদের অনন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, নেতি নেতি, এই বলিয়া বেদ ব্রহ্ম নিরূপণ করে; কিন্তু পুরাণ ব্রহ্মের জীবন্ত বিধানে প্রকাশ করে। যোগী জ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা করে ব্রহ্ম কোথায়, আকাশ বলে ব্রহ্মের অন্ত নাই। অনন্ত অচিন্ত্য ঈশ্বরকে ধারণ করিতে না পারিয়া লোক সকল ক্রমশঃ নাস্তিক এবং শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়া এক হরি নামে সকলকে মত্ত করিলেন। তাঁহার ভক্তি-রসে নবদ্বীপ টল্‌মল্ করিতে লাগিল। তিনি আচণ্ডাল সকলকে হরিভক্তি বিলাইতে লাগিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন নীচতম লোক চণ্ডালও বৈকুণ্ঠে যাইবে। আহা কি আনন্দের সমাচার! তাঁহার পূর্ব্বে লোকেরা যোগ ধ্যানের কথা শুনিয়া ভয় পাইত, সহজে ধর্ম্ম সাধন করিতে চাহিত না; কিন্তু নীচতম লোকও হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া স্বর্গে যাইবে এই সুসমাচার শুনিয়া দলে দলে লোক হরিধ্বনি করিতে লাগিল এবং এই বলিয়া হরির নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল;—হে হরি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার নাম দেও। ধন্য হে ঈশ্বর, ধন্য হে বঙ্গদেশের ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া গরিব কাঙ্গাল-দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য দীননাথ অধমতারণ নাম প্রেরণ করিলে। ভক্তিরস আসিয়া বঙ্গদেশকে বাঁচাইল। এখানকার বড় লাট সাহেবের দরবারে গরিব লোক যাইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সকলের যাইতে অধিকার রহিয়াছে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তাঁহার দর-বারে জাতি বিচার নাই। বর্ত্তমান সমাজে যোগ ভক্তির মিলন হইবে। এই অপূর্ব্ব কথা বলিবার জন্য অদ্য আমি আপনাদিগের নিকট আসিয়াছি। যোগের সঙ্গে প্রেম চাই প্রেমের সঙ্গে যোগ চাই। কে বলে ভক্তির পথ অবলম্বন করিলে ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না; এবং যোগ ধ্যান করিলে হৃদয়ে ভক্তি রসের সঞ্চার হয় না? যাহারা বেদ জানে না তাহাদের কি গতি হইবে না? যাঁহাদের বিশ্বাস ভক্তি আছে তাঁহারা তাঁহা-দিগের প্রাণেশ্বরকে বক্ষস্থলে ধারণ করেন। সেই বেদের অনন্ত ঈশ্বর হরিনামে প্রকাশিত। জলে স্থলে হরি, অন্তরে বাহিরে হরি, সর্ব্বত্র হরি সেই বেদের নিরাকার অশব্দ, অস্পর্শ হরি প্রতি ঘটে, প্রতি জনের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিবার জন্য আজ এ সকল নিশান উড়িতেছে। এই তুরী ভেরী বাজিতেছে। চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ বেদান্ত যাঁহার মহিমা গান করিয়াছে, আজ আমরা তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করিতেছি। ইংরাজেরা আমাদের রাজা, বিদ্যা, বল, সভ্যতা সকল বিষয়ে তাঁহারা আমাদের শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এই সত্য ধর্ম্ম পাইয়া আমরা তাঁহাদিগের সমান হইলাম, সমান কেন শ্রেষ্ঠ হইলাম। অতএব সকলে বল জয় ব্রহ্ম নাম, জয় হরিনাম, জয় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিধান। তোমাদের আদি পুরুষেরা ঐ গঙ্গাতটে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেন, এবং মহাপ্রভু চৈতন্য ভক্তবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া ঐ গঙ্গাতীরে কত বার হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু আজ বঙ্গদেশের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা! এখন বঙ্গদেশে না যোগ ধ্যানের প্রাবল্য না ভক্তির প্রমত্ততা কিছুই দেখা যায় না। এখনকার লোকসকল ঘোর সংসারী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্য অথবা চিনাবাজার কাহাকেও পরিত্রাণ দিবে না। মৃত্যুর দিনে এই সংসারের বাজার, এই গৃহ পরিজন পরি-ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। স্ত্রী সন্তানাদি ভূমির জিনিষ ভূমিতে পড়িয়া থাকিবে। ঈশ্বর প্রত্যেক সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে বলিতেছেন;— "হে জীব, আমি তোমাকে ধন দিলাম, পরিবার দিলাম, তোমার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ দিলাম আমাকেই তুমি ভুলিয়া গেলে, একবার ভালবাসার সহিত হরি বলিয়া ডাকিলে না।" আগে থাকতে পথ দেখ। হরিকে প্রাণ ভরিয়া ডাক। তোমাদের সভ্যতা ছাই জিনিষ, সভ্যতা দেশকে বাঁচাইতে পারে না। হরি-ভক্তি ভিন্ন দেশের কল্যাণ নাই। এক হরিভক্তিতে সকল বিবাদ মীমাংসা হইবে, সকলের মধ্যে মিলন হইবে। হরিভক্তি হইলে হিন্দু মুসলমানকে বিধর্ম্মী বলিয়া

পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। মুসলমানদিগের মহম্মদও সেই বেদ বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ ঈশ্বর এক, এই মহা সত্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভক্ত তিনি মুসলমান্‌কে বলিতে পারেন না, দূর হও যবন, তুমি বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ। মহম্মদও ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ। সত্যের আকর্ষণের নিকট জাতিভেদ নাই। মুসলমান্‌ ধর্ম্মের কেমন সুন্দর নিয়ম। মুসলমানকে প্রত্যহ পাঁচ বার ঈশ্বরের পূজা করিতেই হইবে। মহা ধনী হইতে দুঃখী মাঝী কোচম্যান্‌ পর্য্যন্ত সমুদায় মুসলমানেরা এই নিয়ম পালন করে। সেই একই শ্রীহরি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যুগে যুগে মহাপুরুষ সকল প্রেরণ করেন। ইচ্ছা হয় বিশ্বাসী মুসলমানকে প্রাণের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি। এক ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই। কেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মুসলমানেরা এই সত্য প্রচার করেন। সত্যভূমিতে যবন এবং হিন্দু এক হইয়া গেল। ঈশ্বরের নিকটে সকলের মিলন রহিয়াছে। অতএব পৃথিবীতে যত গুলি মুসলমান্‌ আছেন সকলকেই "হরিদাস" হইতে হইবে এবং যত গুলি হিন্দু আছেন সকলকে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইবে। সেই আনন্দের সময়, সেই শুভ বিবাহের দিন আসিতেছে। সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে আমরা সহোদর জ্ঞানে আলিঙ্গন করিব। সকল বিবাদের মীমাংসাস্থল ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মে বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান, নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের মিলন হইয়াছে। প্রেমের সঙ্গে যোগের মিলন হইবে ঈশ্বরের আজ্ঞা, বেদ পুরাণের করস্পর্শ হইবে। চারি হাজার বৎসরকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। এস আর্য্য ভ্রাতা সকল, এস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, এস যোগী ঋষিগণ, তোমরা আসিয়া গভীর যোগ সমাধির দৃষ্টান্ত দেখাও। এস প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দ, তোমরা আমাদিগের শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির প্রমত্ততা সঞ্চারিত কর, ঈশ্বরের কৃপাতে এই কোলাহলপূর্ণ সভ্যতার মধ্যে আমরা যোগী এবং ভক্ত হইব। নিস্তব্ধ ধ্যানের সঙ্গে খোলের শব্দ মিলিয়া যাইবে। বৈকুণ্ঠ এখানে নহে, ওখানে নহে, বাহিরে নহে, বৈকুণ্ঠ ভিতরে। যাহার যোগবল, ভক্তিবল আছে সে সংসারেই স্বর্গ দেখিতে পায়। সে আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে মগ্ন হয়। ঈশ্বরের কৃপা বলে সে তাহার স্ত্রীর মুখে হরির কথা শুনিতে পায় এবং তাহার প্রিয়দর্শন সুকোমল মতি শিশু সন্তানেরাও ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় হরিনাম করিয়া তাহার প্রমত্ততা বৃদ্ধি করে। যে হরিকে ভজে হরিই তাহার রাজা হন। হরি আমাদের রাজা। আমাদের মহারাণী বিক্টোরিয়া তাঁহার দাসী হইয়া এই ভারতরাজ্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যে আমরা কেমন কুশলে রহিয়াছি। এই মাঠে আগে কত লোকের গলা কাটা গিয়াছে। কত দস্যু কত নরহত্যা করিয়াছে; কিন্তু আজ আমরা কেমন নিরাপদ। ইহাতে কি তোমরা ঈশ্বরের হস্ত দেখিতেছ না? হরির শাসন সর্ব্বত্র। সকলই হরির লীলা। সেই হরির পাদপদ্ম হইতে অপ্রতিহত-ভাবে যোগ প্রেমের স্রোত বহিতেছে। কাহার সাধ্য সেই স্রোত অবরুদ্ধ করে? সমুদ্র কি কেনিউট্‌ নরপতির আজ্ঞা শুনিয়াছিল? যখন কেনিউট্‌ নীচ চাটুকার অমাত্যদিগের কথায় সমুদ্রকে বলিলেন, "হে সমুদ্র, তুমি স্ফীত হইয়া এ দিকে আসিও না" সমুদ্র তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উপহাস করিতে করিতে তাঁহার সিংহাসন ভিজাইয়া দিল। সমুদ্রের গতি অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রেম স্রোতের বেগ অধিক। কে সেই বেগ নিবারণ করিবে? নূতন বিধান আসিয়াছে। যোগ ভক্তির বিবাহ উপস্থিত। কাহাকেও সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে না; কিন্তু সংসারে থাকিয়াই প্রমত্ত বৈরাগী হইতে হইবে। কাহাকেও অকারণে কষ্ট দেওয়া হরির ইচ্ছা নহে। তিনি মার মত মধুর প্রকৃতি, সকলকে কোলে করিয়া তিনি পবিত্র এবং সুখী করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়।

৫ মাঘ রবিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে আরাধনা ধ্যান ও পাঠানন্তর নিম্নলিখিত প্রণালীতে দোষ স্বীকার বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। সেদিনকার গাম্ভীর্য্য ও ভয়শঙ্কোদ্দীপক ভাব আজও আমাদিগের চিত্তপটে মুদ্রিত আছে।

হে ব্রাহ্মগণ, এই সময়ে গত বৎসরের পাপ স্বীকার করিবে, অনুতাপ করিবে; এবং আগামী বৎসরের জন্য ব্রত গ্রহণ করিবে। অতএব গম্ভীর ভাবে আত্মচিন্তা কর। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর যিনি মস্তকের কেশ গণনা করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ যিনি অনন্ত ঘৃণার সহিত পাপকে ঘৃণা করেন, তিনি এখানে আপন সিংহাসনে বসিয়া আছেন। উৎসবের সহিত নববর্ষ আরম্ভ হইল। আমি কি করিলাম কি না করিলাম কি করা উচিত ভাবিব। সর্ব্বসাক্ষীর কোটী কোটী চক্ষু। তাঁহার চক্ষুর অগ্নি সমুদয়ের হৃদয়কে আলোকিত করুক। সেই আলোকে আপন আপন দোষ দেখিয়া হৃদয়কে পবিত্র করি। ঈশ্বর বিচারাসনে বসিলেন, প্রত্যেক অপরাধী ব্রাহ্ম বিচারে আনীত হইল। এই যথার্থ বিচারক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন কর। আমরা সেই বিচারের ভিতরে মস্তক স্থাপন করি, যে পূর্ণ বিশ্বাসী হয় নাই, ভক্ত হয় নাই, চরিত্র বিশুদ্ধ করে নাই, মিথ্যা কথা কহিতেছে, ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করিতেছে, নরনারীর প্রতি পবিত্র এবং সুকোমল ব্যবহার করে নাই, যে প্রচারক ষোল আনা অনুরাগ উৎসাহের সহিত প্রচার

করেন নাই তাঁহারা এই বিচারাসনের নিম্নে দণ্ডায়মান। ঈশ্বর পবিত্র নিশ্বাস দ্বারা ভয়ানক পাপ চূর্ণ করিতেছেন। প্রত্যেক পাপিগণ নম্র হইয়া হাতযোড় করিয়া ধর্ম্মবল প্রার্থনা করুক যেন ভবিষ্যতে সেই বলে পাপবিকার দূর করিতে পারে এ জন্য দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করুক।

হে ঈশ্বর, তোমার কাছে বন্দী হইয়া আনীত হইলাম। তোমার কাছে মনের দোষ স্বীকার করি। সরলতা বিনয় দাও। ভবিষ্যতে সাধুস্বভাব সুনির্ম্মলচরিত্র হইব তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করি। সমস্ত রিপুকে দমন করিতে ক্ষমতা প্রদান কর। আমি পতিত, আমি ঘৃণিত ইহা যেন কথায় না বলি। ভবিষ্যতে যেন যথার্থই সাধু হই। এই হস্তদ্বয় যেন সত্যের দয়ার অনুষ্ঠান করে। এই হৃদয়ের ভিতরে বিবেকের সিংহাসনতলে যেন সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত থাকে; সর্ব্বদা যেন পবিত্রতার সূর্য্য উজ্জ্বল থাকে, প্রত্যেক ব্রাহ্মকে শুদ্ধ চরিত্র কর। মা, চিরকালের জননি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ পুণ্য দাও, সেই পদার্থ তোমার ভিতর আছে বলিয়া তোমার এত মহিমা। ব্রহ্মতেজ প্রেরণ কর, অস্থির ভিতর সেই তেজ প্রবিষ্ট হউক। প্রাণকে সচ্চরিত্র কর, বৈরাগী কর, ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র কর, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বসিয়া হুঙ্কার কর। তোমার বিজয়ভেরী শুনিয়া শত্রুকুল পলায়ন করুক। পাপের দৌরাত্ম্য হইতে সকলে বিমুক্ত হউন। যেমন এক একটি করিয়া কাঁটা বাহির করে তেমনি পাপ কাঁটাগুলি এক একটি করিয়া বাহির কর। হস্ত, পদ, শরীর মন, রসনা সমস্ত শুদ্ধ কর, শুদ্ধতার অগ্নিমধ্যে টানিয়া লইয়া যাও। তোমার সমুদয় উপাসক যেন আজ পবিত্রতা লইয়া যান। আজ দোষ স্বীকার করার দিন। মা, পুণ্য দাও, পুণ্য দাও। কলঙ্কিত ব্রাহ্মসমাজ পুণ্য চাহিতেছে। শিশুর মত, নির্ম্মল চিত্ত বালক বালিকার মত কর, প্রবঞ্চনা কি জানিব না, সরলভাবে ব্রহ্মপদাশ্রিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইব। ক্ষণকাল আমাদিগকে এই বিষয় ভাবিতে দাও, আত্মচিন্তা করিতে দাও, তব প্রসাদে যেন নির্ম্মল হই, তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি মিথ্যাবাদী হইয়াছ কি না? মিথ্যা কথা দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না?

হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি অপবিত্র নয়নে তোমার কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি তাকাইয়াছ কি না? তুমি ঈশ্বরসমক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

হে আত্মন্, তুমি কোন ভাই ভগ্নীর শরীরের কোন প্রকার হানি হউক, শ্রীভ্রষ্ট হউক, এমন ইচ্ছা করিয়াছ কি না? তাহা স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি অহঙ্কারী হইয়া তোমার কোন ভাই ভগ্নীকে নীচ মনে করিয়াছ কি না? সেই বিষয়ে যদি দোষ থাকে তাহা স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কখন অবিশ্বাস করিয়াছ কি না? ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি সন্দেহ হইয়াছে কি না, স্মরণ করিয়া দেখ। দোষ স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি ভক্তি বিহীন হইয়া শুষ্ক পূজা, শুষ্ক আরাধনা করিয়াছ কি না? ঈশ্বরের কাজে শুষ্কতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছ কি না? তাহা ভাবিয়া দেখ।

হে আত্মন্, তুমি স্বর্গীয় সাধুদিগকে কখনও অপমান করিয়াছ কি না; যাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া জগতের কল্যাণ করিয়াছেন তুমি জঘন্য অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের অপমান করিয়াছ কি না; তুমি জীবিত ও মৃতদিগের কোন প্রকার অনাদর করিয়াছ কি না; স্মরণ কর।

হে আত্মন্, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে তদুপযুক্ত বল, বুদ্ধি পরিশ্রম, অর্থ নিয়োগ করিতে কৃপণ ও কুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না? ধর্ম্মের জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়াছ কি না? যদি না করিয়া থাক অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর।

হে ধর্ম্ম প্রচারকগণ, তোমরা যত পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট অন্ন বস্ত্র পাইয়াছ, যত পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট অন্নজল পাইয়াছ, যাহাতে ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারিত হয় সাধ্যানুসারে সেই পরিমাণে যত্নবান্ হইয়াছ কি না? যদি অনেক খাইয়া থাক অল্প দিয়া থাক, যদি কখন নিরাশ হইয়া জড়ের মত বসিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের নামে ও প্রচারে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া থাক যদি কেবল আপনার সুখ সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিয়া থাক, যদি ভারত ও সমস্ত পৃথিবীর জন্য না ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ঘোর অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর। ব্রহ্মের সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

হে দয়াসিন্ধু, তোমার গম্ভীর বিচারে আমাদিগকে পরীক্ষা কর, আমাদিগকে দণ্ড দাও। হে স্নেহময়ী জননী তোমার দণ্ড দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ চরিত্র কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা, কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

৬ সোমবার ব্রহ্ম মন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রাত্রি আটটার সময়ে "ব্রাহ্মসমাজ কি স্থায়ী হইবে?" এতৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। নিম্ন লিখিত প্রণালীতে আমরা তাঁহার বক্তৃতার সারসংগ্রহ করিতে পারি।

অর্দ্ধশতাব্দীর সংগ্রাম পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা লইয়া ব্রাহ্মসমাজ অদ্য পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক উৎসব করিতে

উদ্যত। যদি ধর্ম্মের এই অবনতিসময়ে কোন একজন ভবিষ্যদ্দর্শী ইহার মতাদি বিচার করিয়া দেখেন তবে তিনি কি সিদ্ধান্ত করিবেন? ব্রাহ্মসমাজ কি স্থায়ী হইবে? ইহারই মধ্যে অনেক ভবিষ্যদ্দর্শনাভিমানী ইহার অবনতি ও পতন নির্ণয় করিতেছেন। কেহ কেহ শুদ্ধ ইহার মৃত্যু নয়, কিন্তু জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করিতেছেন। যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে দোষী করিতেছেন, বধ করিতেছেন, সমাধিস্থ করিতেছেন, সে সকল পরস্পর বিরোধী এবং বহুল। কাহার মতে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মে, কাহার মতে খ্রীষ্টধর্ম্মে, কাহার মতে বৌদ্ধত্বে এবং সংশয়বাদে, কাহার মতে কুসংস্কার এবং মনুষ্য পূজায়, কাহার মতে দেশসংস্কারের আড়ম্বরে, কাহার মতে যোগীগণের নিদ্ক্রিয়ত্ব অবুদ্ধত্বে, বিলীন হইয়া যাইতেছে। পরস্পর বিরোধী এই সকল দোষারোপের একটি একটি করিয়া খণ্ডন করিতে গেলে ভারে অবসন্ন হইতে হইবে, এবং তাহা শ্রবণেও কাহার ধৈর্য্য থাকিবে না। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু না বলিয়া ঈদৃশ দোষারোপ নিন্দা বা প্রশংসা দেখা যাউক। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যিনি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন তাঁহাতেই এ প্রকার প্রশস্ত ভাব ছিল। তাঁহাকে হিন্দুগণ বেদান্তবাদী, খ্রীষ্টানগণ একেশ্বর বাদী খ্রীষ্টান, এবং মুসলমানগণ মৌলবী বলিয়া গ্রহণ করিত। তিনি যে সমাজ সংস্থাপন করেন তাহাতে তাঁহার প্রশস্ত ভাব কেন প্রতিফলিত হইবে না? হিন্দুগণ খৃষ্টান, খ্রীষ্টানগণ হিন্দু, এবং বিশ্বাস ও জ্ঞানবিহীন লোকগণ বৌদ্ধত্বাদির আরোপ করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ঈদৃশ নিন্দার মধ্যে প্রশংসা যেমন আছে তেমনি একথাও বলিতে হইবে এ প্রশংসা মধ্যে বিপদও আছে। সমুদায়কে নিজের অন্তর্ভূত করিয়া যে দর্শন উপস্থিত হয়, তাহার দৌর্ব্বল্য এই এই যে তাহার নিজের কিছু না থাকাতে প্রবর্ত্তক তিরোহিত হইলে অথবা সময়ের উপযোগী না হইলে উহা সময়োপযোগী প্রধান দর্শনের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সমুদায়কে অন্তর্ভূত করিয়া যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহার কি তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে না? চতুর্দ্দিকে যে সকল প্রবলতর ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে তন্মধ্যে কি ইহা বিলুপ্ত হইবে না? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি হিন্দু বা খ্রীষ্টধর্ম্মে বিলীন হইয়া যাইবে না? খ্রীষ্টধর্ম্ম পূর্ব্বতন কত ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছে, শিখধর্ম্ম প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এমন কি আছে যাহাতে তাহাকে রক্ষা করিবে? যদি বিচ্ছিন্ন ভাব পোষণ করা যায়, তাহাতেও মৃত্যু উপস্থিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপে এ দেশ হইতে নির্দ্দূরিত হইয়া গেল। আলবিজেন্সীস সম্প্রদায় পোপ সহকারে বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বহুস্থানে বিস্তৃত হইয়াও পরিশেষে বিচ্ছিন্ন ভাবের হস্তে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ যদি বৌদ্ধ এবং আলবিজেন্সীসগণের ন্যায় জাতীয় ভাব, শক্তি, সহানুভূতি প্রভৃতি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে তবে ইহারও তাহাদিগের অবস্থাপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং দুই দিকেই বিপদ। এক দিকে অন্তর্বিলীন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, অপর দিকে মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা।

উদ্ভেদ নিয়ম মধ্যে উপযুক্তের স্থিতি অনুপযুক্তের তিরোধান এইটি প্রধান নিয়ম। এই নিয়মানুসারে বৃহৎ বৃহৎ প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু উপরি উক্ত নিয়মের যথার্থ অর্থ কি? প্রকৃতি প্রতিবস্তুর বিবিধত্ব একত্র করত এক করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া উচ্চ আকারে উহাকে রক্ষা করেন। বৃক্ষ জীবাদি সকলেরই ব্যক্তি ও জাতি একত্র করিয়া বর্দ্ধন করিয়া পরিশেষে উচ্চতর উপযুক্ত শ্রেণীতে রক্ষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ইহাই হইবে। যত ধর্ম্মসমাজ আছে তাহাদিগের বিবিধত্ব ব্রাহ্মসমাজের জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত করিতেছে। কেন না তাহাদিগের পরস্পরের সংগ্রামে তাহারা সার্ব্বভৌমিক এক ব্রাহ্মসমাজকে রাখিয়া চলিয়া যাইবে এবং কোন বল বিনষ্ট হয় না বলিয়া সমগ্র বল ব্রাহ্ম সমাজে প্রবিষ্ট হইবে। যে ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বলের সঙ্গে আপনাকে এক করিয়া ফেলিয়াছে, এবং উহাদিগের বর্দ্ধনে আপনার বর্দ্ধন করিয়াছে, তাহার স্থিতি যত দিন সেই সকল বলের স্থিতি তত দিন, ইহা একান্ত নিশ্চিত। সুতরাং উপযুক্তের স্থিতির নিয়মে ব্রাহ্মসমাজের চিরকাল স্থিতি ও উন্নতি নিশ্চয়।

বর্ত্তমানকালে পরিতুলনা প্রণালীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিতুলনা মাক্স মুলার ক্লার্ক জনসন প্রভৃতি দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি হিন্দু জোরেস্তার, মুসলমান জেসুইটগণের ধর্ম্মমত শ্রবণ করিতেন ও তদ্দ্বারা আপনার আচরণাদি নিয়মিত করিতেন। অগষ্ট কম্‌ট সমুদায় ধর্ম্মের মহাজনগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রাধান্যে সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তি যুক্তি বলে যাহা সংস্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহা বিশ্বাস সাধন ভজন আধ্যাত্মিকতাদি দ্বারা করিতে প্রবৃত্ত। সমুদায় বিধানের একতা, সমুদায় মহাজন ও ঈশ্বরের সন্তানগণের একতা এবং প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত প্রবাহিত হইতেছে ঈদৃশ বিশ্বাসে আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবন এবং পরলোক সংগঠিত, যত দিন জ্ঞান নীতি ও অন্যান্য বিষয়ের একতা সম্পাদনের স্পৃহা আছে, যত দিন সমুদায় দেশের মহৎ ও ভাল লোকের

প্রতি সম্মান ও সমাদর আছে, যত দিন সত্যের সার্ব্বভৌমিত্ব এবং ঈশ্বরের পিতৃত্বে অগ্রগামী মনুষ্য জাতির বিশ্বাস থাকিবে, তত দিন ব্রাহ্মসমাজ থাকিবে, ক্রমে উন্নত হইবে, এবং মনুষ্য জাতির জীবন ও উন্নতি ইহার জীবন উন্নতির নিয়ম হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বর্ত্তমান এবং প্রাচীন ধর্ম্ম মধ্যে মহা-বৈপরীত্য উপস্থিত। এখন কেবল বাহ্যাড়ম্বর, সাংসারিকতা, মতপ্রাধান্য, জ্ঞানের অহঙ্কার, প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা, পরস্পর ঘৃণা। পূর্ব্বের ভ্রাতৃভাব এখন সাম্প্রদায়িক অক্ষমাতে পরিণত হইয়াছে; পূজা উপাসনা হইতে প্রত্যাদেশের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। দিব্য বিষয়ে দর্শন আর নাই। স্বর্গের বিষয়ে একতানতা আর পৃথিবীতে শুনিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের হস্ত আর এখন কেহ দেখিতে পায় না। বর্ত্তমান সময়ের বিবাদ বিসংবাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রবিষ্ট হইতেছে, যেখানে কেবলই আলোক, যেখানে প্রবেশ করিয়া উহা পৃথিবীর সমুদায় অন্ধকার বিদূরিত করিবে। হিন্দু ধর্ম্ম ও দর্শনের মূলে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে বল এবং ধর্ম্মের উৎস আকর্ষণ করিয়া লই। জোরেস্তারের নিকট গমন করিয়া প্রাচীন আর্য্যবংশশাখার ধর্ম্ম পাঠ করি। বুদ্ধের নিকটে গমন করিয়া চরিত্রের নির্ম্মলতা সাধন করি, যোগসমাধির শান্তি অনুভব করি। পুরাণ গীতা ভাগবতের নিকট গিয়া ভক্তির মধুরতাতে মত্ত হই, মহাদেব প্রভৃতি প্রধান যোগীর চরণতলে উপবিষ্ট হই। সমুদ্র পার হইয়া গিয়া সক্রেটিসের নিকট আত্মজ্ঞান শিক্ষা করি, হিব্রুধর্ম্মের বিশ্বাসাগি ভবিষ্যদ্বাণী ডাবিডের সুললিত গীত প্রভৃতিতে যুক্ত হই। মধুর নেজারথের মহাপুরুষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পিতার গৃহে বহু প্রাসাদের কথা শ্রবণ করি। এইরূপে এই সকল মূল হইতে অমর আধ্যাত্মিকতা এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উপার্জ্জন করিব। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলকে সাবধান করা আবশ্যক। কেহ যেন স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক ভাব, বাস্তবিক ঘটনাকে অন্যরূপে দর্শন বা বর্ণন, কোন এক ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া অন্য ধর্ম্মের প্রতি প্রতিকূলতা, এ সকলের অনুসরণ না করেন। সর্ব্বদা হস্তে তৌলদণ্ড ধারণ করিয়া যেন তিনি অবস্থিত হন।

ধর্ম্ম সকলকে একীভূত করাতে আরো এক আপদ আছে। সর্ব্বত্র সত্যের সঙ্গে মনুষ্য অসত্য মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছে। সে সকল দূর করিয়া সত্য সংস্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত। ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃতি পূজা পরিত্যাগ করিয়া বেদের ধর্ম্ম, আত্মবিনাশ শুষ্কতা পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ ও শরীরশোষণ পরিত্যাগ করিয়া যোগধর্ম্ম, পৌরাণিক কুসংস্কার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া সুমিষ্ট সুকোমল ভক্তির ধর্ম্ম, নৈতিক দোষ ও ক্রোধোদ্দীপ্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের অগ্নি ও উৎসাহ, বর্ত্তমানের ভ্রম কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্য কি আমাদিগকে দিতে পারেন? যদি দিতে পারেন, পূর্ণমাত্রায় না হউক অর্দ্ধেকও যদি দিতে পারেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ থাকিবে। কিন্তু কি উপায়ে ব্রাহ্মসমাজ অসত্য হইতে সত্যকে প্রমুক্ত করিবেন? যুক্তি তর্ক বিচারে? যুক্তি তর্ক বিচারে নহে, কিন্তু বিজ্ঞানালোকে। এই বিজ্ঞানালোকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বতন লোকেরা মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে আমাদিগের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। চরিত্র বিনা সমুদায় যত্ন বিফল হইবে। চরিত্রের দৃঢ় ভূমির উপরে যদি ধর্ম্ম সংস্থাপন না হয়, তবে ধর্ম্মের মূল নিশ্চয় আন্দোলিত হইয়া যাইবে।

৭ মাঘ মঙ্গলবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা হয়। এই সভাতে প্রথমতঃ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হইলে প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র যথাস্থানে প্রকাশিত বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণ উপস্থিত করিয়া ঈশ্বর কি রূপ আশ্চর্য্য ভাবে সামান্য উপায়ে এতগুলি পরিবারকে ভরণপোষণ করিতেছেন তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ভক্তিভাজন মহোদয়গণ আমি বিনীতভাবে আপনাদের চরণে প্রণাম করি।—কথিত আছে দেবর্ষি নারদ বাল্যকালে স্বীয় মাতার সহিত সাধুসেবাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া একমাত্র সাধুসেবা করিয়া মহাত্মা সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের যত উন্নতির কারণ, কেবল সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ। বাস্তবিক সাধুসেবায় মহাফল। যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরের জন্য এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্যক্তি সেই সকল মহাত্মাদিগের সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিণামে তিনি যে অপর্য্যাপ্ত সুখে সুখী হন, তাহার দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ। আমি এক জন মূর্খ অতি সামান্য মনুষ্য। আমার বাল্য ও যৌবনের অধিকাংশ জীবন কোনরূপে সামান্য সাংসারিক কার্য্যে গত হইয়াছে। ধর্ম্মেতে সাধুতাতে যে কত সুখ কত আনন্দ, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। দয়াময়ের অসীম দয়াপ্রভাবে কি আশ্চর্য্য কৌশলে আমি তাঁহার ফাঁদে পড়িলাম। আমি কখন চেষ্টা করি নাই, ভাবি নাই, স্বপ্নেও

করিতেছেন। বল হে ব্রাহ্মিকা, তুমি কি তোমার ব্রহ্মকে দেখিয়াছ? তোমার ব্রহ্ম কি নিরাকার শুষ্ক দেবতা, না তিনি জননীর ন্যায় কোমল? তিনি কি যথার্থই রূপে গুণে সুশোভিত হইয়া তোমাকে বর দেন? যদি তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে না পারেন তাহা হইলে সেই নির্জীব ব্রহ্মপূজা করিয়া কষ্ট পাইবার তোমার দরকার নাই। তোমরা সকলেই ব্রাহ্মিকা, কে তোমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে? যে নারী একবার ঈশ্বরকে ডাকিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মিকা; কিন্তু যাঁহারা অল্পবিশ্বাসী তাঁহারা ব্রাহ্মিকা হইয়াও আসল ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখনও উঠানে রহিয়াছেন। যাঁহারা জননীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে ইহাঁদের কত প্রভেদ। যাঁহারা জননীর কাছে বসিয়া ব্রহ্মস্তব এবং মার বন্দনা করিতেছেন তাঁহারা কেমন সুখী। পৃথিবী আর স্বর্গে কত প্রভেদ! যে নারীর অন্তরে প্রেম নাই, যে কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে সে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহারা সমস্ত প্রাণ মন দিয়া মাকে ভালবাসেন, মার সেই প্রিয়তমা কন্যাগণ স্বর্গে বসিয়া কেমন সুখভোগ করিতেছেন!! যেখানে প্রাচীনকালের আর্য্যকন্যাগণ, মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী সীতাদেবী প্রভৃতি বসিয়া সংপ্রসঙ্গ করিতেছেন সেই স্থান কেমন সুখের স্থান!! সেই সুখধামে প্রবেশ করিতে না পারিলে তোমাদের দুঃখ যাইবে না। এখনও তোমরা দুঃখিনী, কেন না তোমরা সেই দেবকন্যাদিগের সঙ্গে তোমাদের স্বর মিলাইতে পার নাই। যখন সেই ব্রহ্মকন্যাদিগের কোমল হৃদয় হইতে সুমধুর ব্রহ্মস্তব উঠিতে থাকে তখন স্বর্গের জননী নিজে সেই কন্যাদিগকে তাঁহার ক্রোড়ে লইয়া তাঁহাদের মুখে অমৃত ঢালিয়া দেন। সেই উপরের ঘরে প্রবেশ করিতে ক্ষমতা না পাইলে তোমাদিগের দুঃখ ঘুচিবে না। যত দিন সেই স্থানে যাইতে না পারিবে, তত দিন তোমরা হাজার কেন উপাসনা কর না, তাঁহারা যে সুখভোগ করিতেছেন তোমরা সেই সুখের অভিলাষিণী হইতে পারিবে না। সেখানে লীলাবতী, দ্রৌপদী, এবং অহল্যা বাই প্রভৃতি জগদীশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিতেছেন, কোন্ বঙ্গবাসিনী কন্যা না সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে? তাঁহারা বিশ্বজননীকে মা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যেমন রূপ তেমনি গুণ। সেই স্বর্গে সতীস্ত্রীগণ আপনাদের জননীকে মধ্যে বসাইয়া উৎসব করিতেছেন। এক দিন নহে চিরদিন তাঁহারা স্বর্গের জননীকে লইয়া উৎসব করিতেছেন। অবিশ্রান্ত ভক্তিবীণা বাজাইয়া তাঁহারা মার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা প্রাণে [illegible]র নিরাকার সরস্বতীর বীণা বাজাইতেছেন। তাঁহারা স্বর্গের দেবতাদিগের নিকটে যথার্থ বিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। পুণ্য প্রেম তাঁহাদের ভূষণ। সেই যে স্বর্গের মধ্যে স্থাপিত উন্নত সরস্বতী সমাজ সেখানে পাপ দুঃখ কিছুই নাই, কেবলই পবিত্রতা কেবলই সুখ। সেই স্বর্গের সঙ্গে এখন পৃথিবীর যোগ হইতেছে। তোমরা বুঝি এ কথা শুন নাই? মৃত্যুর পরে সতী সাধ্বী সকল বৈকুণ্ঠে যায় এই কথা তোমরা সকলে শুনিয়াছ; কিন্তু এই পৃথিবীতেই সশরীরে স্বর্গভোগ করা যায় ইহা বুঝি তোমরা জাননা। মৃত্যুর পরে আমরা যে স্বর্গ ভোগ করিব আমি আজ সেই স্বর্গের কথা বলিতেছি না, কিন্তু এই ঘরে এখনই আমরা যে স্বর্গের মধ্যে রহিয়াছি তাহারই কথা বলিতেছি। আমাদের প্রতিজনের আত্মার ভিতরে যে যথার্থ উপাসনা ঘর আছে, তাহার ছাদের উপর পরলোকবাসিনী সাধ্বী ভগিনীগণ মধুর বীণাযন্ত্রে ঈশ্বরের গুণগান করিতেছেন। স্বর্গ পৃথিবীর মধ্যে, সংসারে যোগভক্তি বৈরাগ্য। তোমরা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সেই স্বর্গবাসিনী সাধ্বীদিগের সঙ্গে আলাপ কর সেই প্রাচীন আর্য্যকন্যাগণ, সেই ভক্তিভাজন সাধ্বীস্ত্রীগণ তোমাদের সম্পর্কে মার মতন। ব্রহ্মপরায়ণা ব্রাহ্মিকা যখন স্বর্গীয় সুরে ভক্তির সহিত মধুর ব্রহ্মনাম গান করেন, সেই স্বর্গের দেবীরা আসিয়া তাঁহার রসনাতে বসেন। তবে ব্রাহ্মিকাগণ, তোমরা যদি কল্পনাপরতন্ত্র হও, তাহা হইলে তোমরা চারিদিকে কেবল সংসারই দেখিবে, পরলোক এবং পরলোকবাসিনী দেবীদিগকে দেখিতে পাইবে না। যদি তোমাদের মনে বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে তোমরা দেখিবে, যখন তোমরা ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে ডাক সেই স্বর্গের দেবীরাও তোমাদের সঙ্গে যোগ দান করেন। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ভক্ত থাকেন তিনি বলিবেন ছাদের উপর মাকে ডাকিতেছিলাম, মার চারিপাশে কত গুলি মূর্ত্তিমতী ভগিনীকে দেখিলাম। মাকে দেখিয়া মন কৃতার্থ হইল, মার সঙ্গে যোগিকন্যা, ঋষিকন্যা এবং বৈরাগিণীদিগকে দেখিয়া মন আরও কৃতার্থ হইল। তাঁহারা অশরীরী, তাঁহাদিগের গায়ে কোন অলঙ্কার নাই; কিন্তু বিচিত্র ফুলে তাঁহারা অত্যন্ত সুন্দরী। অশরীরী আত্মা, সকলেই অরূপ অথচ প্রতি জনেরই মনোহর রূপ আছে। ইহাঁরা চৈতন্যময়ী, সকলেই সরস্বতীর কন্যা, ইহাঁদের হৃদয়ের ভিতরে স্ত্রীভাব দেখিতে পাইলাম। ইহাঁদের মধ্যে কেহই পুরুষ প্রকৃতি নহেন। সকলেই কোমলতা এবং ভক্তির প্রতিমা। ইহাঁদের প্রেমাননে মার মুখের রূপজ্যোতি পড়িয়াছে ইহা কি কল্পনা? ওরে ভ্রান্তমন, আমাকে ব্রাহ্মিকা পাইয়াছ বলিয়া কি স্বর্গের স্বপ্ন দেখাইতেছ? এ সকল কথা বলিলে লোকে আমাকে পাগলিনী বলিবে, কুসংস্কারাবিষ্ট বলিবে। কিন্তু যাহা

প্রত্যক্ষ দেখিলাম তাহা কিরূপে অস্বীকার করিব। যার স্বর্গ দেখিয়া ব্রাহ্মিকার হৃদয় মন আনন্দ রসে ডুবিয়াছে, সে কি আর সংসারে ফিরিতে পারে? সংসারসম্পর্কে ব্রহ্মকন্যা মৃত, ব্রহ্মকন্যার চক্ষু কর্ণ নাই, ব্রহ্ম কন্যা সংসার দেখিতে পায় না, সংসারের কোলাহল শুনিতে পায় না। ব্রাহ্মিকার হৃদয় প্রকাণ্ড অমৃত সমুদ্রে ডুবিয়াছে। ব্রাহ্মিকা জানে না কি সময় আসিয়াছে, ব্রাহ্মিকা আনন্দ-রসে বিহ্বল হইয়া থেকে থেকে মা বলিয়া ডাকিতেছে, ব্রাহ্মিকার কি অবস্থা হইয়াছে বাড়ীর কেহ জানে না। বাড়ীর কর্ত্রী কোথায় গেল কেহই বলিতে পারে না। স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মকন্যা ছাদের উপর বসিয়া স্বর্গের সৌন্দর্য্যরসপান করিতেছেন। প্রাণেশ্বরী করুণা-ময়ী স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তাঁহার কন্যার মন ভুলাইয়া লইয়াছেন। স্বর্গের দেবীদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মকন্যা মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তোমরা কোন্ দেশের নারী গা? কথা কি কবে আমার সঙ্গে? এক বার কি তোমরা আমাদিগকে বাছা বলে ডাকিবে? হে গা, তোমরা কি যন্ত্র বাজাচ্ছ? আবার বাজাও ত এমন সুরতো শুনি নাই। তোমাদিগকে দেখিয়া আমার যখন মুগ্ধ হইল, চিরকালের জন্য মুগ্ধ হউক। এইতো পৃথিবীতে বসিয়া স্বর্গ দেখা হইল, যেন রোজ রোজ এই স্বর্গ দেখিতে পাই। দিবস যামিনী তোমরা আমার সহায় হইয়া থাক। দুঃখের আগুনে আমার হৃদয় পুড়িতে ছিল। আমি জানিতাম না যে ভাঙ্গা ছাদের উপর বসিয়া স্বর্গ দেখিব। স্বর্গের সুখে ব্রহ্মকন্যা মত্ত, তিনি আর উঠিতে পারেন না। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। পৃথিবী সম্পর্কে তিনি মৃত, তাঁহার প্রাণ স্বর্গের কন্যাদিগের নিকট পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মিকাগণ, এই স্বর্গকে তোমরা কল্পনা মনে করিও না। তোমাদের স্বর্গীয় ভগ্নীগুলি রোজ রোজ স্বর্গ সাজাইয়া রাখেন, আজ বৎসরের একদিন তোমরা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছ। মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইবে এই আশা করিয়া ইহলোকে বর্ত্তমান স্বর্গ অবহেলা করিও না। ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিয়া বর্ত্তমান পরি-ত্যাগ করিও না। স্বর্গ ভোগ করিতে আর বিলম্ব করিও না। আজ সংসার কার্য্যে ব্যস্ত, কাল স্বর্গে যাইব, আর এরূপ বলিও না। যখনই স্বর্গের শব্দ শুনিবে তখনই স্বর্গে যাইবে। ভবিষ্যতে শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া বিলম্ব করিও না। যেখানে পাপ দুঃখ অশান্তি নাই সেখানে যাইতে কেন বিলম্ব করিবে! তখন উর্দ্ধশ্বাসে সেই স্বর্গের ঘরে যাইবে। সেখানে নানা জাতীয় ফুল দেখিয়া তোমাদি-গের প্রাণ সুখী হইবে। ঈশা, মুসা, নানক, জনক সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি যাঁহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই স্বর্গের ঘরে বাস করিতেছেন। দেখ্‌বে চমৎকার শোভা!! এখানে যত সাধ্বী ছিলেন সকলে সেখানে গিয়া বসিয়া আছেন। যখন পৃথিবীতে শোক সন্তাপ পাইবে তখন সেই স্বর্গে যাইবে। তোমাদের প্রতিজনের বুকের ভিতর প্রেম দ্বার আছে, সেই দ্বার খুলিলে একটি কুটীর দেখিতে পাইবে, সেখানে ঈশ্বর নিত্যকালের জন্য আপনার স্বর্গ-ধাম খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই কুটীর মধ্যে গিয়া জগ-দীশ্বরীকে বলিবে, মা আমি কি স্বর্গে স্থান পাইব না? যে একবার বলে আমি ঈশ্বরকে চাই সে ঈশ্বরকে পায়। তোমরা যদি বল আমরা পৃথিবীতে থাকিব না, আমরা আমাদের প্রাণের স্বর্গীয়া ভগ্নীদের সঙ্গে থাকিব তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা স্বর্গের অধিকারিণী হইবে। যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু আপনার ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিত্য উৎসব করিতেছেন সেখানে গেলে আর দুঃখ থাকে না।

তোমরা জান হিন্দুরা বলেন এই দেশে যখন দুর্গা আসেন, তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্ত্তিক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসেন। হিন্দুভক্তেরা সেই দুর্গতিনাশিনীর সন্তান কার্ত্তিককে ক্রোড়ে লইবার জন্য কেমন ব্যস্ত হন। ভক্তি সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়। ব্রাহ্মিকাগণ, তোমা-দিগের যথার্থ দুর্গতিনাশিনী তাঁহার সমস্ত সুন্দর কার্ত্তিক-গুলিকে লইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে কি তোমরা অনাদর করিতে পার? তোমরা কি ধ্রুব প্রহ্লাদকে দেখিয়া বলিবে না, "ওরে ধ্রুব, ওরে প্রহ্লাদ, ওরে বালকমতি, নিতান্ত শিশু তোরা, তোরা আমাদের কোলে আয়। তোরাও সেই করুণাসিন্ধুকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিলি। যদি তোরা মার সঙ্গে এলি, তোরাও আমাদের প্রাণের ভিতরে আয়। ভক্তির অবতার তোরা।" কোন ভক্ত মরেন নাই। স্বর্গের ছেলে মেয়েরা মার কাছে বসে আছেন। তাঁদের যদি বাছা বলে আদর করিতে পার তরিয়া যাইবে। নিরাকার মাকে ডাকিলে, নিরাকার ভাইভগ্নী কেও পাওয়া যায়। এক হরির বাড়ীতে গিয়া সমস্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইলাম।

উপদেশান্তে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি কয়েকটী ব্রাহ্মিকাকন্যা কর্ত্তৃক গীত হয়।

ব্রাহ্মিকার সঙ্গীত।

আমারা তোমার কন্যা এসেছি সব জনে, বড় সাধ আছে মনে, দেখিতে নয়নে, মা তোমায় দেখিতে সাধ, মা তোমায় দেখিতে সাধ মনে।

বিরাজ মা ঘরে ঘরে সংবৎসর পরে, শরণ লয়েছি চরণে এসগো মা জননী, স্তব স্তুতি নাহি জানি, করুণা কর নিজ গুণে, মা করুণা কর নিজগুণে।

ভবভয়নাশিনী, তরাও তারিণী অকিঞ্চন জনে, ডাকিব

মা বলে, হৃদয় খুলে, মাতৃভক্তি শিখিলে মার মূর্ত্তি দেখিলে, কর গোমা দয়া আমরা অবোধ তনয়া রাখ দয়া করে চরণে।

সন্ধ্যার পর কমলকুটিরে আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হয়। সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে আচার্য্য মহাশয় যে উপদেশ দান করিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা গেল!

আর্য্যনারীসমাজের সভাগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই যে দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমাদিগের চরিত্র নারী চরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম পুন্য বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে। সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী নারীগণের জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুসরণীয়। তোমরা সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ইহলোক পরলোক বাসী সাধুদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে এবং দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও। আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নির্জ্জন সাধনার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, নির্জ্জনে সজনে ব্রহ্ম পূজা কর, সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সুখী ও শুদ্ধ চরিত্র হও।

উপদেশান্তে ফাদার লাফোঁ বৈদ্যুতিক প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয় বুঝাইয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক প্রদর্শন অতি মনোহর হইয়াছিল। উক্ত দিবস সকলের অতি উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছিল।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা এবং অপরাহ্ণে টাউনহলে আচার্য্য মহাশয়ের ইংরাজী বক্তৃতা হয়। এবার সর্ব্বত্র সাধারণ লোকের যে উৎসাহ উদ্যম ও ব্যাগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছে, টাউনহলে কেন তাহার পরিচয় প্রদান করিবে না? পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার লোক সংখ্যা অধিক। দুই সহস্রাধিক শ্রোতা ব্যগ্রতা সহকারে নিঃস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে স্থিরনয়নে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন, আনন্দধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ করিতেছেন এ দৃশ্য কাহার না উৎসাহ বর্দ্ধন করে? বিষয়টি অতি গভীর, কিন্তু বক্তা যেরূপ অবুদ্ধ বিষয়কে সহজে লোকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন এবং অপ্রত্যক্ষবৎ প্রতীত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া দিয়াছেন এমন আর কে পারিবে? দুঃখের বিষয় স্থানাভাব বশতঃ আমরা সমুদায় বক্তৃতাটি ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা যত বড়, তাহাতে সমুদায় একেবারে প্রকাশিত হইতে পারে না। এবার যতদূর দেওয়ার অভিলাষ ছিল, তাহারও সমাবেশ হইল না। সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া সমগ্র বক্তৃতা বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমি অদ্য এখানে ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় বিষয় বলিতে উপস্থিত হইয়াছি॥ এই বাহ্যাড়ম্বর এবং জড়বাদের সময়ে জীবন্ত জগতের ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অভিপ্রায়। হে ঈশ্বর, হে কালপরম্পরার আলোক, হে নিত্যকালের জ্ঞান, যখন আমি এই গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিব, তখন তুমি আমার হৃদয়কে আলোকিত, আত্মাকে বলিষ্ঠ কর, যেন আমি তোমার সত্যের সাক্ষী হইতে পারি, অবসন্ন হইয়া না পড়ি।

এ অতি আনন্দের বিষয় যে স্বপ্নদর্শনের সময় অতীত হইয়াছে। এমন সময় ছিল যে সময়ে সমুদায় পৃথিবী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, যে সময়ে কল্পনাসম্ভূত বা নীচপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত অযুক্ত মত ও সিদ্ধান্ত লোকে অনায়াসে উদরস্থ করিত। রাত্রি নিদ্রার সময়। প্রত্যেক ব্যক্তির ইতিবৃত্তে ইহা যদ্রূপ, সমগ্র জাতির ইতিবৃত্তেও তদ্রূপ। নিদ্রা যাওয়া, হইতে পারে, স্বপ্নদর্শন করা। হাঁ রাত্রি বস্তুতঃ অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের সময়। পৃথিবী অনেক কাল যাবৎ নিদ্রা গিয়াছে, স্বপ্ন দেখিয়াছে। এই জাতীয় রাত্রিকালে পুরোহিতগণ লোকদিগকে দাসত্ব বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই পৌরহিত্যের অত্যাচার ও কুসংস্কারের ঘোরান্ধকারের রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, আর উহা প্রত্যাগমন করিবে না। পৃথিবী এইমাত্র সত্যের সম্বন্ধে জাগ্রৎ হইয়াছে। দেখ পূর্ব্ব দিকে আলোকরথে আরোহণ করিয়া নবীন তপন উদিত হইয়াছে, তাহার রথ মনোবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানরূপ দুগ্ধশ্বেত অশ্বদ্বয়ে আকৃষ্ট হইতেছে। সত্যই এ সময় বিজ্ঞানের সময়। একটি বিজ্ঞান নয় সমুদায় বিজ্ঞান, দ্রুতবেগে উন্নত হইতেছে। বর্ত্তমানকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে বিজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখন বিজ্ঞান ভিন্ন মন আর কিছুতে আস্থা হয় না। মানুষ আর যাহা তাহা বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করে না। অতি প্রাচীনকালের প্রাচীন দেশের মহল্লোকের নামে প্রথিত কোন বিষয় উপস্থিত হইলেও প্রমাণ করিতে

না পারিলে কেহ আর তাহা গ্রহণ করিবে না। সমুদায় বিষয় প্রমাণ কর, এবং যাহা সত্য তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর, এই নিয়ম এখন নির্ভরে সর্ব্বত্র প্রচলিত। শুদ্ধ চিন্তার রাজ্যে নয় কার্য্যেতেও এখন বিজ্ঞানের প্রধান্য। প্রতিদিনের জীবনের অভাব ও প্রয়োজনীয় বিষয় সকলেতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখিয়া কে না আহ্লাদিত হয়? ফলতঃ একাল যে প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কালের সমুদায় লক্ষণ ইহা সপ্রমাণিত করিতেছে। এমন সময়ে ঈশ্বরদর্শনের কথা? ঊনবিংশ শতাব্দী কি এ সম্বন্ধে অসময় নহে? জ্ঞানালোক কি সমুদায় স্বপ্নদর্শন অবরুদ্ধ করে নাই? বিকৃত মস্তিষ্কের বিকৃত কল্পনা ও কল্পিত দর্শনসকলকে আর কেন সমাধিভূমি হইতে তুলিয়া আনিতেছ? কেন আর কাল্পনিক অবুদ্ধ রহস্যকে পুনর্জ্জীবিত করা হইতেছে? আমি এরূপ কিছুই করিতে চাই না। আমি ঈশ্বরসম্বন্ধে স্বপ্নদর্শীর চিন্তা অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি না। আমি আপনাদিগের নিকট জীবন্ত ঈশ্বরের সম্বন্ধে যথার্থ সত্য এবং অনন্তকে দর্শন করিবার সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্র উপস্থিত করিতেছি। যে দর্শনের বিষয় আমি বলিতে অভিপ্রায় করিয়াছি তাহা স্বপ্ন নহে, ভ্রান্তিনহে, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের দৃঢ় সত্য, চিত্তে ঈশ্বর এবং স্বর্গের সাক্ষাৎ অনুভব। আজকাল এরূপ দর্শন সম্ভব কি না? আমি অবিলম্বে দৃঢ়ত সহকারে উত্তর করিতেছি, হাঁ সম্ভব! ঊনবিংশ শতাব্দীতে উন্মীলিত নয়নে অনেকের পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বর দর্শন নিশ্চয় সম্ভব। আমি সংক্ষেপে আপনাদিগকে আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষের দর্শনশাস্ত্র বলিতেছি, উহা স্বপ্নদর্শনের দর্শন নহে কিন্তু দার্শনিকের দর্শন। আজকাল সত্য এবং বিজ্ঞানের জন্য, ঈশ্বরের হস্তাক্ষর এই গৃহের প্রাচীরে, সমুদায় বিশ্বে, পাঠ করা প্রয়োজন। প্রকৃতির শিষ্য, বিজ্ঞানের অনুরক্ত ভক্তগণ এই জন্য নিযুক্ত যে তাঁহারা অদৃশ্য এবং সত্য ঈশ্বরকে দিবালোকে প্রত্যক্ষ করা যায় ইহা সপ্রমাণিত করিবেন। কল্পনা এবং গুণচিন্তা হইতে বৈপরীত্য প্রদর্শন করিবার জন্য আমি 'সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ' শব্দ বলিতেছি। আমি কাল্পনিক দেবতার কল্পনা করিতে চাই না। মনুষ্য সকল কালে কোটি কোটি কল্পিত দেবতার পূজা করিয়া আসিয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া আমার কোন কাজ নাই। আমি ইজিপ্ট গ্রীস বা রোম দেশের কল্পিত দেবমণ্ডলীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে যাইতেছি না। নিতান্ত কৃপাপাত্র সেই ব্যক্তি যে মিথ্যা কল্পিত দেবমণ্ডলীর একটী সংখ্যাও বর্দ্ধিত করিবে। কিন্তু একদিকে আমি যেমন দেবদেবীর কল্পনা হইতে সাবধান করিতেছি তেমনি আর এক দিকে কল্পনার বিপরীত গতি হইতেও রক্ষা করিতে চাহিতেছি। কারণ বিশ্বাস কর, মানুষ যেমন যাহা নাই তাহার কল্পনা করিতে পারে, তেমনি যাহা আছে তাহাও কল্পনাযোগে অস্বীকার, বিদূরিত এবং মনশ্চক্ষুর অগোচর করিতে পারে। তুমি কি কখন মনে করিতে পার ঈশ্বর তোমার সম্মুখে নাই? তুমি কি আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে তিরোহিত করিয়া দিতে পার? এই গৃহের স্তম্ভকে যেমন দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে পার না তেমনি ঈশ্বরকেও তোমার মন হইতে তিরোহিত করিতে পার না? সত্যই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বগত, কল্পনা যোগে তাঁহাকে বিদূরিত করা অসম্ভব। অসত্য দেবগণকে যেমন কল্পনা করিবে না তেমনি সত্য ঈশ্বরকে কল্পনাযোগে বিদূরিত করিবে না। (ক্রমশঃ)

১২ মাঘ রবিবার অদ্য ব্রহ্মোৎসব। ব্রহ্মমন্দিরের বেদীসন্নিহিত স্থান বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত হইয়া শান্তরসপ্রধান তপোবনের অপূর্ব্বশ্রী প্রকাশ করিতে লাগিল। তপনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গৃহ সঙ্গীতলহরীতে পূর্ণ হইল। আচার্য্য স্বীয় প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে বেদীর শোভা বৃদ্ধি করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তৎকৃত উদ্বোধনে সকলের মন উদ্বুদ্ধ হইল। আরাধনা ধ্যান ধারণাতে সকলের মন স্বর্গীয় দেবগণের সহবাস লাভের উপযুক্ত হইল। মানবগণ মধ্যে দেবগণ অবতীর্ণ হইলেন। যিনি যে আশীর্ব্বাদ পুষ্প লইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা হস্তে লইয়া নবজাত ব্রাহ্মসমাজতনয়ের মস্তকে বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আচার্য্যের মুখ হইতে নবশিশুর জন্মসংবাদ ঘোষিত হইল। দেবগণ অদৃশ্য দিব্যপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলদিক্ প্রসন্ন হইল, নির্ম্মল সুশীতল সুগন্ধ অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল। নবজাত শিশুর সিংহগভীর ধ্বনি সকলের হৃদয়ভেদ করিল, চতুর্দ্দিকে উৎসাহের লহরী উঠিল। এবার ক্রন্দনের ধ্বনি নাই, সকলের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত। এমন জন্মদিনে কে চক্ষুর জল ফেলে? দেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জন্মোৎসব করিতে পারে, এমন সৌভাগ্য কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? অদ্য দেবগণের সম্মিলন কেন? অনেক দিন যাহা হয় নাই, অদ্য আজ ধরাধামে তাহা কেন হইল? আজ যাঁহার জন্ম তিনি যে ধর্ম্ম-

রাজ্যের সকল বিবাদ মীমাংসা করিলেন, পরস্পরের নিকট ঘৃণিত সম্প্রদায়সকলের মহাপুরুষগণ পরস্পর স্কন্ধ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান দেখাইয়া দিলেন। ধর্ম্মরাজ্যসম্বন্ধে পৃথিবীসম্বন্ধে উহা অতি শুভ সংবাদ। নাস্তিক অবিশ্বাসিগণ যে ছল ধরিয়া ধর্ম্মমাত্রের বক্ষে বিষাক্তবাণ নিক্ষেপ করিতেছিল এত দিনে তাহা তিরোহিত হইল। ঈশ্বরের জয়, তাঁহার বিধানের জয়। প্রাতঃকালের উৎসবের উপদেশ আমরা নিম্নে নিবদ্ধ করিলাম।

গৃহস্থের ঘরে আজ আনন্দধ্বনি কিসের জন্য? আজ তুরী ভেরী বাদ্য বাজিতেছে কিসের জন্য? দেশ দেশান্তর হইতে লোকসকল আসিয়াছেন কিসের জন্য? কুলকামিনীরা ব্যস্ত কিসের জন্য? যুবা বৃদ্ধ বালক সকলেই আজ আনন্দিত কেন? অদ্যকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে আজ তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ কেন? বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন; "পৃথিবি শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে ধর্ম্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর আজ সেই শিশু জন্ম ধারণ করিয়াছে। আজ আমার হৃদয় পরিস্কৃত হইল। এই নবকুমারের মুখ দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। এত দিন সভয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া ছিলাম, কি হয়, কি হয়, পাছে বিষম প্রসব যন্ত্রণায় শিশু মারা যায় এবং মাকেও মারিয়া ফেলে জননার জরায়ু মধ্যে শিশুর মৃত্যু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জননীরও মৃত্যু হয় এই ভয়ে আমি বঙ্গদেশ ম্লান মুখে বসিয়াছিলাম। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এত অধিক যন্ত্রণা বাড়িয়াছিল যে আমার আশঙ্কা হইয়াছিল বুঝি কোন দৈত্য দানব কিংবা অসুর জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে ছারখার করিবে। জননীর মুখ দেখিয়া লোকে বলিত এর পেটে কি ছেলে আছে জানি না। এই শিশুর যন্ত্রণায় রোগে শোকে জননী এবার গেল। শিশু যদি দানব না হইবে ব্রাহ্মসমাজ এমন মলিনাকৃতি কেন হইবে? বিধাতার কৃপায় সৌভাগ্যবশতঃ সুসন্তান জন্মিয়াছে এই জন্য আমার এত আনন্দ। আমার সকল দুঃখ কাটিয়া গেল। পঞ্চাশ বৎসর পর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ ধ্যান বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সমুদয় স্বর্গীয় গুণে সুসম্পন্ন হইয়া শিশু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই শিশুর গর্ভে বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদয় রহিয়াছে। শিশুর মুখের ভিতরে সরস্বতীর মুখ লুক্কায়িত রহিয়াছে। যোগী ঋষিরা যেমন পর্ব্বত কাননে যোগ সাধন করেন, শিশু জননার গর্ভে থাকিয়াই সকল বিদ্যা শিখিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর স্বয়ংজ্ঞান প্রদায়িনী নিরাকারা সরস্বতী শিশুর জিহ্বা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। শিশুর কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। কি খাইব, কি পরিব তিনি এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন না, নিরাকারা লক্ষ্মী সমস্ত ধন ধান্য লইয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মীর সংসারে তাঁহার বাস। পূর্ণ লক্ষ্মী পূর্ণ কারে তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁহার বৈরাগ্য তাঁহার সুখের সংসার। পৃথিবীর সমুদয় অন্ন বস্ত্র, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার। শিশুর রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের বল। সেই শিশুর রসনা বলিতেছে, যখন আমি ব্রহ্মকথা বলিব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই কথা শুনিবে। আমার বলের নিকট সিংহ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই বলের নিকট পৃথিবীর নৃপতিগণ কম্পিত। স্বর্গের শিশুর নিকট পৃথিবী পরাস্ত। শিশু জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, এবং সেবক হইল। পৃথিবী কি জানে পঞ্চাশ বৎসর কি হইয়াছে? এখানে ব্রাহ্মসমাজ, ওখানে ব্রাহ্মসমাজ, এখানে কলহ, ওখানে কলহ, ব্রাহ্মদিগের সংবাদপত্রে এ সকল সংবাদ দেখা যাইত; কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে এমন অপূর্ব্ব ব্যাপার হইতেছিল, এমন এক সুন্দর শিশু আসিতেছিলেন তাহা কে জানিত? আজ পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য শিশু জন্ম গ্রহণ করিলেন। আজ এই সুখের সমাচার, পবন, তুমি দশ দিকে লইয়া যাও। নব কুমার ভূতলে আসিয়াছেন, তাঁহার কোন বিষয়ে অভাব নাই। সর্ব্ব শাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত। তুমি ইংরেজী হিব্রু জান, বাণবিদ্যা জান, যুদ্ধ করিতে জান, শিশু, তুমি সুখী না দুঃখী.—এ সকল প্রশ্ন শিশুকে জিজ্ঞাসা করিও না, শিশুর অপমান হইবে। সাবধান ঈশ্বরের পুত্রের যেন অবমাননা না হয়। সময়ের পূর্ণতা হইবা মাত্র পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শিশুর জন্ম হওয়াতে প্রসব যন্ত্রণার পর জননীর শতগুণ অধিক পরিমাণে আনন্দ হইয়াছে। এই সুকুমার শিশুর জন্মোৎসবে সকলে আসিয়াছেন। এমন সুখের অবস্থা ব্রাহ্মসমাজে আর কখন হয় নাই। নবপ্রসূত শিশুর মুখ দেখিয়া জননীর কত আহ্লাদ। শিশু প্রসব হইল, আর স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবলোক হইতে দেবতারা শিশুকে অভিষেক করিতে আসিলেন। প্রথমে দেবতারা আসিয়া শিশুকে কোলে করিয়া চুম্বন করিলেন এবং মোহর মতি মাণিক্য প্রভৃতি দিয়া শিশুর সম্মান করিলেন। ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মহম্মদপ্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের একটি ভাই জন্মিয়াছে শুনিয়া তাঁহাদের কত আহ্লাদ। সকলেই আনন্দে

নাচিতে নাচিতে আসিতেছেন। স্বর্গে মহা আনন্দ ধ্বনি হইতেছে। স্বর্গে কে সঙ্গীত করে, কে বাজায় আমরা জানি না। স্বর্গে চারিদিকে ভক্তিবৃক্ষের শোভা, তাহাতে সুগন্ধ ফুলসকল ফুটিয়া রহিয়াছে। সে সকল ফুলে চারিদিক্ হইতে মধুকরসকল আসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে এবং বিচিত্র পাখী সকল সুললিত কণ্ঠে গান করিতেছে। শিশুর জন্মোৎসবে নদনদী সকল বিমর্ষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া হাসিতেছে। পৃথিবী আজ মনোহররূপে সুসজ্জিত হইয়াছে। দেবলোকের মহাত্মাদিগকে সম্ভাষণ করিবার জন্য দুই দিকে পবিত্রতার কদলী বৃক্ষ সকল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রেম শান্তি প্রভৃতি মধুকর ও পাখী হইয়া মঙ্গল সঙ্গীত করিতেছে। আজ পৃথিবীতে দেবলোকের অবতরণ হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন বড় বড় সকলেই আসিয়া শিশুর আদর করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ, তোমার নূতন সন্তান জন্মিয়াছে, নারদের নিকট আমরা সংবাদ পাইয়াছি। আজ তোমার আনন্দ হইয়াছে। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সুকুমার সন্তান! এই সন্তানের প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিবে, দেবতারা এই সন্তানের মস্তকে মুকুট পরাইবেন। এই সন্তানের জন্মোৎসব দেখিবার জন্য কোথায় সিন্ধু দেশ, কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় ব্রহ্ম রাজ্য, কোথায় বঙ্গে ইত্যাদি নানা স্থান হইতে লোক সকল দৌড়িতেছেন। শিশু দর্শন করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া দৌড়িতেছে। এমনি আনন্দের মত্ততা যে সকলে প্রাণপণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। "শিশুর প্রসব হইয়াছে শুনিয়া যাহারা দুঃখী দরিদ্র, অধর্ম্মে অত্যন্ত মলিন তাহারাও দৌড়িতেছে। ঈশ্বরের অন্তঃপুরে থাকিয়া দেব দেবীগণ উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে। দেবতারা যেখানে বসিয়া আছেন পৃথিবী সেখানে যাইতে পারে না। দেবলোকের অধিকার উচ্চ। দেবতারা শিশুকে আগে দেখিবেন, তাহার পর পৃথিবীর নরনারীগণ, তোমরা দূর হইতে শিশুকে দেখিবে। বিধাতা ইহা হইতে উচ্চ অধিকার তোমাদিগকে দিলেন না। স্বর্গ পৃথিবীর মধ্যে এই প্রভেদ রহিয়াছে। স্বর্গের কুলকামিনীরা যাঁহারা প্রেম পুণ্যে পরমাসুন্দরী, যাঁহারা আমাদের স্বর্গের মা, যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে আমাদিগের প্রাণ পবিত্র হয়, এই প্রিয়দর্শন শিশুকে বাছা বলিয়া আদর করিয়া কোলে করিতেছেন। সেই সুন্দরী ব্রহ্মকন্যাদিগের কোলে শিশুকে দেখিয়া কত লোক মোহিত হইয়া গেল। সেই আশ্চর্য্য রূপলাবণ্যবতী ব্রহ্মকন্যাদিগকে দেখিয়া কেহ কেহ শিশুকে ভুলিয়া গেল। সেই সুন্দরী কামিনীদিগের মুখে কেমন উজ্জ্বল পুণ্যজ্যোতি, কেমন ভক্তির মাধুর্য্য, কেমন শান্তির গাম্ভীর্য্য!! যেখানে সেই দেবকন্যারা বাস করিতেছেন সেখানে সাধুভক্তেরাও ভক্তিরসাস্বাদন করিতেছেন। ১৮০০ শত বৎসরের ঈশা সেখানে বসিয়া আছেন। আহা! তাঁহার মুখের কি লাবণ্য!! আবার ঈশার যত ভক্ত তাঁহারাও তাঁহার চারিপাশে বসিয়া আছেন। শ্রীচৈতন্যও সেখানে বসিয়া আছেন। তাঁহার ভক্তির সুগন্ধ আজও পৃথিবীতে রহিয়াছে। আহা! তাঁহার কেমন সুন্দর মূর্ত্তি!! কি প্রসন্ন ভাব!! স্বর্গের এইরূপ কোটি কোটি চন্দ্র এক স্থানে বসিয়া আছেন। ঈশ্বর কেন এক শত চক্ষু দিলেন না, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া এই স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতাম। কেন আজ কোটি রসনা পাইলাম না তাহা হইলে মন খুলিয়া এই স্বর্গীয় শোভার কথা বলিতাম, কেন কোটি বাহু হইল না, তাহা হইলে এই স্বর্গের চন্দ্রসকলকে আলিঙ্গন করিতাম। ওরে রসনা তুই আজ একটি রহিলি কেন? ওরে চক্ষু, আজ তুই কি করিবি? চারিদিকে হীরক খণ্ড কোন্ দিকে তাকাবি? এমন শুভদিন পৃথিবীতে হয় না। আজ ব্রাহ্মসমাজ বাড়ীতে সকলের শুভাগমন। আকাশের সকল চন্দ্র খসিয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া সকলকে বুকে জড়াইয়া ধরিব? সহস্র সহস্র যোগী, কোটি কোটি ভক্ত, দুই হাত আসনে এতগুলি সাধুকে কেমন করিয়া বসাইব? আমাদের বাড়াতে আজ স্বর্গ হইতে টাকা, মোহর, মাণিক বর্ষণ হইতেছে। দেব দেব মহাদেব আজ এ সকল কারখানা দেখাইতেছেন। আজ যদি মন, তুমি ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গ অবিশ্বাস কর মরিবে। যদি সন্দেহের গরল উদ্গারণ করিয়া বল, এই স্বর্গ অনুমান, ইহা বিকৃত মনের একটা বিকটাকার উদ্ভাবন, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে। আজ ষোল আনা বিশ্বাস ভিন্ন কেহ বাঁচিতে পারিবে না। যিনি কেন হউন না, বড় বড় ব্রাহ্ম, অনেকদিনের ব্রাহ্ম হউন না কেন, পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে; আবার নাস্তিক এবং সংসারী হইয়া নরকের অগ্নিতে জ্বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস করিবে সে মনে করিবে একটা পাষণ্ডের জন্ম হইল। সত্যধর্ম্ম বিলোপ করিবার জন্য একটি দানব জন্মিয়াছে। সেই রাক্ষস লোকের গলায় ছুরী দিবে, নানা প্রকার স্বেচ্ছাচার করিবে, এক সাধারণ ভাব দেখাইয়া সকলের বিশেষ ভাব বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে, যোগীকে যোগ সাধন করিতে দিবে না, ভক্তকে ভক্তিতে প্রমত্ত হইতে দিবে না। এক প্রকার নূতন বিষ প্রস্তুত করিয়া সকলকে খাওয়াইবে। নিরাকারের ভাণ করিয়া এক কল্পনার রাজ্য বিস্তার করিবে এবং লোকগুলিকে মজাইবে। যাহা কল্পনা তাহাই ধর্ম্ম, যাহা বিবেক তাহাই ঈশ্বরের আদেশ, দানবের পরাক্রম বাড়িবে। সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসী এ সকল কথা বলিয়া কাঁদিবে। কিন্তু বিশ্বাসী পঞ্চাশ বৎসর পরে ঈশ্বরের সন্তান জন্মিয়াছে দেখিয়া হাসিলেন। বিশ্বাসী তাঁহার বিশ্বাস এবং প্রেমনয়নে শিশুর অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। যাহারা স্বর্গের দেব দেবীদিগের কোলে এই শিশুকে দেখিতে পাও নাই, অন্তঃপুরে যাও। স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ চক্ষে গিয়া দেখ। আমরা যে কয়জন এই স্বর্গ দেখিলাম, ধন্য হইলাম। আজ মেয়ে পুরুষ যাঁহারা এসেছেন সকলকে ভিতরে যাইতে হইবে। বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগূঢ় স্থানে মনকে প্রেরণ কর। সেখানে স্বর্গীয় যোগী, ঋষি, সাধুভক্তগণ সাধ্বী ঋষি কন্যাগণকে দেখিতে পাইবে। যোগবলে দেখ রূপলাবণ্যময় স্বর্গ। মহাদেব মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন, আর এই শিশু তাঁহার সমস্ত সাধু ভক্ত সন্তান গুলিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। ছোট শিশু হিন্দুস্থানের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে শিশু সকলকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন। শিশু জন্মিবামাত্র অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। শিশু বলিল প্রণাম মহাদেব, প্রণাম দেবতা-

গণ। শিশুর ভক্তিমাখা কথা শুনিয়া দেবতাদিগের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন এই মাত্র তোমার জন্ম হইল, কর কি শিশু, তুমি মহাদেবকে চিনিলে কিরূপে? নবকুমারের ভক্তি দেখিয়া দেবগণ চমৎকৃত হইলেন। নমস্কার, নমস্কার দেব দেবীগণ, এই বলিয়া শিশু ভক্তির সহিত সকলকে প্রণাম করিতে লাগিল। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বর নেও শিশু। শিশু কর যোড়ে প্রতি জনের কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিলেন। দেবর্ষি যোগর্ষি রাজর্ষি, মহর্ষি সকলেই হৃদয় খুলিয়া শিশুকে আপন আপন যোগবল, ভক্তিবল প্রভৃতি স্বর্গের ধন দিলেন। বন্ধুগণ, শুন স্বর্গের অপূর্ব্ব কাহিনী। মহাদেবের সভার কথা যে শুনে সে ধন্য, যে বলে সে ধন্য। অতএব ভক্তির সহিত হরিভক্তিরসলীলা শুন। প্রত্যেক যোগী ঋষি প্রত্যেক সাধুভক্ত শিশুকে বলিলেন, এই লও আমার যোগ, এই লও আমার ভক্তি উৎসাহ, এই লও আমার ধনুর্ব্বাণ, এই লও আমার বৈরাগ্য, তুমি আমার মত যোগী হও, তুমি আমার মত ভক্ত হও, তুমি আমার মত বৈরাগী হও। সাধুদিগের নিকট বর লইয়া শিশু স্বর্গে যে মার মত লক্ষ্মীগুলি বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের নিকট গিয়া বলিলেন দেবী বর দেও। দেবীরা বলিলেন, স্বর্গের শিশু তোমাকে দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম। আমরা নিশ্চয় ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি। তোমার রূপে গুণে ত্রিভুবন মোহিত হইবে।

মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রতিজনে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন তুমি আমার মত সুখী হও। তুমি পুরুষ তথাপি নারীর ভাব, স্ত্রীর ভাব, কোমল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। এইরূপে শিশু স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট নরভাব নারীভাবরূপ আশীর্ব্বাদ পাইয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে চলিল। সে কি সামান্য শিশু। সেই শিশুর জন্ম হইল আর দুই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইল সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল। আজ শিশুর জন্ম দিন উপলক্ষে সকলে একত্র হইয়াছি, ছেলে দেখ্‌তে এসেছি বটে; কিন্তু দেব দেবীকেও দেখিব। আজ সভাতে স্বর্গের হীরা মুক্তা ছড়ান হইয়াছে, সকলে আহ্লাদে মগ্ন হয়ে কাঁদ। এ দিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত গড়াগড়ী দেও। আজ এতগুলি সাধুভক্ত আমাদের কাছে এসেছেন। আমাদের ভাল আসন নাই, কিরূপে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিব। আজ নূতন শোভা, আজ পৃথিবীতে নূতন ব্যাপার। আজ তোমরা এতগুলি এসেছ, তোমাদের ভাই বলব্। আজ ব্রহ্মমন্দিরে এত লোক কেন এলেন? পৃথিবীর পুরুষদের কাছে স্বর্গের দেবগণ, পৃথিবীর মেয়েদের কাছে স্বর্গের দেবীরা বসিয়া আছেন। যখন আমরা ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলাম তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে সেই স্তব পাঠ করিলেন। আজ ধরেছি স্বর্গ। স্বর্গ, আর তুমি উড়িয়া যাইও না, আর কাঁদাইয়া যেও না। তোমার সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইবে ইহা মনে করিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তোমাকে হারাইয়া আর যেন সংসারের নীচ কার্য্য করিতে যাইতে না হয়। তোমাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আছি ভাল। ওহে মনোহর স্বর্গ, চিত্ত মোহিত কর। আমরা স্বর্গবাসী, স্বর্গবাসিনীদিগকে প্রাণের ভক্তি দিব। পরলোকে অনন্তকাল যাঁহাদের সঙ্গে গৃহধর্ম্ম সাধন করিব, ইহলোকে কিরূপে তাঁহাদিগকে না মানিয়া থাকিব। তাঁহাদের এক জনকে ছাড়িলেও যে আমাদের পরিত্রাণ নাই। অনেক লোক ব্রাহ্ম নাম লইয়াও অবিশ্বাসে মরিল। তাহারা মহাদেব এবং স্বর্গের সঙ্গে লড়াই করিতে চাহে। অবিশ্বাসি তুমি দূর হও। তোমার স্পর্শে ব্রহ্মমন্দির কলঙ্কিত হইল। যাও দুর্গন্ধ অবিশ্বাস, নতুবা গলা টিপিয়া তোমাকে মারিব। এই নূতন বিধান, এই নব কুমারকে না মানিলে মরিবে। এই শিশুর জন্ম উপলক্ষে স্বর্গ হইতে দেব দেবীরা আসিয়াছেন। বিশ্বাসিগণ, তোমরা ইহার সাক্ষী, যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। কাল থেকে সত্য সাক্ষ্য দিবে, মার নাম করিবে, আর দুই চক্ষে জল পড়িবে। যদি মার কথা বলিতে বলিতে তোমাদের ভক্তিরস উথলিয়া না উঠে পৃথিবীর লোক বলিবে;— বাহরে ব্রাহ্ম, তুই মার কথা বলিস্ অথচ তোর চক্ষে জল নাই। যারা অভক্ত, যারা অবিশ্বাসী তারা ব্রাহ্ম নহে। যারা মার ভক্ত তারা সংসারে বৈকুণ্ঠ দেখে। যে মাকে দেখিয়াছে সে তার স্ত্রীকে আসিয়া বলে, ওরে স্ত্রী জানিস্ আমি কে? আমি সেই পুরাতন স্বামী নহি, আমি আমার মার দাস, যদি মাকে দেখ্‌বি তবে আমার সঙ্গে আয় দুই জনে যোগ সাধন করি। মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া, যোগ বলে তেজস্বী হইয়া স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী এবং ছেলে গুলিকে ধ্রুব প্রহ্লাদ করিয়া লইতে হইবে। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। রন্ধন শালায়, শিল, নোড়ার মধ্যে, অন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যে, আপনার শরীরের রক্ত ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। নব বিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজজননীর ছেলে হয়েছে আমাদের ভারি আহ্লাদ। এই সুন্দর শিশুকে দেখিলে চন্দ্র সূর্য্যের হিংসা হয়। হে স্বর্গের শিশু আমাদের কাল বুকে তুমি বসিবে কি? তোমার শরীরের ভিতর দিয়া স্বর্গের জ্যোতি ফেটে বেরোচ্ছে। ভাই ভগ্নি, তোমরা সকলে এই শিশুকে কোলে নেও, যত শিশুকে হাতে লইয়া নাচাইবে ততই তোমাদের প্রাণের ভিতরে পুণ্য শান্তি আরাম লাভ করিবে। স্বর্গের দেবতারা শিশুকে দেখিতে আসিয়াছেন, তোমরা মানুষ তোমরা শিশুকে গ্রহণ করিবে না? শিশু, তোমার জন্মে মেদিনী ধন্য হইল, তুমি দীর্ঘজীবী, চিরজীবী হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্বর্গ কর। নূতন ভাইটি হল, আমাদের আশা ফেটে পড়ছে। নূতন বিধান, নূতন শিশু সকল ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন! [পরিশেষ আগামীতে।]

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৪ ভাগ। ৪ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার, ১৮০১ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফস্বল ঐ ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর! আমি তোমার ভক্তগণকে ভক্তি না করিয়া কি প্রকারে তোমাকে তুষ্ট করিব? তোমার অখণ্ড্য নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া কে তোমার তুষ্টিসাধন করিতে পারে? ভক্তজনে ভক্তি তোমার অখণ্ড্য বিধি; কিন্তু ভক্তগণকে ভক্তি করিতে গিয়া অনেকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের সমুদায় প্রেম ভক্তি অনুরাগ ভক্তেতে পর্য্যবসান করিয়াছে। পরিশেষে এত দূর মত দাঁড়াইয়াছে, মনুষ্য ভক্ত ভিন্ন তোমাকে দেখিতে পায় না, জানিতে পারে না। সাধারণ মনুষ্য এবং তুমি এ দুয়ের মধ্যে ভক্ত দণ্ডায়মান। সাধারণের দৃষ্টি ভক্তকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরে পঁহুছিতে পারে না, ভক্তদর্শনই তাহার সম্বন্ধে ঈশ্বরদর্শন। হে অসত্যভঞ্জন পরমেশ! আমি ভক্তকে ভক্তি করিতে গিয়া কি ঈদৃশ বিস্তৃত কুৎসিত মৃত্যুর মুখে নিপতিত হইব? ভক্ত গ্রহণ করিতে গিয়া যদি এ প্রকার বিপদে নিপতিত হইতে হয়, তবে ভক্ত গ্রহণ না করা ভাল। কিন্তু বল নাথ, আমার সম্বন্ধে এ প্রকার বিপদের সম্ভাবনা কেন হইবে? আমি স্পষ্ট দেখিতেছি আমার সম্বন্ধে কোন বিপদ নাই, কেন না আমার সম্বন্ধে ভক্ত অগ্রে নহেন, তুমি সর্ব্বাগ্রে। আমিতো কোন দিন ভক্তকে চাই নাই, তোমাকেই চাহিয়াছি। তুমি এখন তোমার স্বর্গরাজ্য আমার নিকটে প্রকাশিত করিয়া তোমার মধ্যে তোমার ভক্তগণকে দেখাইতেছ। আমি তোমাকে ছাড়িলে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না, তোমার আলোকে আমি তোমার ভক্তগণকে দেখিতে পাই, ভক্তগণের আলোকে তোমাকে নহে। হে প্রভো! আরো একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে তোমাতে আমি যে সকল ভক্তকে দর্শন করি, তাঁহারা পুস্তকগত মৃত ভক্ত নহেন। পুস্তকে যাঁহার কথা আমি পাঠ করি, তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে অমিল, সুতরাং তাঁহা হইতে আমি দূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই ভক্তকে আবার যখন তোমার মধ্যে দেখিতে পাই, তখন দেখি তিনি আমার শোণিতের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন, কাল দেশ এবং সংস্কারের ভিন্নতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তিনি তাঁহার নিত্যভাবস্বরূপে আমার সঙ্গে এক হইয়াছেন। ফলতঃ দর্শনে আমি আমাকে এবং তোমার ভক্তকে ভিন্নরূপে দেখিতে পাই না। তিনিই আমি, আমিই তিনি। আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নাই বিসংবাদ নাই, স্বতন্ত্রতা নাই। হে প্রভো!

এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। তুমি এক, তোমার ভক্ত এক, এখানে দ্বৈত কখন তিষ্ঠিতে পারে না। লোক তোমার ভক্তকে পূজা করে, আমি তাঁহাকে পূজা করিব কেন? তিনি আমি যে এক। যদি এক না হই, তবে বিবাদ ঘুচিল না, তোমার নব বিধানে যাহাকে ভক্তভক্তি বলে তাহা সিদ্ধ হইল না। হে বিভো! এই অপূর্ব্ব ভক্তে ভক্তে একত্ব আমার জীবনে প্রকাশ কর। আমি তোমার ভক্তপদে প্রণত হওয়াকে যেন ভক্তি মনে না করি, তাঁহার সহিত এক হওয়াই যেন যথার্থ ভক্তি বিশ্বাস করি। আমার এ মস্তক তোমারই পদে প্রণত থাকিবে, পূজা উপহার তোমারই চরণে অর্পিত হইবে। আমার মস্তক তোমার ভক্তের মস্তক, আমার পূজোপহার তোমার ভক্তের পূজোপহার, সুতরাং প্রণাম ও পূজা কেবল তুমিই প্রাপ্ত হইলে। জয় "একমেবা দ্বিতীয়ম্" ঈশ্বরের জয়, জয় "একমেবা দ্বিতীয়ম্" ঈশ্বরের জয়। কি আনন্দ আমার, আমি ও ভক্ত এক, প্রণাম পূজোপহার সকলই তোমারে।

সাধুসহবাস।

পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গস্থ সাধুগণের সহবাস লাভ হইয়া থাকে, আজ কাল এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। ঈদৃশ অলোচনার সুফল কুফল দুইই আছে। যাঁহারা সাধু সহবাসের প্রকৃতভাব পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না, তাঁহারা হয় ইহাকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, না হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব লোকের ন্যায় ঘোর কুসংস্কারে নিপতিত হইবেন। প্রচলিত সম্প্রদায়সকলের মধ্যে মৃত সাধুগণকে যে প্রকারে গ্রহণ করিবার রীতি আছে, তাহাতে তাঁহারা আর মনুষ্য নাই, ঈশ্বর হইয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সাধু কখন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন না, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা। এ মূল কথা মনে রাখিতে না পারিলে কুসংস্কার অসত্য হইতে কেহ রক্ষা পাইতে পারে না। এক সময়ে এক সাধু যদি সর্ব্বত্র সকল স্থানে প্রকাশ পাইতে পারেন, তবে তাঁহাতে আর ঈশ্বরে কিছু প্রভেদ থাকে না। যদি সাধুগণ সর্ব্বব্যাপী না হইলেন, তবে ইহলোকে থাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সহবাস কি প্রকারে হইবে? তাঁহারা সর্ব্বহৃদয়দর্শী হইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিবেন ইহাও হইতে পারে না, তবে সাধু সহবাসের অর্থ কি? মৃত সাধুগণের সহিত সহবাস কি প্রকারে সম্ভব আমরা তাহা বিবৃত করিতে যত্ন করিব।

আমরা ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আমাদিগের প্রার্থনীয় বিষয় আর কিছুই নাই। প্রথম হইতে আমরা একমাত্র ব্রহ্মকে প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রার্থনার ফল আমরা লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার আমাদিগের এখন নিত্য-প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইয়াছে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর এত দিনে আমাদিগের মধ্যে সাধুসাক্ষাৎকারের ব্যাপার আসিয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা আছে, তাঁহাকে ভিন্ন যে ব্যক্তি আর কিছু চায় না, তাহাকে তিনি সকলি অর্পণ করেন। এ প্রতিজ্ঞা এক দিকে ইহলোকসম্বন্ধে যেমন সত্য, অপরদিকে স্বর্গরাজ্যসম্বন্ধেও তেমনি সত্য। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে চায়, তিনি তাহার নিকট তাঁহার রাজ্যের গূঢ় সমস্ত বিষয় প্রকাশ করেন। আমরা প্রথম হইতে ঈশ্বরকে চাহিয়াছি; কিন্তু তিনি ক্রমে স্বর্গরাজ্যের শোভা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে যে সকল মহাত্মাকে স্থান দিয়াছেন অল্পে অল্পে তাঁহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায় যে প্রকার সাধুর মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে চেষ্টা করে, অথচ ঈশ্বরের নিকটে যাইতে না পারিয়া পথিমধ্যে সেই সেই সাধুতেই নিজ নিজ যত্ন পরিশ্রমের পর্য্যবসান করে, আমা-

দিগের সম্বন্ধে তাহা ঘটে নাই। যদি সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর এবং সাধু উভয়কেই চাহিতাম, তাহাতেও আমাদিগের ধর্ম্মের বিকার উপস্থিত হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এক ঈশ্বরকে প্রার্থনা করাতে, তিনি আপনার মধ্য দিয়া আমাদিগের নিকটে সাধুসকলকে প্রকাশ করিতেছেন। কোথায়? বাহিরে নহে, নিকটে নহে, দেশসম্বন্ধে কোথাও নহে, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে। ঈশ্বরেতে দেশকালের কোন ব্যবধান নাই। তাঁহাকে লাভ করিলে, তাঁহাতে যাঁহারা বাস করিতেছেন তাঁহাদিগকেও লাভ করা যায়। যদিও জীবনে দেখিয়া আমরা এ প্রকার বলিতেছি, তথাপি এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি আমরা তৎপ্রদর্শনে যত্ন করিব।

বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বংশপরম্পরাগম (Hereditary Transmission) মতের অনুমোদন করেন। এ মতের মধ্যে কি দোষ আছে আমরা অনেক বার প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি সত্য আছে, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। যদিও অনেক স্থলে আমরা বংশপরম্পরাগম নিয়মের অনুবর্ত্তন দেখিতে পাই না, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, সময়ে সময়ে এক একজন অসাধারণ পুরুষ যিনি সমুদায় সমাজকে নিজ চরিত্রবলে এক দিকে পরিচালিত করেন, তিনি সেই জাতির উপরে তাঁহার বিশেষভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়া চলিয়া যান। তিনি পরলোকগামী হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিশেষভাব মনুষ্যশোণিতে মিশ্রিত হইয়া গেল। নানা কারণে এই ভাব অনেক সময়ে পুষ্টি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু উহা যে মনুষ্যসমাজের শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকিয়া যায় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই সকল বিশেষ ভাব সহকারে সেই সেই মহাপুরুষগণের চিরনিকটসম্পর্ক (Affinity) থাকিয়া যায়। পৃথিবীস্থ মনুষ্য এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এখন ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং নিকটসম্পর্কসত্ত্বেও তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুষ্যের উপরে স্ব স্ব চরিত্রের ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু সূর্য্য যেমন ইথরের মধ্য দিয়া পৃথিবীর উপরে আপনার আলোক ও শক্তি নিয়োগ করিতে পারে, তেমনি সেই সকল ঈশ্বরস্থ মহাত্মাগণ ঈশ্বরের মধ্য দিয়া মনুষ্যের উপরে নিজ নিজ চরিত্রের ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারেন। এই যে ঈশ্বরের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগের চরিত্রের ক্রিয়া তাহাই তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকারের বীজ। যখনি আমরা ঈশ্বর মধ্যে প্রবেশ করি, তখনি তাঁহাদিগের চরিত্রের ক্রিয়া আমরা আমাদিগের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। এই অনুভব ব্যক্তিত্ববোধ সহকারে হইলেই সাক্ষাৎকার হইল। এখানে কোন মূর্ত্তি রূপ বা অন্যবিধ কল্পনার অবকাশ নাই। তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার যথার্থ হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ নিজ নিজ চরিত্রই প্রদর্শন করিবে। কেন না এই সাক্ষাৎকারে আমাদিগের চরিত্র তাঁহাদিগের অনুরূপ না হইলে উহা সাক্ষাৎকার নহে মনের কল্পনামাত্র।

ঈশ্বরের মধ্য দিয়া উপস্থিত না হইলে কেহ সাধুকে দেখিতে পায় না। এত কাল বহু সম্প্রদায় এক এক সাধুকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিল, কিন্তু তাহাদিগের জীবন, সেই সেই সাধুর জীবন হইতে বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছে। মৃতকে গ্রহণ করিয়া কে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? ঈশ্বরে নিত্যজীবিত সাধুকে যাহারা গ্রহণ করিতে পারিল না, তাঁহার আলোক ও বল লাভ করিয়া সাধুর চরিত্রে প্রবেশ করিতে পারিল না, তাহারা সাধুকে বুঝিতে পারিবেই বা কি প্রকারে, বুঝিয়া চরিত্র পরিবর্ত্তনই বা করিবে কোন্ শক্তিতে? এই এক কারণে গ্রন্থে সাধুজীবন পাঠ করিয়া, পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াও কেহ তদ্রূপ হইতে পারে না। যদি ঈশ্বরের মধ্য দিয়া সাধুগণের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, তবে

তাঁহার আলোক ও বলে অনায়াসে আমরা তাঁহাদিগের চরিত্র লাভ করি, বলিতে কি এক এবং অভিন্ন হইয়া যাই। যত বার আমরা সাধুদর্শন করিব, তত বার যদি এই প্রকারে না হয়, তবে উহা কল্পনা, মিথ্যা, এবং কুসংস্কারের পরিপোষক হইবে; হয় আমরা এ সম্বন্ধে ঘোর কুসংস্কারী নয় সংশয়ী হইব। অতএব যাঁহারা সাধুসহবাসলাভে প্রত্যাশা রাখেন, তাঁহারা যেন একমাত্র ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তন্মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে লাভ করিতে যত্ন করেন, কখন ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া তাদৃশ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন।

পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৩ মাঘ সোমবার সাধারণের প্রতি উপদেশ ও নগরসঙ্কীর্ত্তন। অদ্যকার সমগ্র ব্যাপার বর্ণনা দ্বারা কাহার হৃদয়গোচর করা সম্ভবপর নহে। প্রাতে মন্দিরে আচার্য্য মহাশয় উপাসনান্তে জ্বলন্ত অগ্নিময় উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্নে তাঁহার গৃহ কমলকুটীরে ব্রাহ্মগণ সমবেত হন। সঙ্কীর্ত্তনের সহায় ব্রাহ্মগণ গৈরিকবস্ত্রে ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়া "নববিধান এবং" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অঙ্কিত বৃহৎ পতাকাদ্বয় শকটযোগে এবং উনপঞ্চাশৎ পতাকা বালক ও যুবকগণের হস্তে, চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ ও করতালাদি লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডেনস্কোয়ারাভিমুখে প্রস্থান করেন। ঠিক অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের যুদ্ধসজ্জা। সে দিবস লোকের ব্যগ্রতা, উৎসাহ ব্যাকুলতা কেহ বলিয়া বুঝাইতে পারে না। সাধারণের প্রতি উপদেশের স্থলে সমবেত লোকমণ্ডলী ঊর্দ্ধমুখে উপদেষ্টা এবং সঙ্কীর্ত্তয়িতৃগণের প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রায় ছয় সহস্র লোকের সমাগম, সকলেই সম্মুখস্থল অধিকার করিতে ব্যগ্র, কাহার সাধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সঙ্গীতান্তে আচার্য্য মহাশয় ঊর্দ্ধে নয়নোত্তোলন করিয়া প্রার্থনা করণান্তর নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন। লোকের উৎসাহধ্বনি আনন্দপ্রকাশে স্থান পরিপূর্ণ। এই ঘোর শুষ্কভাবের প্রাবল্যের সময়ে মনুষ্য মন ঈশ্বর প্রেম ঈশ্বর ভক্তির জন্য যে কত দূর লালায়িত, তাহা অদ্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যে দৃশ্য দেখা হইয়াছে ইহা আর কখন বিস্মৃত হইবার নহে।

হে প্রেমসিন্ধু যোগীর পরমারাধ্য দেবতা, ভক্তের প্রার্থনীয় স্তবনীয় পরমেশ্বর, তোমার ভৃত্য তোমার চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে ডাকিতেছে। তোমার দাসের রসনাতে অবতীর্ণ হও। তোমার পবিত্রস্বরূপ দেখাও। এই কোলাহলে পূর্ণ নগরে আসিয়া উপস্থিত হও। অনুগ্রহ করিয়া দাসের প্রাণের মধ্যে ভক্তি সঞ্চার কর, যেন তোমার দাস তোমার কথা বলিয়া দেশের এবং নিজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। একবার সমক্ষে আসিয়া দেখা দেও। দীনজনের হরি, কাঙ্গালের হরি, তোমার সত্য কথা, অমৃত কথা বলিয়া বলিয়া জন্ম সার্থক করি। জননি, জগজ্জননি, কৃপা করিয়া দাসকে সহায়তা কর।

আমার হৃদয়ের হরি ঐখানে দাঁড়াইয়া। হে ভক্তগণ হে দেশস্থ বন্ধুগণ, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমার প্রাণের হরি, ভক্তের হরি, শ্রীহরি, তোমাদের হরি ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন।' এখানে আজ কি দেখিতেছি। কি জন্য আজ এই মহা সমারোহ? কে আজ এই মনোহর সভা ডাকিলেন? ঐ আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখ, আজ স্বর্গ ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে। আজ পৃথিবীকে স্পর্শ করিবার জন্য স্বর্গ হাত বাড়াইলেন। আজ এক অপরূপ রূপ। আজ যত যোগী যত ঋষি যত সাধু ব্রহ্মপুত্র যত সাধ্বী ব্রহ্মকন্যা স্বর্গধাম হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবী, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে আকাশের পানে তাকাইয়া ছিল। আজ আকাশ হইতে সুধাবৃষ্টি স্বর্গবৃষ্টি হইতেছে। সেই প্রাচীন যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনি ঋষিগণ, যাঁহারা হিমালয়শিখরে এবং গঙ্গাতটে ঈশ্বর চিন্তা এবং ধ্যান ধারণা করিতেন, এই আকাশের মধ্যে বর্ত্তমান। তাঁহারা কেহই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন নাই। হে ভারতের গৌরব, হে ভারতের শোভা প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, তোমরা সকলেই ভারতের সৌভাগ্য। ভারতবর্ষ অনেক শতাব্দী যোগ ভক্তি দেখে নাই, তাই বুঝি তোমরা আসিয়াছ? চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একবার ভারি কাঁদিয়াছিল, বঙ্গদেশ কাঁদিয়া বলিল আমি যে ভক্তিরস বিনা মরি, কে আমাকে রক্ষা করিবে? শ্রীচৈ-

জন্য বলিলেন, আমি আছি। পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলেন, কোথায় রহিল তাঁহার স্ত্রীপরিজন, কোথায় রহিল তাঁহার বিদ্যা। তিনি প্রেমমত্ত বৈরাগী হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও শত শত লোক বৈরাগী হইল। নগর যায় তাঁহার সঙ্গে, গ্রাম যায় তাঁহার সঙ্গে, তিনি পৃথিবী পরিত্রাণ করিতে চলিলেন। যিনি সকলের প্রভু, যিনি পুণ্যাত্মা, তিনি চলিলেন, সকলে তাঁহার সঙ্গে চলিল। কি আশ্চর্য্য শোভা! কি অপূর্ব্ব দেশের পরিবর্ত্তন! শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন আমার বুক ব্রাহ্মণের জন্য, আমার বুক চণ্ডালের জন্য। পাপী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত প্রভৃতি সকলকেই শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করিলেন। এই বঙ্গদেশে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই ভক্তিসিন্ধু উথলিত হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যোগ ধ্যানের প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্ত্তমান বিধানে যোগ ভক্তির বিবাহ হইল। চন্দ্র সূর্য্যের মিলন হইল। চারিহাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থান সত্যসূর্য্য যোগসূর্য্যের উদয় দেখিয়াছেন, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে ভক্তিচন্দ্র প্রেমচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। এখন এই দুই একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। এখন সভ্যতার আদর্শ কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী যুবা সংসারের ভিতরে থাকিয়া যোগী সন্ন্যাসী হইলেন। কোথায় হে জনক ঋষি, আজ দেখ তোমার যোগবল বঙ্গবাসীর বক্ষে বঙ্গবাসীর চক্ষে। যোগবলে বিশ্বাসী সিংহের তুল্য হইল। এক দিকে যোগ বল ধর্ম্মতেজ, আর এক দিকে প্রেমভক্তির কোমলতা এবং প্রমত্ততা। কেবল যোগবলে পাপকে ভস্ম করিলে হইবে না, যেমন পাপকে ভস্ম করিবে সেইরূপ আবার প্রেম ভক্তিতে হৃদয়কে সরস করিতে হইবে। হে প্রেমচন্দ্র, কে তোমাকে আকাশে স্থাপন করিল? তোমার পানে যে একবার তাকায় তাহার আর শোক দুঃখ থাকে না। তুমি বঙ্গদেশের গগনে উদিত হইলে, আর বঙ্গদেশের দুঃখ থাকিবে না। হে প্রেমচন্দ্র, হে ভক্তিচন্দ্র, তোমার সুশীতল জ্যোৎস্না বিস্তার কর। ইংরেজী শিক্ষা করিয়া অনেকে শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ডে জর্জ্জরিত হইয়াছে, তুমি তাহাদেরই প্রাণ শীতল কর। সকলের তপ্ত হৃদয়ে তোমার অমৃত বর্ষণ কর। তুমি আসিয়া এই দেশকে শীতল কর। তোমার অধিষ্ঠিত নব বিধান পাইয়া আমার মত পাপী বৈকুণ্ঠে যাইবে। প্রেমচন্দ্র, তোমা বিনা প্রাণ বাঁচে না। সভ্যতা বিদ্যামদে ও সহরের কোলাহলে পড়িয়া আমি মারা যাই, আমার ভাই ভগ্নী মারা যায়, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার বিরহে আমরা কাঁদিতেছি। আমাদের এই পোড়াদেশে এখন আর সেই প্রাচীন গভীর প্রকৃতি মুনিঋষি দেখা যায় না, এখন আর তেমন প্রমত্ত ভক্ত দেখা যায় না। সভ্যতার গরল পান করিয়া কাহারও মনে শান্তি নাই। প্রেমচন্দ্র, তুমি কোমল ভক্তিসুধা বর্ষণ করিয়া সকলের হৃদয়কে আর্দ্র কর। আর এই শুষ্ক সংসারে থাকিব না, তোমার ভক্তিবৃন্দাবনে লইয়া চল। যখন ইউরোপ খণ্ডে বিদ্যার প্রকাশ হয় নাই, হে সত্যসূর্য্য, তখন তুমি ভারতের আর্য্যজাতির নিকট উদিত হইয়াছিলে। আবার কি তুমি ভারতবর্ষ আলোকিত করিবে না? ওহে জগদীশ্বর, এই বঙ্গদেশের দুঃখ কি যাবে না? এই দেশে কি আবার যোগ ভক্তির প্রাদুর্ভাব হইবে না? হরি বলিতেছেন; হবে, হবে, হবে। ঋষির কথা অন্যান্য। যাহা গোপনে শুনিয়াছি প্রকাশ্যে বলিলাম। চন্দ্র সূর্য্য দুইই চাই। এক হস্তে যত যোগিগণ, অন্য হস্তে ভক্তির অবতার সম্প্রদায় প্রেমিকগণ, এই সকলকেই চাই। এক হস্তে সূর্য্যস্বরূপ তেজস্বী ঋষিগণ, আর এক হস্তে চন্দ্রস্বরূপ প্রেমিক ভক্তগণ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যোগবলে সিংহের মত হইয়া পাপকে ভস্ম করিতেন, আজ পাপ অপরাধে আমাদের অস্থি পর্য্যন্ত কাল। তেজস্বী পুরুষদিগের বংশে কেন এমন কাল লোক জন্মিল? এক সময় ছিল যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আকাশের জড় সূর্য্যকে বলিতেন দেখ সত্যসূর্য্যের তেজ। ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে তাঁহারা সিংহের ন্যায় গর্জ্জন তর্জ্জন এবং আস্ফালন করিয়া তাহাকে দমন করিতেন। ক্ষুদ্রশিশু ধ্রুব হরিকে স্মরণ করিয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে বশীভূত করিল। যোগবলে কি না হয়? সেই ব্যক্তি বড় যে যোগবলে বড়। আকাশের সূর্য্য বড় নহে, বড় সত্যসূর্য্য, বড় যোগসূর্য্য, আকাশের চন্দ্র বড় নহে, বড় নবদ্বীপের চৈতন্যচন্দ্র। চৈতন্যচন্দ্রকে দেখিয়া আকাশের জড় চন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল আমিত জীবের প্রাণ শীতল করিতে পারি না। বিডনস্কোয়ারে আজ এত শোভা হইল কেন? তোমরা কেহে? তোমরা স্বর্গের অমরাত্মা, আজ এখানে তোমাদের শুভাগমন হইল কেন? ইচ্ছা করে তোমাদের সকলকে বাহুর উপর রাখিয়া দিই। পাপীর বক্ষে ভক্তদের চরণধূলি। তোমরা সচ্চিদানন্দকে দেখিতে আসিয়াছ? তুমি কেহে? তুমি সেই সচ্চিদানন্দঘন? তুমি কেন ধরাতলে এলে? তোমার চারিদিকে উহারা কে? তোমরা আজ পৃথিবীতে আসিলে।

ওহে চন্দ্র, বলে দেও, তুমি কেমন করে এমন সুন্দর হলে? তোমাকে দেখিলে প্রাণ মোহিত হয়, তোমার পিতাকে দেখিলে প্রাণ মোহিত হয় না এই যে জঘন্য মিথ্যা তুমি ইহার প্রতিবাদ কর। চন্দ্র, তোমার মা, আমার মা। আমার মা কি আকাশ? তিনি কি শূন্য? না তাই, ঈশ্বর আকাশ নহেন। ঈশ্বরদর্শন হয় না এ কথা মানিব না। কলিযুগ এয়েছে আমাদের কি? কলি চতুর্গুলি মেঘ করে দিয়েছে, ঘন কলি বড় কাল জিনিষ, কিন্তু তাই বলে কি প্রেমচন্দ্রের শোভা নাই? যদি কোন

ভাল চিত্রকর থাকিত ঐ চন্দ্রের শোভা চিত্র করিত, যদি কোন কবি থাকিত ঐ শোভা বর্ণনা করিত। ঘোর কলি যখন এয়েছে তখন আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার হব। দুঃখী ভাই, দুঃখিনী ভগিনীগুলি, আর তোমরা কেঁদনা। কেন না হরি ধরাতলে এসেছেন, হরি ধরাতলে আছেন। হরি ছাড়া, কিছুই হয় না, হরি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে না। জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল। হরি বলিতেছেন, আমি দুঃখী তাপী সকলের ঘরে যাইব, সকলকেই দেখা দিব। ভক্তগুলিকে বুকে করে হরি সর্ব্বত্র বসে আছেন। হরির বুকের ভিতরে লক্ষ্মীস্বরূপ কোমল প্রেম আছে, যত ভক্ত সেই লক্ষ্মীর কোলে গিয়া বসে আছেন। যখনই কোন পাপী কাঁদে তখনই হরি বলেন, ঐ পাপী কাঁদিতেছে আর আমি বসিয়া থাকিতে পারি না। ঐ দুঃখী কেঁদেছে, ঐ বিধবা কেঁদেছে, ঐ বঙ্গবাসীরা আমার নামে খেপেছে, তাহাদিগকে দেখা না দিয়া আর থাকিতে পারি না। জীবনের দুঃখ দুঃগাত দূর করিবার জন্য হরি নূতন সমচার, নূতন বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যদি ভ্রান্তির কথা বলি আমার কথা কাট, খণ্ডন কর; কিন্তু হরির কথা অবিশ্বাস করিও না; কথা অবহেলা করিও না। এমন সুধামাখা হরিতত্ত্ব কে আনিল জানি না। ধন্য ভক্তগণ! নারদ প্রভৃতি ভক্তদিগকে কোটি কোটি নমস্কার। আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতেছিল এই জন্যই গরিব কাঙ্গালদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য হরি ভক্তদল লইরা আমাদের নিকট আসিয়াছেন। আজ পৃথিবী ধরিলেন স্বর্গের হাত, স্বর্গ বলিলেন এবার সব এক করিব, যোগ ভক্তির বিবাহ দিব। সূর্য্যের তেজের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার বিবাহ দিব। হরি নামের জয় ধ্বনিতে ধনী দুঃখী সমান হইবে। যার নিকটে ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ নাই।

আকাশের চন্দ্র, তুমি যখন প্রসন্ন, তোমার মাতা বিশ্বজননীও আমাদের প্রতি প্রসন্ন। তুমি যার প্রেম চক্ষু, তোমার ভিতর দিয়া মা আমাদের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তোমার বাপ, তোমার রাজা বেঁচে আছেন। তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা বাঁচিয়া আছেন, অতএব বঙ্গবাসী সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া হরি হরি বল।

১৪ই মাঘ মঙ্গলবার বেলঘরিয়া তপোবনে সাধন ভজন। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মগণ বেলঘরিয়া তপোবনে গমন করিয়া বৃক্ষতলে দীর্ঘিকাকূলে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ধারণা করেন। সায়ংকালে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরম হংস আগমন করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহার উক্তি সকল চির দিনই সকলের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। এবারেও যে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

১৫ই মাঘ বুধবার প্রচারযাত্রা। অদ্য অপরাহ্ণে চাঁদপালের ঘাট হইতে সুদৃশ্য বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া প্রায় এক শত ব্রাহ্ম প্রচারযাত্রিক হইয়া উত্তরপাড়া গ্রামে যাত্রা করেন। বাষ্পীয় পোত বিচিত্র পতাকামালা ও পুষ্পপল্লবালঙ্কারে সুশোভিত হইয়াছিল। মৃদঙ্গ করতাল ভেরীর ধ্বনি সহ ব্রহ্মভক্তগণ গভীর নাদে ভাগীরথীবক্ষে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে উত্তরপাড়ায় আসিয়া নঙ্গর করেন ও সকলে মিলিয়া মহা উৎসাহে প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করিয়া গ্রামটিকে প্রতিধ্বনিত করেন। উত্তরপাড়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গৃহে যাত্রিকদল যাইয়া প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মুসাসমাগমোপলক্ষে আচার্য্যের প্রার্থনা।

১১ই ফাল্গুন রবিবার, ১৮০১ শক।

হে দয়াসিন্ধু, প্রাচীন কালের ঈশ্বর, বর্ত্তমান সময়ের ঈশ্বর, যিহুদীর জিহোভা, হিন্দুর ব্রাহ্ম, ত্রিকাল এক করিয়া তুমি এখানে বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছ। হে প্রাচীন ঈশ্বর হে দয়াময় ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার ভক্তগণ তোমার নিকট আসিয়া তোমার সাধু সন্তান মুসাকে খুঁজিতেছে। তাঁহাকে তুমি প্রকাশ কর। এই যোগপর্ব্বতে, এই বিশ্বাসবিধির উপরে বসিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেন। শুনিয়াছি চল্লিশ দিন তিনি এই পর্ব্বতের উপর বসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। তোমার আদেশ ঘোষণা করিয়া, পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া কোথায় তিনি চলিয়া গেলেন? বৃদ্ধ ব্রহ্মপরায়ণ যিহুদী, কোথায় তুমি রহিলে? কোথায় তোমার আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল? ব্রহ্মভক্ত মুসা, তুমি যে হাতযোড় করিয়া ব্রহ্মস্তব করিতে কোথায় রহিলে তুমি? যদিও তুমি তোমার পিতার সঙ্গে আছ, তুমি দেখা দিবে না, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তুমি কথা কহিবে না; কিন্তু তোমাকে আমি মান্য করি, সম্মান করি। আমার পিতার সন্তান তুমি, পিতার ভক্ত

অনুগত দাস তুমি। পিতার ঘরে আছ তুমি। পিতার ঘরে তোমাকে দেখিয়া আমি দেশকাল ভুলিয়া গেলাম। আজ এই হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে তোমাকে দেখিব। হে ঈশ্বর, সেই য়িহুদী সাধুকে লইয়া তুমি প্রকাশিত হও। তোমার বক্ষের মধ্যে বৈকুণ্ঠ, জননি, তোমার স্তনে ঝুলিতেছেন সকল সাধু, তোমাতে সংযুক্ত হইয়া সকলে রহিয়াছেন। এই তোমার প্রসারিত ক্রোড়, এইখানে তোমার তেজস্বী অনুগত সেবক মুসা বসিয়া আছেন। তাঁহার তেজে আজ আমাদিগকে তেজস্বী কর। আজ স্নান করিব তাঁহার বিশ্বাস রক্তে, পরিধান করিব তাঁহার বিবেক বস্ত্র, আজ আমি আর তিনি এক হইব। হরি তোমাকে সাক্ষী করিয়া আমরা এক প্রাণ হই, আমরা প্রত্যেকে য়িহুদী হই, আমরা সেই পর্ব্বতের উপর বসি। শুনিয়াছি যখন পর্ব্বতের উপর আকাশে মেঘ হইল, বজ্রধ্বনি হইল, বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল, মেদিনী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তখন মুসা যিহোভার গম্ভীর বাণী শ্রবণ করিলেন। আজ আমরাও বিশ্বাসপর্ব্বতের উপর আসিয়া বসিয়াছি, আমাদিগকেও আজ মুসার বিবেকের আলো এবং মুসার প্রভুভক্তি দেও, তুমি আমাদিগকে কি বলিবে বল, নিম্নস্থানে অনেক জাতি বসিয়া আছেন, আমরা তাঁহাদিগকে গিয়া তোমার কথা বলিব। আমরা এখানে হাতযোড় করিয়া বসিলাম, এখন জ্বলন্ত আগুন চারিদিকে ছড়াও। তেজোময় ব্রহ্ম, জ্যোতিম্ময় ব্রহ্ম, তোমার বুকের ভিতরে আমরা বসিয়া আছি। সূর্য্যের কোলে সূর্য্যের সন্তানগণ, চারিদিকের মেঘ আমাদিগকে কি করিবে? তোমার পবিত্র তেজ আমাদের মুখে পড়িতেছে, আরও তেজ পড়ুক, হে ব্রহ্মজ্যোতি, আরও এসে মুখের উপর পড়। পৃথিবী এখানে নাই, এই মুসার বাড়ী, পৃথিবী সকল নীচে পড়িয়া আছে। ঈশ্বর, তোমার বর্ত্তমান হিব্রু জাতির প্রতি তোমার কি আজ্ঞা, কি বিধি প্রচার কর। মুসা যেমন তোমার আজ্ঞা শুনিয়া ধর্ম্ম করিতেন আমাদিগকেও তোমার কথা শুনিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য দেও। মুসা, তুমি হরির ভিতর দিয়া কথা কহ। সেই মুসা সেই ঈশ্বর, আমরা কেহ নাই, আমরা সকলে এক খানি মুসা। এই হিন্দুজাতি উদ্ধার করিবার জন্য হে মুসার আরাধ্য স্তবনীয় ঈশ্বর, তোমার এই নববিধান। এই হিন্দু জাতিকে পাপ অন্ধকাররূপ মিসরদেশ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার আলোকের দেশে লইয়া যাইবে এই তোমার সঙ্কল্প। পাপ নাস্তিকতা এই দেশের রাজা হইয়াছে; শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে এই দেশ হইতে বিপদ সমুদ্র পার করাইয়া সেই দেশে লইয়া যাইবে যেখানে শোক নাই, যেখানে নিত্য শান্তি, যেখানে দুগ্ধ ও সুধার সমুদ্র। ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে মুসার রক্তে পরিপুষ্ট কর। আমাদের ভিতরে মুসা এখন কি করিতে চান? মুসা তোমাকে দেখিতেন, তোমার কথা শুনিতেন, এবং তোমার কথা শুনিয়া কর্ম্ম করিতেন। তিনি যোগে যিনি যোগী ছিলেন, আমরাও তিন যোগে যোগী হইব। "আমি আছি" এই নামে তুমি মুসার নিকট পরিচিত হইয়াছিলে। আমরাও তোমাকে দেখিতে পারি, ধরিতে পারি, ওহে য়িহুদীদিগের রাজা, তুমি এখানে বস, তখন দুই এক জন তোমাকে দেখিত, এখন তুমি সকলের জন্য দর্শনবিধি প্রচার করিলে। আমাদিগের চারিদিকে বেড়া-আগুন। কেবল কি দর্শন হরি? খালি কি তুমি ঝক্ ঝক্ করিবে? তোমার সত্তা সপ্রমাণ হইল, এখন যে জন্য আসিয়াছ তাহা বল। মুসা আপনার বুদ্ধি এবং আপনার উপর নির্ভরকে একেবারে নষ্ট করিয়াছেন, তিনি সকল কর্ম্ম হে ঈশ্বর, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া সম্পন্ন করেন। তোমার আদেশ ভিন্ন তিনি আহার করেন না। আমরা তোমার কথা শুনিয়া সমুদয় কার্য্য করিব। তুমি কি বলিতেছ? তুমি গভীর ধ্বনিতে বলিতেছ;—"আমি সেই এক পুরাতন পরাৎপর পরব্রহ্ম তিন চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের নেতা হইয়া সিনাই পর্ব্বতের উপরে মুসাকে দর্শন দিয়াছিলাম, সেই আমি তোমাদিগের ক্রন্দন শুনিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছি। য়িহুদীদিগের জিহোভা আমি হিন্দুদিগের রাজা হইব বলিয়া আবার আসিলাম।"

জয় ব্রহ্ম জয়!! তোমার স্তবস্তুতি এবং পূজা করি। তোমার অসহ্য তেজ সহ্য করিতে ক্ষমতা দেও।

"আমাকে সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না, আমি প্রকাণ্ড একমাত্র, আমার সমান কেহ নাই, আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

জয় ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বশক্তিমান্ দিগ্বিজয়ী!! তোমার স্তব করি, তোমাকে ভয় করি।

"আমি হিন্দু জাতিকে পাপ অন্ধকার হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া, স্বর্গধামে, আমার বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইব, যেখানে ভয় নাই, মৃত্যু নাই।"

তাহাই হউক, ভক্তির সহিত বলি, হে প্রভু, তব ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

"আমি ব্রাহ্মদলকে পর্ব্বতের উপর ডাকিয়াছি, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর তোমাদের হস্তে গুরু ভার দিলাম, তোমরা আমার সঙ্গে চল, জঙ্গলের মধ্যে ঘোরতর পরীক্ষায় পড়িলেও চঞ্চল হইবে না। আহার কষ্টে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশান্ত হইবে না, পরিণামে তোমাদের জয় হইবে, আমি তোমাদিগকে পথ দেখাইব।"

তাহাই হউক, ভক্তিভাজন, স্তবনীয় গুরু, তোমার দল তোমাকে নেতা করুক, তোমার ইঙ্গিতে তোমার দল এই নিবিড় কাননের ভিতর দিয়া চলিয়া যাউক।

"অন্য দেবতার পূজা করিতে পারিবে না, মধ্যবর্ত্তী অবতার গ্রহণ করিবে না, আমি স্বয়ং সকল বিষয়ে পবিত্র উপদেশ দিব, এই বিধিতে মনুষ্য গুরু কিম্বা নেতা নাই, মহাতেজ যিনি তিনি তোমাদের নেতা। আমি হরি হইয়া দেখা দিব, আমি তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিব, অন্য কাহাকেও আমি মধ্যে থাকিতে দিব না। আমিই তোমাদের ঈশ্বর, আমার কথা তোমাদের শাস্ত্র, আমার কথা তোমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার।"

হে ঈশ্বর, তোমার কথা এই বিধানের শাস্ত্র হইবে, তোমার কথা জীবন্ত সত্য, তোমার মুখবিনিঃসৃত বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিব।

"স্ত্রীপুত্র সকলকে লইয়া তোমরা আমার নিকটে আসিবে। সকলের সম্পর্কে আমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এবং নূতন নূতন বিধি করিয়া দিব। বিবেক ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকে কেহ অগ্রাহ্য করিও না। বিবেকের কথা আমার কথা এবং বিজ্ঞান যাহা বলে তাহাও আমি বলি। অতএব বিবেক এবং বিজ্ঞান এই উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে। বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি সকল মীমাংসা করিয়া দিব।"

হে ঈশ্বর, তাহাই হউক, আমরা তোমার বিধি পালন করিব।

"সাবধান রে মনুষ্যগণ, কে তোরা সাহস করিয়া ব্রহ্মতেজের কাছে বসিস্, তোরা অপবিত্র হস্ না, অন্য দেব দেবীর পূজা করিস্ না, বিবেকের ভিতরে আমি যাহা বলিব তাহাই করিস্, ওরে অল্পবিশ্বাসিসকল, তোরা কি মনে করিস্ যে তোরা কপট হইয়া আমাকে ফাঁকি দিবি? নির্ম্মল চরিত্র হওয়া তোদের প্রধান ধর্ম্ম। য়িহুদিরা যখন আমাকে ছাড়িয়া মিথ্যা দেব দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহারা কঠোর দণ্ড পাইয়াছিল।"

হে ঈশ্বর, আমি এবং আমরা কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার শরণাগত হইলাম। মুসার রাজভক্তি আমাদের শরীর মনকে অধিকার করুক! সর্ব্বাপেক্ষা বড় তোমার বিধি, তোমর রাজাজ্ঞা। তোমার নীতি পালন করিয়া আমরা পবিত্র হইব, সাধু হইব, দুষ্কর্ম্ম করিব না, সর্ব্বান্তঃকরণে তোমর আজ্ঞা পালন করিব।

"যাগ যজ্ঞ অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। সন্তান বলিদান করিতে প্রস্তুত হইয়াও যে আমার কথা শুনে সে শ্রেষ্ঠ। আমি যাহা বলি প্রাণপণ করিয়া যে তাহা পালন করে সে ধন্য। যে সকলকে ভালবাসে, সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকে সে ধন্য। বৃথা পূজার আড়ম্বর যে করে তাহার জন্য দণ্ড আছে। যে ব্রাহ্ম হইয়া লুকাইয়া পাপ করে তাহাকে আমি দণ্ড দিব, যে অন্যায়রূপে টাকা অর্জ্জন করে অথবা কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে তাহাকে আমি শাস্তি দিব। যে সকল পুরুষ কিম্বা স্ত্রী আমার কথা না শুনিয়া অন্যের কথা শুনে তাহাদের জন্য নরকের অন্ধকার এবং কঠোর দণ্ড রহিয়াছে। আমার বিধি পূর্ণ করিয়া পবিত্র চিত্ত হওয়া ইস্রেল বংশীয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম।"

হরি, তুমি আমাদিগের সহায় হও, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের মনের বিকার ঘুচাও। কুপ্রবৃত্তিকে সতেজ হইতে দিও না। হরি, তোমাকে দেখিতে দেখিতে তোমার আদেশ পালন করিতে করিতে যেন পবিত্র হই। তোমার শরণাগত লোকেরা যেন কাম ক্রোধ এবং লোভ প্রভৃতির বশীভূত হইয়া কলঙ্কিত না হয়। হরি, তুমি যেমন শুদ্ধ তেজ, তোমার দলও যেখানে যাইবে সেখানে যেন পুণ্য পবিত্রতা ছড়াইতে ছড়াইতে যায়।

"প্রত্যেকের বাড়ী আমার নামে উৎসর্গ করিবে। প্রত্যেক বাড়ীর সকল লোকের উপর আমার স্বত্বাধিকার রহিল। আমি যাহা খাইতে দিব সকলে তাহা খাইবে। স্বামীর ইচ্ছাতে স্ত্রী চলিবে না, সকলেই আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিবে। এই সমস্ত জাতি আমার জাতি হইল, এই সমস্ত সংসার আমার সংসার হইল। কেহ কাহাকেও খুসী করিতে চেষ্টা করিবে না। আমি আমার পরিবারকে গ্রহণ করিলাম। এই বংশে যেন আমার নাম রক্ষা পায়।"

হরি, তাহাই হউক তোমার একমেবাদ্বিতীয়ম্ নামের নিশান এই ভক্তকুলের শিরে উড়িতে থাকুক!

"আমার যত ভক্ত আছে ভক্তির সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া এই কুল পবিত্র হইবে। স্ত্রীরা স্ত্রীলোক ভক্তদিগকে, পুরুষেরা পুরুষ ভক্তদিগকে বিশেষরূপে আদর করিবে, এবং পুরুষেরা ভক্ত স্ত্রীলোকদিগকে, এবং স্ত্রীরা ভক্ত পুরুষদিগকে ভক্তি করিবে। আমার মুসা, ঈশা, চৈতন্য তোমাদের হইবে তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার কোন ভক্তকে নিগ্রহ বা অপমান করিবে সে সমুচিত দণ্ড পাইবে। আমার ভক্ত পরিবার লইয়া তোমরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। বিশ্বাসপর্ব্বতের উপর হইতে ঐ দেখ আমার স্বর্গরাজ্য। ঐ স্বর্গরাজ্যে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব। তোমাদের দেশ কুল স্ত্রী পুত্র সকলকে আমি ভালবাসি। আমি দেখিয়াছি তোমরা প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত আমার মুখ পানে চাহিয়া পড়িয়া আছ। এই পড়িয়া আছ বলিয়া তোমরা আমার বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইলে। আমার আশীর্ব্বাদে যাহারা পড়িয়া আছে তাহারা চিহ্নিত হইল। তোমরা আর অলস হইয়া বসিয়া থাকিও না। বৈকুণ্ঠধাম সম্মুখে, অল্প বাকি আছে, চলিয়া চল। জ্ঞান দর্শন, প্রেম পুণ্য শোভিত ঐ স্বর্গরাজ্য। ওখানে যত আমার ভক্ত নৃত্য করিতেছেন। তোমরাও গিয়া সেখানে নৃত্য করিতে পারিবে। আমাকে ভয় কর, আমার নিয়ম পালন কর, শুদ্ধচরিত্র হও, জিতেন্দ্রিয় হও, বিবেকপরায়ণ হও, নাস্তি-

[illegible]তা চূর্ণ কর। যাহারা বলে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় না, শুনা যায় না হুঙ্কার করিয়া তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিবে। "থাকবনা আর এ পাপ রাজ্যে" হুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিয়া এখানকার সমুদয় সুখের আশা ছাড়িয়া ওখানে চল, আমি চির শান্তি দিব। আমিও তোমাদের সঙ্গে আনন্দে নাচিব। তোরা আয়রে আয় যার কাছে আয়। সেই এক পুরাণ ঈশ্বর আমি রূপান্তর ভাবান্তর হইয়া কখন যিহোভা, কখন ব্রহ্ম, কখন হরি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছি। আমি সেই তোমাদের প্রাণের হরি তোমাদের দুঃখের আগুন নিবাইতে তোমাদিগকে আমি বুকে লইলাম। তোরা যখন অন্নাভাবে কাতর হইলি আমি পয়সা দিলাম। তোদের অবিশ্বাসী মনকে আমি বিশ্বাসী করিলাম। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোদের হরি। আমার প্রেম সহস্রবার পরীক্ষিত হইয়াছে। তোদের কাছে আমার প্রেমের অনেক প্রমাণ দিলাম। দেখ্‌রে বঙ্গবাসী, দেখ্‌রে হিন্দুকুল, স্বর্গের জ্যোতি কত দেখাইলাম, স্বর্গের কথা কত শুনাইলাম। ওরে, তোরা অবিশ্বাস একেবারে চূর্ণ কর। তোদের জন্য দেখ্ আমি কি করিতেছি, ওরে তোরা এখনও কি বিশ্বাসের ভূমি পাইলিনে? তোদের হরিকে মান্য কর, কিছুতেই তোরা টল্‌বি না। যদি শত্রুদল পশ্চাতে আসে তোদের অকল্যাণ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর কাহারও সাধ্য নাই আমার লোকের অকল্যাণ করে। যত লোকে উৎপীড়ন করিতে চায় করুক, কিছুতেই আমার সন্তান, আমার সৈন্যদলের অমঙ্গল করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমার তেজ দেখিলে মেদিনী টল্‌মল করে, আমি যাইতেছি আমার ভক্তদল সঙ্গে লইয়া, তেজস্বীদল আসিতেছে দেখিয়া সাগর শুকাইয়া যাইবে, ভারত উদ্ধার হইবে।"

জগদীশ, তোমার মুখের তেজস্বিনী বাণী আমরা মানিলাম. আমরা সকলে মিলিয়া বলি নাথ, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জননি, মুসা কোথায়? আমরা যে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি তিনি এখন আছেন কোথায়? আঙ্গুল দিয়া বুকের ভিতর দেখাচ্ছ যে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তোমার বুকের ভিতরে যাইব? অন্ধকার যে। বিশ্বাসের প্রদীপ নিয়ে যা। তেল নাই, সল্‌তা নাই, আগুন নাই, দিচ্ছি। বরাবর সোজা চলে যা। একজন স্তব কর্‌ছে দেখ্‌ছিস্। মুখের উপর জ্যোতি পড়েছে। একজন ভৃত্য দেখ্‌ছিস্? একজন ছেলেমানুষের মত বুড়ো দেখ্‌ছিস্? একটি প্রচণ্ড আলো মুখ সুন্দর করেছে দেখ্‌ছিস? লোকটি বলছে যাহা তুমি বল, যাহা তুমি বল, অটল প্রভুভক্তিতে স্থির হয়ে বসে আছে, অধীর অসহিষ্ণু হয় না। ভাবি যোগী হয়ে বসে আছে। ব্রহ্মগত প্রাণ, অন্য কোন ভাবনা নাই, কেবল ঈশ্বরের কাজে জীবন উৎসর্গ করে বসে আছে। জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার ফেলে দিয়েছে। ভৃত্যের মত চেহারা, ভৃত্যভাব, নম্রপ্রকৃতি, কেবল বলে তব ইচ্ছা তব ইচ্ছা। মা, মুসা আমাদের প্রাণ কেড়ে নিলেন। এমন হরিদাস আর কোথায় পাব? একটা জাতি উদ্ধার করিবার জন্য তিনি প্রাণ দিলেন। দুঃখী বিনীত মুসা রাজা হইতে চেষ্টা করিলেন না, মধ্যবর্ত্তী অবতার হইলেন না। হায়রে হায়, প্রাণের মুসা, সহস্র যন্ত্রণার ভিতরে তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিলে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা কহিবার অনুমতি পাইলাম না; কিন্তু আমার বাপের মত দিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহি। ভাইগো, ভাই মুসা, আমরাও তোমার মত একটা জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকের দেশে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমাদের বিপদের সময় তোমার বিপদ মনে পড়ে। মুসা, তুমি আশী বৎসর শান্তভাবে ধৈর্য্য ধারণ করে পড়েছিলে, শেষে তোমার জয় হইল। তোমার আর আমাদের সময়ে অনেক সাদৃশ্য। তোমার এবং ইস্‌রেল বংশের পিতা ও আমাদের পিতা একই। যার অনুগ্রহে তোমাকে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই বলে গ্রহণ কর্‌ছি, আমাদের স্ত্রীরা, সন্তানেরাও তোমাকে নেবে। সতেজ, ব্রহ্মপরায়ণ ভৃত্য তুমি, তুমি আমাদের প্রাণের ভিতরে এস। হে ঈশ্বর, দিব্য ছেলেটি দেখালে, একটি চাকর, যে বলে প্রভু বিনা আর কাহাকেও জানি না। ঐ হরি ভক্তের রূপ সকলের মনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হউক! হরি, মুসাকে তুমি যোগ ও কর্ম্মের বেশ দৃষ্টান্ত তৈয়ার করেছিলে, নির্জ্জনে বসে প্রভুভক্তি, আনুগত্য, বিশ্বাস, উৎসাহ প্রভৃতি কত রঙ্গ দিয়া ঐ যিহুদীকে তুমি গড়েছিলে। খাসা ছেলে!! এতবড় তেজস্বী যিহুদী যাঁহার প্রভাবে এত বড় জাতি বেঁচে গেল ইঁহার মহিমা কি আমরা বুঝিতে পারি। হরি, ধন্য তুমি, যে তোমার এমন ছেলেকে তুমি বঙ্গবন্ধু করে দিলে। বেশ করেছ জননি, আজকে দাদা এসেছেন বাড়ীতে, উঁহাকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি, তুমি যে তাঁহাকে পাহাড়ের উপর পাথর খোদিয়া নিয়মগুলি দিয়াছিলে তাঁহাকে সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি। উঁহার বাড়ীতে এসেছি যখন শুষ্ক হাতে ফিরে যাব না। হে বিশ্বজননি, তোমার বিধানের হাতে পেন্‌সিল দিয়ে সমুদয় বিধি লিখে দাও, তোমার আজ্ঞা সকল প্রচার করিয়া তোমার এই নূতন দল সাজাইয়া দাও। আমরা নীতিপরায়ণ হইয়া তোমার নূতন দেশে গিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ১১ ই ফাল্গুন ১৮০১ শক।

[পরলোকবাসী ভক্ত দর্শন।]

হরিদর্শনসম্বন্ধে নাস্তিকেরা যেমন পরিহাস করে হরিভক্তদর্শনসম্বন্ধে তাহারা আরও অধিক পরিহাস করে। পৃথিবীর জীব নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করে নাস্তিকের পক্ষে ইহা উপহাসের কথা, জঘন্য মিথ্যা কথা। অল্প বিশ্বাসী ব্রাহ্মও প্রায় এই কথা বলে। ব্রহ্মদর্শন যদি নাস্তিকের নিকট অসম্ভব হইল তবে স্বর্গবাসীদের দর্শন আরও অসম্ভব। নাস্তিকেরা ব্রহ্মদর্শন মত পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিল; কিন্তু এখনও ব্রহ্ম দৃষ্ট হইতেছেন। নিরাকার জীবাত্মা নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতেছে; এবং নিরাকার ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার অমরাত্মাসকলকেও দেখিতেছে। ভক্তগণ ঈশ্বরকে দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্ম, তোমার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উহারা কে? তোমার মহাবলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল কে? এই প্রশ্নের এমন এক উত্তর আনিল যে তাহাতে পৃথিবীতে স্বর্গের অবতরণ হইল। ঈশ্বর বলিলেন; "যে আমাকে দেখে সে আমার মধ্যে আমার সন্তানদিগকেও দেখিতে পায়।" ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বর্গের জন্য ব্যাকুলহৃদয় নরনারীসকল তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে লাগিল। যদি কখনও ব্রাহ্মসমাজকে পরিহাস করিবার সময় আসিয়া থাকে তাহা এই সময়। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তোমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য এই বিষয় বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। নিরাকার ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে তোমরা যে যুক্তি প্রয়োগ কর, নিরাকার জীবাত্মাদর্শনসম্পর্কেও তোমরা সেই যুক্তি প্রয়োগ কর, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত হইবে।

ঈশ্বরকে আমরা বলি, হে ঈশ্বর, তুমি নিকটে আসিয়া দেখা দেও। ইহা আপাততঃ ভ্রান্তযুক্তি। কেন না ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং যিনি নিকটতম তাঁহাকে আবার নিকটে আসিতে অনুরোধ করা আপাততঃ পরিহাস বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে আমরা বলি, হে ঈশ্বর তুমি প্রকাশিত হও। তবে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর কি তাঁহার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন? আমরা এইরূপে প্রার্থনা না করিলে কি তিনি তাঁহার মুখ খুলিবেন না? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং স্বপ্রকাশ তবে এত বৎসর আমরা যে "হে ঈশ্বর, এস হৃদি মন্দিরে, দেখা দাও, প্রকাশিত হও, কোথায় লুকাইয়া রহিলে প্রাণেশ্বর, একবার এসে হৃদয় শীতল কর" এ সকল কথা বলিলাম এ সকল কি প্রলাপবাক্য? আমি বলিতেছি, না। এ সকল কথার অন্য অর্থ আছে। ভক্তিশাস্ত্রে এ সকল কথার ভিন্ন অর্থ। হে ঈশ্বর আমার নিকটে এস ইহার গূঢ় অর্থ এই যে হে ঈশ্বর, আমাকে তোমার নিকটে যাইতে দাও অথবা তুমি যে আমার নিকটে আছ ইহা আমাকে বুঝিতে দেও। অর্থাৎ আমি পাপ অবিশ্বাসে দূর হইয়াছি আমাকে বিশ্বাসী এবং পবিত্রচিত্ত করিয়া তোমার নিকটস্থ করিয়া লও। অথবা আমি যখন বলি হে ঈশ্বর, আর তুমি লুকাইয়া থাকিও না, ইহার অর্থ এই যে আমি আমার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছি, সুতরাং আমার সম্পর্কে ঈশ্বর অপ্রকাশ। এ সকল প্রার্থনা বাক্য ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে না; কিন্তু গূঢ়ভাবে প্রার্থীকে লক্ষ্য করে। ঈশ্বর আসিবেন এ অর্থে যে "ঈশ্বর এস" এ কথা বলে সে মিথ্যা বলে। ঈশ্বর আসিবেন কিরূপে? ঈশ্বরের পা নাই, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। এরূপ প্রার্থনাতে কেবল প্রার্থীর পাপ অবিশ্বাসের ব্যবধান দূর হয়। অবিশ্বাসী আপনার অবিশ্বাস জন্য নিকটস্থ ঈশ্বরকেও দূরস্থ কল্পনা করে।

এইরূপ পরলোকবাসী অশরীরী নিরাকার আত্মা সকলও এক স্থান হইতে আর এক স্থানে আসিতে পারেন না। স্বর্গবাসীরা কি পাখীর ন্যায় স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিবেন? অথচ আমরা কেন বলি হে যুধিষ্ঠির, হে প্রিয়তম চৈতন্য, হে ঈশা, তোমরা পৃথিবীতে এস, হে শাক্য মুনি, আর একবার ভারতে আসিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দেও। এ সকল কথা হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহা হইতে উপস্থিত হয়। আমরাও যখন বলি যে আমরা স্বর্গবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি অথবা তাঁহাদের নিকট হইতে নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি, এ সকল কথা কি ভাবে বলি? এ সকল ভাবহীন কথা নহে। তাঁহারাও আসেন না, আমরাও তাঁহাদের নিকট যাই না, অথচ বিশ্বাসে সকলই ঘটায়। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, এই আমার চৈতন্য, এই আমার ঈশা। যদি আমার বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে আমি বলিব ঐ স্বর্গে স্বর্গবাসী সকল। কিন্তু স্বর্গবাসীদিগকে কিরূপ নিকটে দেখিব? তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী নহেন। তাঁহারা আমাদের নিকট আসিতে পারেন না, আমরা তাঁহাদের নিকট যাইব। তাঁহারা স্বর্গে আছেন। স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর নিজেই স্বর্গ। সুতরাং যত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিব ততই সেই স্বর্গবাসী সাধুদিগকে নিকটে দেখিব। ব্রহ্মের মনোহর স্বরূপের মধ্যে যোগী ঋষি ভক্তদিগকে দেখিলাম। যাহারা পার্শ্বে বসিয়াছিল তাহারা চমকিত হইয়া বলিল, তবে কি স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে? না স্বর্গ স্থানান্তরিত হয় নাই, স্বর্গ যেখানে ছিল সেখানেই আছে; কিন্তু ভক্ত পৃথিবীতে নাই, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্ত ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ

সেই প্রতাপশালী মহাপুরুষ সকলকে নিকটে দেখিতেছেন। সাধুরা এখানে আসিলেন না; কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট সাধু আত্মা, ছোট ছোট শক্তি দেখিতে পাইলেন। যেমন গায়ে গা ঠেকে তেমনি যোগী স্বভাবের সঙ্গে যোগী স্বভাবের যোগ, ভক্তের সঙ্গে ভক্তের যোগ। হে যোগী, তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও, ইহা যদি পরিষ্কার ভাষায় ভাষান্তর করা হয়, অনুবাদ করা হয় তাহা হইলে ইহার অর্থ এই যে আমি যোগাভাবে সেই যোগীর সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যোগবলে চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যাঁহারা যোগ সাধন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নৈকট্য অনুভব করিতে পারিব। যদি ভক্ত হই, কেবল ভক্তি প্রভাবে প্রাচীন ভক্তের নিকটস্থ হইব। অতএব ভাব গ্রহণ কর, ভাষা গ্রহণ করিও না। যখনই বিশ্বাসের সহিত বলিবে এই আমার ঈশ্বর, এই আমার ভক্তিভাজন স্বর্গবাসিগণ, তখনই তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে পারিবে। যোগবলে, প্রেমবলে সকল ব্যবধান চলিয়া যায়। প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বল এই যে ভক্তবৎসল হরি আমার হৃদয়ের ভিতরে, এই যে বৈকুণ্ঠপতি হরির বুকের ভিতরে বৈকুণ্ঠ, এই যে বৈকুণ্ঠের ভিতরে আমার প্রাণের ভক্তগণ। এক হরির ভিতরে সকল জাতির এবং সকল যুগের সাধুদিগের সম্মিলন। বিশ্বাস ভক্তি বলে যত এ সকল অনুভব করিবে তত প্রমত্ত হইবে। যত দিন অবিশ্বাস তত দিন ঈশ্বর ও স্বর্গ বহু দূর; কিন্তু বিশ্বাসীর নিকট ঈশ্বর ও স্বর্গ খুব নিকট প্রাণের ভিতর।

প্রচার যাত্রা।

গত ৫ ফাল্গুন সোমবার অপরাহ্ণ তিনটার সময় আচার্য্য মহাশয় ও সমুদায় প্রচারক এবং কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু দলবদ্ধ হইয়া প্রচারার্থ বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়েন, তত্রত্য ব্রাহ্ম বন্ধু সবান্ধবে আসিয়া ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। সে দিন ষ্টেশন হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে অম্বিকাচরণ বাবুর আবাসে উপস্থিত হয়েন। পর দিন স্নানান্তে অম্বিকা বাবুর গৃহে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময়, সকলে নগরসঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠেন। এবার যাত্রিক দলে তেইশ জন ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহারা গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া খোল করতাল ভেরী ও ১৫। ১৬ টী পতাকা ও নূতন বিধানের প্রকাণ্ড নিশান সহ সিংহনাদে ব্রহ্মনামধ্বনি হরিনামধ্বনি করিতে করিতে নাচিয়া নাচিয়া নগরের পথে বাহির হন। পথে এরূপ লোকের ভিড় হয় যে ঠেলা ঠেলিতে চলিয়া যাইতে বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রায় তিন মাইল স্থল ব্যাপিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলে নগরকে কাঁপাইয়া তুলিয়া ছিলেন। নগরবাসী অনেক ভদ্র লোক কোমর বান্ধিয়া উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ব্রহ্মভক্তদিগের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছেন। এক জন মুসলমান মৌলবি আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের পতাকা ধারণ করেন ও উৎসাহের সহিত সকলের সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সমুদায় পথ পর্য্যটন করেন। দুই জন শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব নানা ভঙ্গিতে অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া বেড়ান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাচারির মাঠে আচার্য্য মহাশয় ইংরেজি ও বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন। আর্য্য যোগী ঋষি ভক্তদিগের সময়ে ভারতের অবস্থা এবং বর্ত্তমান সন্দেহ সংশয় ও নাস্তিকতার সময়ের অবস্থা তুলনা করিয়া অগ্নির ন্যায় তেজস্বিনী কথা সকল বলেন। তিনি বিশেষরূপে যোগী ভক্ত সাধকদিগের মহত্ত্ব ও গৌরব বর্ণনা করেন। দুই সহস্র কি দেড় সহস্র শ্রোতা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে চমৎকৃত, আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া সকলে পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন। বক্তৃতা অন্তে পুনর্ব্বার সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্যামসাগর দীর্ঘিকার কূলে আসিয়া ক্ষান্ত হন। পর দিন প্রত্যূষে ৬ টার ট্রেইণে যাত্রিক দল কলিকাতায় যাত্রা করেন। সকলে এক খানা শকটে উপবেশন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত ৬৭ সাতষট্টি মাইল, শকটে অবিশ্রান্ত উৎসাহপূর্ণ সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এক এক ষ্টেশনে আগ্রহ সহকারে লোকে কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে নূতন বিধানের সঙ্গীতের কাগজ সকল বিতরণ করা হইয়াছিল।

১৪ ই মাঘ বেলঘরিয়া উদ্যান।

পরম হংসের উক্তির সার।

শিব যখন শব হইয়াছিলেন, তখনই আনন্দময়ী কালী তাঁহার বুকে উঠিয়াছিলেন। যখন তিনি শিঙ্গা ডমরু বাজাইয়া বেড়াইতেন, তখন আর তাঁহার হৃদয়ে কালী ছিলেন না। এইরূপ মানুষের যখন আমিত্ব বিনষ্ট হইয়া শব তুল্য হইবে, তখনই তাহার হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ উদিত হইবেন।

২। মানুষের দেহ হাঁড়ি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি জল চাল আলুস্বরূপ। হাঁড়ির ভিতরে জল চাল আলু ইত্যাদি দিয়া তন্নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে যেমন সেই শীতল জল চাল আলু অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হয়, কেহ হাত দিলে হাত দগ্ধ করে, অথচ এই শক্তি জল চাল ইত্যাদি নিজের নয় অগ্নির; সেইরূপ মানুষের ভিতর ব্রহ্মের শক্তি সঞ্চারিত হইলেই দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যকারী হয়। সেই শক্তির অভাব হইলে আর মানুষ দেখিতে শুনিতে ও চিন্তা করিতে পারে না।

৩। অন্যকে মারিতে হইলে ঢাল তলওয়ালের আবশ্যক। আত্মহত্যা করিতে হইলে সামান্য একটি নরুণের দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হয়। সেইরূপ অন্যকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ ও যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন; কিন্তু নিজের জন্য একটি সত্যের সাধনই প্রচুর।

৪। অট্টালিকার ছাদের উপরের জল বাঘের মুখাকৃতি নল দিয়া পতিত হয়। সেইরূপ সাধু ভক্তদিগের রসনাযোগে যে সকল সত্য ও স্বর্গীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয় উহা ঈশ্বর হইতে আইসে, তাঁহাদিগের নিজের কিছুই নয়।

৫। অন্ধকারের ধর্ম্মই ধর্ম্ম; কিন্তু আলোকের ধর্ম্ম যথার্থ ধর্ম্ম নহে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি জনতাশূন্য মাঠের মধ্যে কোন যুবতী রমণীকে দেখিতে পাইয়াও কেবল ঈশ্বর আছেন জানিয়া তাহার প্রতি কুভাবে দৃষ্টি না করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। পরন্তু যে ব্যক্তি কেবল প্রকাশ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাকে যথার্থ ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে না।

আচার্যের প্রার্থনার সার।

১৯ পৌষ ১৮০১ শক;

সাধারণেঽন্তর্ভবিতুং বিচেষ্টিতং
বিঘট্টিতং নঃ কৃপয়া পদে পদে।
বিশেষ বীং ভজনাদিষু প্রভো
যাচে তবেচ্ছামনুসর্ত্তুমীশ্বর॥

হে ঈশ্বর! হে প্রভো! সাধারণ লোকের অন্তর্ভূত হইবার জন্য আমাদিগের চেষ্টা তুমি পদে পদে বিফল করিয়াছ। ভজনাদি সমুদায় বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ করিবার জন্য তোমার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা অনুসরণ করিতে প্রার্থনা করি।

২৩ পৌষ।

সান্নিধ্যভূমৌ বিনিবিশ্য মাত-
র্জ্ঞানাদিকং ত্বৎস্তননিঃসৃতং নঃ।
আবিষ্কৃতং পায়য়িতুং যদেত-
ন্মাতৃত্বমানন্দময়ো তনোতু॥

হে মাতঃ! তোমার সন্নিধানে বসাইয়া তোমার স্তননিঃসৃত জ্ঞানাদি আমাদিগকে পান করাইবার জন্য যে মাতৃত্ব প্রকাশ করিয়াছ; সেই মাতৃত্ব আমাদিগের আনন্দ বিস্তার করুক।

৩০ মাঘ।

বৈরাগ্যবস্ত্রং পরিধায় মাত-
রুদারতাবিষ্টর মিষ্টমন্নম্।
ভক্তিং সমাদায় চ সাধুভক্তান্
ক্ষমঃ সমভ্যর্থয়িতুং তথা স্যা॥

হে মাতঃ! বৈরাগ্যবস্ত্র পরিধান করিয়া উদারতা আসন এবং ভক্তিরূপ অভিলষিত অন্ন লইয়া সাধুভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিতে যেরূপে সক্ষম হই, তদ্রূপ হউক।

সংবাদ।

তেজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং ঢাকা হইতে প্রচার যাত্রিক দল নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন।

গত রবিবার ভগলপুর ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তদুপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন।

প্রতি সপ্তাহে এক এক দিন করিয়া নগরের বিশেষ বিশেষ স্থানে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হইতেছে। একদিন কলুটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে অপর একদিন শিমুলিয়ায় একজন শ্রদ্ধাবান্ বৃদ্ধ হিন্দুর গৃহে সকল প্রচারক মিলিয়া উপাসনাদি করিয়াছেন।

গত মাঘোৎসবের দিন পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, আচার্য্য মহাশয়কে তারযোগে জ্ঞাপন করেন যে পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক ভাবে এই উৎসবে যোগদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত দীন নাথ মজুমদার কৃষ্ণ নগরে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন ঢাকা গিয়াছেন।

সোমবার ৫ই ফাল্গুন গড়পারবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু দ্বারকা নাথ রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে উপাসনার সময় "দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয়হে আমার আর কেহ নাই তোমা বিনা এই জগত মাঝারে——" প্রবল বিশ্বাস এবং উৎসাহের সহিত এই সঙ্গীতটিতে তিনি যোগ দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত 'ছাত্রবোধ' ইংরেজী এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্য ছিল, এবং এখনও অনেক স্কুলে পাঠ্য রহিয়াছে। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক অধ্যায় সুন্দর বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; সমস্ত অনুবাদ গ্রন্থ মুদ্রিত করা ইহাঁর অভিলাষ ছিল। আচার্য্য মহাশয়ের True Faith. খানি ইনি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর পরলোকে ইহাঁর বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং প্রবর্দ্ধিত করুন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন। বম্বে, হয়দরাবাদ, (সিন্ধু) লাহোর, মুলতান, লক্ষ্ণৌ, বাঁকিপুর, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রামপুর হাট, বর্দ্ধমান, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দন নগর জলপাইগুড়ি, সোদপুর, রঙ্গপুর, সুলতান গাছা, বাঁটুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, জঙ্গল বাড়ী, কুমার খালী, চট্টগ্রাম, বালেশ্বর, প্রোম এবং রেঙ্গুন (ব্রিটীশব্রহ্ম) হোগলকুড়ে, নওপাড়া।

তেজপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নূতন প্রেম ভক্তির সহিত তেজপুরে পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব ভোগ করিয়াছেন। ১১ই মাঘ শনিবার রাত্রে তাঁহারা তাঁহাদিগের রচিত একটি নূতন নগরসঙ্কীর্ত্তন পথের গৃহে গৃহে গান করিয়াছিলেন এবং ১২ মাঘ রবিবার একজন যুবা দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পরিবার ভুক্ত হইয়াছেন। গতবৎসর তাঁহারা ২৭৭৸০ ব্যয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৪০ টাকা ব্যয় করিয়া একখানি বাঙ্গলা ও একখানি ইংরাজী পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নূতন উপসনাগৃহ নির্ম্মাণেও প্রায় ৪০০ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং বর্দ্ধিত করুন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ৫ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র শনিবার, ১৮০১ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! তোমা ভিন্ন এ দাস আর কাহার কথায় চলিবে? যখনি ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখনি তোমা ভিন্ন আমার আর কেহ উপদেষ্টা বা পথপ্রদর্শক নাই অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছি। তোমার কথা শুনিয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তথাপি আর তোমার কথার প্রতি উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কাহার নিকটে হে নাথ, তোমার অমৃতবাণী সুস্পষ্ট, নিঃসন্দিগ্ধ? তাহারই নিকটে, যে ব্যক্তি প্রাণাত্যয়েও তোমার কথা শুনিতে প্রস্তুত। তোমার একান্ত অনুগত শিষ্য সক্রেটিস জানিয়াছিলেন, তিনি যে বাণী শুনিয়া চলিতেছেন, সেই বাণীই তাঁহাকে এমন স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিবে যেখানে মৃত্যু ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তিনি তোমার কথা শুনিতে কখন ভীত, সঙ্কুচিত, বা অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন? তোমার বাণী শুনিয়া চলিতেন বলিয়াই তিনি বিপদ্গ্রস্ত হইলেন, বিষপাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি হইল? তাঁহার জীবন এ পৃথিবীতে মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত তোমার বাণীর চিরসাক্ষী হইয়া রহিল। তিনি যে অমরত্বে বিশ্বাস করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে জীবন দিলেন, সে অমরত্ব তিনি এ পৃথিবীতেও লাভ করিলেন। ঈশ্বরবাণী ছাড়িয়া কে তাঁহার জীবন গ্রহণ করিতে পারে; তাঁহার জীবন লইতে গিয়া কে ঈশ্বরবাণীতে অবিশ্বাস করিতে পারে? তিনি তাঁহার নিজ শোণিত দ্বারা তোমার বাণীকে পৃথিবীতে নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই বাণী যখন স্বীয় হৃদয়ে শুনিতে পাই, তখন তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া বল কি প্রকারে স্বীয় রুচি অভিলাষ বা অপরের মত ও ইচ্ছার অনুসরণ করিব? হে সর্ব্বহৃদয় নিয়ন্তা ঈশ্বর! আমার হৃদয়কে সুদৃঢ় কর, সেখানে কোন ভয়, ভাবনা, আশঙ্কা, সংশয় পরমুখাপেক্ষা যেন স্থান না পায়। আশা নীতি বিবেক বিনা কে তোমার বাণী শুনিতে পায়? যাহার পৃথিবীতে গুরু আছে, উপদেষ্টা আছে, মুখাপেক্ষা করিবার স্থান আছে, তাহার নিকটে তোমার বাণী নিঃস্তব্ধ, অথবা তাহার বধির কর্ণে তোমার কথা প্রবিষ্ট হয় না। অতএব হে দীনশরণ দয়াল প্রভো! দাসের তোমার নিকটে এই মিনতি যেন সর্ব্বদা তোমার বাণী অনুসরণ করিতে চিত্ত উৎসুক থাকে, কখন তৎপ্রতি অবহেলা করিয়া তোমার বাণী অবরুদ্ধ করিয়া না দি।

মনুষ্যপূজা।

ঠিক বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর প্রায় সমুদায় লোক ঈশ্বরের পূজা না করিয়া মানুষের পূজায় জীবন কাটাইতেছে। অন্য সম্প্রদায়ের তো কথাই নাই, যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন, তাঁহারাও এই দোষে দোষী। পৃথিবী এ মতের অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত নহে। অধিকাংশের মতে চলা তাহার সর্ব্বোচ্চ নীতি। যেখানে অধিকাংশ স্থান পায় না, সেখানে বড় লোকের নামে সকলেই মস্তক অবনত করে। পৃথিবীর আদিমাবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ প্রকার ভাব কিছু অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয় না। শিশু যখন আপনি চলিতে অক্ষম, তখন সে মাতার অঙ্গুলি অবলম্বন না করিয়া কি করে? মনুষ্যের দুর্ব্বল আত্মা স্বর্গীয় আলোকধারণে অনুপযুক্ত, সুতরাং সে অধিকাংশ বা অগ্রগণ্য ব্যক্তির বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া চলিবে ইহা আর বিচিত্র কি?

অলস মনুষ্য আত্মচিন্তা আত্মানুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করিতে চায় না। সে মনে করে যত ক্ষণ সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আত্মচিন্তা করিবে, তত ক্ষণ পাঠ অধ্যয়ন বিষয় কর্ম্ম করিলে তাহার সময়ের সদ্ব্যবহার হইল। এরূপ আত্মবিমুখ গতিতে এই লাভ হয় যে সমুদায় বিষয়ে সে বাহিরের মুখাপেক্ষী হয়। শিক্ষা, অধ্যয়ন, উপাসনা, ভয়, বিষয়লালসা দ্বারা তাহার নিত্য জীবন পরিচালিত হয়। বায়ুবিক্ষিপ্ত তুষকণার ন্যায় তাহারা যে দিকে বায়ু বহমান হয়, সেই দিকে অবশে নীত হয়। ইহাদিগকে মনুষ্য বলা কেবল পশু হইতে কোন কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র করিবার জন্য। ইহারা আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ অথচ আত্মাভিমানে নিয়ত পূর্ণ। এমনি ইহাদিগের দুরবস্থা যে ইহারা আপনি যাহা তদ্দ্বারা আপনার বিষয় বিচার করে না, কিন্তু অপরে যাহা বলে তদ্দ্বারা আপনাকে ক্ষুদ্র বা মহৎ মনে করে। যে সকল লোক মহৎ বা ক্ষুদ্র করিয়া তুলে, তাহারাও তাহাদিগের ন্যায় অন্ধ। সুতরাং এতদ্দ্বারা তাহাদিগের উচ্চত্ব নীচত্ব এক অঙ্গুলিও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

যদি মনুষ্যপূজা কিছু থাকে, ইহাই মনুষ্য পূজা। ঈদৃশ মনুষ্য আত্মানভিজ্ঞ হইয়াও আপনাকে পূজা করে, অন্যের মতামতের উপর উচ্চতা নীচতা রাখিয়া তাহাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হয়। পুস্তক পাঠ, উপদেশ শ্রবণ, অথচ তৎপ্রবেশে অক্ষমতা, বিষয়কর্ম্ম পরিচালন, ইন্দ্রিয় ভোগলালসা চরিতার্থ করা, এই সকল বিষয়ের জন্য তাহারা পশু হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন, কিন্তু মূলতঃ অনেক বিষয়ে তুল্য। মনুষ্য মনুষ্যকে পূজা করিয়া কখন উচ্চতা লাভ করিতে পারিবে না। মনুষ্য মনুষ্যমধ্যে দেবত্ব দর্শন করিয়া অনেক সময়ে অবনত মস্তক হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা তদবস্থায় তাহাদিগের হৃদয়ও চরিতার্থ হইয়াছে; কিন্তু যাহা কিছু হইয়াছে আত্মার দিকে উন্মুখ হইয়াই হইয়াছে। যে পরিমাণে তাঁহারা আত্মার দুর্গতি এবং মহত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, সেই পরিমাণে দেবত্ব সংক্রামিত হইয়া তাঁহারা উচ্চ হইয়াছেন, অন্যথা তাঁহাদিগের উচ্চতা লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি, এ সময়ে মনুষ্যপূজা সর্ব্বথা অন্তর্হিত হইবে। এখন আত্মার অভ্যন্তরে মনুষ্য প্রবিষ্ট হইবে, সেখানে বিবেকে সাক্ষাদ্দেববাণী শুনিয়া তদ্দ্বারা পরিচালিত হইবে। তাহার মস্তক কোন মনুষ্যবিশেষের পদতলে অবনত হইবে না। কোন মনুষ্যসমাজের নিয়মাবলীতে তাহার স্বর্গোন্মুখ আত্মাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। অপরের কথা শুনিয়া চলা, অপরের মতকে শিরোধার্য্য করা, আত্মার স্বাধীনতাকে অপরের পদতলে বিক্রয় করা, এ সকল একালের ভাব নয়। দোলায়মান বুদ্ধি, অসত্যপ্রধান কল্পনা, অসর্ব্বদর্শী ভাব, এ সকলের নিকটে সে আপনাকে বিক্রয় করিবে না। অন্তরে দেববাণী ভিন্ন

তাহার আর কেহ নেতা থাকিবে না। তদ্ভিন্ন অন্যত্র মস্তক অবনত করাকে সে দেবাবমাননা বিশ্বাস করিবে। যদি আত্মপূজা মনুষ্যপূজা ভয়ানক পাপ হয়, তবে দেববাণী না মানিয়া পরপ্রদর্শিত পথে চলা বা যুক্তিতর্কের অনুসরণ করা একান্ত পরিহার্য্য। যাহারা এই বাণী অস্বীকার করে, তাহারা নিঃসংশয় মনুষ্যপূজায় অনুরক্ত। আমরা ঈদৃশ লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মানুগামী বলিতে পারি না। ব্রহ্মের সঙ্গে যাহার সকল বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, সকল বিষয়ে যে ব্যক্তি ব্রহ্মের নিদেশ শুনিয়া চলে না, ব্রহ্ম ভিন্ন অপরের অনুসরণ করা যাহার নিত্য অভ্যাস, সে ব্যক্তি ব্রাহ্ম বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় প্রদান করিবে? মূলেতেই যদি ব্রহ্মবাণীশ্রবণ অসম্ভব কেহ বলে, তবে আর সে ব্রহ্মের একান্ত আনুগত্য স্বীকার করিবে কি প্রকারে? যদি আমরা যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে চাই, তাহা হইলে অন্যত্র হইতে চিত্ত প্রত্যানয়ন করিয়া যেন অন্তরে প্রবিষ্ট হই; সেখানে ব্রহ্মের বাণী শ্রবণ করিয়া যেন তদ্দ্বারা জীবন পরিচালিত করিতে যত্ন করি।

পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক।

[পরিশিষ্ট।]

৫ মাঘ রবিবার সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে নূতনত্ব বিষয়ে যে উপদেশ হয়, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল।

ভাষাতে এমন কি বিশেষণ আছে যাহা উপযুক্তরূপে উৎসবে সংলগ্ন হইতে পারে? উৎসবের মধ্যে এমন কি লক্ষণ আছে যাহা সেই বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়? "নূতন" সেই বিশেষণ, নূতনতা না থাকিলে উৎসব হয় না। উৎসবের আদি, মধ্য, অন্ত নূতন। নূতন বস্তুসকল সংগ্রহ করিয়া নূতন বাড়ীতে নূতন ভাবে উৎসব সম্পন্ন করিতে হয়। যাহার ভিতর নূতন বাহির নূতন, তাহাকে উৎসব বলা যায়। পুরাতন কাপড়, পুরাতন বাড়ী, পুরাতন টাকা একত্র কর, উৎসব হয় না। উৎসব কল্য হইবে আজ বাটীর নূতন মনোহর রূপ। অমুকের বাটীতে আজ নিশ্চয়ই পূজার উৎসব হইবে পাড়ার লোক ইহা কিসে জানিতে পারে? গৃহ সংস্কার হইয়াছে, এবং ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সকলে নূতন বস্ত্র পরিয়াছে এ সকল দেখিলেও লোকে নিশ্চয়ই উৎসব হইবে ইহা মনে না করিতে পারে; কিন্তু যখন লোকে দেখিবে যাহারা নূতন বস্ত্র পরিয়াছে তাহারা সকলে হাসিতেছে, আবাল বৃদ্ধ দাস দাসী সকলের মনে উল্লাস হইয়াছে তখন লোকে বুঝিবে নিশ্চয়ই এখানে উৎসব হইতেছে। সহাস্য ভাব উৎসবের পূর্ব্বাভাস। যদি নবীনতা এবং আনন্দ না থাকে তবে উৎসব করিবার অধিকার নাই। উৎসাহ এবং প্রফুল্লতা ভিন্ন উৎসব হয় না। নূতন উৎসাহ, নূতন ভাব, নূতন সত্য লইয়া উৎসব করিতে হয়। পুরাতন জিনিসে পৃথিবী মুগ্ধ হয় না। যদি উৎসব করিয়া সকলকে শুদ্ধ এবং সুখী করিতে চাও তবে স্বর্গ হইতে নূতন বস্তু লইয়া আসিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কোথায়? সেখানে নূতন সামগ্রী। নূতন ব্যাপার যদি কিছু না থাকে তবে সাধনাসে উৎসব হইতে পারে না। জগৎকে এমন কিছু দেখাইতে হইবে যাহা বেদ বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাঠে, ঘাটে, হাটে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিলে উৎসব হয় না। ইহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক ভক্তির উন্মত্ততা পৃথিবী দেখিয়াছে। অনেকক্ষণ যোগ ধ্যান করিলেও উৎসব হয় না, পুরাতন যোগী ঋষিরা দীর্ঘকাল এ সকল করিয়াছেন। যদি অন্যান্য ধর্ম্ম যাহা দিয়াছে, তুমি আবার তাহাই দিতে আসিয়া থাক তবে হে ব্রাহ্মসমাজ, তোমার পৃথিবীতে না আসাই ভাল ছিল। যদি তোমার নিজের কিছু দিবার না থাকে, যদি তুমি পুনরুক্তি করিতে আসিয়া থাক, তবে তুমি চলিয়া যাও, পৃথিবীতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নূতন ধর্ম্ম। তোমার ধর্ম্ম যদিও হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সমুদয় ধর্ম্ম পূর্ণ করিতে আসিয়াছে, তথাপি তুমি নূতন। যাহা পুরাতন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বরকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম অথবা মুসলমানধর্ম্ম তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না? তিনি বলিবেন, হাঁ এবং না। সে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের সত্য আছে, আবার এমন সকল কথা আছে যাহা ঈশ্বরের নহে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান ঈশ্বরকে যেরূপে প্রকাশ করিতেছে এরূপ আর কোন ধর্ম্মে হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অসত্য আমরা এ কথা বলি না; কিন্তু এখন এই নূতন বিধান যে সকল নূতন সত্য প্রকাশ করিতেছে পূর্ব্বে কোন বিধানে এ সকল প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ না হইলে ঈশ্বর কখনই এই নববিধান প্রেরণ করিতেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবিধানে যোগ ধ্যান বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি এ সমুদয় ভাবের প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু এখনকার যোগ ভক্তি নূতন প্রকারের। পূর্ব্বকার সাধকে-

রাও 'ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন' 'সহাস্য মুখ' এ সকল ব্যবহার করিতেন, কিন্তু আমরা নূতনভাবে এ সকল কথা ব্যবহার করিতেছি। আমাদের ঈশ্বর নিরাকার অথচ 'ব্রহ্মদর্শন' 'ব্রহ্মবাণীশ্রবণ' 'ব্রহ্মপাদপদ্ম' এ সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু এ সকল কথা অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে। অতএব বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানের প্রথম অক্ষর নূতন, শেষ অক্ষর নূতন, ইহার সমস্ত বর্ণমালা নূতন। কথা পুরাতন ভাব নূতন। বর্ত্তমান বিধানানুসারে আমরা যাঁহাকে বৈরাগী বলি তিনি অন্যান্য ধর্ম্মের সন্ন্যাসী বৈরাগীর ন্যায় নহেন। আমরা যাঁহাকে সংসারী বলি তিনি প্রচলিত ভাবের সংসারী নহেন; আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যাদেশ, পরলোক, স্বর্গরাজ্য এ সমস্ত নূতনভাবে পরিপূর্ণ। এই নূতন ধর্ম্মবিধান স্বর্গের নূতন ভাব প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। একে ঈশ্বর নিত্য নূতন, পরলোক নিত্য নূতন, তাহাতে উৎসবে এ সকল নূতনতর। একে ব্রহ্মরাজ্য নিত্য আনন্দের রাজ্য, তাহাতে আবার ব্রহ্মোৎসব। অন্যান্য সকল ধর্ম্মে এই বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানের পত্তনভূমি রহিয়াছে; কিন্তু ইহার গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে নূতন। অতএব যাঁহারা নূতন হইতে নূতনতর জীবন লাভ করিবেন তাঁহারাই কেবল এই বিধানভুক্ত থাকিবেন। কাল যে বস্ত্র পরিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছ আজ সেই মলিন ঘৃণিত বস্ত্র পরিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারিবে না, নিত্য নূতন ভক্তি পুষ্পে ব্রহ্মার্চ্চনা করিতে হইবে। গত কল্য যে ভাবে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ আজ সে ভাবে ঈশ্বর দর্শন করিলে চলিবে না, আজ উজ্জ্বলতররূপে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। অদ্যকার বিশ্বাসের তুলনায় কল্যকার বিশ্বাস অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতা মনে হইবে। যাহাদের অদ্য কল্য অপেক্ষা এত নূতন তাহাদের ধর্ম্মে পুরাতন কিছু থাকিতে পারে না। প্রতিদিন স্বর্গ হইতে নূতন বায়ু আসিতেছে, ঘন ঘন ব্রহ্মের নূতন নূতন নিঃশ্বাস বায়ু বহিতেছে; প্রতিদিন নবভাব আসিতেছে। ঈশ্বরের এত অনুগ্রহ। অতএব হে ব্রাহ্মধর্ম্ম, তুমি নূতন ধর্ম্ম, তোমার নূতন নূতন ভাব প্রতিদিন গত কল্যকে লজ্জিত করিতেছে। যাহাই ভূতকাল হইল তাহাই পুরাতন হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবন এরূপ নূতন এবং সরস হওয়া আবশ্যক। আনন্দের সন্তানগণ, যেন তোমাদের মুখ কখন কাতর দেখিতে না হয়। দেখ তোমাদের মা আনন্দময়ী প্রেমের সিংহাসনে বসিয়াছেন। স্বর্গের সিংহাসন কেমন ঝক্ মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। যেমন জ্ঞানের শোভা তেমনি পুণ্যের শোভা, তেমনি প্রেমের শোভা। এমন মাকে পূজা করিবে এই উৎসবের সময়। দুর্গন্ধ মন লইয়া এস না। যাহারা নির্জ্জীব মৃতভাবে কল্পিত দেবতার পূজা করে তোমরা কখনই তাহাদের সমান হইবে না। বিশেষ এবং নূতন ভাবে তোমরা ব্রহ্মপূজা করিবে। সামান্য সাধারণ উৎসাহে চলিবে না। সাধারণ ভক্তি, সাধারণ অনুরাগ তোমাদের নহে। অসাধারণ বিশ্বাস এবং প্রগল্‌ভা ভক্তি সহকারে তোমরা জগজ্জননীর পূজা করিবে। পুরাতন তোমরা নহ, সাধারণ তোমরা নহ। নূতন জননী তোমাদের, নূতন ধর্ম্মবিধান তোমাদের, নূতন ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হও।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে জলাভিষেক বিষয়ে নিম্নলিখিত উপদেশ হয়।

জল সংস্কারে চিত্ত শুদ্ধি এবং গাত্রশুদ্ধি হয় এই প্রকার বিশ্বাস এ দেশে চিরবদ্ধমূল। স্নান না করিয়া কোন হিন্দু পূজাঘরে প্রবেশ করিতে পারেন না। শরীর যদি ধৌত না হয়, শরীর যদি নানা প্রকার দোষে দূষিত থাকে সেই শরীর ঈশ্বরের নিকট যাইতে অনুপযুক্ত। গত কল্যের যত পাপ মলা সঞ্চিত আছে সে সকল বহন করিয়া দেবালয়ে যাইতে পার না। শরীরের জড়তা ও মলিনতা পূজার অনুকূল নহে। অপবিত্র শরীর লইয়া তুমি যদি দশ জন সাধুর নিকট উপবেশন কর তোমার নিঃশ্বাসে সেই দশ জনের শরীর কলঙ্কিত হইবে। শরীর চায় আমি পরিষ্কৃত হই। স্বভাব আপনি গুরু ও নেতা হইয়া এই গাত্র শুদ্ধির সরল নীতি শিক্ষা দেয় ও প্রতিষ্ঠিত করে। গাত্রশুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক। আবার কতকগুলি মলিন বস্ত্র লইয়াও যাইতে পার না। শুদ্ধ পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিয়া ঈশ্বরের ঘরে আসিবে। শরীরকে যেমন শুদ্ধ করিবে তেমনি মন প্রাণকেও শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের ঘরে আসিতে হইবে। জল সংস্কারের গূঢ় ভাব কি? হে মন, তুমি কি অবগাহন কর নাই? জল শরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কি জল? প্রেমের জল, ভক্তির জল। শুষ্ক ভাবে ঈশ্বরের নিকট এক মিনিট দাঁড়াইতে পারি না। যদি প্রেমহীন ভক্তিহীন হইয়া দাঁড়াও তবে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ হইবে না। কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় বাহ্যিক জলাভিষেক নিয়ম পালন করে। ফলতঃ মনের ভিতরে একটু প্রেমবারি, ভক্তিবারি প্রবিষ্ট না হইলে মন সংসারী থাকে। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মেরাও স্নান করেন, পৃথিবীর জলে নহে, স্বর্গের জলে। পৃথিবীর জল কি আত্মাকে প্রস্তুত করিতে পারে? পৃথিবীর উপকরণ পৃথিবীর কার্য্য সমাধার জন্য। স্বর্গীয় বারি ভিন্ন আত্মা শুদ্ধ হয় না। পৃথিবীর জল যতই মস্তকে ঢাল না কেন তাহাতে স্বর্গের ঘরে প্রবেশ করিতে পার না। পৃথিবীর জলে গাত্রের ভাবান্তর হয়; কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন হয় না। পৃথিবীর জলে যে স্নান করিল সে এখানকার বৃন্দাবনে যাইতে পারে; কিন্তু স্বর্গের বৃন্দাবনে যাইতে পারে না। সেই প্রাচীন জল সংস্কারের ভিতর হইতে নূতন আত্মসংস্কার বিধি

বাহির করিয়া প্রাচীন কালের বিধি পূর্ণ করিতে হইবে। শরীর মন কল্যকার পাপতাপে কলুষিত ও সন্তপ্ত এইজন্য শুদ্ধতার জলে অবগাহন করিয়া নির্ম্মল এবং শীতল হইতে হইবে। উপাসনা ঘাটে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা একটি অমৃতময় সরোবর। শরীরের প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বর্ত্তমানতাবারি বিন্দু প্রবেশ করাইতে হইবে। যেমন জলে স্নান করিলে বাহির ভিতর সমস্ত ঠাণ্ডা ও সুস্নিগ্ধ হয় সেইরূপ ব্রহ্মের বর্ত্তমানতার মধ্যে বাস করিলে ভিতর বাহির উভয় শীতল হয়। স্নানান্তে যে কেমন আরাম হয় যতক্ষণ মানুষ না স্নান করে ততক্ষণ বুঝিতে পারে না। সেই মস্তক, সেই শরীর; কিন্তু স্নানান্তে কেন এত আরাম? স্নান করিয়া কেন আমরা বলি 'আঃ!' বাহিরের জল ভিতরে গেল আর শরীর ঠাণ্ডা হইল। স্নানের আগে শরীরের এমন ভাব ছিল না, সর্ব্বাঙ্গে মলা ছিল, স্নানে মলা গেল, বাহিরের পবিত্র স্নিগ্ধভাব ভিতরে আসিল, স্নানে এই দুই পরিবর্ত্তন। যথার্থ অভিষেক হইলে শরীরের ভাবান্তর হইবেই হইবে। যতক্ষণ না ভাবান্তর হয় ততক্ষণ মানুষ জল হইতে উঠে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সুশীতল না হয় ততক্ষণ মানুষ বার বার ডুব দেয়। ব্রহ্মভক্ত, শরীরের যেমন ভাবান্তর হয় তোমার প্রাণের সেইরূপ ভাবান্তর হওয়া উচিত। ব্রহ্ম সমুদ্রে ডুবিয়া দেখিবে সর্ব্বাঙ্গে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা সলিল। ব্রহ্মে ডুবিবার পূর্ব্বে শূন্য দেহ, শূন্য মন ছিল; কিন্তু ব্রহ্মে ডুবিয়া গায়ে হাত দিয়া, চক্ষে হাত দিয়া দেখিতেছি চারিদিকে ব্রহ্মব্যাপ্তি রূপ জল, চারিদিকে শান্তিসলিল। ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা সাগরে ডুবিলাম, ব্রহ্মজল আমার আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ব্রহ্ম আর আমার কাছে বাহিরের বস্তু রহিলেন না। অমৃতসাগর ঐ, এই কথা আর আমি বলিতে পারি না। যেমন মানুষ বলবান্, জ্ঞানবান্, পুণ্যবান্ হয় তেমনি আমরা ব্রহ্মজলে ডুবিয়া ব্রহ্মজলবান্ হই। এই অভিষেক আমাদের প্রাণের ভিতর গিয়া প্রবেশ করে। অপূর্ব্ব শীতল বারি ঈশ্বরের সত্তা। সেই শীতল জলে আমাদের মস্তকের চুল ভিজে আছে। আমাদের প্রাণের ভিতরে সেই শীতল বারি প্রবেশ করিয়াছে। যখন যেখানে বসি সেই স্নিগ্ধ সত্তার মধ্যে থাকি তখন আর পাপের আগুন জ্বলে না। যে জলসংস্কার না করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করে সে ব্রহ্মমন্দির শূন্য দেখিল। সে জানে ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু সে জ্ঞান শুষ্ক। তাহার শুষ্ক মন বলে কৈ হরি? কাহারও সহবাসে আছিত মনে হয় না। তাহার শুষ্ক শরীর। কিন্তু যে ভক্তি বারিতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে সে ভিতরে বাহিরে প্রভুকে বিদ্যমান দেখিতে পায়। জলে জল মিশিয়া যায়। স্নিগ্ধভাবে পূজা করিলে ঈশ্বরের স্নিগ্ধতা ভোগ করা যায়।

ব্রহ্মমন্দিরের আকাশ একটি প্রকাণ্ড সমুদ্র। উৎসবের সময় এই মন্দিরের করুণাসিন্ধু দেবতা আরও প্রচুর পরিমাণে জল সেক করিবেন। হে ব্রাহ্ম, হৃদয়কে অভিষিক্ত না করিয়া ব্রহ্ম মন্দিরে আসিও না। ঈশ্বরের ব্যাপ্তি জলে আগে স্নান কর। সেই ব্যাপ্তিবারি শরীরের প্রণালীর ভিতর দিয়া রক্ত রূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই জীবন্ত বিশ্বাসের অভিষেক প্রাণপ্রদ। একবার এই ঈশ্বরের সত্তাতে, এই বিশ্বাসের গঙ্গাতে অবগাহন কর; তুমি যখন কাল প্রত্যুষে এখানে আসিবে সর্ব্বাঙ্গে এই ব্রহ্ম জলে আর্দ্র হইয়া আসিবে। ঈশ্বরেতে অবগাহন করিলে, ঈশ্বর প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করেন। যথার্থ অন্তরের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ব্রহ্ম প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন কি না। কেমন প্রাণ! ব্রহ্মব্যাপ্তি জল তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কি? বুকে হাত দিয়া দেখিবে, যদি যথার্থ বিশ্বাসী হও দেখিবে ব্রহ্ম জলাভিষেকে তোমার সেই সন্তপ্ত বক্ষ আর নাই। যেমন শরীর জলে প্রবিষ্ট হয়, জলও শরীরে প্রবিষ্ট হয়। সেই রূপ যেমন জীবাত্মা নূতন বস্ত্র পরিয়া পরমাত্মাতে প্রবেশ করে পরমাত্মাও প্রাণ রূপে, জ্ঞান রূপে, ভক্তি শান্তি রূপে জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। আগে অভিষেক, পরে ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্ম সহবাসের সুখ পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

১২ মাঘ রবিবার ব্রহ্মোৎসব দিবসে সাধুদর্শন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা হয়।

১ম প্রশ্ন—সাধুদিগকে দর্শন করিতে হইলে কিরূপ সাধন আবশ্যক?

উত্তর—ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাধুদিগকে দেখান, ইহা বিশ্বাস না করিলে সাধুদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না। যখন বিশ্বাস হয় যে পরলোকগত সাধুরা ঈশ্বরেতে জীবিত আছেন তখনই আমরা সাধুদের অস্তিত্ব অনুভব করি। বিশ্বাসের যোগ দৃঢ় হইলে ভালবাসার যোগ স্থাপন করিতে হয়। সাধুরা অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলা উচিত নহে, বিদেশী বলিয়া কোন সাধুর প্রতি প্রণয়ের হ্রাস কিম্বা ইচ্ছা দুর্ব্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশ্বাস ও অনুরাগ দূরকে নিকট এবং পরকে আপনার করে। সক্রেটিস্, মুসা, ঈশা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের সন্তান এবং আপনার ভ্রাতা জানিয়া ভালবাসিব। এই ভালবাসা এক দিনে হয় না। যতই তাঁহাদের সাধুগুণ দেখিব এবং তাঁহাদের মুখ বিনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব ততই তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইব। তাঁহাদের সঙ্গে (১) বিশ্বাসের যোগ (২) প্রেমের

যোগ (৩) এবং চরিত্রের যোগ হইবে। চরিত্রের মিলন, ইচ্ছা রুচির মিলন। শুদ্ধ তাঁহাদের সদৃশ হইলে হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে এক হইতে হইবে। কেবল ঈশা ঈশা বলিলে হইবে না; কিন্তু ঈশার সঙ্গে এক হইতে হইবে। কোন সাধু সর্ব্বব্যাপী অথবা অনন্তকালের লোক নহেন, সুতরাং সাধুকে দেশ কালে নিকট করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম চরিত্রে তাঁহারা নিকট। তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ লইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে।

২য় প্রশ্ন অন্যান্য ধর্ম্মের ভিতরে যে সকল সত্য আছে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় কি?

উত্তর—সত্য জানিবার জন্য যত নিয়ম আছে সমস্ত অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের মধ্যেও কত অসত্য রহিয়াছে। সত্য বাছিয়া লওয়া সহজ নহে। কখন সহজ হয়? যখন মানুষ আপনার উপর নির্ভর না করিয়া যে দিকে সত্যের স্রোত চলিতেছে, সেই দিকে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং মনুষ্যের বুদ্ধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ এবং মনুষ্যের জ্ঞান এই দুইয়ের ঐক্য হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর বুঝাইয়া দিতেছেন, আমি বুঝিতেছি। যতক্ষণ না এই দুই অদ্বৈত হয় ততক্ষণ অন্যের কিম্বা নিজের মতে সত্য নির্ণয় করা উচিত নহে। মানুষের দেখিবার শক্তি আছে; কিন্তু সে যদি সূর্য্যের দিকে বিমুখ হইয়া বসে তাহা হইলে কিরূপে দেখিবে? সত্যধারণ করিবার জন্য মনকে একটি বিশেষ অবস্থায় রাখিতে হইবে। আমি ঘোর বিষয়ী, আমি কিরূপে বৈরাগ্যের সত্য অবধারণ করিব? ঈশ্বরকে একমাত্র গুরু করিয়া নিরপেক্ষ, উদারচিত্ত, প্রার্থনাশীল হইয়া সত্য নির্ণয় করিতে হয়। বুদ্ধি তরীর হাল ঈশ্বরের হস্তে দিতে হইবে। আপনি নেতা হইব না, কেন না সত্যের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করে। অতএব ঈশ্বরের সাহায্যে সর্ব্বদা সত্য অবধারণ করা উচিত।

উৎসব দিবসে অপরাহ্ণে যে ধ্যান হয় তাহার উদ্বোধন নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

মন, তুমি ধ্যান করিবার জন্য প্রস্তুত হও। তুমি যখন ব্রাহ্ম হইয়াছ তখন যখনই আমি তোমাকে ধ্যান করিতে বলিব তখনই তোমার প্রস্তুত হইতে হইবে। তুমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত, তোমার মন অন্যদিকে আছে এই কথা বলিলে চলিবে না। এখন ধ্যানের সময়। সেই অপার প্রেমের আধার, অপার জ্ঞানের আধার, অপার সুখের সিন্ধু তোমাকে দেখা দিবার জন্য ডাকিতেছেন। তাঁহার কোন নিগূঢ় কথা আছে এই জন্য তিনি তোমাকে চাহেন। থাকুক সংসারের সুখ সম্ভ্রম। ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া এখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলাম। সংসার হইতে বিদায় লইয়া মন চলিল। কত দেশ অতিক্রম করিয়া চলিল। শরীররাজ্য, মনোরাজ্য, হৃদয় রাজ্য ছাড়িল। অবশেষে মন প্রাণরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। যেখানে শরীর কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে না, যেখানে মন চিন্তা করে না, যেখানে হৃদয় উত্তেজিত হয় না, সেই আসল ব্রহ্ম রাজ্যের অন্তঃপুরে গিয়া মন উপনীত হইল। সেখানে কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় নাই। এখানে যথার্থ যোগী যোগে মত্ত, যথার্থ ভক্ত ভক্তিরসে মত্ত। এই রাজ্যে অতি নিস্তব্ধ ভাবে বসিতে হইবে। এখানে একটু জোরের সহিত নিশ্বাস ফেলিলে, মনে হইবে যেন বজ্রধ্বনি হইল, অতএব এখানে সাবধান হইতে হইবে যেন আমাদের নিশ্বাসে যোগীদিগের ধ্যান ভঙ্গ না হয়। এখানে সকলেই প্রশান্ত, সকলেই স্থির। এখানে কেবল পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মার যোগ। এই যোগেতে আমরা মগ্ন হই। কৃপাসিন্ধু আমাদিগকে দর্শন দিন, তাঁহার পবিত্র সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রতি জনের শরীর মনকে তিনি কৃপা করিয়া শুদ্ধ করুন।

উৎসব দিবসে রজনীতে যে উপদেশ হয় তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যখন যেমন তখন সেই রকম। যখনকার মনুষ্য যেরূপ তখনকার ধর্ম্মও সেইরূপ হয়। যখন সাকার দেবতার পূজা পৃথিবীকে অধিকার করিল, তখন জ্ঞানীদিগের মনে ভাবনা উপস্থিত হইল সাকারের পরিবর্ত্তে নিরাকারের পূজা আবার কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু যখন মানুষের মন পরিষ্কার হইতে লাগিল, তখন মানুষ দেখিল জ্ঞান সহকারে নিরাকারকে ধরা যায়. তখন শাস্ত্র হইতেও নিরাকার মত উদ্ভাবিত হইল। বঙ্গ দেশে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই নিরাকার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পৌত্তলিক বঙ্গ দেশ মার্জিত বুদ্ধি সহকারে নিরাকার ঈশ্বরকে গ্রহণ করিল। ঈশ্বরের আকার হইতে পারে না। যদি অনন্ত হইলেন নিশ্চয়ই তিনি নিরাকার হইবেন। বৎসরের পর বৎসর নিরাকারের উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যখন বুদ্ধিতে নিরাকারকে ধারণ করা হইল, তখনও অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, নিরাকারকে কি ভালবাসা যায়? নিরাকারকে কি হৃদয় দেওয়া যায়? নিরাকার ঈশ্বর কি একটি ভাব, না সত্য সত্যই এক জন সুন্দর পুরুষ? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানেতে নিরাকারকে বুঝিলেন, কিন্তু হৃদয়েতে নিরাকারের নিকট পৌঁছিলেন না। প্রেমিক ভক্তেরা দেখিলেন যিনি নিরাকার সত্য তিনি শিব, তিনি মঙ্গল, তিনিই সকলকে ধন ধান্য দিতেছেন, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখ সম্পদ্ দিতেছেন, তিনি আমাদের প্রয়োজন

জানিয়া বিবিধ সুন্দর বস্তু সকল রচনা করিতেছেন, এ সকল দেখিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে তাঁহারা ভাল বাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন এত যাঁহার খাইতেছি, যাঁহার এত ভালবাসা দেখিতেছি তাঁহাকে কি রূপে নির্দ্দয় বলিব, এবং কিরূপে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? বরং ঈশ্বরকে না ভালবাসা কঠিন হইল। ক্রমে যখন সাধকেরা নিরাকার ঈশ্বরের আরও দয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদিগের মনে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব আরও গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রেম ও কৃতজ্ঞতাও গাঢ়তর হইতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিন যায়; কিন্তু ভাল বাসার মত্ততা হয় না। কেবল কর্ম্ম দেখিয়া হরিকে ভাল বাসিলে সেই ভাল বাসায় মত্ততা জন্মে না। কীর্ত্তি দেখিয়া ভাল বাসিলে ব্যক্তিগত প্রেম হইল কোথায়? যাহারা ভগবানের কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখিল কার্য্য দর্শন পরিমাণে তাহাদের প্রেম সীমা বিশিষ্ট হইল। তাহারা নির্জ্জনে অথবা সকলে একত্র হইয়া সময়ে সময়ে ঈশ্বরের দয়ার কীর্ত্তির প্রশংসা করিতে লাগিল বটে; কিন্তু আপনাদিগকে ভালবাসার স্রোতে নিক্ষেপ করিতে পারিল না। যাহারা সুখ পাইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসে, দুঃখ হইলে তাঁহাকে কেন ভাল বাসিবে? কার্য্য দেখিলে প্রেমের মত্ততা হয় না। যেমন কোন সুন্দর শুদ্ধ চরিত্র সাধুকে দেখিলে তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হওয়া যায়, তাঁহার কীর্ত্তি শুনিলে তেমন প্রমত্ততা জন্মে না, সেই রূপ নিরাকার ঈশ্বরকে না দেখিলে প্রগল্‌ভা ভক্তির সঞ্চার হয় না। হরিকে যদি না দেখিলাম তবে কিরূপে তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইব? যখন ব্রাহ্ম সাধকেরা নূতন ভাবে ব্রহ্ম আরাধনা আরম্ভ করিলেন তখন হইতে ভক্তির প্রমত্ততার সূত্রপাত হইল। আরাধনা ব্রাহ্ম সমাজে এক নূতন বস্তু আনয়ন করিয়াছে। আরাধনা দ্বারা সাধক যতই ব্রহ্মের এক একটি স্বরূপ আয়ত্ত করিয়া তাহা সম্ভোগ করেন, ততই মনের মত্ততা বৃদ্ধি হয়। হরির বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে হৃদয়ে প্রগল্‌ভা ভক্তির সঞ্চার হয়। যখন আরাধনা দ্বারা হরিভক্তেরা হরির নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলেন, তখন তাঁহারা বুঝিলেন হরিপ্রেমে মত্ত না হওয়া কঠিন। যাঁহারা হরির নূতন নূতন রূপ দেখিলেন, প্রেমেতে তাঁহাদের গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহারা হরিকে প্রগল্‌ভা ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। যিনি সমস্ত গুণের আকর এবং সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমষ্টি সেই এক ব্যক্তি, সেই জগতের পিতা মাতা ও বন্ধু, সেই এক সচ্চিদানন্দ মহৎলোককে তাঁহারা দেখিলেন। এই হরিকে দেখিলে কি মত্ত না হইয়া থাকা যায়? আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির প্রমত্ততা বৃদ্ধি হইতে চলিল। আগে পাত্রে করিয়া জল খাইতাম, তার পর নদী, তার পর সমুদ্র। আবার একাকী হরিসুধা পান করিয়া থাকা যায় না, ক্রমাগত সকলকে এই সুধা পান করাইতে ইচ্ছা হয়। এই সুধা খাইয়া পাঁচ শত লোক প্রমত্ত হইল। তার পর সহস্র লোক, তার পর দশ সহস্র লোক প্রমত্ত হইবে। প্রমত্ততা যদি নদী হয়, নদীরও জোয়ার আছে, জোয়ারের উপরে আবার বান্ ডাকে. তাহার উপর আবার প্লাবন আছে। ঈশ্বরকে তিন ঘণ্টা উপাসনা করিয়া এখন মন তৃপ্তি মানে না। এখন মনে হইতেছে নিরাকার ঈশ্বরকেত ভালবাসা যায়ই, তিনি যদি দুঃখ বিপদ্ প্রেরণ করেন তথাপি তাঁহাকে ভালবাসা যায়। যদি ব্রাহ্মের মন প্রমত্ত হয় তবে দিবস যামিনী কেন না প্রমত্ত হইবে। যাহারা প্রেমের সাগরে ডুবিয়াছে তাহারা আর উঠিবে কেন? মত্ততা কাহারও দাস নহে, মত্ততার সীমা কোথায় কে জানে? এই মত্ততা যখন আমাদের মধ্যে চলিতেছে তখন উন্নতির স্রোতে আমরা ভাসিব। এক সময় ছিল যখন এক ঘণ্টা উপাসনা করিলে মন বিরক্ত হইত, তার পর দুই ঘণ্টা, তার পর তিন ঘণ্টা উপাসনা হইতেছে। ইহাতেও একেবারে সাধ মিটাইল না। যতক্ষণ ভক্তির মত্ততা ততক্ষণ উপাসনার প্রতি রুচি ভঙ্গ হইবে না। আগে ঈশ্বরকে পিতা, রাজা, পরিত্রাতা, বলিয়া ডাকিয়াছি এখন ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছি। 'মা'র কোমলতা, মার মধুরতা সম্পর্কে যত কথা বলিবে, যত গান বাঁধিবে ততই বঙ্গদেশ মোহিত হইবে। তোমরা ধন্য হইলে যে এত কালের পর তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট 'মা' নাম শুনিলে। এবার যে মত্ততার নদীতে পড়িলে এই নদীর বড় টান। ইহার নিকটে রাজবল, জ্ঞান বল পরাস্ত হইবে, এমন কি তোমাদের জড়তা, স্বার্থপরতাও বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নৌকা খানিক চলিত আবার বদ্ধ হইত, এখন গভীর জলে জাহাজ আসিল, এখন নাবিকের মনে মহা সাহস হইয়াছে। এখন যে উপাসনা আবার শুষ্ক হইবে ইহার সম্ভাবনা নাই। গঙ্গার ভিতরে যতক্ষণ জাহাজ ছিল ততক্ষণ ভয় ছিল, এখন ব্রাহ্মসমাজজাহাজ গঙ্গা সাগরের সঙ্গম অতিক্রম করিয়া গভীর সাগরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর আবার অনুকূল বায়ু উঠিয়াছে, নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রের বক্ষে জাহাজ চলিতেছে। এখনকার ভিতরের ব্রাহ্মসমাজের কাছে বাহিরের ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়াইতে পারে না। এখন ভিতরে লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুটিয়াছে। এখন যখন প্রাণের ভিতরে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং, বলি তখন লক্ষ লক্ষ যোগী ঋষি একত্র হইয়া তাহাতে যোগ দেন, বাহিরে হয়ত কেবল চার পাঁচ শত

ব্রাহ্ম তাহাতে যোগ দেন। ভাই বন্ধুগণ, কাল নগরকীর্ত্তন হইবে, যাহারা ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহারা পথে পথে মার নাম কীর্ত্তন করিবে। নিরাকার ঈশ্বরকে যাহারা মা বলিয়া ডাকে তাহারা যেমন তেমন লোক নহে। মার প্রতি যখন ভক্তি বাড়িতেছে কেহ তাহা থামাইতে পারিবে না। কতগুলি লোক এবার একেবারে মাতিয়া যাইবে। লোকে বলে নিরাকার ভক্ত যাহারা তারা নগরকীর্ত্তন করে কেন? তারা আবার 'মা' নাম লইয়া শক্তি পূজা করে কেন? ব্রাহ্মেরা হরিকে মা বলিয়া ডাকিলেন। নিঃশেষিত অভিধান বুঝি মার নাম দিয়া চলিয়া গেল। আজ 'মা' নাম উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হাসিতেছে,আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বন্ধুগণ,তোমরা মাকে ভাল বাস কি না? মাতৃভক্তি জলপ্লাবনে মগ্ন হও। সেই প্রমত্ততার সমুদ্রে ডুবিলে উত্তর পশ্চিম দেখা যাইবে না। মার নামে কাল নিশান ধরিবে। গোপনে বলিতেছি শুন, ভক্তির সহিত মার গুণের কথা বলিবে। মাকে গোপনে দেখাইবে। মাকে আগে আগে সঙ্গে লইয়া যাইবে। মার নাম শুনাইলে তোমরা বাঁচিবে, যাহারা শুনবে তাহারা বাঁচিবে। মা বলে ডাকে যে, তখনি স্বর্গে যায় সে। মা বলে যে ডকে এক বার, তার মন হয় প্রেমের আধার। ভাই ভগ্নীগণ, আজ তোমরা সকলে এই উৎসব মন্দির হইতে মাকে মাথায় করে সংসারে লইয়া যাও। প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর সঙ্গে মা, তুমি যাও।

১৩ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে নগরকীর্ত্তনে প্রস্তুত হইবার জন্য মন্দিরে যে তেজস্বী উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যে কোন প্রাচীন ধর্ম্মের কথা শুনি তাহাতে শুনিতে পাই ঈশ্বর তেজস্বী হইয়া যোগী ভক্তদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর কেমন? তেজের ন্যায়। ঈশা মুসা প্রভৃতি যখন ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখিতেন। যোগিগণ যোগ ধ্যানে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া বলিলেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিলাম। যুগ যুগান্তরে এক কথা কেন? সকল ভক্তের এখানে মিলন কেন হইল? ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দর্শন দিলেন অথচ সকলে এক কথা বলে কেন? সময়ের পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু ঈশ্বরের মুখের রঙ্গ ফিরিল না। তেজোময় ব্রহ্মকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। হিন্দু যোগী, এবং য়িহুদী বিশ্বাসী উভয়েই এক তেজের ভাব কেন দেখিতেছেন? দুইয়ের কত প্রভেদ; কিন্তু উভয়ের দৃষ্ট বস্তু এক হইল কিরূপে? উভয়কেই নিরাকার পুরুষ অতীন্দ্রিয় তেজের আকারে দেখা দিলেন। কিন্তু এই তেজ কি? এই জ্যোতি কি? ক্ষুদ্র যোগবলে আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখিতেছি ঈশ্বরকে যে তেজোময় রূপে না দেখিল সে মূলসত্যকে বিনাশ করিল। যে অন্ধকার দেখিল সে যথার্থ ঈশ্বরকে দেখিল না। ঈশ্বর এক প্রকাণ্ড পুণ্যজ্যোতি, এক মহাতেজ, এক অনন্ত প্রাণ, জ্বলন্ত পাবন অপেক্ষাও অধিক জ্বলন্ত; কিন্তু তিনি পৃথিবীর আগুন, অথবা পৃথিবীর বিদ্যুতের ন্যায় নহেন। অথচ তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিতে তেজস্বী হইয়া যায়। যে তাঁহাকে দেখে সে এক মহাবল, এবং মহাতেজ অনুভব করে। জীবনের ঈশ্বর তেজের ঈশ্বর। অগ্নির অর্থ কি? যাহার ভিতর হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া নিকটস্থ বস্তু সকলকে উত্তপ্ত করে। তাহা অগ্নি নহে যাহা পরকে অগ্নিময় করিতে পারে না। জল যে এত শীতল, তাহার মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিলে ক্ষণকাল পর দেখি সেই জল অগ্নিময় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শীতলতা চলিয়া গিয়াছে। জল অগ্নির শত্রু; অগ্নি প্রবল হইলে জলকে অগ্নিময় করিয়া দিবে। যদি সেই অগ্নিময় জল গায়ে চাল সেই জল শরীরকে দগ্ধ করিবে। অগ্নির সংস্পর্শে জলও অগ্নিময় হয়। সূর্য্যকে আমরা তেজোময় বলি, সূর্য্যের তেজে সূর্য্যের উত্তাপে জলযুক্ত বস্তুও আগুনের মত গরম হইয়া যায়। কোন বস্তুকে কিছুকাল সূর্য্যের তেজের মধ্যে রাখিলে সেই বস্তু এত উত্তপ্ত হয় যে তাহার উপর হস্ত রাখা যায় না। যাহার স্পর্শে অন্য বস্তুও তেজস্বী হয় তাহার নাম তেজ। যিনি জ্বলন্ত জীবনের আধার তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডপতি। তিনি দগ্ধদারুনিঃসৃত অগ্নির ন্যায়। প্রকাণ্ড অগ্নি বিশ্বমধ্যে জ্বলিতেছে। কত লোক কল্পনা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছে ঈশ্বরের পূজা অগ্নির পূজা। এই জন্য কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় দিবারাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত রাখে। একবার যদি জ্বলন্ত আগুন নির্ব্বাণ হয় তাহাতে তাহারা অকল্যাণ আশঙ্কা করে। ইহার মধ্যে গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা কোন্ সাহসে প্রাচীন মলতত্ত্ব আন্দোলন করিব? সর্ব্ববাদী সম্মত কথা আমরা পরিহার করিতে পারি না। আমরা অল্প বিশ্বাসে দেখিতেছি হরি যদি কোন পদার্থ হন তিনি তেজস্বরূপ। হে ব্রাহ্ম, তুমি মান, জ্বলন্ত হরি যে দেশে প্রকাশিত হন, তাঁহার তেজ প্রভাবে সেই দেশের অন্ধকার, দুর্গন্ধ পাপ ব্যভিচার, নাস্তিকতা চলিয়া যায় যদি আমরা বলি আমাদের মধ্যে তেজোময় হরি আসিয়াছেন, অথচ আমরা নিস্তেজ শীতল থাকি তাহা হইলে আমরা একদল প্রবঞ্চক। তেজোময় ঈশ্বরের উপাসনা করিলে মন তেজস্বী হইবেই। উদ্বোধনের সময় দেখিব মন শীতল রহিয়াছে; কিন্তু তেজস্বী ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে দেখিব মনের তেজ খুব বাড়িতেছে, মনকে খুব উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। উদ্বোধনান্তে মন

প্রাতঃকালের সূর্য্যেরন্যায় আরাধনান্তে মন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত। উপাসনা করিতে করিতে মনের ভিতরে আগুন দেখা দিতেছে, উপাসকের এরূপ তেজ দেখিয়া পৃথিবীর লোকেরা বলে, থাম, হরিভক্ত, আর পূজা করিও না। তেজেতে সাধকের সমস্ত শরীর মন উত্তপ্ত হইয়াছে। যত তেজের সহিত হরিনাম করিবে, ততই তোমার নিজের এবং যাহারা শুনিবে তাহাদিগের মনের পচা দুর্গন্ধ পাপ প্রবৃত্তি সকল চলিয়া যাইবে। যত তেজের সহিত এবং যত অধিক লোকের সহিত মহাদেবের নাম উচ্চারণ করিবে এবং মত্ত হইবে ততই দেশ জ্বলিয়া উঠিবে। হরিনাম তেজের নাম। নগরের যে সকল লোক ঠাণ্ডা হইয়া রহিয়াছে. যাহারা তোমাদিগকে উপহাস করে, তাহারাও যদি তোমাদের তেজ দেখিতে পায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ফিরিয়া যাইবে। ঘরে যখন বেড়া আগুন লাগে তখন তাহার চারিদিকের শত শত ঘর জ্বলিয়া উঠে। যদি দেশশুদ্ধ একজনের হৃদয়েও অগ্নিময় ব্রহ্ম অবতরণ করিয়া থাকিতেন তাঁহার অগ্নিতে সমস্ত দেশ জ্বলিয়া উঠিবে। অবিশ্বাস, পাপ ব্যভিচারের ঘর পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। স্বেচ্ছাচারী মানুষ, তুমি আপনি আপনার প্রভু, নেতা ও রাজা হইতে চাও? অগ্নিময় ব্রহ্মের নিকট দাঁড়াও দেখি, দর্পহারী তোমার দর্প চূর্ণ করেন কি না? ওহে ব্রাহ্ম, তুমি কি জান না, ব্রহ্মের দৃষ্টি এক একটি গোলাকার অগ্নি। জীবন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের বুক ফাটিয়া বাহির হইতেছেন। তেজ কি? শক্তি। শক্তি কি? জীবন। ভিতরের আগুন বাহিরে গিয়া বাহিরের আগুনকে আলিঙ্গন করিল আগুন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চন্দ্র সূর্য্য হইতে ভূতলে ব্রহ্মতেজ নামিল, ধরাতল হইতে ব্রহ্মতেজ আকাশে উঠিল। হিমালয় পাহাড় হইতে সতেজে নদী সকল সাগরের দিকে ধাবিত হইল, সাগর হইতে সবেগে মেঘমালা হিমালয় শিখরে গিয়া বর্ষিত হইল। চারিদিকে তেজের খেলা, আগুনের ভ্রাতৃভাব, আগুনের সৌহার্দ্দ। প্রাণের ভাই-বন্ধু, এই বিশ্বাস কর, হরি আর কিছুই নহেন, তিনি গাছও নহেন, পাথরও নহেন, মুখও নহেন, চক্ষুও নহেন, তিনি এক প্রকাণ্ড তেজ। যেমন হরির অব্যাহিত সন্নিধানে আসিয়া বসিলাম, গেলাম আগুনের জ্বালায়। মাথার একটি একটি কেশ দাঁড়াইয়া রহিল। এমন প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ সহ্য যায় না। যেখানে তেজ থাকে সেখানে কোন প্রকার ব্যভিচার থাকিতে পারে না। তেজোময় ঈশ্বরের সাধক হইতে হইলে সচ্চরিত্র সাধু হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে যত জন্তু আছে সমুদয়ের ভিতরে আগুন লাগিবে। এই নববিধানে যে সূর্য্য আসিয়াছে ইহার উত্তাপে দশ হাজার বৎসরের নাস্তিকতা পাপ পুড়িয়া যাইবে। ইহাতে পচা পঙ্ক পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধার হইবে। এবার হরির অগ্নি বাহির হইয়া জ্বর বিকার পচা ডোবা সমস্ত দূর করিবে। পাপীরা ব্রাহ্ম হইয়াছে, দেবতারাও হন নাই। এখন যে চণ্ডালেরা সূর্য্যপ্রকাশ দেখিবে। ঈশ্বর দর্শনের এই সময়। গরম জিনিসের স্থান ব্রাহ্ম-সমাজ। এখানে ঠাণ্ডা পাপ থাকিবে না। এখানে কেবল জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নি দ্বারা, হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা মনুষ্যের দেহ আত্মা হইতে পাপ ভূতকে তাড়াইবে। প্রচারক, আচার্য্য, উপাচার্য্য, কেবল এই হরি নামের তেজে পাপভূত দেশত্যাগী হইবে। যে পাপকে প্রশ্রয় দেয় সেও ভূত। অতএব হে পাপপ্রশ্রয়-কারী, তুমিও ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূর হও। ব্রাহ্মসমাজ কি ব্যভিচারের জায়গা? পাপী, মজা করিয়া পাপ কর, যত মিথ্যা বলিতে পার বল, খুব অপবিত্র আমোদ করিয়া পাপ কর, আগে লুকাইয়া পাপ কর, পরে দশজনের কাছে পাপ কর, অনুগ্রহ করিয়া খুব পাপ কর, কাল তোমাকে পাপী জানিয়াও ভালবাসিব। ওরে ব্রাহ্ম, তুই এই প্রকার কথা বলিস? দীনবন্ধু পাপীর বন্ধু এক দিন পাপকে প্রশ্রয় দিয়াছেন? পাপী মজা করিয়া পাপ করিবে, আর হরি আসিয়া বলিবেন ওরে পাপী, আরও পাপ কর, কেন না তোর পাপ অভ্যাস ছাড়া কঠিন, আমি দীনবন্ধু পতিত-পাবন, তুই কাল উপাসনা করিলেই তোকে দয়া করিব। হরি পাপকে প্রশ্রয় দিবেন? হরি পাপকে উৎসাহ দিবেন? দীনবন্ধু নাম নিশানে লিখিয়া যদি এক জন মদ্য পান করে, সে দীনবন্ধুকে বিশ্বাস করে না। এক জন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে অথচ সে পাপ করে ইহা ভয়ানক মিথ্যা। হরি যে তেজোময় নহেন কোথা হইতে এই মৃত্যুর কথা আসিল। অনল যেমন পচা দুর্গন্ধ বস্তু সকল ভস্ম করে, পুণ্যসূর্য্য ঈশ্বর তেমনি প্রকাণ্ড পাপসকল ভস্ম করেন। এইরূপে এক দিকে যেমন ঈশ্বর প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় পাপাত্মাদিগকে দহন করেন, আর এক দিকে তিনি কোমলচন্দ্রের ন্যায় অনুতপ্ত আত্মাসকলকে সুশী-তল করেন। এক দিকে দণ্ডদাতা পিতা হইয়া পাপী সকলকে শাসন করেন, আর এক দিকে স্নেহময়ী মা হইয়া দুঃখী পাপীদিগকে স্নেহ করেন। সূর্য্য সমস্ত দিন জীব-দিগকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া জ্বালাতন করে। দিনের বেলায় প্রখর রৌদ্রের জ্বালায় লোকে বলে গেলাম গেলাম, বুক-ফাটে। রাত্রে চন্দ্র দগ্ধ জীবদিগকে শীতল করে। সূর্য্য তেজোময়, চন্দ্র ঠাণ্ডা। সূর্য্য বলেন "আমার নাম সূর্য্য আমি প্রদীপ নহি। ধরাধামে আজ পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলে এমন কোন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট্, অথবা প্রকাণ্ড পণ্ডিত নাই যে আমার দিকে তাকাইতে পারে। আমার জ্বলন্ত মুখ দেখিলে সকলেই মস্তক নত করে।" দিন গেল

রাত্রি আসিল। রাত্রে চন্দ্র উদিত হইয়া বলিলেন "আমি সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যের নিকট আমি জ্যোতি ঋণ করিয়া আনিয়াছি; কিন্তু আমি শীতল জ্যোৎস্না দিয়া দগ্ধ পৃথিবীকে শীতল করিব। চন্দ্র কথাটিও কোমল, লোকে আহ্লাদ করিয়া প্রেমচন্দ্র, মুখচন্দ্র এ সকল কথা বলে। চন্দ্রের নাম সৌন্দর্য্য, মধু। গগনে চন্দ্র উঠিয়া ভয়ানক সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত পৃথিবীকে বলিলেন " আমি আসিয়াছি আর কেন ভাবিতেছ?" চন্দ্রের পানে ধনী দুঃখী, পণ্ডিত মূর্খ সাধু অসাধু সকলেই তাকাইতে পারে। চন্দ্রের কথা এক সুন্দর কথা। চন্দ্রকে দেখিয়া সকলেই বলিল, "আমরা চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়া চক্ষুকে প্রশান্ত করিব।" যাঁহার হস্তে চন্দ্র সূর্য্য উভয়ই স্থিতি করিতেছে, তিনি সত্যসূর্য্য তিনি দয়ার চন্দ্র। চন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে, কোলের ছেলে চাঁদ কোলে করিবার জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু কোন্ ছেলে সূর্য্যকে ভাল বাসিয়াছে? চাঁদকে ভালবাসিতে মা শিখাইয়া দেন, দাসীরাও শিখাইয়া দেয়। ঈশ্বর সূর্য্য দ্বারা আগে পৃথিবীকে পোড়াইয়া উত্তপ্ত করেন, পরে চন্দ্রকে বলেন "চন্দ্র যাও আমার দগ্ধ পৃথিবীকে সংবাদ দাও যে যিনি সূর্য্যকে দিয়া সকলকে দগ্ধ করেন, তিনিই আবার চন্দ্রকে প্রেরণ করিয়া সকলকে শীতল করেন। আমি পাপ সহিতে পারি না, আমি পাপকে আগুন দিয়া দগ্ধ করিব, পরে চাঁদকে প্রকাশ করিয়া সেই অনুতপ্ত পরিশ্রান্ত আত্মাকে শীতল করিব।" এই চন্দ্র সূর্য্য ঈশ্বরের দুই ভাব প্রকাশ করে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই দুয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে। যেখানে অবিশ্বাস পাপ দেখিবে সেখানে সূর্য্যবাণ ছাড়িয়া দিবে। সূর্য্যবংশের লোক, সূর্য্যের সন্তান তোমরা পাপকে আগুনে পোড়াইয়া দিবে। যাহারা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, অবিশ্বাসী, যাহারা ঈশ্বর নাই বলে, পরলোক নাই বলে, বিশেষ বিধান নাই বলে, যাহারা অন্যায়রূপে অন্যের মনে কষ্ট দেয়, ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিবে। এই তেজস্বী ব্রাহ্মদল বাহির হইল, ছাড়িল জলন্ত কামানের গোলা আর পাষণ্ড দল কাঁপিল। ব্রহ্মনাম প্রচার কি? মৃদঙ্গ কামান। ব্রহ্মনাম হইবে অথচ পাপী যাহা খুশী তাহা করিবে? এক দিনের নগর সংকীর্ত্তনে চৌদ্দ শত পাপী উদ্ধার হবে না? যদি যথার্থ ব্রহ্মসন্তান হও পাপকে প্রশ্রয় দিও না। হরিকে স্মরণ করিয়া হুঙ্কার কর, পাষণ্ডের বুক কাঁপিবে। পাষণ্ডের বুক নয় সাগরের মত হউক, সাগরেও তুফান লাগে। পাষণ্ডের বড় বড় পাপ, ঐ পাপ ভস্ম করিবার জন্য বড় বড় গোলা নিক্ষেপ কর, সেই পাপী মরিবে না; কিন্তু তাহার পাপ নষ্ট হইবে। পুণ্যসূর্য্যের প্রতাপে পাপ নষ্ট হইবে; কিন্তু পাপী রক্ষা পাইবে। ঈশ্বর সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপের জন্য দণ্ড দেন, আবার চন্দ্রের ন্যায় কোমল হইয়া অনুতপ্ত পাপীকে শীতল করেন। সূর্য্য দণ্ডদাতা পিতাস্বরূপ, চন্দ্র মাতাস্বরূপ। দণ্ডদাতা পিতার দণ্ডে পাপী পাপ ছাড়িল পরে দ্বার খুলিয়া স্নেহময়ী মাতা আসিয়া বলিলেন—"বাছা, বাপের কথা শুনিয়া পাপ ছেড়েছ এখন আমার কোলে এস।" মা আছেন বলিয়া এই পাপী পৃথিবী বাঁচিয়া আছে। সত্যপিতা, প্রেম মাতা। কিন্তু ভাই, মার নাম করিতে গিয়া বাপের নাম ডুবাইও না। প্রেম প্রেম করিতে গিয়া অসত্য ও পাপকে প্রশ্রয় দিও না। আগে জলন্ত আগুন জ্বেলে দিয়ে মিথ্যা পাপ পোড়াইয়া দিবে, পরে সাধুর সমাদর করিবে। যেখানে পাপ রোগ বিকার দেখিবে সেখানে খুব তিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, পাপাচারে ভ্রষ্ট থাকিবে এই জন্য কি ঈশ্বর প্রচারকদিগকে প্রস্তুত করিয়াছেন? রোগ দূর করিবে। প্রচারতত্ত্ব বুঝিলে? ব্রহ্মভক্ত, সূর্য্য চন্দ্র দুই হস্তে লইয়া যাও। সূর্য্যবাণে এক দিকে পাপীর রক্ত ছটকিয়া উঠিছে, ও-টিতে টুকরো হইয়া যাইতেছে, আর এক দিকে স্নেহময়ী জননী আসিয়া অস্ত্রাহতকে ঔষধ খাওয়াইতেছেন। হে কলিকাতা রাজধানি, তুমি আমাদের অনেকের জন্মস্থান, তুমি রোগী হইয়াছ, তোমাকে তিক্ত ঔষধ খাইতে হইবে; কিন্তু তোমার দুঃখ ভারাক্রান্ত বক্ষে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িবে। তুমি স্বাস্থ্য লাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যাইবে।

৮

মহর্ষি মুষা।

মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য সময়ে সময়ে ঈশ্বর যে সকল ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করেন, তাহার আয়োজন তিনি কত দিন পূর্ব্ব হইতে করিয়া থাকেন মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। যে ধর্ম্মবিধান এখন রূপান্তর ধারণ করিয়া পৃথিবীর সমগ্র সভ্যতম দেশকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত অতি প্রাচীন কালের সঙ্গে সংযুক্ত। কথিত আছে, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় বিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে কেলডিয়া দেশস্থ আর নামক দেশে টেরার পুত্র এব্রাম বাস করিতেন। ঈশ্বর তাঁহার গভীর অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে কেনান দেশে গিয়া বসতি করিতে আদেশ করেন এবং সমস্ত জগৎকে ধন্য করিবার জন্য তাঁহার বংশকে মহৎ ও বিস্তৃত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। এব্রাম এবং তাঁহার পত্নী সেরার সন্তানোৎপাদনের বয়স অতিক্রান্ত হইলেও ঈশ্বরানুগ্রহে এক সন্তান হয়। ইহাঁর নাম আইজাক। এব্রাম অনেক জাতির পিতা হইবেন বলিয়া ঈশ্বর তাঁহাকে এব্রাহিম নাম প্রদান করেন। সকলি এক দিন চলিয়া যাইবে, কিন্তু এব্রাহিমের ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের কাহিনী কোন

দিন বিলুপ্ত হইবার নহে। আইজাকের সন্তান জেকব। কথিত আছে ইনি ঈশ্বরকে সম্মুখীন ভাবে দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাকে ইজরাএল অর্থাৎ ঈশ্বর সমক্ষে রাজতনয় এই আখ্যায় প্রদান করেন। জেকবের দুই স্ত্রীর গর্ভে দ্বাদশটি সন্তান হয়, তন্মধ্যে জোসেফ পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহাতে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতারা তৎপ্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়। প্রথমতঃ তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু পরিশেষে এক দল আরব বণিকের নিকটে তাঁহাকে বিংশতি মুদ্রায় বিক্রয় করে। ইনি বিধাতার ঘটনাস্রোতে নীয়মান হইয়া ইজিপ্ট দেশের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন এবং সেখানে সৌভাগ্য এবং পরাক্রমের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। সে সময়ে সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, কেবল একমাত্র ইজিপ্ট তাঁহার অভিজ্ঞতাগুণে শস্যাগারে পূর্ণ ছিল। জেকব তাঁহার পুত্রগণকে ইজিপ্ট হইতে শস্য আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা জোসেফের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া পিতাকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। জেকব এই সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং রজনীযোগে ঈশ্বরের এই আদেশ শ্রবণ করিলেন "জেকব আমি তোমার পিতা পিতামহের ঈশ্বর। ইজিপ্ট দেশে গমন করিতে ভয় করিও না। আমি একটি বৃহৎ জাতি করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। নিশ্চয়ই যথাসময়ে তোমাদিগকে স্বদেশে [illegible] জেকব পুত্র পৌত্রে পঁয়ষট্টি জনকে সঙ্গে লইয়া ইজিপ্টে উপনীত হন। তথায় সম্রাট্ কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইয়া তিনি ইজিপ্টের অন্তঃপাতী গোসেন নামক অতি উর্ব্বরা প্রদেশ বাসার্থ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে ইজরাএল বংশ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত এবং সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। পরিচিত সম্রাটের সিংহাসনে রামেসেস নামক অপর এক ব্যক্তি অধীশ্বর হওয়াতে ইজরাএল বংশের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। নূতন অধিপতি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত এবং সর্ব্বদা চতুষ্পার্শ্বের রাজন্যবর্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইল, কি জানি বা পরাক্রান্ত ইজরাএলগণ তাঁহার শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করে। সুতরাং ইজরাএল বংশকে খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি বিবিধোপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ সময়ে য়িহুদিগণের উপর ভয়ানক অত্যাচার উপস্থিত হয়। ক্রীত দাস দাসীর ন্যায় তাহারা খনিখনন, ক্ষেত্রকর্ষণ, গৃহ ও নগর নির্ম্মাণ প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নৃশংস পশুতুল্য কার্য্যাধ্যক্ষেরা তাহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিত। এক দিকে নির্য্যাতন এবং প্রহার, অন্য দিকে প্রাপ্য বেতন হইতে বঞ্চনা। সুতরাং অত্যাচারের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু এই অত্যাচারে তাহাদিগের বংশ অবনত না হইয়া আরো বিস্তৃত এবং পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহাতে দেশাধিপতির মনে অধিকতর ত্রাস উপস্থিত হইল। তিনি ধাত্রীগণকে এই আদেশ করিলেন, হিব্রুস্ত্রীগণের গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে ইহা জানিবামাত্র গর্ভেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। তাহারা তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিল না, এবং সন্তান প্রসবে হিব্রুস্ত্রীগণের ধাত্রীর প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহারা আত্মদোষ অপনয়ন করিল। পরিশেষে নরপতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন "আজ হইতে হিব্রুস্ত্রী নবকুমার প্রসব করিলে তাহাকে নষ্ট করিবে, কিন্তু কন্যা সন্তান হইলে জীবিত রাখিবে।" এই আদেশে কত শত শত শিশু নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদিগের জননীর ক্রন্দনধ্বনি স্বর্গে উত্থিত হইল; ইজরাএল বংশের দুঃখের ভরা পূর্ণ হইল। ঈশ্বর তাঁহার লোকদিগের দুরবস্থা দর্শন করিলেন এবং তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট তাঁহার যে অঙ্গীকার ছিল তাহা পূর্ণ করিবার সময় উপনীত করিলেন।

এ সময়ে এমরাম নামে এক জন ঈশ্বর ভীত য়িহুদী ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম জকিবেড। এই ভয়ানক সময়ে তাঁহাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। ইতিহাসবেত্তারা বলেন, যখন এই নবকুমার ভূমিষ্ঠ হয় তখন এমরামের মিরিএম নামে দ্বাদশ বর্ষীয়া একটী কন্যা ও এরান নামে একটি তিন বর্ষীয় পুত্র ছিল। নবজাতশিশু দীর্ঘাকায় ও অত্যন্ত সুন্দর ছিল। জননী সন্তানকে রাজার ভয়ে কোনক্রমে তিনমাস পর্য্যন্ত লুক্কাইত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে দেখিলেন আর গোপন রাখা অসম্ভব। তখন এক দিন তিনি দুহিতা সমভিব্যাহারে বৃক্ষশাখাবিশেষনির্ম্মিত করণ্ডের মধ্যে নবকুমারকে লইয়া নাইল নদীতীরে রাখিয়া দিলেন; শিশুর ভগিনী ভ্রাতার কি দশা হয় দেখিবার জন্য নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময়ে রাজকুমারী সহচরী সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সুন্দর হিব্রু শিশু দেখিতে পাইলেন এবং দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে গৃহে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। শিশুর ভগিনী জকিবেডকে ডাকিয়া আনিলে তাঁহাকে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। জল হইতে নীত বলিয়া এই সন্তানের নাম মুষা হইল, মুষা ইজিপ্টীয় নাম। ক্রমে মুষা সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণের জন্য রাজকুমারী ও রাজবাটীর সকলের চিত্ত হরণ করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইজিপ্ট রাজ্য এই সময়ে শিল্পবিদ্যা ও সভ্যতার আকরস্থান ছিল। কথিত আছে "মুষা ইজিপ্টীয় সকল প্রকার

জ্ঞানে সুশিক্ষিত, বাক্য ও কার্য্যে অতীব দক্ষ ছিলেন।” জোসিফস ফাইলো প্রভৃতি ইতিবেত্তারা কহেন, মূষা বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্কবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রাজ্য ও নীতিতত্ত্ব, শিল্প, সংগীতবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। তিনি এক জন ইজিপ্টীয় সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যাহা হউক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে দয়াময় ঈশ্বর আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁহার ভাবী মহৎ জীবনের উপযোগী শিক্ষাসকল তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এ দিকে আবার তিনি জকিবেডের নিকট তাঁহার পৈত্রিক ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। অল্পদিন পরেই মূষা ইজিপ্ট প্রদেশের কোন রাজ্যের সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু মূষা সে সমস্ত অবজ্ঞা করিয়া ক্রমে স্বজাতির প্রতি আসক্ত হইয়া দুঃখবিপদ-সাগরে আপনাকে নিঃক্ষেপ করিলেন। তিনি ইজিপ্টের রাজকুমারীর তনয় বলিয়া আখ্যাত হইতে অসম্মত হইলেন। এক দিন দেখিতে পাইলেন জনৈক ইজিপ্টীয় তাঁহার একজন স্বজাতিকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে। মূষার নিকট এ দৃশ্য অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি চতুস্পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া অত্যাচারী ইজিপ্টীয়কে বধ করিয়া তাহার মৃত দেহ বালুকায় প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। পর দিন দুইজন যিহুদী পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে দেখিয়া সস্নেহে অত্যাচারীকে বলিলেন “তোমার স্বজাতীয়কে প্রহার কর কেন?” তাহাতে সেই নির্ব্বোধ সক্রোধে উত্তর করিল তোমাকে আমাদিগের রাজা ও বিচারপতি কে করিয়া দিল? কল্য সেই ইজিপ্টীয়কে যেরূপে হত্যা করিয়াছ অদ্য আমাদিগকেও কি সেই প্রকারে বিনাশ করিবে?” মূষা দেখিলেন যে তাঁহার গুপ্ত কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এ দিকে রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মূষার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মূষা অনন্যগতি হইয়া আরব রাজ্যের মিডিএন প্রদেশে পলায়ন করিলেন। (ক্রমশঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদর্শন।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

মানুষ ঈশ্বরকে সম্মুখীন ভাবে দেখিতে অনিচ্ছুক। সাংসারিকতা নীচপ্রকৃতির অধীনতা জন্য, অথবা অনন্তকে অনুভব করিবার অসামর্থ্য বশতঃ এরূপ হয়, নির্দ্ধারণ করিতে যত্ন করিব না। কিন্তু সহস্র সহস্র লোক এইরূপ প্রত্যয় করিয়া সন্তুষ্ট যে ঈশ্বর অব্যক্ত, এবং কখন আপনাকে প্রকাশ করেন না; অত্যন্ত ভক্ত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাহারা অন্তরে বাহিরে দর্শন করে এবং কিছুই দেখিতে না পাইয়া শূন্যকে অপরিজ্ঞাত অবিদ্যমান ভূমি বলিয়া অর্চ্চনা করে। তাহারা ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিতে যত্ন করে না। সিদ্ধগণ তাঁহাকে দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারে না। সর্ব্বব্যাপীর অর্থ কি? মানুষ কি যথার্থ সত্য ঈশ্বরকে অবস্তু করিয়া ফেলিবে? আমি কি ঈদৃশ স্বপ্নদর্শিত্বের প্রশংসা করিব এবং ঈদৃশ কল্পনাকে প্রশ্রয় দিব? ঈশ্বর করুন যেন এরূপ না হয়। যদি আমি কল্পনা এবং গুণচিন্তনকে সমাদর না করি, তবে আমার ঈশ্বরও কল্পনা বা গুণচিন্তন হইতে পারেন না। আমার দর্শনের দর্শনে কল্পিত দেবতা বা বর্ত্তমান কালের তর্ক যুক্তিসিদ্ধ গুণচিন্তন নাই। এ দুইকে মিথ্যা জানিয়া সকলে [illegible] কল্পনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মনের ভাব মাত্রকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা না করেন। শক্তি জ্ঞান পবিত্রতার ভাবকে কি ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে? ভাবই কি ঈশ্বর? চিন্তাই কি ঈশ্বর? গুণ চিন্তা করা আলোচনা করা এক কথা, বস্তু প্রত্যক্ষ করা আর এক কথা। তোমার ঈশ্বরের গুণের ভাব ঠিক হইতে পারে, কিন্তু তুমি সে সকল চিন্তাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করিতেছ। এ সকল ভগ্নালোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সহজে অনুভব করিবার জন্য তুমি যথার্থ ঈশ্বরের স্বভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, ইহা দর্শন নহে। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ একাধারে সমগ্র গ্রহণ অতীব প্রয়োজন। ঈশ্বরকে সম্মুখীন ভাবে দেখিবার জন্য সমুদায় আলোককে একটি বিন্দুতে আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে এবং সমগ্র একত্র অনুভব করিতে হইবে। যখন আমি আপনাদিগকে দেখিতেছি তখন আমি কতকগুলি মনের ভাব দেখিতেছি না, কিন্তু, যথার্থ ব্যক্তিসকলকে দেখিতেছি। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে আমরা অন্তর্ব্বর্ত্তী চেতনার চিন্তা বা ভাব অনুসরণ করি না, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাহ্য যথার্থ বস্তুকে গ্রহণ করি। [illegible] ও গুণমাত্র গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু এই সকল দৃশ্য ও গুণ সহজজ্ঞানে অব্যবহিতরূপে গুণাধারে সংলগ্ন অবিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যখনি আমরা কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা বলি, তখন আমরা বর্ণ আকরাদির কথা বলি না, কিন্তু সেই বস্তুর কথা বলি যাহাতে ঐ সকল গুণ আছে। যখন ঈশ্বর দর্শনের কথা বলি, তখন তাঁহার কতকগুলি গুণের কথা বলি না; কিন্তু তিনি পুরুষরূপে যদ্রূপ তাহাই বলিয়া থাকি। তখন আর শক্তি প্রেম পবিত্রতা গুণের বহুত্ব থাকে না, কিন্তু সেই সকল এক ঈশ্বরে একীভূত হইয়া যায়। সমুদায় পরিবর্ত্তনের মধ্যে তিনি এক স্থায়ী নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ।

সংবাদ।

“ভক্তিকুসুম” নামে একখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। ইহা এক জন ভক্তিভাজন ব্রাহ্মিকা দ্বারা রচিত। ইহার মধ্যে ‘ব্রহ্মস্তব’ ‘সাধুপক্ষী’ ‘প্রার্থনা’ ‘সতীস্মৃতি’ ‘স্তোত্র’ প্রভৃতি কতকগুলি গদ্য পদ্যময় প্রবন্ধ এবং অনেকগুলি সুমধুর সঙ্গীত আছে। যে সকল মহিলাগণ ভক্তির সহিত নিত্য ঈশ্বরোপাসনা করেন তাঁহাদিগকে “ভক্তিকুসুম” বিশেষ সাহায্য দান করিবে। প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট প্রার্থীরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৮ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৪ ভাগ। ৬ সংখ্যা।	১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৮০১ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে যোগিজনবল্লভ পরমেশ্বর! যোগভূমি ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কত কাল বল অযোগী হইয়া অবস্থান করিব। তোমার ভারতের যোগী সন্তানগণ এক দিকে যেমন উদার ছিলেন, সমুদায় ধর্ম্মকে একত্র সমঞ্জস করিয়া গ্রহণ করিতে যত্ন করিতেন, তেমনি স্বজাতীয় যোগের বিশেষ ভাব কিছুতেই দূরে পরিহার করিতেন না। তোমাতে নিয়ত স্থিতি করা তাঁহাদিগের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য যে সকল পথমধ্যগত উপায়, তৎপ্রতি তাঁহারা অণুমাত্র উপেক্ষা করিতেন না। তাঁহারা কর্ম্মযোগী ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল ব্রহ্ম লাভের জন্য। অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার সমুদায় উপকরণে তাঁহারা ব্রহ্মকে অবলোকন করিতেন। তাঁহারা জ্ঞানানুশীলন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জ্ঞানের প্রতিঘাতে সমুদায় জগৎ জীবচৈতন্য সহকারে অসার হইয়া এক মাত্র সারাৎসার ব্রহ্ম অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা ভক্তিযোগে প্রেমে তোমার সঙ্গে এক হইতেন। তোমার সহিত একত্ব লাভ, ইহাই তাঁহাদিগের সকল পথের চরম ছিল। হে জগজ্জীবন, ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি যদি তাঁহাদিগের উদারতা অনুসরণ করিতে না পারি, সমুদায় ধর্ম্মপথের সঙ্গে যোগকে সংযোগ করিতে না পারি, তবে বল আমি পূর্ব্বপুরুষগণের পদবীতে কি প্রকারে বিচরণ করিব? সমুদায় ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ভাব একাধারে গ্রহণ করিব ইহা যেমন প্রয়োজন, সর্ব্বোপরি যোগকে রক্ষা করাও তেমনি প্রয়োজন। ভারতের যে বিষয়ে বৈশিষ্য তাহা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সাধুমণ্ডলীর মধ্যে কি প্রকারে পরিগৃহীত হইব। গোলাপ যদি গোলাপ না থাকিল তবে তাহার আদর রহিল কোথায়? পৃথিবীর এক এক জাতি এক এক বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র সুন্দর পুষ্প হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অন্য শত পুষ্পের সঙ্গে মিলিত হইলে বিচিত্রতায় তাহার সৌন্দর্য্য আরো বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু আপনি কখন বিলুপ্ত হইয়া যায় না। হে সৌন্দর্য্যনিধান, পৃথিবীর সমুদায় জাতি তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ ভাব লইয়া তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুশোভিত করিতেছেন, কিন্তু ভারতে যখন তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন তাহার বিশেষ ভাব হারের মধ্যমণি হইয়া অবস্থিতি করিবে। অতএব হে জগদীশ, যাহাতে সেই বিশেষ ভাবে পরিচিত আর্য্যমহর্ষিগণের কুলের চিরসম্মান জীবনে রক্ষা করিতে পারি তুমি এ প্রকার আশীর্ব্বাদ বিধান কর।

"গমনাগমন।"

গমন এবং আগমন এই দুই শব্দের মধ্যে মনুষ্যের জীবন ও মুক্তি দুইই নিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রস্থান ও প্রত্যাবর্ত্তন এ দুয়েতে মনুষ্য জীবন। মনুষ্যের প্রথম গতি কোথা হইতে ঈশ্বরের শক্তি হইতে। এ ব্রহ্মাণ্ড ছিল না, কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি হইতে। ক্ষুদ্র জীবচৈতন্য কোথা হইতে নিঃসৃত হইল? সেই অনন্ত চৈতন্যসাগর ঈশ্বর হইতে। প্রত্যেক মনুষ্য কি তবে অনাদি কাল হইতে আছে, জন্ম কেবল মর্ত্ত্যে প্রকাশ মাত্র, তাহা নহে শক্তিতে অবস্থিতি এবং কার্য্যাকারে পরিণতি এক নয়। কারণ এবং কার্য্য এক ও অভিন্ন ইহা প্রাচীন ভ্রান্তি। সামর্থ্যে কার্য্য কারণকে অতিক্রম করিতে পারে না সত্য, কিন্তু কারণ হইতে কার্য্য রূপান্তর ভাবান্তর হইয়া হয়। কার্য্যরূপে স্থিতি, এবং শক্তিরূপে স্থিতি এ দুই এজন্য স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের শক্তিরূপে জীব ও জড় নিত্য, কিন্তু তাহারা যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহার আদি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অন্ত আছে। অতএব জীবরূপে পৃথিবীতে মনুষ্যের প্রথম প্রকাশ তাহার প্রথম গতি। এই গতিতে ক্রমান্বয়ে যতই ঈশ্বর হইতে দূরে প্রস্থান হয়, ততই জীবের অসদ্গতি। যখন দূর হইতে ঈশ্বরাভিমুখে পুনরায় জীবের গতি হয়, তখন তাহাকে আগমন বলা যায়। এই আগমন সদ্গতি, মুক্তি, পরিত্রাণ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হয়।

গমন স্বীয় মূলশক্তি হইতে প্রস্থান এবং আগমন তাহার সঙ্গে পুনর্মিলন, ইহাতেই মনুষ্যের সমগ্র ইতিবৃত্ত নিঃশেষিত হইল। আমরা ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা বলে মূল হইতে দূরে যাইতেছি। পাপ অবাধ্যতা দূরে প্রস্থানের কারণ। যেথান হইতে আমাদিগের প্রথম গতি হইয়াছে উহাই আমাদিগের স্বগৃহ। দুঃখ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া মন যখন কাতর হয়, তখন স্বগৃহের দিকে দৃষ্টি ফেরে। কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তি দুর্ব্বাসনা তাহার হস্ত পদ এমনি বদ্ধ করিয়াছে যে সে এখন সহজে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। অনন্যগতি অন্যনোপায় হইয়া সে যাঁহার নিকট হইতে আসিয়া এখন দূরে পড়িয়াছে, তাঁহারই শরণাপন্ন হয়। মাতা গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, সন্তান প্রবাসে আসিয়া দূরস্থ হইয়াছে, এখন তাহার অভিলাষ মাত্রেই যে নিমেষের মধ্যে এত দূর অতিক্রম করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবে সম্ভাবনা কোথায়? বহু সাধ্য সাধনা করিয়া পরিশেষে সে সেখানে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। এই সাধ্য সাধনা উপাসনা প্রার্থনা ভজন সাধন। এতদ্দ্বারা আত্মার পরমাত্মার সহিত পুনর্ম্মিলন হয়। এই পুনর্ম্মিলনই স্বগৃহে প্রবেশ; ইহাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ, স্থিতি ও সদ্গতি।

এখন দেখা উচিত এই পুনর্ম্মিলন কিরূপে সাধিত হইতে পারে। দুষ্প্রবৃত্তি দুর্ব্বাসনা যদ্দ্বারা তাহার বিচ্ছেদ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে সকলের সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে পুনর্ম্মিলন অসম্ভব। নির্ব্বাণ এই জন্য সেই উপায়, যদ্দ্বারা দূরগত বিদেশস্থ আত্মা স্বগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিয়া সেখানে স্থিতি করিতে সক্ষম হইবে। নির্ব্বাণ তীব্রবৈরাগ্যসাধ্য। অবস্তুকে বস্তু মনে করিয়া, অসারকে সার জানিয়া আত্মা তাহাতে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহার ভিতরের দিকে দৃষ্টি নাই, স্বগৃহের প্রতি দৃষ্টি নাই। তাহার ইন্দ্রিয়গণ, তাহার প্রবৃত্তি সকল সেই সকলের সঙ্গে এমন সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, মন তাহাদিগের হস্তের এমনই ক্রীড়ন সামগ্রী হইয়াছে যে, তীব্রবৈরাগ্যযোগে বিরাগ উৎপন্ন না হইলে, সে সকল বিষয় হইতে মন অব্যাহতি পাইতে পারে না। অবস্তুর অবস্তুত্ব, অসারের অসারত্ব, পরিণামে যাহা দুঃখজনক তাহার হেয়ত্ব, চিন্তাযোগে হৃদয়ে বদ্ধমূল না করিলে, তৎপ্রতি গভীর ঘৃণা উৎপন্ন না হইলে, তাহার জ্বালা কিছুতেই নির্ব্বাণ হয় না। সুখ দুঃখ, মান অপমান, ঘৃণা নিন্দা প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ে মনের বিরতি না হইলে অপ্রতিহত শান্তি কখন মনে উদিত হইতে পারে না। মনে যে সকল প্রবৃত্তি আছে

বাসনা আছে, তাহাদিগের আবেগে মন সর্ব্বদা অস্থির অশান্ত থাকিলে সমাধিজনিত শান্তি কি প্রকারে অন্তরে উদিত হইবে? এই জন্য মনের ভিতরে যত গুলি অভিলাষ বাসনা প্রবৃত্তির প্রদীপ আছে সকল গুলি নির্ব্বাণ করিয়া দিলে নির্ব্বাণজনিত শান্তি আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিত। পূর্ব্বে যে সমুদায় কারণে আত্মা স্বগৃহ হইতে দূরে প্রস্থান করিয়াছিল, সেই সকল কারণের নিবৃত্তি হওয়াতে এখন চিদ্ঘন স্বকারণে অনুপ্রবিষ্ট হইতে আর বিলম্ব থাকে না। এ সময়ে কারণের কর্তৃত্ব এবং কার্য্যের অধীনত্ব সমাগত হয়। অপরের শক্তিতে বিধৃত থাকিয়াও যে এত দিনআপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া বিবিধ তাপে প্রপীড়িত হইয়াছে, সে এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিল। সমুদায় গুণতরঙ্গ নিবৃত্ত হইয়া এখন প্রবাস হইতে স্ববাসে প্রত্যাগমন করিল, এবং সে "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্" হইয়া কৃতার্থ হইল। বিমুখ গতির বিরতি হইয়া গমন শেষ হইল, এবং গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়া তাহার আগমনের দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রোধ দ্বেষ হিংসা দুরভিলাষ প্রভৃতি সমুদায় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া সে শান্ত হইল, পরিশেষে আত্মাভিমান পর্য্যন্ত হইতে বিরত হইয়া যিনি সর্ব্বে সর্ব্বা, সর্ব্বথা ইচ্ছা ও ভাবে তাঁহার অধীন এবং তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া সে সরল শিশুর ন্যায় মাতৃক্রোড়ে অশোক, অভয় এবং চির সুখ অনুভব করত নিজ জীবনে উচ্চতম লক্ষ্য সাধন করিল। আমরা আজও সকলে গমন করিতেছি, ঈশ্বর করুন যেন এই গমন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মাতৃগৃহে পুনরাগমন করিতে পার।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।

সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র ফলোপধায়ক নহে, অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মে এ কথা কি কখন সংলগ্ন হইতে পারে? যদি এ পৌরাণিক শ্লোকে কোন সত্য থাকে তবে আমরা উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না, অথচ অসাম্প্রদায়িকত্বও আমরা পূর্ণ মাত্রায় রাখিতে চাই। এ দুই কি যুগপৎ সম্ভব? হাঁ সম্ভব, ইহাই আমরা এ প্রবন্ধে প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

অগস্ত কমট্ বলেন, জড়োপাসনা হইতে বহু দেবোপাসনায়, বহু দেবোপাসনা হইতে একেশ্বরোপাসনায় ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি একেশ্বরোপাসনাসময়ে ঈশ্বরোপাসনা একেবারে তিরোহিত হইবার সময়। এ কথা শুনিতে বাতুলোক্তি প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে সত্য আছে। কমট্ জড়বাদী, বাহিরে আড়ম্বরের প্রাচুর্য্য তিনি ধর্ম্মের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। একেশ্বরোপাসনা সময়ে বাহিরের উপকরণ আড়ম্বর তিরোহিত হইয়া যায়, এ জন্য তিনি ধর্ম্মের তিরোধান মনে করিতে পারেন; কিন্তু আধ্যাত্মিক যাঁহাদিগের জীবন তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য উপকরণরাশির কি প্রকার অল্পতা হইতে থাকে। সুতরাং বাহ্যাড়ম্বরের বিলোপ ইহাঁদিগের নিকট ধর্ম্মের দৌর্ব্বল্য নহে; কিন্তু প্রাবল্য। তবে অতীত এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন কোন একেশ্বরবাদিগণের প্রতি কটাক্ষ করিলে কম্‌টের কথার মধ্যে যে কথঞ্চিৎ সত্য আছে বুঝিতে পারা যায়। একেবারে আস্তিকতা হইতে নাস্তিকতা ঈদৃশ বিষম পরিবর্ত্তন একেশ্বরবাদিগণের জীবনে দৃষ্ট হয়। এক সময়ে তাঁহারা উপাসনা প্রার্থনা করিতেন অথচ কেমন বিপরিবর্ত্তন? এতদ্দর্শনে

"মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" এই কথাই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।

ঈদৃশ বিপরিবর্ত্তনের মূল অন্বেষণ করিতে অধিক পরিশ্রম স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বরকে দ্বিবিধ ভাবে দর্শন করিবার যে প্রণালী আছে তাহারই মধ্যে ইহার কারণ নিহিত আছে। ব্রহ্ম অনন্ত অজ্ঞেয় এ কথা কে অস্বীকার করিবে? অনন্ত অজ্ঞেয় ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে গিয়া চিত্তের তাদৃশ অভিনিবেশ হয় না, সুতরাং মন অল্পে অল্পে ঈশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয়। যাহা মনুষ্য ধরিতে ছুঁইতে পায় না, তাহার উপরে সে কি প্রকারে আপনার সমগ্র অমূল্য জীবন নিঃক্ষেপ করিবে। যিনি স্বয়ং অগম্য, যাঁহার ক্রিয়া বুদ্ধির অগম্য, তাঁহাকে লইয়া অল্প আয়ু নিঃশেষ করিয়া ফল কি? যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, ভোগ করিতেছি, তাহা ছাড়িয়া কেন অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অশ্রাব্য, অভোগ্য বিষয়ের অনুসরণ করিব? এ জন্যই মনুষ্য ঈদৃশ ঈশ্বরে অধিক দিন বাস করিতে পারে না, হস্তলগ্ন আশুসুখদ সংসারকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়।

কিন্তু ঈশ্বর শুদ্ধ কি অনন্ত অজ্ঞেয়? তাঁহাকে কি আমরা ধরিতে ছুঁইতে পাই না। ঈশ্বরের অন্য দিক্ দেখিলে আর এ কথা বলিতে পারা যায় না। সৃষ্টিমধ্যে তাঁহার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ কর, দেখিবে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবের মুখ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া দর্শন করিয়া যেমন তাঁহাকে বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ কর, ঈশ্বর তদপেক্ষা যদি অধিক প্রত্যক্ষও না হন, কোনরূপে ন্যূন প্রত্যক্ষ নহেন। ঈশ্বরকে নিজ আত্মার মধ্যে, অপরের মধ্যে, জাতীয় এবং স্বীয় ইতিহাসমধ্যে জাগ্রৎ জীবন্ত নিত্যক্রিয়াশীল পরম শক্তিরূপে অবলোকন না করিলে তিনি সর্ব্বদা জ্ঞানচক্ষের নিকট কি প্রকার প্রকাশিত থাকিবেন? এরূপ ঈশ্বর না হইলে তাঁহার হাতে সমুদায় জীবনইবা কি প্রকারে অর্পণ করা যাইতে পারে? মনুষ্যকে নিতান্ত সামান্য ক্ষুদ্র বলিয়া যদি রাজরাজেশ্বর স্বীয় রাজসিংহাসনে দূরে বসিয়া থাকিলেন, ভ্রমেও দুঃখী প্রজাদিগের দিকে যদি ফিরিয়া না চাহিলেন, তবে প্রজারাই বা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইবে কি প্রকারে? ফলতঃ ঈশ্বর কখন এ প্রকার নহেন। যাহা তিনি নহেন, তদ্রূপ তাঁহাকে স্থির করিয়া মনুষ্য নাস্তিকতার সাগরে নিপতিত হইয়াছে।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে" এ কথার সঙ্গে উপরে যাহা বলা হইল তাহার যোগ কি? বিলক্ষণ যোগ আছে। আমরা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় মানি না, কিন্তু পৃথিবীব্যাপী মনুষ্যসম্প্রদায়ের আমরা অন্তর্গত। পৃথিবীর যে কোন স্থানে বিশেষ বিশেষ সময়ে এক এক জাতি ধর্ম্মের নূতনতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তখনি ঈশ্বরের বিশেষ ক্রিয়া প্রথমতঃ এক বা ততোধিক লোকে প্রকাশ পাইয়া পরিশেষে উহা সমগ্র জাতির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা পুষ্প, প্রাণিসমূহ, মনুষ্যাত্মা, এ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ দর্শন যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে এই সকল বিশেষ সময়কে আমরা কখন দূরে পরিহার করিতে পারি না। যখন যে সোপানে যে জাতি আরোহণ করে, তাহার বহু দিন পূর্ব্ব হইতে সে জাতি তদ্গ্রহণ জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। শেষে পূর্ণ সময়ে এক ব্যক্তি বা ততোধিক ব্যক্তিতে উহা সাধারণ সমক্ষে বিকাশ হইয়া পড়ে। সেই সোপানের সঙ্গে সেই ব্যক্তি চিরপ্রোথিত হইয়া যান, যিনি যখনি সেই সোপানে আরোহণ করেন, তখন তৎসহ তাঁহার অভিন্নতা সমুপস্থিত হয়।

ঈশ্বরের ক্রিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে হইলে, এই সকল সময় বিশেষ অনুকূল। অন্য সময়ে মনুষ্য তাঁহার ক্রিয়ার দিকে দৃক্পাত করে না, কিন্তু বিশেষ সময়ে মনুষ্যের দৃষ্টি বলপূর্ব্বক সেই দিকে নীত হয়। যে সকল ব্যক্তি একেশ্বরবাদী হইয়া এই সকল বিশেষ সময়ে ঈশ্বরের

বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সঙ্গে নিজ আত্মাকে সম্মিলিত করিতে পারে না, তাহারা আধ্যাত্মিক উচ্চভূমিতে কখন আরোহণ করিতে পারে না। সুতরাং নিম্ন অজ্ঞেয় ভূমিতে নিপতিত হইয়া তাহাদিগের জীবন শুষ্ক নীরস এবং বিশ্বাসবিহীন হইয়া পড়ে। বিশেষ বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ লোকের নাম ধামের সর্ব্বদা প্রয়োজন আমরা এ কথা বলি না। উপাসনাসাধনভজনযোগে আত্মা যখন তত্তৎ-সময়ের ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সেই সেই সময়ে যে যে ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তৎসহ আত্মার একতা জন্মে। এই একতাই তত্ত্-মহল্লোকের সঙ্গে একতা। শরীর যেমন অসার জড়পদার্থ ক্ষণধ্বংসী, নাম দেশ ও জাতিও তেমনি। ভাব চিরস্থায়ী নিত্য, তৎসহ সম্মিলনেই সম্মিলন। সুতরাং নাম ধামাদি না জানিয়াও তদ্ভাবে ভাবুক হইলেই হইল। সমস্ত-মনুষ্যসমাজব্যাপী সম্প্রদায়ের সহিত একতা এইরূপেই হয়। দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞান, ভক্তি, আশা, বিশ্বাস, দাস্য প্রভৃতিতে যাঁহারা আদর্শ, চিত্ত তাঁহাদিগের অনুরূপ না হইলে, চিরজীবন ঈশ্বরে অর্পণ অসম্ভব। এই সকল সোপানে আরোহণ এবং তত্তৎ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া পরিচিত হওয়া একই। অতএব আমরাও এই আর্য্য পৌরাণিকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া বলিতে পারি "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

"উপকারী শত্রু।"

বিধানের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে শত্রুর প্রয়োজন। বিনা শত্রুতে কোন কালে বিধান-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় না। যাহারা বিধানের ছায়ায় বর্দ্ধিত হয়, তাহারা বাধা না পাইলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহাদিগের উৎসাহ বল বৃদ্ধি করে, এমন উপকারী মিত্র কে ? তাহারা, যাহারা প্রচারিত সত্যের বিরোধে দণ্ডায়মান। বিধানের অনুকূল লোক সকল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জীবিত থাকিবেন, আর প্রতিকূল লোক সকলের নাম চিহ্ন থাকিবে না, ইহা যাহারা বলে তাহারা সত্য কি জানে না। বিধানে অনুকূল প্রতিকূল উভয় বিধ লোকেরই প্রয়োজন। যাহারা বুঝিতে না পারিয়া বা প্রতিকূল স্রোতে পড়িয়া বিরোধী হইল, তাহারা স্ব স্ব বিরোধাচরণ দ্বারা বিধানকে অগ্রসর করিল। বিধানকে অগ্রসর করিবার জন্য তাহাদিগের প্রয়োজন, সুতরাং ইতিহাসের পত্র হইতে তাহাদিগের নাম কখন তিরোহিত হইতে পারে না। পৃথিবীতে যত বিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে অনুকূল প্রতিকূল দুইই ইতিহাসপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছে।

বিরোধই জীবনের মূল। বিরোধ না থাকিলে আজ মনুষ্যসমাজে যে উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে তাহা কখন লক্ষিত হইত না। প্রকৃতি যদি মনুষ্যকে ঝটিকা বৃষ্টি করকাপাত প্রভৃতি দ্বারা উদ্বেজিত না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্ম্মাণ কৌশলাদি কখন উদ্ভাবিত হইত না। মনুষ্য অলস, সে প্রতিঘাত না পাইলে জাগ্রৎ হয় না। সুতরাং সকল বিষয়ে বিরোধ দ্বারা তাহার চৈতন্য হয়। সকল মনুষ্য এক সময়ে উন্নতির সমসোপানে আরূঢ় থাকিবে, ইহা কখন সম্ভবে না। সুতরাং সত্যালোকদর্শনসম্বন্ধেও মনুষ্যের নিয়ত তারতম্য হয়। সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ, এবং তদ্বিরুদ্ধ যাহা প্রতীত হয় তৎপ্রতি বিরাগ, স্বাভাবিক। এই বিরাগের সঙ্গে যখন দ্বেষাদি মিলিত হয় তখন সত্যসম্বন্ধেও মনুষ্যে মনুষ্যে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। এই বিরোধের ফল অতাব শুভ। যাঁহারা দ্বেষাদি বিরহিত হইয়া সত্যের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে যাহারা পূর্ব্বসংস্কারাদিতে পরিচালিত হইয়া বিদ্বেষ সহকারে বিরোধাচরণ করে, তাহাদিগের দ্বারা সত্যানুসন্ধায়িগণের উৎসাহ, অভিনিবেশ,

তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার প্রভৃতি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। যদি এই মানবীয় উচ্চভূমিতে সঙ্ঘর্ষণ না থাকিত, উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না।

আলোক ও অন্ধকারের স্থিতিতে আলোকের মহিমা বর্দ্ধিত হয়। কৃষ্ণবর্ণ চিত্রফলকের উপরে বিচিত্র বর্ণ আরোপিত করিলে তবে চিত্রের শোভা নয়ন মন হরণ করে। সত্যের পক্ষপাতী এবং তদ্বিরোধী লোকগণের এক সময়ে উদয় না হইলে সত্যের বল ও সৌন্দর্য্য এবং গূঢ় প্রচ্ছন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় প্রস্ফুটিত হয় না। যাঁহারা একটি সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই একটি সত্যকে প্রস্ফুট করিবার জন্য কত শত্রু হইয়াছে। যাঁহারা অনেকগুলি সত্য একত্র সমাবেশ করিবেন, তাঁহাদিগের কত অধিক শত্রু হইবে। অতএব আমরা আমাদিগের প্রচারিত সত্যের বিরোধিগণকে অভিশাপ প্রদ ন করিতে পারি না, তাহারা আমাদিগের পরমোপকারী মিত্র। তাহারা নিয়ত আমাদিগের উৎসাহ বল বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে, যে কার্য্য দশ বৎসরে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না দশ দিনে তাহা সম্পন্ন করাইয়া দিতেছে। শত্রুগণ আমাদিগের বিধানের পরম হিতকারী বন্ধু এবং যে কেহ যে কোন কারণে শত্রুতা করিবে তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিন্দা দ্বেষ হিংসাদির ঊর্দ্ধে যেন আমরা নিয়ত অবস্থান করি।

পারত্রিক সুখ।

[গত পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবে লিখিত।]

ব্রহ্মপূজা করিলে জীবের ঐহিক পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণ হয় ;—এই কথার গূঢ় অর্থ কি ? ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যাঁহারা ব্রহ্মানন্দরস পান করিবার জন্য তৃষিত তাঁহারা ব্রহ্মকৃপা বলে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐহিক সুখের লালসাকে নির্ব্বাণ করেন। তবে ব্রহ্মপূজা করিলে ঐহিক কল্যাণ হয় এই সাধু বচনের তাৎপর্য্য কি ? ইহলোকে থাকিয়া পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়াই যথার্থ ঐহিক কল্যাণ অর্থাৎ প্রকৃত সাধন। ঐহিক সুখভোগ যদি পরলোকসাধনের অনুকূল না হয় সেই সুখ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ঈশ্বর জীবাত্মাকে পারত্রিক সুখ ভোগ করাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যতই আত্মা পারত্রিক সুখ ভোগ করে ততই ইহার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি হয়, এবং ততই ইহার উচ্চ দেবস্বভাব বিকসিত হয়। পক্ষান্তরে জীবাত্মা যখন পরলোক এবং পারলৌকিক আনন্দ বিস্মৃত হইয়া ইহলোকে বিষয়-সুখ ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন ইহার নিতান্ত হীনাবস্থা উপস্থিত হয়। সে তখন পাপবিকারে অন্ধ হইয়া আপনার ঈশ্বর এবং পরলোকরূপ জননীর অমৃত নিকেতন দেখিতে পায় না। যখন আত্মা প্রকৃতিস্থ হয় তখন সে ইহলোকেই পরলোক, সংসারেই বৈকুণ্ঠ, অথবা ধরাতলেই স্বর্গ দেখিতে পায়। ব্রহ্মপূজা ভিন্ন কেহই ইহলোকে পরলোক দেখিতে পায় না। এই জন্যই সকল দেশের এবং সকল যুগের সাধুরা এক বাক্য হইয়া বলিয়াছেন, ব্রহ্মপূজা করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণ হয়। ব্রহ্মপূজা করিলে, সাংসারিক সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হয় এ প্রকার নীচ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মপূজা প্রচার করা কোন সাধুর উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মপূজা করিলে ইহলোকেই পারত্রিক সুখের অধিকারী হওয়া যায় এই সত্য প্রচার করাই সাধুদিগের অভিপ্রায়। বস্তুতঃ আমরা দেখিতেছি যখন আমরা সচৈতন্যে ব্রহ্ম পূজা করি তখন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া উঠে। ব্রহ্মপূজার সময়ে ইহলোক পরলোকের ব্যবধান থাকে না। তখন ঐহিক ক্ষুদ্র পাত্রের মধ্যে অনন্ত পরলোক রাজ্য দেখা যায়। ইহলোকের পিতা মাতার মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডের পিতা মাতার প্রতিনিধি, ইহলোকের সাধুস্বামীর হৃদয়ে সেই বিশ্বপতির প্রতিনিধি, ইহলোকের শিশুদিগের মধ্যে সেই স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সেই এক পুরাতন অনন্ত ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিয়া সাধক ইহলোকে থাকিয়াও পারত্রিক সুখ সম্ভোগ করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মরাজ্যে বঞ্চক কে ? যে ঈশ্বরের কার্য্য ঈশ্বরে আরোপ করে, অথবা যে ঈশ্বরের কার্য্য আপনাতে আরোপ করে ? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিবেন, যে ঈশ্বরের কার্য্য আপনাতে আরোপ করে, সেই বঞ্চক। কিন্তু সংসারকে জিজ্ঞাসা কর সে এতকাল হইল সেই সকল লোকের প্রতি কি প্রকার আচরণ করিয়াছে, যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য আপনাতে আরোপ করা ভয়ানক ঈশ্বরাবমাননা মনে করিয়াছেন। সংসার চির দিন তাঁহাদিগের জন্য ক্রুশ, অগ্নি, বিষ, শস্ত্র নিজ কোষে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।

আজ কি সংসারের চৈতন্য হইয়াছে? কথনই না। এক ব্যক্তি ঈশ্বরের নামে কোন কথা বলিলে বা করিলে, ঈশ্বরবিমুখ সংসারের জীব এখনো তাহার মস্তকের উপরে সকোপে শিলা বর্ষণ করিবে। তাহারা বলিবে, "এই সকল লোক বঞ্চক; কেন না ইহারা ঈশ্বরের নামে মন্দির স্থাপন করিতেছে। আমরা অতি ভদ্র, কোন মহত্তর কল্যাণ সাধন করিলেও আমরা ঈশ্বরের নামে তাহা করি না, উহা আমাদের নামে স্বাক্ষর করিয়া পৃথিবীর নিকটে উপস্থিত করি। কারণ যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরের নামে জনসমাজে উপস্থিত করা ঈশ্বরাবমাননা। কি জানি বা কোন একটি বিষয় যাহা নিজের, ভ্রমক্রমে তাহা ঈশ্বরে আরোপিত হয়, এই ভয়ে আমরা ঈশ্বরের নাম করা একেবারে তুলিয়া দিয়াছি। কেমন, হে সংসারের জীবসকল, এ কি আমরা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করি নাই?" যাহারা ঈশ্বরবিমুখ সংসারের জীব তাহারা এই কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিবে, কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসিগণ তাহাদিগের কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দিয়া, ঈশা সক্রেটিস প্রভৃতির ন্যায় অকুণ্ঠিতচিত্তে সংসারের হস্ত হইতে ক্রুশ, শস্ত্র, গরলপাত্র গ্রহণ করিবেন।

সংসারী অল্পবিশ্বাসী লোকের নিকটে এত করিয়াও ঈশ্বর সাপরাধ রহিয়া গেলেন। কি জানি বা তাহারা মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হয়, এজন্য তিনি তাহাদিগকে বিদ্যা ধন খ্যাতি রাজপদ পর্য্যন্ত অর্পণ করিলেন, আর অতি সামান্য শ্রেণীর লোক হইতে আপনার দাসদিগকে মনোনীত করিয়া লইলেন, কিন্তু তথাপি তাহারা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা এই বলিয়া কুপ্ত হইল, দেখ দেখি অবিচার! আমরা বিদ্যাতে ধনেতে খ্যাতিতে রাজসম্পদে এত গৌরবান্বিত, অথচ কতকগুলি মূর্খ, হতদরিদ্র, অন্ধপ্রত্যয়ী লোকদিগকে ঈশ্বর আপনার বলিয়া মনোনীত করিয়া লইলেন। সংসারের বিচারালয়ে মনোনয়নে ঈদৃশ অবিচার কোন দিন হয় না। ঈশ্বরের দ্বারে তাহারা এই বলিয়া আক্রোশ জানাইল, কিন্তু তিনি এই বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন "রে অভিমানী অবোধ মনুষ্যসন্তানসকল! তোরা আমাপ্রদত্ত দানে স্ফীত হইয়া মস্তক অভিমানে পূর্ণ করিয়াছিস্। তোরা নিজ কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন আমার কর্ত্তৃত্ব গ্রাহ্য করিস্ না। এমন কি আমার শুভসংবাদ আমার নামে প্রচার করিলে কি জানি বা তোদের নাম ডুবিয়া গিয়া আমার নাম স্থাপিত হয়, এজন্য আমার নাম করিতে কুণ্ঠিত। আমি যাহা তোদেক দিয়াছি, তাহাতে তোরা সন্তুষ্ট থাক্। আমি তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিব, যাহারা আপনার গৌরব অন্বেষণ না করিয়া আমার গৌরব অন্বেষণ করে। আমি তাহাদিগের নাম অমরত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করিব, যাহারা আপনার নামে শুভসংবাদ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত। আমি তাহাদিগকে মনুষ্য সমাজে উচ্চ স্থান প্রদান করিব, যাহারা আমার জন্য ঘৃণিত নিন্দিত অবমানিত এবং পৃথিবীর নিকট হেয় হইয়াছে। আমি বিচিত্রকার্য্যকারী ঈশ্বর। আমি ক্ষুদ্রকে মহৎ করি, মহত্ত্বাভিমানীকে ক্ষুদ্র করি, মূর্খকে জ্ঞানী করি, জ্ঞানাভিমানীকে নির্ব্বোধদিগের শ্রেণীতে ভুক্ত করি। যদি তোরা আমাকর্ত্তৃক মনোনীত হইতে অভিলাষ রাখিস্, তবে অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া নত হ, আমি তোদেক উন্নত করিব।"

যাঁহারা পৃথিবীতে কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁহারা সন্দিগ্ধমনা, এ কথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। সাধারণ লোকে গতানুগতিকে সন্তুষ্ট। তাহারা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে না, যাহা আছে তাহার বিপর্য্যয় সংঘটনকে তাহারা মহা বিপদ মনে করে। ধর্ম্মরাজ্যের একাদটি দৃষ্টান্ত লইলেই আমরা এ বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারি: সাধারণ লোকে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মে সন্তুষ্ট। তাহাতে ভ্রম থাকুক, দোষ থাকুক, বা কুসংস্কার থাকুক, তাহারা তাহার অনুসন্ধান লয় না। এমন কি অন্যে যদি তদ্বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে, তবে তাহারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরে। যদি তাহাতেও সে না মানে, তাহারা শরীর হইতে তাহার প্রাণ বিযুক্ত করিয়া লইয়া সমুদায় প্রশ্ন চির দিনের জন্য নির্ব্বাণ করিল মনে করে। অসত্যজাল ভেদ না হইয়া কোন দিন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সন্দেহ সংশয় এই জালকে চির দিন ভগ্ন করিয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মসংস্থাপক তাঁহারা সন্দিগ্ধচেতা। লোকে শুনিল ঈশ্বর বিধাতা, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, ঈশ্বর যদি বিধাতা হন, তবে তিনি যে সময়ে আমাকে অন্ন পান বস্ত্র জ্ঞান ধর্ম্মাদি দিতে আসিবেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিব, অন্যথা আমি বিশ্বাস করিব না। তিনি শুনিলেন ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, অপরে এই মাত্র শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, যদি ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, তবে আমি কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইব না? তাঁহাকে দেখিব, তবে এ সত্যে বিশ্বাস করিব। তিনি শুনিলেন, ভূত কালে মহাত্মাগণ ঈশ্বরের কথা শুনিতেন, এখন আর কেহ শুনে না, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, ঈশ্বর যাহা করেন চিরকাল করেন, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন না। আমি তাঁহার কথা শুনিব, তবে তিনি যে কাহাকেও কিছু বলিয়াছিলেন এ কথায় বিশ্বাস করিব। তিনি এই সকল স্থির করিয়া

অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন, এবং সকলি নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন। সন্দিগ্ধচিত্ততা হইতে তিনি মহৎ ফল লাভ করিলেন, সাধারণ লোকে আশুপ্রত্যয়ী অলস চিত্ত হইয়া সে ফলে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিল।

মহর্ষি মূষা।

মূষা রাজার ভয়ে ইজিপ্ট হইতে পলায়ন করিয়া আরবের অন্তঃপাতি মিডিএন দেশে একটি কূপের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন কএকটী কুমারী কূপ হইতে জল তুলিতে আসিয়া তত্রস্থ মেষপালকদিগের দ্বারা অপমানিত হইতেছেন। দুর্ব্বলের উপর অন্যায় অত্যাচার মূষার নিকট অসহ্য হওয়ায় তিনি ইজিপ্টের রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসিতের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এখানেও আবার সেই অত্যাচার দেখিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক দুষ্ট মেষপালকদিগকে পরাভব করিয়া মিডিয়ান কুমারীদিগকে রক্ষা করিলেন। কুমারীরা গৃহে আসিয়া তাঁহাদের পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করায় তিনি মূষাকে সাদরে গৃহে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত তাঁহার জিপোরা নাম্নী কন্যার বিবাহ দিলেন। এই ব্যক্তির নাম জেথ্রো। ইনি মিডিএনদিগের ধর্ম্মযাজক, একজন ধর্ম্মভীত লোক। এই প্রকারে ঈশ্বর আপন দাসকে আবার আশ্রয় দিলেন, ক্রমে জিপোরার গর্ভে মূষার গার্বোম এবং ইলিএজর নামে দুই পুত্র হয়। মূষা চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় ইজিপ্ট ত্যাগ করেন। মিডিএন দেশেও প্রায় চল্লিস বৎসর অবস্থিতি করেন। তিনি এখানে জেথ্রোর মেষপালনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি হোরেব পর্ব্বতের নিকট মেষ রক্ষা করিতেছিলেন। সম্মুখে দেখিতে পাইলেন যে কএকটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ জ্বলিতেছে কিন্তু দগ্ধ হইতেছে না। মূষা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন "মূষা মূষা আর অগ্রসর হইও না। পদদ্বয় হইতে চর্ম্মপাদুকা পরিত্যাগ কর। কারণ যে স্থানে তুমি দণ্ডায়মান তাহা পবিত্র ভূমি। আমি তোমার পৈতৃক ঈশ্বর।" মূষা এই কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে মুখ লুক্কায়িত করিলেন এবং ঈশ্বর গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি আমার লোকদিগের দুঃখ দর্শন ও ক্রন্দন শ্রবণ করিয়াছি, এখন তাহাদিগকে ইজিপ্টীয়দিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া যে দেশে নিয়ত দুগ্ধ ও মধু ক্ষরণ হয় তথায় লইয়া যাইব। ইজরাএল সন্তানদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমি তোমাকে ফেরোর নিকট পাঠাইব।" মূষা উত্তর করিলেন "হে প্রভো, আমি কে যে আমি ইজরাএল সন্তানের উদ্ধার সাধন জন্য ফেরোর নিকট যাইব?" ঈশ্বর বলিলেন "ভয় নাই। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" মূষা উত্তর করিলেন "যখন ইজরাএল সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদিগের পৈতৃক ঈশ্বরের নাম কি? তখন আমি কি উত্তর দিব?" "'যাহা আমি চিরকালই তাহা আমি' এই নাম আমার তুমি বলিও। 'আমি আছি' যাঁহার নাম তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমি ইজরাএল বংশের বৃদ্ধদিগকে একত্র করিয়া এই সমস্ত কথা বলিবে, তাহারা তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনিবে। তাহার পরে তোমরা সকলে একত্র হইয়া ইজিপ্টাধিপতির নিকট যাইয়া বলিবে, ইজরাএল বংশীয়েরা তিন দিনের জন্য দেবার্চ্চনা করিতে প্রান্তরে যাইবে, আপনি যাইতে অনুমতি দিন। ইজিপ্টাধিপতি তাহাতে সম্মত হইবে না, কিন্তু আমি তাহাকে যাহা বিধি হয় করিব।" মূষা উত্তর করিলেন "হে প্রভো! আমার তদ্রূপ বাক্‌পটুতা নাই যে আমি লোকদিগকে বুঝাইতে পারিব।" ঈশ্বর বলিয়া উঠিলেন "বল দেখি মনুষ্যের জিহ্বা কে নির্ম্মাণ করিল? আমিই কি তাহাকে মূক বা বধির, চক্ষুষ্মান্ বা অন্ধ করি না? অতএব ভয় করিও না আমি তোমার রসনায় অধিষ্ঠান করিব, যাহা বলিতে হইবে সকলি শিক্ষা দিব"। মূষা অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। তিনি আপনাকে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং এই কঠিন কার্য্যের জন্য অনুপযুক্ত জানিতেন। ভয়ে বিস্ময়ে ও বিনয়ে অবনত হইয়া বলিলেন "প্রভো! আমি মিনতি করিতেছি এ জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন।" ঈশ্বর মূষার অন্তরের অবস্থা জানিতেন। বার বার তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আমি জানি তোমার ভ্রাতা এরোনের বাক্‌শক্তি আছে। তিনি তোমার হইয়া কথা কহিবেন এবং তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া গমন কর।" অবশেষে মূষার অন্তরের অন্ধকার দূর হইল। তিনি কার্য্য ভার লইয়া বিনীত অন্তরে জেথ্রোর নিকট সকল কথা বলিলেন। জেথ্রো জামাতাকে ভূয়োভূয় আশীর্ব্বাদ করিয়া কন্যা ও দৌহিত্রদিগকে সঙ্গে দিয়া মূষাকে বিদায় দিলেন। কথিত আছে পথে মূষা অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ায় পরিবারকে জেথ্রোর গৃহে পুনঃ প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। এ দিকে বিধাতা এরোনকে প্রান্তরে মূষার সহিত মিলিত হইতে আদেশ করিলেন। দুই ভ্রাতায় প্রান্তরে অনেক দিনের পর একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া একহৃদয়ে বিশ্বাস আশা ও কৃতজ্ঞতার সহিত বার বার ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মূষা ও এরোন ইজরাএলদিগের বৃদ্ধদিগকে সকল কথা অবগত করায় তাহারা মস্তক অবনত করিল। সকলেই আনন্দিত হইয়া ফেরোর নিকট ইজরাএল বংশের বিদায় প্রার্থনার জন্য গমন করিলেন। ফেরো তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলেন, বিদায় দিলেন না। জীবন্ত

ঈশ্বরের বিধানে কে বাধা দিবে? ইজিপ্ট রাজ্য বিপদের পর বিপদের হস্তে পতিত হইল। মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদ আসিয়া চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। ফেরো দেখিলেন ইস্রাএল বংশের সহিত বিবাদ করা আর ঈশ্বরের সহিত বিবাদ করা এক। ভয়ে বিস্ময়ে অবশেষে মূষাকে ডাকিয়া বলিলেন তোমরা সকলে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর, কিন্তু আমার মিনতি শুন, আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন আর কোন বিপদ না হয়। এইরূপে ঈশ্বরের লোকেরা চারি শত ত্রিশ বৎসরের নির্ব্বাসনের পর দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে খৃষ্টাব্দ আরম্ভের ১৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে এপ্রেল মাসে যাত্রা আরম্ভ হয়। এই যাত্রায় প্রায় ২৫০০০০০ লোক ছিল তন্মধ্যে ছয় লক্ষ যুদ্ধের উপযুক্ত মনুষ্য পশ্বাদি লইয়া এই যাত্রা আরম্ভ করে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো ভক্তিশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

ভক্তেঃ কিং লক্ষণং কেন সাধ্যতে কিং প্রয়োজনম্।
আলম্বনং কিং বিজ্ঞেয়ং বুদ্ধিভেদনিবৃত্তয়ে॥ ১॥

ভক্ত্যনুশাসন আরভ্যমাণে কেয়ং ভক্তিরিতি সাবহিতে-নাবধারণীয়া, কিমত্র সাধনমালম্বনং প্রয়োজনং বা স্পষ্টং বেদিতব্যমন্যথা বিপৎপাতসম্ভাবনেতি সর্ব্বপ্রথমং তদেব প্রশ্নমুখেন প্রস্তৌত্যার্য্যঃ পরে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ, ভক্তেরিতি। ভক্তেঃ লক্ষণং পরিজ্ঞাপকচিহ্নং কিং, কেন উপায়েন সা সাধ্যতে, কিং প্রয়োজনং বাঞ্ছিতবিষয়ঃ, কিং আলম্বনং আশ্রয়ঃ, সর্ব্বমেতৎ বুদ্ধিভেদনিবৃত্তয়ে বুদ্ধের্ভেদঃ সংশয়াত্মতা তন্নিবৃত্তয়ে বিজ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যম্।

হৃদয়স্যানুরক্তির্যা বিদ্রুতা ভক্তিরিষ্যতে। ২।

কেয়ং ভক্তিঃ কিন্তস্যা লক্ষণং তদেবাভিদধাতি হৃদয়-স্যেতি। হৃদয়স্য যা বিদ্রুতা প্রাপ্তদ্রবীভাবা সুকুমারা অনু-রক্তিঃ অনুরাগঃ সা ভক্তিঃ ইষ্যতে ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞৈরিতি শেষঃ।

সা হি ভাববিশেষোঽঙ্গ যোঽসৌ নিত্যমুদঞ্চতি।
সত্যং শিবং সুন্দরং যৎ তদালোকনমাত্রতঃ॥ ৩॥

বস্তুসামুখ্যমেবাস্যাঃ পরমং সাধনমিতি প্রথমমালম্বন-মাচষ্টে সাহীতি। সা হি ভক্তিঃ অঙ্গ হে শিক্ষার্থিন্ ভাব-বিশেষঃ, যোঽসৌ ভাবঃ নিত্যং অনুদিনং সত্যং শিবং সুন্দরং যদ্ বস্তু তদালোকনমাত্রতঃ তদ্দর্শনমাত্রাদেব উদঞ্চতি উদ্গচ্ছতি। নাত্র বস্তুবিশেষস্যাবধারণং যদেব সত্যশিবসুন্দর-লক্ষণান্বিতং তদেবাস্যা উদয়ে হেতুরিতি ফলিতার্থঃ। বস্তুন্যপি সত্যং শিবং সুন্দরমত্রালম্বনং তদেব গুণত্রয়েনোদ্দীপনমিতি।

গুণেষ্বেতেষু হীনঞ্চেদেকেন হি বিহন্তি তৎ।
পূর্ণতাং বিক্রিয়াঞ্চাস্যা জনয়ত্যঞ্জসা শুভ॥ ৪॥

নাস্যাবেতদ্গুণত্রয়ব্যতিরিক্তমন্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে, অত-স্তন্যূনতায়ামস্যা অপূর্ণত্বং বিকারিত্বঞ্চাহ গুণেষ্বিতি। শুভ হে কল্যাণ এতেষু পূর্ব্বোক্তেষু সত্যশিবসুন্দরগুণেষু চেদেকেন হি হীনং তদ্ বস্তু অস্যা ভক্তেঃ পূর্ণতাং বিহন্তি নাশয়তি অঞ্জসা ঝটিতি বিক্রিয়াঞ্চ বিকারিত্বঞ্চ জনয়তি।

সত্যে মঙ্গলসম্পন্নে সুন্দরে পুরুষে পুনঃ।
প্রযুক্তা পূর্ণতামেতি বিকারাতীততামপি॥ ৫॥

কুতোঽস্যাঃ পূর্ণতাঽবিকারিত্বঞ্চ তদেবাহ সত্যইতি। সত্যে মঙ্গলসম্পন্নে শিবে সুন্দরে পুনঃ প্রযুক্তা কৃতার্পণা সা ভক্তিঃ পূর্ণতাং বিকারাতীততামপি অবিকারিত্বঞ্চ এতি প্রাপ্নোতি। সত্যে মঙ্গলসম্পন্নে সুন্দর ইতি বিশেষণ-ত্রয়স্য ভিন্নপদেনোপস্থিতে রয়মভিপ্রায়ঃ,পুরুষোঽয়ং সুন্দরঃ। কেন? মঙ্গলেন। কিংবাস্য মঙ্গলস্যাস্পদং? সত্যম্। ৫।

সেয়ং ভক্তির্হি বিজ্ঞেয়া বিশ্বাসমূলকা সদা।
বিশ্বাসেন বিনা ভক্তির্ন কদাচন তিষ্ঠতি॥ ৬॥

ভক্তের্মূলমাহ সেয়মিতি। সেয়ং ভক্তিঃ হি সদা বিশ্বাস-মূলকা বিশ্বাসভিত্তিভূমিঃ বিজ্ঞেয়া জ্ঞাতব্যা, ভক্তিঃ বিশ্বা-সেন বিনা কদাচন ন তিষ্ঠতি স্থিতিং করোতি। ৬।

দয়ামঙ্গলভাবোহি ভক্তেরালম্বনং স তু।
সত্যে প্রতিষ্ঠিতস্তস্য ধারণং যেন যস্তবেৎ॥ ৭॥

তত্র হেতুমাহ দয়েতি। দয়ামঙ্গলভাবোহি ভক্তেরা লম্বনং। স তু সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য দয়ামঙ্গলভাবস্য ধারণং যদ্ যস্মাৎ তেন বিশ্বাসেন ভবেৎ।

ভক্তিং বিনা চেদ্ বিশ্বাসঃ কাপি তিষ্ঠতি তিষ্ঠতু।
ভক্তৌ বিনিহিতঃ সোঽয়মবিজ্ঞাতোঽপি তিষ্ঠতি॥ ৮॥

তস্যাঃ প্রতিনিয়ত বিশ্বাসাপেক্ষিত্বমাহ ভক্তিমিতি। চেদ যদাপি ভক্তিং বিনা কাপি বিশ্বাসঃ তিষ্ঠতি, তিষ্ঠতু, ন তদ-সম্ভবমিতি ভাবঃ, অবিজ্ঞাতোঽপি ভক্তিমতা অবিদিতোপি সোঽয়ং বিশ্বাসঃ ভক্তৌ বিনিহিতঃ প্রচ্ছন্নভাবেনাবস্থিতঃ তিষ্ঠতি স্থিতিং করোতি। বস্তুসামুখ্যং বিনা ভক্তে-র্মূলশূন্যতাপত্তিরতএব তত্র বিশ্বাসস্য প্রচ্ছন্নভাবেনাপি স্থিতিরিতি সিদ্ধান্তঃ।

সোঽয়মস্তীতি যজ্জ্ঞানং বিশ্বাসপ্রভবং হি তৎ।
তং বিনা ন প্রসরতি ভক্তির্যা হ্যনপায়িনী॥ ৯॥

ননীশ্বরসাক্ষাৎকারং বিনাপি ভক্তিমত্তা দৃশ্যতে, তৎ কথং বিশ্বাসাপেক্ষিতাঽস্যা অবশ্যম্ভাবিনীত্যপেক্ষয়াহ সোঽয়মিতি। সোঽয়মীশ্বরো ঽস্তীতি যৎ জ্ঞানং অপরোক্ষং তৎ হি বিশ্বাসপ্রভবং বিশ্বাসোৎপন্নং "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ। অতএব তং বিশ্বাসং বিনা যা হি অনপায়িনী অপায়বিরহিতা ভক্তিঃ সা ন প্রসরতি ব্যাপ্নোতি। ন হি মূলশূন্যা ভক্তিশ্চিরস্থায়িনী বহুষু তথাবি-ধেষু তস্যা অপায়দর্শনাৎ।

সত্যে মঙ্গলভাবং হি বিলোক্য ভক্তিরুত্তমা।
উদেতি হীনবিশ্বাসে ততঃ সা বিকৃতা ভবেৎ॥ ১০॥

তমেবার্থং স্ফুটতয়া বিবৃণোতি সত্য ইতি। উত্তমা ভক্তিঃ সত্যে মঙ্গলভাবং হি বিলোক্য উদেতি, ততঃ তস্মাৎ হীনবিশ্বাসে অল্প বিশ্বাসে সা ভক্তিঃ বিকৃতা তত্ত্বাভাসরূপে-নৈবাবস্থিতা ভবেৎ।

ধ্রুবং পিতা মে করুণাসিন্ধুঃ সাক্ষাৎ স বর্ত্ততে।
ঈদৃগ্বিশ্বাসবত্তা হি ভক্তৌ সর্ব্বাগ্রগামিনী ॥ ১১ ॥

ভক্ত্যুপস্থিতবিশ্বাসস্বরূপমাহ ধ্রুবমিতি। ধ্রুবং নিশ্চিতং করুণাসিন্ধুঃ স মে পিতা সাক্ষাৎ বর্ত্ততে, ঈদৃগ্বিশ্বাসবত্তা হি ভক্তৌ সর্ব্বাগ্রগামিনী সর্ব্বাদাবুদেতি।

আরোপিতা দয়া সত্যে সৌন্দর্য্যপরিণামতাম্।
ভজত্যেষা হ্যনন্তত্বং স্বানন্ত্যাত্তস্য দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

সুন্দরমিতি স্বরূপং কুত আযাতি তদেবাহ আরোপিতেতি। সত্যে সত্যস্বরূপে ন তু কল্পিতবস্তৌ এষা দয়া আরোপিতা বিনিবিষ্টা ন তু কল্পিতা সতী সৌন্দর্য্যপরিণামতাং সৌন্দর্য্যপরিণতের্ভাবং ভজতি সুন্দ্ররূপেণ পরিণমতীত্যর্থঃ। তস্য সৌন্দর্য্যস্য স্বানন্ত্যাৎ আরোপ্যমাণস্যানন্ত্যাৎ হি অনন্তত্বং দৃশ্যতে।

আকর্ষণং হি সৌন্দর্য্যে স্বাভাবিকমিহ স্মৃতম্।
তদ্বশত্বং হি প্রেমানুরাগো ভক্তির্নিগদ্যতে ॥ ১৩ ॥

সৌন্দর্য্যস্যাকর্ষণমাহ আকর্ষণমিতি। ইহ সৌন্দর্য্যে স্বাভাবিকং হি আকর্ষণং স্মৃতম্। তেনাকর্ষণেনৈব ভক্তোঽবশঃ স্বাত্মার্পণং করোতি। অতএবাত্র ক্রমপরিণামেন, তদ্বশত্বং তস্যাকর্ষণস্যাধীনত্বং হি প্রেমা অনুরাগঃ ভক্তিঃ নিগদ্যতে কথ্যতে। ভক্তিরিতি সর্ব্ববিধতদ্বিকাশান্তর্ভাবিত্বতয়োপন্যাসঃ। (ক্রমশঃ)

ভক্তিশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের ১ম উপদেশ।

কুটীর।

১৪ ফাল্গুন শুক্রবার ১৭৯৭ শক।

ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভক্তি কি স্থিরচিত্তে অনুধাবন করা উচিত। যোগ বা ভক্তির পথে কি চাই, তাহা স্পষ্ট জানা প্রয়োজন। অগ্রে জানা না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। এ পথের বাঞ্ছিত ফল কি, ভক্তির লক্ষণ কি কিরূপে উহা সাধিত হয়, কোন্ পদার্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তি উপস্থিত হয় এ সকল সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে।

ভক্তি কি? হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। কোন্ প্রকারের পদার্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তি উদিত হয়? সত্যং শিবং সুন্দরং পদার্থ। যে পদার্থে কেন সত্য শিব সুন্দর ভাব থাকুক না, তাহা দেখিয়াই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ ভক্তি ভাববিশেষ; সত্য শিব সুন্দর এই তিন গুণ উহার উদ্দীপক। ভক্তি এই তিন গুণ ভিন্ন আর কিছু চায় না। যেখানে এই তিন গুণের একটির ও অভাব আছে, সেখানে ভাবের পূর্ণতার ব্যাঘাত এবং ভক্তির বিকার উপস্থিত হয়। ভক্তি অবিকৃত কোথায়? সেইখানে যেখানে এক জন পুরুষ, যিনি সৎ মঙ্গল ও সুন্দর, তাঁহাতে উহা অর্পিত হইয়াছে। এই পুরুষ কিসে সুন্দর? মঙ্গলে এবং দয়াতে। সেই দয়া কাহার? যিনি এক মাত্র সৎ পদার্থ তাঁহার।

ভক্তি বিশ্বাসমূলক। ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না। কারণ ভক্তির প্রধান অবলম্বন দয়া ও মঙ্গল ভাব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের ধারণা বিশ্বাস ভিন্ন হয় না। বিশ্বাস ভক্তি বিনা থাকিতে পারে, ভক্তি বিশ্বাস বিনা থাকিতে পারে না। যেখানে ভক্তি আছে, সেখানে বিশ্বাস অন্তরে নিহিত আছে ইহা নিশ্চয়। যদি ভক্তিতে বিশ্বাসের অল্পতা হয়, তবে নিশ্চয় উহা বিকৃতা হইয়া যায়। ভক্তিতে সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত জানা চাই, এই যাঁহাকে দেখিতেছি তিনি সৎ, তিনি আছেন, নিশ্চিত আছেন, তিনিই মঙ্গলময় এবং দয়াল পিতা। সত্য আধার, তাহাতেই দয়া আরোপিত হয়। এই আরোপিত দয়া সুন্দরভাব ধারণ করে। এই সৌন্দর্য আর কোন সৌন্দর্য্য নহে, দয়ার সৌন্দর্য্য। সত্য আধারে দয়া পড়িলে উহা সুন্দর হইবেই হইবে। ইহা কল্পনা নহে, কারণ যথার্থ আধারে দয়া আরোপিত হইয়া সুন্দর বস্তুর গঠন হয়। ঈশ্বরের এইরূপই গঠন। কারণ যিনি দয়াতে সুন্দর হইয়াছেন, তিনি দয়াতে অনন্ত, সুতরাং সৌন্দর্য্যেও অনন্ত। যেখানে সৌন্দর্য্য আছে, সেইখানে আকর্ষণ আছে। যিনি সৎ মঙ্গলময় সুন্দর তিনি হৃদয়কে টানেন। এই টানে আকৃষ্ট হওয়ার ভাবই অনুরাগ ভক্তি প্রেম। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

২৫ ফাল্গুন রবিবার সক্রেটিস সম্মিলন, ২ চৈত্র রবিবার শাক্য সম্মিলন, এবং ৯ চৈত্র রবিবার ভারতের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সঙ্গে সম্মিলন হয়। দুঃখের বিষয় স্থানাভাব বশতঃ আমরা এবার কোন বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বে সমুদায় উপদেশ প্রচারিত হইবার স্থান সমাবেশ হয় না, সুতরাং অনেকগুলি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। যে প্রণালী অবলম্বিত হইল ইহাতে আমরা ভরসা করি এ অভাব বিদূরিত হইবে। আমাদের পাঠকগণ মন্দিরের উপদেশ কি হইল জানিতে পান এ জন্য আমরা উপদেশের বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিব স্থির করিয়াছি। শিরোনামে যেখানে " " এই চিহ্ন থাকিবে, উপদেশের বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহা লিখিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গত শুক্রবার রজনীতে ব্রহ্মমন্দিরে বসন্তোৎসব হইয়াছে।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্বের সূচীপত্র।

১৮০০ শকের ১লা মাঘ হইতে ১৮০১ শকের ১৬ই পৌষ পর্য্যন্ত।

বিষয়		পৃষ্ঠা
অনুরাগের বল	...	১২৫
অকিঞ্চনতা	...	১৫৮
অজ্ঞেয়ত্ব বাদের প্রতিবাদ	...	১৭১
অহঙ্কার	...	২৪৫
আমাদের দায়িত্ব	...	২৫৬
আসামস্থ ব্রাহ্মের জীবন	...	২২৬
আসামের ধর্ম্ম	...	১২০
আত্মার অন্নপান	...	১৭০
আমি করি	...	১০২
আচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনার সার	...	৭০
ঐ	...	৮১
ঐ	...	৯৩
ঐ	...	১৩১
ঐ	...	২০৪
আচার্য্য মহাশয়ের টাউন হলের বক্তৃতা		৫২
ঈশ্বরের শাসন	...	১৩৪
ঈশ্বর ইতিহাসের দেবত	...	১৬২
ঈশ্বরের প্রেমিক ভৃত্য	...	১৬৭
ঈশ্বরই ভক্তের বল	...	১৮৫
ঈশ্বরের গম্ভীর বাণী	...	২০৬
ঈশ্বর দূরে ঈশ্বরে নিকটে	...	২০৮
ঊনপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব	...	৪১
উত্তমা সহজাবস্থা	...	১১৩
উদ্ধৃত শ্লোক	...	১৩১
উপদেশ	...	১৪
ঐ	...	৫৭
ঐ [সৃষ্টিবীজ]	...	৬৫
ঐ [ভক্তদল বৃদ্ধি]	...	৬৭
ঐ	...	৬৯
ঐ [দলের মাহাত্ম্য]	...	৭৬
ঐ [দ্বিজ]	...	৭৮
ঐ [বসন্তোৎসব]	...	৭৯
ঐ [নববর্ষ]	...	৯০
ঐ [বিচিত্রতা]	...	১০৪
ঐ [ঋণপরিশোধ]	...	১১৪
ঐ [সপরিবারে ব্রহ্মসাধন]	...	১২৬
ঐ [বিধাতার অর্চ্চনা]	...	১২৮
ঐ [হাস্য ক্রন্দন]	...	১৩৮
ঐ [উচ্চ অভিসন্ধি]	...	১৪০
ঐ	...	১৫০
ঐ [পরলোক বাসী সাধু]	...	১৬৩
ঐ [দুই মুখবিশিষ্ট ঘট]	...	১৭৪
ঐ [সামাজিক উপাসনা]	...	১৮৯
ঐ	...	২০৯
ঐ [সপ্তসুরে ব্রহ্মসাধন]	...	২২২
ঐ [দল বল]	...	২৩৫
ঐ [স্বর্গস্থ মাতার দুঃখ]	...	২৪৮
ঐ [অন্নেব্রহ্ম]	...	২৪৯
ঐ	...	২৫৮
ঐ	...	২৭০
ঐ	...	২৭৫
ঐ	...	২৮২
ঐ [হরিসর্ব্বমূলাধার]	...	২৮৪
ঐ [ঈশ্বরের মাতৃভাব]	...	২৮৫
এক দরবেশের প্রতি দোষারোপ	...	১১৪
কুড়ী গ্রামস্থ ব্রাহ্মের জীবন	...	২৮৬
কোরাণের অনুবাদ	...	১৯১
কৃতজ্ঞতা তত্ত্ব	...	১৪২
ঐ	...	১১৪
খৃষ্টের হস্তে ব্রহ্মজ্ঞানীর বিচার	...	২৩১
গৌরবাভিলাষ	...	১৩৭
চিন্তায় মহত্ত্বলাভ	...	১০০
জেরুজিলামের রাজপথে ধর্ম্মার্থে নিহত ঈশা		৮৩
জীবন্ত বিশ্বাস	...	৭১
টাউন হলের বক্তৃতা	...	৫৮
দশম ভাদ্রোৎসব	...	১৯৪
দর্শনের মুক্তি	...	১২২
দার্জিলিঙ্গ	...	৮৯
দেহমন্দির	...	৫১
ধর্ম্মপ্রচারক	...	২০১
ধর্ম্মতত্ত্ব	...	২৩৩
ঐ	...	২৪৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
ঐ	...	২৫৭
ঐ	...	২৬৮
ঐ	...	২৮১
ধর্ম্মবিধানের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ	...	২৮০
নিরাকার বাদীর আনন্দ	...	১৮২
নীতি সংরক্ষণ	...	১১২
পরমহংসের উক্তি	...	২১৫
ঐ	...	১৩৯
প্রতিবাদের প্রয়োজন	...	৪০
প্রচার বৃত্তান্ত	...	১৭৬
ঐ	...	১৯০
ঐ	...	২২৭
প্রচার যাত্রা	...	২৩৭
ঐ	...	২৫১
ঐ	...	২৬০
ঐ	...	২৭২
প্রচারক সভা হইতে সংশয় ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতার প্রতিবাদ	...	২১৪
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর	...	২৪৩
পূর্ণধর্ম্ম এবং ব্রহ্মোৎসব	...	২৭৮
ভক্তাধীন ভগবান্	...	২২০
ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা	...	৮১
মহর্ষি ঈশার দেবতাব (দীনতা)	...	৫৩
মাতৃপূজা	...	২৩৫
মনুষ্য মনুষ্যের সমান	...	১৮৪
মহাবাক্য	...	৮৬
মন্ত্রের বীর্য্য	...	৯৮
মুক্তি নহে বন্ধন	...	১৪৬
যোগেতে লয়	...	৭৪
রাজনীতি ও ধর্ম্ম	...	৮৭
ব্রাহ্মিকার স্তব	...	৭০
ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের নিকট নিবেদন	...	১৪৯
বিশ্ব মঙ্গলের নবজীবন	...	১৭৩
ঐ	...	১৮৭
বিধানের বিচিত্রতা	...	৪৯
বুদ্ধির নেতৃত্ব	...	১৭৯
বেদ ও পুরাণ	...	১১০
শব্দব্রহ্ম	...	২১৯
সর্ব্বসমঞ্জস ধর্ম্ম	...	৩৮
সগুণ নির্গুণ উপাসনা	...	৬১
সত্য লোক	...	৬২
সত্যব্রহ্ম এবং ধ্রুব নিষ্ঠা	...	২২৯
সংসারে বৈকুণ্ঠ	...	২৬৬
সাধুসঙ্গ	...	২১২
ঐ	...	২২২
ঐ	...	২৩৩
সাধুসম্মিলন	...	১৩৭
সামাজিক উপাসনা	...	২৫৪
সুশীল ও দুরন্ত সন্তান	...	২৪২
সৈদ পুরস্থ ব্রাহ্মের জীবন	...	২৮৬
স্বর্গীয় প্রচার	...	১৬৭
স্বর্গীয় বিনয়	...	১৫৪
স্নেহের বৈরাগ্য	...	২১৮
হরিনাম	...	৬৪
হজরৎ মহম্মদের পত্র	...	১৬৬
ঐ বাহক ও মিসর পতি	...	১৭৮
ঐ	...	২১১
ক্ষুদ্রে মহৎ	...	১৩৫

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৪ ভাগ। ১ সংখ্যা। ১ লা বৈশাখ, সোমবার, ১৮০২ শক।
বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে জগদীশ! সমুদায় ব্যবধান ভেদ করিয়া তোমাকে সর্ব্বত্র অব্যবহিত ভাবে দর্শন করিব, এ জন্য তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি। এখানে যদি আবার সেই ব্যবধান থাকিল, তবে কি হইল? যখন সংসারের ছিলাম, তখন নিজ কর্ত্তৃত্ব এবং অপরের কার্য্য এ দুই দ্বারা তোমাকে ব্যবহিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে অন্ন পান বস্ত্র আচ্ছাদন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতাম, তাহা নিজের বা পরের উপার্জ্জিত ধনে আসিতেছে মনে করিতাম, ভ্রমেও এক দিন মনে হইত না যে তুমি এ সকল স্বয়ং যোগাইতেছ। সমুদায় সংসার এই ভ্রমে নিপতিত রহিয়াছে। যাহাতে এ ভ্রম বহু দিন আর পৃথিবীতে থাকিতে না পারে, এ জন্য তুমি মিসরসদৃশ সংসারভূমি হইতে বাহির করিয়া এখানে আনিলে। এখানে আসিয়া যদি আবার নিজ কর্ত্তৃত্বে পরকর্ত্তৃত্বে জ্ঞান ধর্ম্ম সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছি মনে করি, তবে আর তোমার অব্যবহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইল কোথায়? তুমি আপনি আমার এবং আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া সমুদায় করিতেছ ইহা যদি আমি প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলাম, তবে আমার পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগের ফল কি হইল? অকল্যাণ দুঃখ যন্ত্রণা যাহা নিজের এবং অপরের পাপ দুর্ব্বলতা হইতে সমুৎপন্ন হয় তাহাতে তোমাকে অব্যবহিত ভাবে দর্শন কি প্রকারে করিব? সেখানে তুমি কর্ত্তা নও। হে পরমেশ! সেখানেও তুমি যে রূপান্তরে ভাবান্তরে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছ। চিকিৎসক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে যখন ভিতরের প্রচ্ছন্ন পূয়পূর্ণ ক্ষত নয়নগোচর করেন, তখন তাঁহার তাহাতে কি কর্ত্তৃত্ব নাই? আমাদিগের অভ্যন্তরে যে পাপ দুর্ব্বলতা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছি তাহা কাহার শক্তিযোগে বাহির হইয়া পড়ে? তোমারই। অতএব তুমি যখন আমার পাপ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দাও, তখন আমি অব্যবহিতরূপে তোমাকে দর্শন না করিয়া কি প্রকারে থাকিতে পারি। অপর হইতে উৎপন্ন যে ক্লেশ দুঃখ তাহাতো ক্লেশ দুঃখ নয়, তাহা বৈরাগ্য, শান্তি, বিশ্বাস, ধৈর্য্য উৎপাদনে মহদুপায়। সুতরাং যখন সে সকলকে তুমি আমার কল্যাণে নিয়োগ কর, তখন তোমাকে অব্যবধানে কেন দর্শন করিব না? প্রতিদিনের অন্নপানাদিসম্বন্ধে তো কথাই নাই। আমি তন্মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাইব, এ জন্য তুমি আমার নিয়তবৃত্তি কাড়িয়া লইয়া অনিয়ত বৃত্তিতে জীবন

নির্ব্বাহ করিবার অবস্থায় আনয়ন করিয়াছ। শাস্ত্র গুরু আচার্য্য উপদেষ্টা যাহা কিছু ছিল, সকল তুমি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, সুতরাং সর্ব্বদা অব্যবধানে তোমাকে না দেখিলে আমার কিছুতেই চলে না। সংসারে আমি অসহায় শিশু। তুমি মাতা হইয়া আমার গৃহের সকল কার্য্য দেখ, সকল বিশৃঙ্খল নিবারণ কর, পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান লও, তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন কর, সুতরাং সংসারে আমি সর্ব্বদা অব্যবহিত ভাবে কেন তোমাকে অবলোকন করিব না? অতএব হে জীবন্ত জাগ্রৎ পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমাকে তোমার অব্যবহিত সন্নিধানে বসিতে দিয়া কৃতার্থ কর! আমি যাহার জন্য আসিয়াছি তাহা লাভ করিয়া যাহাতে তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিতে পারি তুমি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্।

আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে,

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

সেই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে মনুষ্য ঈশ্বরকে ব্রহ্মরূপে, তৎপরে পরমাত্মরূপে এবং সর্ব্বশেষে ভগবদ্রূপে অনুভব করে। দেশীয় শাস্ত্রকারগণের মতে পর পর বিকাশ শ্রেষ্ঠ। বেদের সময়ে ব্রহ্ম, বেদান্তের সময়ে পরমাত্মা, এবং পুরাণের সময়ে ভগবানের প্রাধান্য। পর পর সময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিকাশ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে পর পর বিকাশের ভাব তত প্রস্ফুট নহে। সত্য বটে বেদের সময়ে বাহ্য জগতের বৃহত্তম অদ্ভুতশক্তিক পদার্থ লক্ষ্য করিয়া যে সকল স্তোত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনুষ্যের বেশ ভূষা রথ যানাদি আরোপিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া পৌরাণিক ভগবত্তার সাদৃশ্য তাহাতে নাই। কেন না বেদে প্রাকৃতিক পদার্থে মনুষ্যত্বের আরোপ, পুরাণে মনুষ্যে দেবত্বের আরোপ। সমুদায় বেদান্তে বৈদিক সময়ের বাহ্য উপকরণ ছাড়িয়া কেবল আধ্যাত্মিক উপাসনাপ্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বলিতে গেলে, উহাতে বাহ্য উপকরণের অধঃকরণ এবং আধ্যাত্মিক উপকরণকে সর্ব্বোচ্চ স্থান অর্পণ করা হইয়াছে। বেদান্তসকল বৈদিক ভাবের তিরোধানের মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান সুতরাং উহাতে দুইই আছে। কোন কোন বেদান্ত সর্ব্বথা বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষ হইয়া একেবারে আধ্যাত্মিক। ইহাতে এতদ্দ্বারা এই নিশ্চয় হয় যে, এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মন অনেক দূর অগ্রসর হইলে ইহারা বিরচিত হইয়াছে। পৌরাণিক সময় এ দুই হইতে বিলক্ষণ। যদিও বেদান্ত পৌরাণিক মতসমাগমের হেতু, তথাপি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে ভগবত্তা নির্দ্দেশ করিয়া পুরাণ একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

অদ্য আমরা এ বিষয়ের কেন আলোচনা করিতেছি? বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে ইহার কি যোগ আছে? আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এই ক্রমবিকাশ হইতে কি গ্রহণ করিতে পারি? আমরা ব্রাহ্ম হইয়া জাতীয় বিকাশসমূহকে একীভূত এবং ঘনীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে কোন জাতি মধ্যে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ আমরা দেখিতে পাই, আমরা আমাদিগের স্ব স্ব আত্মা মধ্যে তদ্রূপ বিকাশ প্রত্যক্ষ করি ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান্ এ ত্রিবিধ বিকাশ আমাদিগের মধ্যে আমরা ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে অন্য সময়ে সাধক সোপানান্তরে আরোহণ করিলে পূর্ব্ব সোপান একেবারে দূরে পরিহার করিয়াছেন, এখন সোপানপরম্পরা নিয়ত এক হৃদয়ে অবস্থিতি করে।

ব্রহ্ম কি?

"বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।"

সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ দর্শন

ব্রহ্মের প্রকাশ। বৈদিক সময়ে বাহ্য জগতে ঈশ্বরের মহত্তা শক্তি অবলোকন করিয়া তৎকালের ঋষিগণ বাহ্য কোন অনুষ্ঠানে নয়, কিন্তু স্তোত্র দ্বারা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মের প্রথমারম্ভে ইহাই সর্ব্ব প্রধান। আত্মনিহিত আদিকারণানুভব হইতে ধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়। এই কারণ শক্তিরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত। "ভাব সেই আদি কারণে" ইহা ধর্ম্মের প্রথম কথা। যদিও ইহা আদি, তথাচ ইহারই সম্যক্ পরিণতি চরম, ইহা আমরা পরিশেষে দেখাইতে যত্ন করিব।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসয়িতব্যঃ।"

ইহা পরসোপানের কথা। বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া মন এ সময়ে অন্তরে প্রবেশ করে। এ সময়ে অভ্যন্তরে প্রাণ জীবন আত্মার জীবন্ত ক্রিয়া দর্শন করিয়া সাধক স্তব্ধ হন; এবং তন্মধ্যে সেই আদি কারণ বা শক্তিকে প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন আত্মার আত্মারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সাধক কৃতার্থ হন সন্দেহ নাই। এই সময় পরমাত্মার প্রাধান্যের সময়।

"ভগবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষইত্যপি।
বর্ত্ততে নিরুপাধিশ্চ বাসুদেবে হখিলাত্মনি॥
ভূতেষু বসতে সোহন্তর্ব্বসত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ॥"

এই পরমাত্মাই জগতের বিধাতারূপে প্রকাশিত হইয়া ভগবান্ বলিয়া সাধকের নিকট প্রতিভাত হন। পুরাণ এই ভগবানের কথা প্রচারিত করিয়াছেন। "ভূতগণ মধ্যে তিনি বাস করেন" "তিনি ধাতা এবং বিধাতা" এ কথার সঙ্গে বেদান্তগত পরমাত্মতত্ত্বের কেমন একতা আছে, কিন্তু সময়ে পুরাণ স্বীয় অধিকার স্পষ্টরূপে বেদান্ত হইতে পৃথক্ করিয়া লইলেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই বলিয়া অবতারবাদের সূত্রপাত করিলেন। যে সকল মহাপুরুষ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইলেন; ভগবত্তা তাঁহাদিগেত ঘনীভূত হইল; ঔপনিষদ উদার পরমাত্মদৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি এই ত্রিবিধ ঈশ্বরের বিকাশ যোগ দ্বারা আমাদিগের নিকটে একাকার ধারণ করিতেছে। আমরা আমাদিগের উপাস্যকে শুদ্ধ বাহিরে বা অন্তরে দেখি না, কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহাকে নিয়ন্তা বিধাতা এবং সকল শক্তির মূলশক্তি রূপেদর্শন করিয়া থাকি। ইহাতে বেদ বেদান্ত পুরাণ তিন একীভূত হইতেছে, এবং এ তিনের বিবাদ বিসংবাদ চির দিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। বেদ পরম শক্তি অবলোকন করিয়া স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের অঙ্কুরিতাবস্থায় যে বস্তুতে সেই বিকাশ প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহা হইতে তাহাকে ভিন্ন করিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। পরমাত্মগ্রহণসময়েও আত্মাতে প্রকাশিত পরমাত্মাকে "অহং" সহ অভিন্নরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

"অহং ব্রহ্মতি সংধ্যায়েদেকাগ্র মনসা কৃতম্।
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং কল্পকোটিশতৈঃ কৃতম্॥"

পৌরাণিক সময়ে ইহারই প্রাবল্য। তবে সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে ধ্যান করিয়া তৎসহ আপনাকে অভেদ দর্শন করা উহাতে বিশিষ্ট প্রণালী।

"উপাসতাং ভেদকৃতাং হরত্যঘঃ।"

এতদনুসারে কাল সহকারে এ প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু তাহা আধুনিকগণ কর্ত্তৃক আদৃত। আমরা এ তিনের মধ্যে সত্য এবং অশক্তিজ ভ্রম দেখিতেছি। আমরা বেদ বেদান্ত পুরাণ পাঠ করিয়া সোপানত্রয়ে উপস্থিত হইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু এক উপাসনার মধ্য দিয়া উহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি, এবং উহাদিগের ভ্রম দূরে পরিহার করিয়াছি। কি বেদ কি বেদান্ত কি পুরাণ সর্ব্বত্র বিকাশস্থল হইতে বিকাশ্য পরমেশ্বরকে ভিন্নরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে সেই সেই

সময়ে স্বয়ং ঈশ্বর পরিগৃহীত হইয়াছেন বলিতে পারা যায় না। এখন সেই আদিশক্তি যিনি আদিকারণ, তিনিই প্রাণে জীবনে আত্মাতে এবং সমুদায় জগতে প্রকাশিত। তিনি সকলের মূল, তাঁহার সঙ্গে একতা তাঁহার সঙ্গে যোগই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। এই শক্তি প্রেম পুণ্য জ্ঞানরূপে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে তত্তদ্রূপে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। এইরূপ পূর্ণতায় গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মে বিকার এবং বিবাদ বিসংবাদ মতভেদ উপস্থিত হয়। এতকাল ঈশ্বরকে খণ্ডশঃ গ্রহণ করিয়া এক সার্ব্বোভৌমিক সম্প্রদায় বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, বেদ বেদান্ত পুরাণে বিবাদ অমিল উপস্থিত হইয়াছে। এসকলের মীমাংসা ব্রাহ্মধর্ম্মে হইবে, এবং উহা সকলকে এক করিয়া সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায় সমুদায় মত এক করিবে।

ভগবদর্চ্চনা।

মানবাত্মা চির উন্নতিশীল, উন্নতিসাধনের জন্য ইহা সর্ব্বদা উৎসুক; ইহার এপ্রকার গঠন যে বর্ত্তমান অবস্থাতে ইহা কোন ক্রমেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, আপনার অপেক্ষা কোন প্রকার উন্নত অবস্থা বা ভাব দর্শন করিবা মাত্র সেই অবস্থা বা ভাবকে আয়ত্ত্বাধীন করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। যে স্থলে ভাব বা অবস্থাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব সে স্থলে অন্তত তত্তদ্বস্তুকে আপন অধিকারস্থ করিয়া যথাসম্ভব তাহাকে বিধিমতে সম্ভোগ করিবে। এই নিয়মে মানবজাতি আশৈশব এ কাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সহস্র সহস্র বৎসরাবধি উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া আসিতেছে, কিছুতেই ইহার উন্নতির আশা নিবৃত্ত হইতেছে না, প্রবল কালস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বলবতীই হইতেছে। জড়জগতে বিচরণ করিতে করিতে কি ভূতলে কি অন্তরিক্ষে যখন যে কোন আশ্চর্য্য বা মনোহর দৃশ্য দর্শন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে, মনুষ্য তত্তদ্দৃশ্যকে চিরদৃষ্টির বিষয় করিবার জন্য ধাতু, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা বা উপকরণান্তর দ্বারা তাহার প্রতিরূপ এই জন্য নির্ম্মাণ বা চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া রাখে যে প্রকৃত দৃশ্য যেমন তাহার চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল প্রতিরূপ দর্শনে সময়ে সময়ে মন তদনুরূপ তুষ্টি লাভ করিতে পারে। এইরূপে স্বভাবের বিচিত্র দৃশ্যে সে আপন আবাস স্থান পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। কোথাও বা বিবিধ বৃক্ষ লতা পুষ্প ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট মেরুশৃঙ্গ গঠিত বা চিত্রিত রহিয়াছে, কোথাও বা সিংহ শার্দ্দূল গণ্ডার মহিষ গজ বাজি মেষ মৃগ প্রভৃতি বিচিত্রাবয়ব ও বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন বনচরদিগের প্রতিরূপ গঠিত বা চিত্রিত রহিয়াছে, কোথাও বা তিমি মকর কুম্ভীর জলহস্তী সিন্ধুঘোটক কূর্ম্ম ও বহুরূপ মীনাদির চিত্র সংস্থাপিত রহিয়াছে, কোথাও বা চকোর চক্রবাক কোকিল শুক পাপিয়া কাকাতুয়া মরাল শিখী প্রভৃতি পক্ষিকুলের সুচিত্র সকল রক্ষিত রহিয়াছে, কোথাও বা কদম্ব বকুল অশোক কিংশুক, পলাশ কাঞ্চন কুমুদ কহ্লার গুলাব গন্ধরাজ প্রভৃতি চিত্রফলকে শোভা পাইতেছে, এবং কোথাও বা শ্যামল দুর্ব্বাদল ধান্য গোধূম যবাদি বিবিধ হরিদ্বর্ণ শস্যাবৃত ক্ষেত্রের প্রতিরূপ চিত্রপটে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে নয়ন মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যে এইরূপে মানবাত্মা অতুল আনন্দসাগরের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নিকৃষ্ট ভৌতিক জগতের জড়কণা হইতে উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মরাজ্যের জ্বলন্ত আত্মানিচয়ের আনুকূল্যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম প্রবল পরীক্ষারাশি অতিক্রম করিয়া দৃঢ় মনে নিরন্তর আপনাকে উন্নতির শিখরাভিমুখে সঞ্চালন করিতেছে। এবম্প্রণালীতে ক্রমে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের অগণ্য অগণ্য পদার্থের রসাস্বাদন ও সহবাসসুখসম্ভোগ করিয়া বর্ষে বর্ষে ও যুগে

যুগে আপন আদর্শকে উচ্চ হইতে অত্যুচ্চতর করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে মানব জগতের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান শক্তি প্রেম পুণ্য শান্তি অতিক্রম করিয়া দেবজগতে এবং দেবজগৎ অতিক্রম করিয়া দেবদেব মহাদেব অদ্বিতীয় অরূপ অখণ্ড জ্ঞান শক্তি প্রেম পুণ্য শান্তিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া আপন সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও অনন্ত উন্নতির অধিকারকে আয়ত্তীকৃত করিতেছে; তদপেক্ষা কিঞ্চিদূন কোন লঘুতর পদার্থের সহবাসে আর তাহার স্বাভাবিক লালসা পরিতৃপ্ত হয় না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে সমগ্র আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইলেও লক্ষ্য স্থানে তদূন কোন বস্তুকে সংস্থাপন করিতে পারে না। সেই লক্ষ্যভেদ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হয়, অবনত শিরে লক্ষ্যভেদার্থীদিগের শিক্ষাস্থানে শিষ্যত্বে ব্রতী হয়, অভিমান ত্যাগ করিয়া তৎপথাভিমুখীন যাত্রিদলের পদচুম্বন করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করে, এবং আমিত্বের অসারতা বুঝিয়া অনন্তদেবের দ্বারে চিরভিক্ষুকের পদবী গ্রহণ করে। তদ্ব্যতীত কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে যে অনন্ত উন্নতি লাভের আশা নাই, জ্ঞানবলে ও জীবনের পরীক্ষায় এই সত্য দৃঢ় সংস্কারে নিবদ্ধ করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে অনন্ত উন্নতির পথের সামান্য উপকরণ মাত্র জানিয়া অবশেষে কায়মনোবাক্যে ভগবদর্চ্চনাতেই দৃঢ় নিবিষ্ট হইয়া থাকে। তখন ভগবানই সংসারের সার পদার্থ, ভগবানই জীবনের লক্ষ্য, ভগবানই সংসারের জ্ঞানশক্তি, ভগবচ্চর্চ্চাই জীবনের প্রধান কার্য্য, ভগবদর্চ্চনাই জীবনের সুখশান্তি এবং ভগবদ্ধ্যানই জীবনের প্রধান আরাম ও সম্ভোগের বিষয় হয়। প্রকৃতির পথে পরিচালিত চিরউন্নতিশীল মানবাত্মা এইরূপে বিচিত্র সংসারের বিচিত্রতা ও বহুল বিঘ্নরাশি ভেদ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর বিন্দুস্বরূপ ভগবদ্রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, এবং তদ্গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ভাবে পরিপূর্ণ, তাঁহার পুণ্যে জ্যোতিষ্মান্, তাঁহার প্রেমে অভিষিক্ত ও রসাল হইয়া তাবৎ ইন্দ্রিয়াগ্নিকে নির্ব্বাণ করে; এবং তাঁহারই অলৌকিক শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুকে ভেদ করিয়া অনন্ত উন্নতিস্রোতে প্রধাবিত হয়।

নির্ব্বাণসুখ।

জরামরণব্যাধিনিপীড়িত এই সংসার সকল সময়ে না হউক, কোন কোন সময়ে সকলেরই মনকে নির্ব্বাণসুখের জন্য লালায়িত করে। বুদ্ধের ন্যায় প্রশস্তহৃদয় মহাত্মা এই ভাবকে নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে মানবসমাজমধ্যে এমনি দৃঢ়মূল করিয়া দিয়াছেন যে এই ভাব পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোককে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শরীর রোগাক্রান্ত হইলে, কে না রোগজনিত যন্ত্রণার নিবৃত্তি চায়? যন্ত্রণানিবৃত্তিই সুখ, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। মনুষ্যজীবন সর্ব্বদা দুঃখক্লেশে অবনত, কিসে সেই দুঃখক্লেশের নিবৃত্তি হইবে স্বভাবতঃ ইহা অন্বেষণ করে! কেহ যদি স্বয়ং নির্ব্বাণসুখ লাভ করিয়া অপরকে তল্লাভোপায় বলিয়া দিতে পারেন, কেবল এক দুঃখক্লেশের নিবৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র লোক তাঁহার অনুসরণ করিবে। নির্ব্বাণসুখলাভাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক; কিন্তু দেখা যাউক আমরা কি প্রকার নির্ব্বাণের অনুমোদন করিতে পারি।

সমুদায় ক্লেশের নিবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মনিবৃত্তি বৌদ্ধ নির্ব্বাণের কি আমরা অনুমোদন করিতে পারি? হাঁ কথঞ্চিৎ পারি; কিন্তু

"অস্তিনাস্তিবিনির্ম্মুক্তমাত্মনৈবাত্মবর্জ্জিতম্।"

একেবারে অস্তিনাস্তিনির্ম্মুক্ত আপনি আপনা বর্জ্জিত হওয়া কখন অনুমোদনের বিষয় হইতে পারে না। বৌদ্ধ জরামরণব্যাধিজনিত ক্লেশের নিবৃত্তি জন্য প্রগাঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদায় বাসনার নিবৃত্তি করিলেন, এবং মূলের নিবৃত্তি দ্বারা সমুদায় ক্লেশের নিবৃত্তি

করিলেন। এত দূর পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারি। আমরাও বৈরাগ্যযোগে বাসনা নিবৃত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প। অভিলাষাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া চিত্তকে তজ্জনিত ক্লেশ হইতে নিবৃত্ত না করিলে মন উচ্চতর যোগের অধিকারী হইতে পারে না। সমুদায় বাসনা অভিলাষ নিবৃত্ত করিয়া মন নির্ব্বিষয় হইলে তবে পরমাত্ম-যোগে উচ্চতর নির্ব্বাণ লাভ করিতে অধিকার জন্মে। বুদ্ধের নিকট হইতে তাঁহার প্রচারিত নির্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া আমরা সেখানে তিষ্ঠিতে পারি না; কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের নিকট হইতে আমাদিগকে যোগজনিত নির্ব্বাণ গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা মহর্ষিগণের পরমাত্মাতে বিলয়রূপ নির্ব্বাণ কি গ্রহণ করিতে পারি? হাঁ গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু সর্ব্বথা নহে।

"ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানং যথা ঘটে।
ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবঃ পরাত্মনি॥
ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ॥"

পরমাত্মাতে বিলীন অর্থাৎ অবিরোধে অবস্থিত হইয়া যদি নিরালম্ব জ্ঞানালোক লাভ করা নির্ব্বাণ হয়, তবে তাদৃশ নির্ব্বাণে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ইহাতেও সকল হইল না।

"নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদতাস্বভাবস্য প্রিয়ধর্ম্মং বিনা তু সাক্ষাৎকারো২প্যসাক্ষাৎকার এব।"

নিরুপাধি প্রীতির আস্পদ যাঁহার স্বভাব তাঁহাকে প্রিয়ধর্ম্ম বিনা সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকার, প্রেমযোগিগণের সঙ্গে এক হইয়া আমরা এ কথাও বলিয়া থাকি। শুদ্ধ এই বলিয়াই যে আমরা ক্ষান্ত তাহা নহ কিন্তু "বিশুদ্ধহৃদয়গণ ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে" একথার অনুসরণ করিয়া আমরা পুণ্যযোগে যোগী হইতে অভিলাষী।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, আমরা বাসনানিবৃত্তি হইয়া সর্ব্বশূন্যতা লাভকে নির্ব্বাণ বলি না, কিন্তু সেই শূন্যকে অনন্ত জ্ঞানঘন ঈশ্বরে পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রেম পুণ্যে শূন্য স্থান পূর্ণ করাকে নির্ব্বাণ বলিয়া থাকি। বৌদ্ধের নির্ব্বাণ ফুৎকার প্রদান করিয়া দীপ নির্ব্বাণ, কিন্তু আমাদিগের নির্ব্বাণ তাদৃশ নহে। ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম পুণ্যের জল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সমুদায় বাসনা অভিলাষ নির্ব্বাণ করে, ইহাই আমাদিগের নির্ব্বাণ। নিজের যত্ন চেষ্টা কঠোর বৈরাগ্য দ্বারা বাসনা নিবৃত্তি নিদ্রিতাবস্থায় পাপনিবৃত্তির ন্যায় অস্থায়ী। কেন না অনবধানতা যত্নশৈথিল্য হইলেই পাপের পুনরুত্থান হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বরের জ্ঞান পুণ্য প্রেমের স্রোত অবাধে হৃদয় মধ্যে প্রবাহিত হয়, তবে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বাসনাগ্নিশিখার পুনরুত্থান আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন পূর্ণ সিদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয় নাই তখনও ইহাতে এই বিশেষ যে চতুর্দ্দিকে প্রলোভন দ্বারা পরিবেষ্টিত সাধক আক্রান্ত হইয়া যাই চক্ষু নিমীলন করেন অমনি জ্ঞানপুণ্যপ্রেমধারা বর্ষিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যাঁহারা এই নির্ব্বাণ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে নির্ব্বাণ কি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কিন্তু আত্মনিবৃত্তি না হইলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি অসম্ভব একথা আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইতেছে। তবে বিশেষ এই, বৌদ্ধ এবং বেদান্তবাদিগণের ন্যায় আত্মার সর্ব্বথা উচ্ছেদ আমাদের মতে আত্মনিবৃত্তি নহে। যে সকল্পের জন্য পরমাত্মা সহকারে আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা বিচ্ছেদ সমুপস্থিত হয়, তন্নিবৃত্তি আমাদিগের আত্মনিবৃত্তি। ঈশ্বর হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মা যখন স্বীয় বুদ্ধি অভিরুচি অভিলাষ বাসনা কর্ত্তৃক নীত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিপথে গমন করে, তখন আত্মভাবের একান্ত প্রাবল্য? আবার যখন হৃদয় মন প্রাণ ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আত্মাকে তাঁহাতে বিসর্জ্জন করা হয়, তখন তাঁহার জ্ঞান পুণ্য প্রেম ও ইচ্ছাতে আত্মা অবশভাবে পরিচালিত হয়। ঈশ্বর এ

সমস্তে সর্ব্বে সর্ব্বা হন; আত্মা নিবৃত্তিতে অবস্থান করে।

" নিবৃত্তৌ নিবসত্যেষ বাধ্যতায়া নিরন্তরম্।
অপেক্ষয়া প্রবৃত্তেশ্চ নিজেচ্ছায়াঃ পরার্পিত॥"

উহা ইচ্ছার ক্রিয়া অপেক্ষা আনুগত্যের নিবৃত্তিতে সমধিক বাস করে।

নির্ব্বাণের শান্তি অনুভব হইলে, সাধকের সংসার তাপ থাকে না; কিন্তু অপরের সংসার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় আকুল হয়।

"সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সংসার দুঃখৈর্ন স্পৃশ্যন্ত-এব তথাপি জাগ্রজ্জাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবৎ তে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপি ইত্যতস্তেষাং সাংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি।"

সাধকেরা সে সময়ে যদিও সংসার দুঃখে স্পৃষ্ট হন না, তথাপি জাগ্রৎ ব্যক্তি স্বপ্নদুঃখ যেমন তখনও অনুভব করিতে সক্ষম, তেমনি তাঁহারা কখন অপরের দুঃখ স্মরণ করেন,সুতরাং তাঁহাদিগের সাংসারিকের প্রতি কৃপা হয়। একথার অর্থ কি? হৃদয় এ অবস্থায় গভীর শান্তিতে নিমগ্ন। সেখানে দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু অপরের দুঃখে হৃদয় তরঙ্গায়িত হয়। গভীর সাগরের উপরিভাগ তরঙ্গে আন্দোলিত, কিন্তু অভ্যন্তর স্থির শান্ত; নির্বৃত চিত্তের ঈদৃশ অবস্থা। উহা সংসারিগণের দুঃখকে উপেক্ষা করিতে পারে না, তাহাদিগের ক্লেশ দেখিয়া পাপ দেখিয়া তন্মোচনের জন্য ব্যাকুল হয়, এমন কি সে ব্যাকুলতার আর কিছুরই সঙ্গে তুলনা হয় না। নির্বৃত হৃদয়ের গভীরতম স্থানে যে শান্তি সুখ অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই ঈদৃশ দুঃখ কাতরতার কারণ। কারণ স্বীয় শান্তিসুখের সঙ্গে অপরের দুঃখ অশান্তি তুলিত হইয়া এই প্রকার পরের জন্য দুঃখ সমুপস্থিত হয়। ঈশ্বর স্বয়ং শান্তি আনন্দের সমুদ্র, তাঁহাকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। এজন্য অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায় সাধুর আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বরের করুণা সাধুর হৃদয়কে স্পর্শ করে। সাধু তদীয় করুণাতে পূর্ণ হইয়া স্বজাতিত্ববশতঃ দুঃখের সহানুভূতি থাকাতে দুঃখানুভব করেন। একথার মধ্যে যে সত্য আছে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরে দুঃখানুভব নাই বলিয়া দুঃখশূন্য দয়া বা করুণা হইতে পারে না, একথা বলা যায় না। মনুষ্যের অপূর্ণ হৃদয় অপরের উদ্ধারে নিরুপায় হইয়া ক্লিষ্ট হয়, ঈশ্বরে তাহা সম্ভবে না, কেন না তিনি এক দৃষ্টিতে চরম দর্শন করেন। সুতরাং তাঁহার করুণায় দুঃখের লেশ নাই। সাধুগণেতেও অন্তিমে এমন নির্ব্বাণসুখ সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা যাহাতে দুঃখ লেশ না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের শেষ পুরস্কার। নির্ব্বাণ সুখ ইহলোকে আরম্ভ হয় এবং তৎসহ পরদুঃখে দুঃখের ভাব ও অন্তঃকরণের গভীরতম স্থানে গভীর শান্তি নিয়ত অবস্থান করে। এই নির্ব্বাণ সুখই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষার বিষয় এবং ইহারই জন্য আমরা লালায়িত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

ব্রাহ্ম ধর্ম্মে বনগমন নিষিদ্ধ। ইহাতে পরীবারের মধ্যে ধর্ম্মসাধন ব্যবস্থা। পূর্ব্বকালে লোকে কেন বনে গমন করিতেন? স্ত্রী পুত্রাদি সংসার যোগ তপস্যার অন্তরায় জন্য। এখন কি আর তবে তাঁহারা অন্তরায় নহেন? ব্রাহ্মগণ কি বলিতে পারেন, তাঁহাদিগের সংসার সাধন ভজনের অনুকূল? এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও সংসারের যেরূপ অবস্থা ছিল, আজও তাহাই আছে। তবে এ নূতন ব্যবস্থা কেন? ব্রাহ্মগণ কি পূর্ব্ব সাধকগণ অপেক্ষা তেজীয়ান্? কখনই নহে, তাঁহাদিগের পদস্পর্শ করিতেও ইহাঁরা উপযুক্ত নহেন। তবে তেজস্বীর সাহসিকতা কেন ব্রাহ্মমাত্রের উপরে সাধারণ ব্যবস্থা হইল? নূতন বিধির গুণে। সে বিধি এমন কি প্রমাণ উপস্থিত করিল যাহাতে সকলে এরূপ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? বরং যত দূর দেখা যাইতেছে তাহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে সংসার ও ধর্ম্ম এ দুইয়ের মিলন হয় না; উচ্চ বৈরাগ্য উচ্চ সাধন ভজনে পুত্র কন্যা কেন সহধর্ম্মিণী সহায় হন না, এমন কি কষ্ট স্বীকার করিতে হইলে তিনি প্রতিকূলাচরণ করেন। ব্রাহ্মদিগের জীবনে এ জন্য অশান্তি, সাধন ভজনে বিঘ্নবাহুল্য, তবে নূতন বিধির এ বিধানে ফল কি? আমরা বলি, বিধির বিধি অখণ্ড, কিন্তু মনুষ্যের ধৈর্য্য বৈরাগ্য তত নাই যে এই বিধানকে কার্য্যে

পরিণত করিতে পারে। সংসারে থাকিয়া যোগসাধন, সমুদায় সংসারকে যোগেতে অনুবিদ্ধ করা, এ বিষয়ে বহুল ধৈর্য্য ও তীব্র বৈরাগ্যের প্রয়োজন। ধৈর্য্য বৈরাগ্য বিনা সংসারকে জয় করা যায় না। স্ত্রী পুত্র পরীবার তোমার পথে তত দিন আসিবে না, যত দিন না তাহারা তোমার দন্মের বলে বিমোহিত হইবে। তুমি যদি তাহাদিগের হস্তগত থাকিলে, তবে তাহারা তোমার হস্তগত হইবে কেন? তোমার ঈশ্বরানুরাগ বারংবার সংসারে পরীক্ষিত হইবে। যদি কোন কারণে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় না হয়, সেই অনুরাগে অপর সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, এবং তুমি এমন কি রত্ন পাইয়াছ যাহার জন্য তোমার নিকটে সমুদায় সংসার তুচ্ছ হইয়াছে সকলের অনুসন্ধান হইবে। এই অনুসন্ধান উৎপাদন করিতে না পারিলে, তুমি যে সংসারকে অনুকূল ভূমি করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। আমরা জীবনে এটি করিতে পারিতেছি না, তাই বিধির বিধানে আমাদিগের আজও সংশয় আছে। তবে আমরা উপরে যে উপায়ের উল্লেখ করিলাম, তাহার সত্যতাসম্বন্ধে এত টুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছি যে আমরা নিঃসংশয় বলিতে পারি, এ উপায় অখণ্ড্য। যদি কেহ সংসারকে জয় করিতে চাহেন, তবে এক মাত্র ধৈর্য্য বৈরাগ্য ঈশ্বরানুরাগ এ সম্বন্ধে তাঁহার পরম সহায় হইবে।

ঈশ্বরকে অব্যবধানে দর্শন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ইহার ভিন্নতা এই খানে। জগদ্রূপ একটি আবরণ, মায়া বলিয়া বেদান্তবাদীরা যাহাকে উড়াইয়া দিতে যত্ন করিয়াছেন, আমরা তাহাকে তাঁহাদিগের ন্যায় ভ্রান্তি বলিব না, অথচ সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষাদ্দর্শন করিব, ইহা কিরূপে সম্ভবে? কিরূপে সম্ভবে প্রায় সকলেই জানেন। সমুদায় জগতের অভ্যন্তরে ঈশ্বর মূলশক্তি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা আর এ সময়ে বিবাদের ভূমি নহে। বিজ্ঞানবিদেরাও এখানে ধর্ম্মবিদ্গণের সঙ্গে মিলিত। অব্যবধানে ঈশ্বর দর্শনে ইহাই যথেষ্ট। সেই শক্তি অচেতন শক্তি নহে, প্রেমপুণ্যবর্জ্জিত নহে। অব্যবধান দর্শনে সংশয় মানবীয় পাপ অপবিত্রতায়। যদি মানবীয় ক্রিয়াতে নিয়ত জ্ঞান পুণ্য প্রেম প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে তত্তৎক্রিয়ার মূল ঈশ্বরে আরোপ করাতে কোন দোষ ছিল না, কিন্তু সর্ব্বদা এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং মানবীয় ক্রিয়াতে পাপ দুর্ব্বলতা নিয়ত প্রকাশ পায়। এখানে আমরা ঈশ্বরকে কি প্রকারে সাক্ষাদ্দর্শন করিব? সত্য বটে মনুষ্যের পাপ দুর্ব্বলতা শক্তির ব্যঞ্জক নহে, অশক্তির, সুতরাং পরমশক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে উহার কোন সংস্রব নাই, কিন্তু তন্মধ্য হইতে তিনি যে কল্যাণ ফল আনয়ন করেন তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ কর্তৃত্ব আছে। নিজকৃত পাপের মধ্যে তিনি শাস্তা হইয়া যে শিক্ষা দান করেন, অপরের পাপ অত্যাচারে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা আশা বিশ্বাসাদি যাহা বিশ্বাসীর অন্তঃকরণে বর্দ্ধিত করেন, তাহাতে এরূপ সঙ্কট স্থলেও তাঁহাকে অব্যবধানে দর্শন করিবার অন্তরায় নাই। জড় ও মনুষ্যাদির ক্রিয়া দেখিতে দেখিতে আমাদিগের অন্তর্দৃষ্টি বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, এই অন্তর্দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। যোগবলে আর সমুদায় উড়াইয়া দিয়া কেবল ঈশ্বরের ক্রিয়া ও তাঁহার অভিপ্রায় পরিগ্রহ করিতে যত্ন করিলে সে যত্ন কখন বিফল হইবার নহে। একবার দৃষ্টি ভিতরের দিকে প্রবেশ করিলে তখন আর কিছু জটিল কুটিল প্রতীত হইবে না।

আমরা কতক দিন পূর্ব্বে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম, বুদ্ধকে ঈশ্বরস্থলে অভিষিক্ত করিয়া বৌদ্ধগণ পূজা করিয়া থাকে, পুনর্জ্জন্ম পরলোকাদিতে তাহাদিগের প্রবল বিশ্বাস। সুতরাং এ ধর্ম্ম বর্ত্তমান নিরীশ্বরবাদিগণের মত সদৃশ নহে এবং এ দৃষ্টান্তে নিরীশ্বর ধর্ম্মও মনুষ্যসমাজের পরিচালক হইতে পারে এ সিদ্ধান্ত স্থিরতর ভূমি লাভ করিতে পারে না। আমাদিগের কোন কোন বন্ধু বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিরীশ্বর নহেন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
কল্পস্থাংং কল্পস্থায়ো ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ॥"

বুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত, আকাশের ন্যায় বিপুল, যাঁহারা কল্পস্থায়ী হইবেন বলেন তাঁহাদেরও ক্ষয় হইবে, কিন্তু বুদ্ধের গুণ ক্ষয় হইবার নহে। এ কথাতে এক নিত্য জ্ঞান পদার্থের অস্তিত্ব বৌদ্ধধর্ম্মে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে নিরীশ্বরবাদ কোথায় এক ব্যক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনাদি পরম্পরা বুদ্ধ আছেন বুদ্ধ থাকিবেন এ কথা বলিলে নিরীশ্বরবাদের দোষ অপনীত হয় না। কপিল স্রষ্টা বলিয়া ঈশ্বর মানেন নাই, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ মুক্ত পুরুষে আরোপ করিয়া "ঈদৃশ ঈশ্বর সিদ্ধ" বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বুদ্ধ কপিলোক্ত ঈশ্বরসদৃশ। বুদ্ধকে অনন্ত জ্ঞান অনন্তকাল স্থায়ী বলাতে কিছু আসে যায় না। শূন্যবাদী বৌদ্ধ মতে পূর্ব্ব বুদ্ধের নির্ব্বাণবস্থায় শূন্য এবং অপর পর বুদ্ধের অস্তিত্ব দ্বারা অনাদিপরম্পরা বুদ্ধের স্থিতি স্বীকার করিয়া "বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞান অনন্তকাল স্থায়ী" এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

[গত প্রকাশিতের পর]

সত্যং শিবং সুন্দরস্তত্ত্রয়মেকত্বমাস্থিতম্।

যস্মিন্ তং পুরুষং ভক্তিঃ স্পৃহয়া সাবলোকতে॥ ১৪॥

অধুনা ভক্তেঃস্পৃহনীয়ং পুরুষমাহ সত্যমিতি। পুরুষে সত্যং শিবং সুন্দরং তৎস্বরূপত্রয়ং যস্মিন্ একত্বং আস্থিতং প্রাপ্তং তং পুরুষং সা ভক্তিঃ স্পৃহয়া সাভিলাষতয়া অবলোকতে পশ্যতি।

স্থিরা তন্মূলমালভ্য তিরোধত্তেঽন্যথা ধ্রুবম্।

দ্বিপঞ্চহায়নেষ্বেষা জ্ঞানশ্চৈতদনুত্তমম্॥ ১৫॥

কথং তথাবিধং পুরুষমাকাঙ্ক্ষতি তদাহ স্থিরেতি। তন্মূলং আলভ্য লব্ধা এষা ভক্তিঃ স্থিরা নিশ্চঞ্চলা, অন্যথা ধ্রুবং নিশ্চিতং দ্বিপঞ্চহায়নেষু দ্বয়োঃ হায়নয়োঃ পঞ্চসু হায়নেষু বর্ষেষু বা তিরোধত্তে অন্তর্দ্ধানং করোতি, এতৎ অনুত্তমং শ্রেষ্ঠং জ্ঞানং। কথম্? এতজ্জ্ঞাত্বা সাবহিতেন ভবিত ম্।

গুণত্রয়সমাযুক্তং পুরুষং যোন সেবতে।

তস্য পূজা ভবেৎ ব্যর্থা ভক্ত্যপায়োহি নিশ্চিতঃ॥ ১৬॥

তমেবার্থং দ্রঢ়য়তি গুণত্রয়েতি। যঃসাধকঃ গুণত্রয়সমাযুক্তং পুরুষং ন সেবতে ভজতে তস্য পূজা অর্চনা ব্যর্থা ভবেৎ ভক্ত্যপায়ঃ ভক্তেঃ নাবনং নিশ্চিতঃ নিঃসংশয়ঃ।

সত্যে ক্ষীণা দয়ায়াং সা বিদ্রুতত্বগুণান্বিতা।

প্রাবল্যং ক্রমশঃ প্রাপ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতাং ব্রজেৎ॥ ১৭॥

স্বরূপভেদেন ভক্তেঃ প্রবলতামাহ সত্যইতি। সত্যে সা ভক্তিঃ ক্ষীণা ক্ষীণভাবেনাবস্থিতা, দয়ায়াং বিদ্রুতত্বগুণান্বিতা দ্রবীভাবত্বসম্পন্না ক্রমেণ সুকুমারতাং গতা ক্রমশঃ প্রাবল্যং প্রবলতাং প্রাপ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতাং ব্রজেৎ মুগ্ধরূপেণ পরিণমতীত্যর্থঃ।

বয়োবস্থাসমাক্রান্ত স্ফুটত্বং পরিলক্ষ্যতে।

প্রেমস্ফূর্ত্তির্দয়ায়ান্ত বিশ্বাসাৎ প্রথমোদয়ঃ॥ ১৮॥

বয়োবস্থাসাদৃশ্যেনাস্য ক্রমোন্নতিমাহ বয়োবস্থেতি। অস্য ভক্তৌ বয়োবস্থাসমং চ বয়োবস্থা বাল্যযৌবনপ্রৌঢ়তা স্বরূপং স্ফুটত্বং বিকাশং পরিলক্ষ্যতে দৃশ্যতে। অয়মভিপ্রায়ঃ, সত্যে ভক্তের্বাল্যাবস্থা, দয়ায়মস্যাঃ প্রস্ফুটিতাসহকারেণ যৌবনং, তৎপরিণামসৌন্দর্য্যনিমজ্জনন্ত প্রৌঢ়াবস্থা। ফলিতার্থমাহ, দয়ায়াং হি প্রেমস্ফূর্ত্তিঃ প্রেম্নঃ ক্রমবিকাশঃ, বিশ্বাসাৎ প্রথমোদয়ঃ আরম্ভঃ, প্রেম্ন ইতি শেষঃ।

সর্ব্বাঙ্গপূর্ণমাধুর্য্যাকারাং ভক্তিমবেহি তাম্॥ ১৯॥

ভক্তেঃ স্বরূপমাহ সর্ব্বাঙ্গেতি। তাং ভক্তিং সর্ব্বাঙ্গপূর্ণমাধুর্য্যাকারাং সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নমধুরৈতৈব আকারো যস্যাঃ তাদৃশীং অবেহি জানীহি।

সৌন্দর্য্যে মগ্নভাবোহি প্রগল্ভা ভক্তিরুচ্যতে।

স্রোতস্বিনীব সা ভক্তমাকৃষ্য চেতনাং হরেৎ॥ ২০॥

অধুনা প্রগল্ভা ভক্তিরুচ্যতে সৌন্দর্য্য ইতি। সৌন্দর্য্যে মগ্নভাবোহি প্রগল্ভা অত্যারূঢ়া ভক্তিঃ উচ্যতে। সা স্রোতস্বতী ভক্তং আকৃষ্য চেতনাং হরেৎ বিহ্বলং কুর্য্যাৎ।

দয়াচিন্তাপরঃ সোঽসৌ পুরুষঃ সুন্দরো ভবন্।

বিমোহয়তি ভক্তং তমতোভক্তির্বিশিষ্যতে॥ ২১॥

যোগাদ্ভক্তিং বিশেষয়তি দয়াচিন্তেত্যনেন সোঽসৌ দয়ামঙ্গলসম্পন্নঃ পুরুষঃ সুন্দরঃ ভবন্ সন্ দয়াচিন্তাপরং তং ভক্তং বিমোহয়তি মুগ্ধং করোতি। অতঃ ভক্তিঃ বিশিষ্যতে বিশিষ্টা ভবতি।

সত্যং শিবং সুন্দরংহি মন্ত্রো ভক্তিপথোদিতঃ।

তজ্জপেনৈব সংসিদ্ধিমচিরেণৈব বিন্দতি॥ ২২॥

এতন্মার্গোপযোগিমন্ত্রমাহ সত্যমিতি। সত্যং শিবং সুন্দরংহি ভক্তিপথোদিতঃ ভক্তিমার্গোক্তঃ মন্ত্রঃ মন্ত্রঃ তজ্জপেনৈব পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যা অচিরেণৈব সম্যকসিদ্ধিং বিন্দতি প্রাপ্নোতি।

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু ভক্ত্যনুশাসনে ভক্তিলক্ষণাদিকথনং নাম প্রথমানুশাসনম্।

ভক্তিশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের ১ম উপদেশ।

কুটীর।

[গত প্রকাশিতের পর]

সত্য শিব সুন্দর এই তিনেতে যিনি এক, ভক্তি তাঁহাকেই দেখে তাঁহাকেই চায়। ভক্তি শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা এই যে, ভক্তির মূল স্থির চাই, ভক্তির মূল ঠিক করা উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মূলে স্থাপিত নহে তাহা দুই পাচ বৎসর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। যাহার ভক্তির ভূমি স্থিরতর, যাহার ভক্তি সত্য শিব সুন্দরে প্রতিষ্ঠিত তাহার ভক্তি অনন্তকাল পূর্ণতা লাভ করে। যদি এই তিন গুণের একটিরও ব্যাঘাত হয়, সমুদায় সাধন ভজন পূজা অর্চনা ব্যর্থ হয়। সত্যে ভক্তি ক্ষীণ ভাবে অবস্থিতি করে, দয়াতে উহার কোমলতা বৃদ্ধি পায়, ক্রমে প্রবল হইয়া উহা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতারূপে পরিণত হয়। সত্যে বিশ্বাস ভক্তির আরম্ভ, কিন্তু উহা তখন দুর্ব্বল ভাবে অবস্থান করে। দয়াতে প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। সত্যে ভক্তির বাল্যকাল, এই বাল্যকাল ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া যৌবন প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে পরিণত বয়স্ক হইয়া দয়ার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়। ভক্তির আকার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মধুরতাময়। সৌন্দর্য্যে মগ্নভাব প্রগল্ভা ভক্তি। উহা স্রোতের ন্যায় ভক্তকে টানিয়া লইয়া যায়, সৌন্দর্য্যে ভক্ত একেবারে জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। দয়া ভাবিতে ভাবিতে পুরুষ সুন্দর হইয়া দাঁড়ান। সেই সৌন্দর্য্যে ভক্ত একেবারে বিমোহিত হইয়া যান। "সত্যং শিবং সুন্দরং" ভক্তি পথের মন্ত্র। এই মন্ত্র জপে আশু সিদ্ধি হয়।

মিসরাধিপতি ও ওমরের দূত।

মিসরাধিপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রভু মহম্মদের সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন কর, তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিতেন তাহা কিরূপ ছিল ?" দূত বলিল "সেই অশ্বের পুচ্ছ আরক্ত, ললাট শুভ্র, বামপাদ শুভ্র ছিল, ইহাকে মর্ত্তজল (দ্রুতগামী) বলিয়া ডাকিত।" রাজা—"আরবীয় নাতঃ! আমি নিশ্চিতরূপে শুনিয়াছি যে তিনি গর্দ্দভে এবং উষ্ট্রে আরোহণ করিতেন।" এই কথা দ্বারা তিনি দূতকে লজ্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ গর্দ্দভ মিসর দেশীয় লোকের নিকট নিকৃষ্ট পশুর মধ্যে পরিগণিত। দূত—"পরমেশ্বর উষ্ট্রকে গৌরবান্বিত ও শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। যখন তিনি বলিলেন তুমি হও, উৎপন্ন হইল—উষ্ট্র কঠিন প্রস্তর হইতে জন্ম গ্রহণ করিল। অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষা ঈশ্বর তাহাকে আরবীয় লোকের জন্য বিশেষত্ব দান করিলেন। প্রেরিত মহাপুরুষ এই জন্য তদুপরি আরোহণ করিতেন যে তাহাকে পরমেশ্বর এই কয়েক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা বিধান করিয়াছেন, যাহা কিছু থাইতে পায় সে তাহাতেই সন্তুষ্ট, সে কষ্ট সহিষ্ণু, গুরুভার বহনক্ষম, গমনে অক্লান্ত, পিপাসায় ধৈর্য্যশীল আমাদের ঈশ্বর তাঁহার মহৎ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, ক্ষীণ উষ্ট্র সমুদায় কঠিন পথ অনায়াসে চলিয়া যায়। হজরত মহম্মদের ধর্ম্মযুদ্ধের মধ্যে প্রথম যে যুদ্ধ হয়, তাহা বদরের যুদ্ধ। তাহাতে তাঁহার সঙ্গে এক শত জলবাহী উষ্ট্র ছিল, দুইটি অশ্ব ছিল, এক অশ্বে আসওয়াদ কন্দির পুত্র মেক্‌দাদ অপর ঘোটকে ওমর তমিমির পুত্র মসাব আরূঢ় ছিলেন। আমরা বহুসঙ্খ্যক কোরেশের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম করিয়াছি, প্রেরিত মহাপুরুষের পুণ্য গুণে ঈশ্বর তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন।"

রাজা—"তিনি গর্দ্দভেও কি আরোহণ করিতেন?" দূত—"রাজ্যেশ্বর! হাঁ তুমি যে গর্দ্দভ উপঢৌকন দিয়াছিলে তাহা তাঁহার বাহক হইয়াছিল। সেই গর্দ্দভে তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে জবলের পুত্র মাজও আরোহণ করিত। উক্ত গর্দ্দভের পৃষ্ঠ শয্যা বাইশ পুরু চর্ম্মের ছিল। মিসরাধিশ্বর! জানিও তিনি (মহম্মদ) পদে পাদুকা ও অঙ্গে কামিজ ধারণ করিয়া গর্দ্দভে আরোহণ করিতেন। তিনি বলিতেন যাহারা আমার রীতি নীতিকে অবজ্ঞা করে, তাহারা আমার লোক নহে। তিনি খর্ব্ব আস্তিনা বিশেষ সূত্রের খর্ব্ব কামিজ পারিতেন, সেই কামিজের গলবন্ধ ছিল না। তাঁহাকে দম্নরোদের পরিচ্ছদ (যাহা তেত্রিশ উষ্ট্রের বিনিময়ে বিক্রী হইয়াছিল) উপহার দেওয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা একবার মাত্র পরিয়াছিলেন। শাম দেশ হইতে এক জোব্বা (পরিচ্ছদ বিশেষ) তিনি উপহার পাইয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল পরিয়াছিলেন। এক জোড়া খোফ্‌ফা (চামড়ার মোজা বিশেষ) যে পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়াছিল পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার চাদর দীর্ঘে সাড়ে চারি হস্ত, প্রস্থে আড়াই হস্ত পরিমিত ছিল। এক খানা বস্ত্র ছিল, কোন দূত তাঁহার নিকটে আসিলে তাহা পরিধান করিতেন। যখন তিনি কোন মান্য লোকের সঙ্গে কথা বলিতেন, তিনবার কথার পুনরুক্তি করিতেন। যখন কোন সমাজে উপস্থিত হইতেন, তখন পূর্ব্বেই লোকদিগকে সেলাম করিতেন, ঈষদ্ হাস্য সহকারে কথা বলিতেন। কোন সমাজে যখন উপবেশন করিয়া গাত্রোত্থান করিতে চাহিতেন তখন বলিতেন 'হে ঈশ্বর! তুমি পুণ্যময়, প্রশংসান্বিত, আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছি।' আমরা বলিয়াছিলাম যে, হে প্রেরিত পুরুষ! আপনি কি এই বচন স্বভাবতঃ লাভ করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন যে জিব্রিল এই বচনযোগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। রাজন্! জানিও প্রেরিত পুরুষ পরলোকে গমন করিবামাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী আয়সা আমাদিগের নিকটে এক খানা কম্বল ও স্থূল ইজার উপস্থিত করেন, এবং বলেন যে প্রেরিত মহাপুরুষ এই শয্যা ও বস্ত্রের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

* * * * * * *

ঈশ্বরকে ভয় কর, যাহাতে তোমাদের শেষ গতি। নিশ্চয় জানিও এই সংসার অস্থায়ী ও নশ্বর এবং পরলোক নিত্য। তোমাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা ঈশার বিষয়ে কি তোমরা শ্রবণ কর নাই? তিনি অনাসক্ত ছিলেন, তিনি পশু রোমের বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাঁহার উপাধান প্রস্তর, দীপ চন্দ্রমা ছিল। আমরা আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ মহাত্মা মহম্মদের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে পরমেশ্বর তাঁহার প্রেরিত পুরুষ ঈশার প্রতি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, 'হে ঈশা! তুমি নিশীথ উপাসনাকালে নিজের জন্য ক্রন্দন বিলাপ কর, নির্জ্জনে আত্মশাসন করিতে থাক, উপাসনাতে সত্বর হও, কল্যাণ গ্রহণ কর, অকল্যাণ পরিত্যাগ কর, পুত্র পরিজনকে বিদায়দান কালে লোকে যেমন ক্রন্দন করে তদ্রূপ তুমি স্বীয় মানবীয় ভাবের জন্য রোদন কর। নগরে বাস কালে নির্জ্জনে থাকিও, যখন সকল লোক নিদ্রায় থাকে, তুমি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ঘটনার জন্য সভয়ে জাগরণ করিও।' যখন ঈশ্বরের আত্মা ও তাঁহার বাণী স্বরূপ যে ঈশা তিনি এরূপ বিভীষিকায় ভীত হইয়াছেন, তখন দীন দুঃখী লোকের সম্বন্ধে কি রূপ হয়? জানিও নিশ্চয় তিনি (ঈশা) শৈশব শয্যায় বলিয়াছেন, এই কথা বলিয়াছেন, সত্যই আমি ঈশ্বরের দাস। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের দাসত্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তোমরা কেমন করিয়া তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করিতেছ। সেই মহান্ পরমেশ্বরের সহকারী নাই, তিনি অদ্বিতীয়ত্বে স্বতন্ত্র, ঈশ্বরত্বে গৌরবান্বিত। মহাপুরুষের উক্তি এই, ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করেন না, তাঁহার রাজ্যে তাঁহার এক জনও সহকারী নাই, তিনি স্ত্রী পুত্র, সহকারী ও বিকৃত ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত, তাঁহার জন্য স্ত্রী নাই, পুত্র নাই সহকারী নাই, মন্ত্রী নাই, তাঁহার আদির আদি নাই, অন্তের অন্ত নাই। তিনি স্থানেতে বদ্ধ নহেন, সকল স্থানে আছেন, কিন্তু জড়ের ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট নহেন, তাঁহার শরীর নাই, তাহা হইলে স্পর্শ করা যাইত, তিনি জড়ীয় প্রকৃতি নহেন, তাহা হইলে অনুভূত হইতেন। তিনি গতি ও স্থিতি গুণ যুক্ত নহেন; তাঁহার হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই।

* * * * * *

ফতুহো মিসরা (আরবী)।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা সক্রেটিস্।

২৫ ফাল্গুন কমলকুটিরে সক্রেটিস্ সমাগমোপলক্ষে আচার্য্য যে প্রার্থনা করেন, আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গের সাধনের সাহায্য জন্য তন্মধ্য হইতে একাংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"হে স্নেহময়ী জননি! তুমি প্রাচীন গ্রীস দেশ এবং ভারতবর্ষকে একত্র করিয়া হস্তে রাখিয়াছ। তোমার ক্রোড়ে সকল দেশের সাধুরা আছেন। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এক জন যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞানে ঝক্ ঝক্ করিতেছেন, অন্ধ আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। ঐ যে তোমার বক্ষে প্রকাণ্ড আত্মতত্ত্বসূর্য্য জ্বলিতেছে উনি কে? উহাঁর নাম ধাম বলিয়া দাও। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত দল বাহ্যিক সভ্যতা এবং বিলাসের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় মহামতি সাধু সক্রেটিস্ ধমক্ দিয়া বলিলেন, ওরে যুবাদল, সংসারের উজন স্রোতে নৌকা ফিরাইয়া লইয়া আয়। গম্ভীর প্রাচীন মহর্ষি বাক্য আরোহীদিগকে স্তব্ধ করিল। তাহারা বিলাসের স্রোতে শরীরপূজা ইন্দ্রিয়সেবার দিকে জড়ের আরাধনাতে চলিতেছিল, এমন সময় বৃদ্ধ সক্রেটিসের মহাধ্বনি তাহাদিগের কর্ণগোচর হইল। এই ধ্বনি শুনিয়া তাহারা নৌকা ফিরাইয়া দিল এবং পাইল তুলিয়া দিল, মহাবেগের সহিত যুবকদলের নৌকা চলিল। কোন দিকে? যে দিকে নূতন বিধানের নিশান উড়িতেছে। জগজ্জননি! তুমি গ্রীসের জননী, তুমি তোমার সুপুত্র সক্রেটিসকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ। ঐ যে তোমার সাধু পুত্র কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন "আমি মর্ত্ত, আমি কিছু জানি না, ওরে অবোধ মন আপনাকে আপনি জান।" তিনি আপনার সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছেন। তিনি বাহ্যিক বিদ্যার উত্তাপ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাহিরের পুস্তক বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। বাহিরে চারি দিকে অসার বস্তু দেখিয়া তিনি আপনার হৃদয়ের কপাট খুলিলেন। সেই কপাট খুলিয়া তিনি এক বস্তু দেখিলেন যাহার নাম আত্মা। সেই বস্তু বলিল "আমি সক্রেটিসের আত্মা, আমাকে তুমি জান। আমার অযোগ্যতা অসারতা প্রভৃতি তুমি পাঠ কর, আমি আজ হইতে তোমার গ্রন্থ এবং শাস্ত্র হইলাম। সর্ব্বাগ্রে আমাকে তোমার জানা কর্ত্তব্য।" এই কথা সক্রেটিস শুনিলেন। "আপনাকে জান, আপনাকে জান," এই কথা তিনি পৃথিবীকে বলিলেন। সক্রেটিস এই আত্মতত্ত্বের অবতার। সক্রেটিসের আত্মার ভিতরে প্রত্যাদেশের আকারে দৈববাণীর আকারে ঈশ্বর বিশেষরূপে কথা কহিতেন। ঈশ্বর বলিলেন "হে সক্রেটিস আমি যখন তোমার রক্ত মাংস সংযোগ করিয়া তোমাকে গঠন করিলাম, তখন তাহার মধ্যে ব্রহ্মবাণী প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম। যাই আমার বাণীরূপ তেজ তোমার রক্ত মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিল, অমনি তুমি জন্মিলে। তোমার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ বড় হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণীও প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তুমি বাল্যকাল হইতে জানিতে পারিয়াছিলে তুমি এক জন পুরুষ, আবার তোমার ভিতরে আর এক জন কে জাগ্রৎ ভাবে কথা কহিতেছে।" জগদীশ্বর, সক্রেটিসহৃদয়নিবাসী ঈশ্বর, তুমিই আমাদের ঈশ্বর, তুমিই সক্রেটিসের বুকের ভিতরে বসিয়া এত শত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার উপদেষ্টা নেতা ও সহায় হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে। পিতা, তোমার কথা শুনিয়া সক্রেটিস পৃথিবীকে কেমন চমৎকার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান এবং নীতি শিক্ষা দিলেন। তাঁহার দ্বারা নূতন মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র গঠিত হইল। আগে ছিল অসার পরতত্ত্ব, তাঁহার সময়ে আত্মতত্ত্ব সূর্য্য উদিত হইল। প্রথমে গ্রীস্ সেই সূর্য্য দেখিল, পরে অন্যান্য দেশে সেই সূর্য্য প্রকাশিত হইল। সর্ব্বাগ্রে সক্রেটিসের হৃদয় মধ্যে সেই আত্মতত্ত্বসূর্য্য স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। প্রথমে তাঁহারই মনে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ চিত্তশুদ্ধি আত্মজ্ঞান প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। হে হরি, তোমার প্রেমসরোবরের ধারে সক্রেটিসের হৃদয়ের ভিতরে তুমি আত্মজ্ঞান বীজ পুতিয়াছিলে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সক্রেটিসের মনোবিজ্ঞান প্রস্তুত হইল। তিনি এথেন্স নগরের যুবাদিগকে সেই আত্মতত্ত্ব শিখাইয়া ভিতরের দিকে কর্ণপাত করিতে শিখাইলেন।"

ব্রাহ্মিকার আত্মচিন্তা।

কে গা তুমি? এস এস এত বিষণ্ণ কেন? এমন জীর্ণ বস্ত্র পরিধানে কেন? বস বস, আহা আহা অতি আস্তে আস্তে এ দিকে এস যেন পদ শব্দ না হয়। কারণ জড়রাজ্য তাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ধ্যান করিতেছেন। দেখ ভগিনী, চারিদিকের কেমন গাম্ভীর্য্য, উচ্চতরুবর স্থির হইয়া দেবাদিদেবের ধ্যানে মগ্ন, বায়ু ক্ষণকাল বিদায় লইয়া বসিয়া আছেন। নদ নদী খাল বিল হরি চিন্তায় মগ্ন। ঝিল্লিগণ এই বলিতেছে, "ওরে জীব, আমাদের বিশ্বপতি বলিয়াছেন যে একটি সময় আমি স্থির করিলাম, যে সময় ব্রহ্মাণ্ড আমাকে ধ্যান করিবে, সে সময় কেহ গোলমাল করিস্ না। কারণ সমস্ত দিন সে পরিশ্রম করিয়া রবিদ্বারা উত্তপ্ত হইয়া আমার কাছে আসিবে, সে সময়ে সকলে স্থির হস্। আমার যে শান্তি-সহবাস তাহাতে সে সকল উত্তাপ দূর করিবে।" দয়াময় হরি তাঁর সাধু যোগী ঋষি সন্তানদের জন্য তিনি প্রকৃতির স্বভাবকে ধ্যানের সময় অনুকূল করিয়াছেন। এমন সময় আছে যে সময় সমস্ত জড়রাজ্য ধ্যানে মগ্ন হয়। জড়রাজ্যের ধ্যান ভঙ্গ করিব না, স্থির হইয়া বসিয়া থাকি। তুমি কি ধ্যান করিতে পার না? তবে তুমি উপাসনায় সময় যখন ব্রহ্মোপাসকগণ ধ্যান করেন তখন কেন নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাক? দেখ মন, পৃথিবীতে প্রথা রীতি নীতি আছে যে, ভদ্রসমাজে যাইলে তাহার ভদ্রতা রক্ষা করিবার জন্য ভদ্রলোকেরা দাঁড়াইলে দাঁড়াইতে হয়, বসিলে বসিতে হয়। এখন শ্রদ্ধেয় উপাসকগণ হরিপাদপদ্মচিন্তায় মগ্ন, আর আমি চক্ষু খুলিয়া চারিদিকের বিকট আকার দেখিব, তাই চক্ষু মুদিয়া থাকি। ঠিক ঠিক। আচ্ছা মন, তুমি কেন ভগিনীদের সঙ্গে যখন পূজা কর, তখন ধ্যান কর? তাহার কারণ এই যে, যত যোগী মুনি ধ্যান করিতেন, এবং এখনকার ব্রহ্মোপাসকগণ যে ধ্যান যোগ করেন, তাঁহারা ধ্যানের পথে কোন দিক দিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন তাহাই দেখিতে চেষ্টা করি। ঠিক ঠিক। আচ্ছা মন, তুমি যে যোগিনী হব বলিয়া প্রার্থনা কর, লিখ ও নির্জনে গিয়া ভাব, ধ্যান যোগ কর? না না তাহা নয়। শুন বলি, যেমন নির্বোধ বালক মাতার ঘরে যে কাঁচের আলমারিতে সুন্দর বহুমূল্য পুত্তলিকা দেখিয়া প্রলো-

Registerde No. 66.

ভনে পড়িয়া তাহার মাতাকে বার বার বিরক্ত করে, প্রথমে মা বলেন না দিব না, কারণ একদণ্ডে এমন সুন্দর পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কাঁদিতে থাকিবি; কিন্তু বার বার চাহিতে চাহিতে বিরক্ত হইয়া কিংবা দয়া করিয়াই হউক, এই নে বলিয়া সেই পুতুল দেন; সেই প্রকার জগজ্জননীর অনুরাগরূপ কাঁচের আলমারিতে ধ্যান ও যোগরূপ পুতুল অসংখ্য আছে; যে যেমন তাহার জন্য সেইরূপ রাখিয়াছেন, বার বার আমি চাহিলে যদি আমাকে দিয়া ফেলেন। মাতাও নিজের সন্তানের জন্যই পুতুল রাখেন। তিনি কি অন্য লোকের জন্য রাখেন? তাই আমি বার বার চাহিয়া থাকি। কোন্ দিন আমাকে দিয়া ফেলিবেন তাহার কিছু স্থির নাই। ঠিক ঠিক, মন, সত্য বলিলে তাহা তোমার পক্ষে ঠিক্।

হেরে মন, এই যে এমন প্রতিদিন উপাসনা হয়, তা তুই আরাধনার সময় কি উদ্বোধনের সময় না গিয়া কেন সংসারের ভিতর থাকিস্? এমন সুবিধা, তবু তোর হয় না? যাব কেমন করে? যখন প্রথম অগ্নি ধরাইয়া তখন অতি সূক্ষ্ম কাষ্ঠ কিংবা শুষ্ক তৃণ দিয়া অগ্নি জ্বালায়, পরে স্থূল কাষ্ঠ কত দগ্ধ করে। সেই রূপ আমার ভিতরে ক্ষুদ্র অগ্নি ঢুকিয়াছে, আগে তৃণ দিতে হয়, ক্রমে স্থূল কাষ্ঠ দেওয়া যাইবে। ঠিক ঠিক, তোর পক্ষে ঠিক্। আচ্ছা, যখন হরির শত নাম পাঠ হয়, তখন তুমি কেন তাহা পাঠ কর না, এক দিনই বা কর কেন, আর এক দিন কেন কর না, তাহার কারণ কি? যদি করিবে না ত আদত্ত করিবে না, আর যদি করিবে তাহা হইলে প্রতি দিন নিয়মিত করিবে। শুন বলি যখন রন্ধনশালার রান্ধনী ব্যঞ্জন রাঁধেন, তখন তরকারি সাঁতলাইবার পরে শরা চাপাদিয়া থাকেন। কিছু ক্ষণ পরে শরা তুলিয়া দেখেন শরা হইতে ঘাম পড়িতেছে। যত ক্ষণ না ঘাম পড়ে তত ক্ষণ চাপা থাকে। তেমনি আমার মুখের হাঁড়ীতে নয়নরূপ শরা চাপা আছে। যখন দেখি শরা হইতে ঘাম পড়িতেছে তখনি নয়নশরা তুলিয়া লই। ঠিক ঠিক তোমার পক্ষে ঠিক। যখন সমস্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল, তখন প্রার্থনারূপ অন্ন খাইয়া কৃতার্থ হইলাম। এ অন্ন খাইলে কি হয়? তাহাতে শরীরের পুষ্টি করে বল ও তেজ বৃদ্ধি হয়, হইলে কত কার্য্য করা যায়। আত্মার অন্ন প্রার্থনা। তাহা না খাইলে মরিয়া যায়, খাইতে পাইলে আত্মা বলীয়ান্ হয়, কত স্ফূর্ত্তি পায়, জীবনে কত কার্য্য করিতে পারা যায়। শুধু কার্য্য করা নয়, আত্মা দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা পায়। কোন্ দিন কোন্ রাক্ষস আসিতেছে দেখিয়া যদি প্রার্থনা করিয়া বাড়ী দৌড়িয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে রক্ষা পাইব, নতুবা দাঁড়াইয়া মৃত্যুমুখে সেই রাক্ষসের হস্তে মরিব। প্রার্থনার কত গুণ তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে মন, তোমাকে ঐ প্রার্থনার গুণ শুনাইতে চেষ্টা করিব।

সঙ্গীত।

প্রার্থনা বিনা বাঁচি না। (জীবন থাকে না)
পড়ে মৃত্যু মুখে পাই কত যাতনা।

গুণ বলিব কত, না হয় বর্ণিত, অক্ষম করিতে বর্ণনা।
(অক্ষম করিতে বর্ণনা)

ইহার বলে, পুণ্য পথে চলে, যাব সুখধামে, প্রেম আর পুণ্যে পূরে সব মনস্কামনা।

বিষম প্রান্তর দেখে ভয়ে কাঁপে প্রাণ। অসময়ে আঁধারে ঘেরিল কি কারণ।

বৈরাগ্য বায়ু বহে ঘোরতর, দেখে হৃদয় করে থর থর, যেন বিজলি করে ঝল ঝল।

এমন সময়ে কে কোথা রহিল। কঠোর বৈরাগ্য উদিত হইল।

দেখা দিল বিষম বিধান, কঠোর শাসন, উত্তাপের উপরে জ্বলিছে হুতাশন।

বন্ধুগণ ফেলিয়া সকলে কে কোথায় লুকাল। বৈরাগ্য বিনা শূন্যময় ত্রিভুবন। সাধু পুত্র দুই জন, তাঁরাও গেলেন চলি।

কি কারণ মোজেস সক্রেটিস্ ভাল ছিলেন, তাঁদের কোথা হতে আসিলেন।

দেখা দিলা শাক্যমুনি, সিদ্ধ পুরুষ তা জানি. কেমনে আমি হব তাঁর অনুগামিনী।

সংসারে আসক্ত মন, না জানে সাধু যোগীর যতন, যেন খনিতে রতন, যেন মাতৃক্রোড়ে শিশু অন্ধনয়ন।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গয়াতে এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোকানাথ সান্যাল হাজারীবাগে সাংবৎসরিকোপলক্ষে গমন করিয়াছেন।

১ চৈত্র শনিবার শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বাটীতে এবং ১৯এ চৈত্র বুধবার বিডন্‌পার্কে উপদেশ ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থানে প্রায় দুই সহস্র এবং শেষোক্ত স্থলে প্রায় চারি সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। সকলে নিঃশব্দ গম্ভীর ভাবে উপদেশ শ্রবণ করেন এবং মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনিতে সকলদিক্ পূর্ণ করেন। সাধারণের ব্যগ্রতা ও পিপাসাতে আমরা একান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। স্থানাভাববশতঃ আমরা উপদেশের সার দিতে পারিলাম না। উপদেশদ্বয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য প্রতিখণ্ড /০ আনা।

২২ এ চৈত্র শনিবার শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ বড়ালের বাস ভবনে আচার্য্য মহাশয় "ছায়া পূজা এবং জীবন্ত ঈশ্বর" বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য মধুর উপদেশ প্রদান করেন। উপাসনা স্থলে অনেক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ৮ সংখ্যা। } ১৬ ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন দীনবৎসল হরি! কে বলিল যে তোমার সাধকগণ দুর্জ্জয় রিপুকুলের হস্ত হইতে চিরবিমুক্তি লাভ করিতে পারেন না। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, সুখদ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, কোন কালে কি তোমার সাধককে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে? তোমার অনুরাগে প্রদীপ্তহৃদয় হইয়া যাঁহাদিগের নিজের দেহাপেক্ষা সুখাপেক্ষা থাকে না, অনায়াসে তোমার মহিমাবর্দ্ধনের জন্য বিষাগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন, ছার বিষয়লালসা তাঁহাদিগকে কি প্রকারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? এই পাপজীবন যাহা কিছুতেই সাধক ভক্ত বা যোগী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারে না, তাহারই মধ্যে যখন দেখিতে পাই তুমি ঈদৃশ বল নিহিত করিয়া রাখিয়াছ, তখন তোমার বড় বড় সাধক ভক্ত যোগীর কথা তো দূরে। যাহারা মনে করে কিছুতেই পাপরিপু নির্জ্জিত হইবার নহে, তাহারা তোমাকে জানে না এবং তোমার পূজা করে না। সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল পাপশত্রুর হস্ত হইতে যাহারা মুক্তিলাভ করিবার জন্য একান্ত আকুল এবং সেইআকুলতায় তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কখন অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসে না। তুমি এক দিকে তোমার সাধকদিগকে, অপর দিকে সংসারিগণকে রাখিয়াছ। বিষয়ীরা যতই বলে আমরা কঠোর অদম্য রিপুগণের হস্তে পড়িয়া মারা গেলাম, ইহাদিগের হস্ত হইতে কোন দিন উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাদিগেরই দাসত্বে জীবন বিক্রীত হইয়াছে, চির দিন অবশ ভাবে আমাদিগকে ইহাদিগেরই সেবাতে জীবন কাটাইয়া যাইতে হইবে; ততই অপর দিকে তোমার সাধকগণ অন্তর্ব্বর্ত্তী তেজস্বিতায় সংসারিগণের এই ব্যর্থ অলস বচন যে কিছুই নয় তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করেন। সংসারীদিগের ন্যায় ইঁহাদিগেরও রক্ত মাংসের শরীর, এবং উহা তেজস্বী ইন্দ্রিয়গণের আবাসভূমি। এমন কি অনেকে পাপের সঙ্গেও পূর্ব্বপরিচিত অথচ তাঁহারা এই সকলকে ভ্রূভঙ্গিতে নির্জ্জিত করেন, এবং সংসারিগণকে এই শিক্ষা দেন যে যদি তাহারা তাঁহাদিগের পথ আশ্রয় করে, ভয় ভাবনার কিছু মাত্র কারণ নাই। হে দীনবন্ধো! যাহা নিজের পাপ জীবনে দেখিয়াছি এবং সাধকদিগের জীবনে পাঠ করিয়াছি তাহাতে আমার অণুমাত্র এ সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। তাই তোমার নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, এমন সাহস বল ও নির্ভর

দাও যে নির্ভীক মনে সমুদায় পাপরিপুকে পরাজয় করি এবং তাহাদিগের উপরে তোমার সত্য প্রেম পুণ্যের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া চির জীবনের জন্য কৃতার্থ হই।

যোগানন্দ।

পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে যোগ হয় না, হিমালয়-শিখর চির দিন যোগের অনুকূল স্থান। যাঁহারা সংসারে থাকিয়া যোগ করিতে চান, তাঁহারা যদি যোগবলে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া আনিয়া সেখানে স্থাপন করিতে পারেন, তবেই যোগানন্দ লাভ হইবে, অন্যথা অসম্ভব। হৃদয়ের নিম্ন ভূমিতে সংসার, উচ্চ ভূমিতে হিমালয় কেন সুমেরুশৃঙ্গ। সেখানে যে ব্যক্তি উপবেশন করিয়াছে, তাহার সংসারের মলিন-বায়ু-সংস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুখ দুঃখ মান অপমান খ্যাতি নিন্দা অবিশ্রান্ত সংসার ভূমি দিয়া বহিয়া যাইতেছে। যাহারা তাহার কূলদেশে বসিয়া আছে, তাহাদিগের হৃদয় সেই সকলের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে। তরঙ্গিত চিত্তে যোগ অসম্ভব। সরোবরবক্ষ ক্রমান্বয়ে আন্দোলিত হইতে থাকিলে তাহাতে সুচারু চিত্রের ছবি কখন প্রতিবিম্বিত হয় না। সংসারে থাকিব, সংসারের কোলাহল, বিপদ আপদ, দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ত উদ্বেজিত করিবে, অথচ চিত্ত তাহাদিগের অতীত ভূমিতে নিয়ত স্থিতি করিবে, ইহা যদি সম্ভব না হয়, তবে যোগের আসন পরিত্যাগ করিয়া হয় সংসারের জীব হইতে হয়, না হয় সংসারে যোগ আনয়নের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যানী আশ্রয় করিতে হয়। যদি চিত্ত সুখদুঃখাদির অতীত না হইল তবে অরণ্যবাসে ফল কি? যাহার চিত্ত অসংযত, বনও তাহার সংসার হইয়া উঠে। চিত্ত যদি সংযত হয় সংসারই তাহার পক্ষে গভীর বন।

আমরা ক্ষুদ্র হই বা সামান্য হই, আমরা সংসারে থাকিয়া যোগী হইতে চাই। বহু তেজস্বী পুরুষ ইহাকে সাহসিকতা মনে করিয়া সংসার ছাড়িয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের চরণের রেণুস্পর্শ করিবার উপযুক্ত না হইয়াও কি প্রকারে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিবার অভিমান প্রকাশ করিব? আপাততঃ দেখিতে ইহা সাহসিকতা বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ভাবের মধ্যে যদি কেহ সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক উচ্চতর জ্ঞান লইয়া যোগের আনন্দ অনুভব করিতে চান, তবে তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। যাঁহার মন উদার হইয়াছে, ধর্ম্মের সমুদায় বিভাগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যিনি উৎসুক, তিনি মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনচারী হইতে পারেন না; অথচ বনচারী না হইলেও তাঁহার যোগে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অবশ্য এমন কোন পন্থা আছে, যাহা অবলম্বন করিলে সংসারী যোগী হইতে পারেন। আমরা সেই পন্থা অন্বেষণ করি এবং তাহা ধরিতে পারিলেই আমাদিগের কৃতার্থতা।

যোগপথে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যকে এতৎসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। মহাত্মা পল বলিয়াছেন, বিবাহিত ব্যক্তি যেন মনে করে আমি অবিবাহিত।

"স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎত্যক্তং জগৎত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।"

স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে সংসার ত্যাগ করা হয়, সংসার ত্যাগ করিলে সুখী হয়। এ সকল কথার অর্থ আর কিছুই নহে, ভোগবাসনাত্যাগ। ভোগের বাসনা দ্বারা যাহার চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, সে নিয়ত যোগবিমুখ। বিষয় বিরাগ উপস্থিত না হইলে, এবং অভ্যাস দ্বারা বিরাগকে স্থায়ী না করিলে কেহ চিত্ত চিরযোগোন্মুখ রাখিতে পারে না। বিষয়ী মন সহজে বিষয়ের লালসা পরিত্যাগ করে না। পুনঃ পুনঃ সংসারে লাঞ্ছিত হইয়াও সে পুনরায় চর্ব্বিতচর্ব্বণে প্রবৃত্ত হয়।* শুভ

যোগে যখন বিষয়ের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়, তখন সেই বিরাগ যাহাতে বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে তদুপযুক্ত সাধনের প্রয়োজন। বাসনা দুঃখের মূল। বাসনার উচ্ছেদ ভিন্ন দুঃখের উচ্ছেদ অসম্ভব।

বিষয়বিরাগকে আমরা শুভযোগের উপরে রাখিয়া সাধারণের সাধনাতীত স্থানে উহাকে রাখিলাম। ইহাতে অনেকের নিরাশা উপস্থিত হইবে এবং অনেকে ইহাকে একান্ত অবৈজ্ঞানিক বলিবেন। কারণ বিজ্ঞান নিয়মাবিষ্কার করিয়া সকলই আয়ত্তাধীন করিতে চায়। বিষয়-বিরাগকে শুভযোগের উপরে রাখিয়া আমরা একথা বলিতেছি না মনুষ্যের প্রকৃতি মধ্যে বিরাগ উপস্থিত হইবার কারণ নাই। যাহারা বিষয়িগণের প্রতিদিনের জীবন দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতে পারে ইহারা দিনের মধ্যে কত বার সংসারের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। এ বিরক্তি যদিও স্থায়ী হয় না, এমন দিন উপস্থিত হয় যে দিন উহাই বিষয়বিরাগে পরিণত হয়। যে দিন যাহার সম্বন্ধে এইটি হয়, সেই দিনই তাহার সম্বন্ধে শুভযোগ। যখন যাহার জীবনে এরূপ হইল, সে যদি সাধন দ্বারা তাহাকে স্থায়ী করিতে না পারে, তবে কে জানে কবে আবার তাহার সম্বন্ধে তাদৃশ শুভ-সজ্বটন হইবে? ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সর্ব্ব প্রথম বিরক্তির কারণকেই শুভযোগ করিয়া তুলেন।

যোগের আনন্দের বিষয় বলিতে গিয়া আমরা এত অবান্তর বিষয় কেন বলিলাম? যোগানন্দ লাভ করিতে গেলে সংসারের অতীত ভূমিতে উত্থিত হইতে হয়, অতীত ভূমিতে উত্থিত হইতে গেলে বিষয়বিরাগ প্রয়োজন এই জন্য। আমরা প্রথমেই বলি-য়াছি হিমালয়শৃঙ্গে না বসিলে যোগসাধন হয় না। এ শৃঙ্গ বিষয়বিরাগ। এই বিষয়বিরাগ হইতে দুঃখাপনয়ন জন্য এক প্রকারের সুখ উপ-স্থিত হয়, যাহা ভারবাহীর ভার অবতারণের সু-খের সঙ্গে সমান। ইহা যোগের সুখ নহে। বিষয়-বিরাগ যখন ঈশ্বরানুরাগে পরিণত হয়, তখনই যোগানন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। সংসারে এই যোগানন্দ সংস্থাপন করিবার জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। সংসার থাকিবে অথচ বন হইয়া যাইবে আমরা ইহাই চাই। পূর্ব্বের সংসারত্যাগ এখন বাসনাত্যাগ। কেন না তখনকার সংসারত্যাগও বাসনাত্যাগ ভিন্ন সিদ্ধ হইত না। বাসনাত্যাগ কর, বিষয়ে অনাসক্ত হও, ঈশ্বরের অনুরাগে হৃদয় পূর্ণ কর, যোগের আনন্দ লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইবে।

উচ্চতর বিজ্ঞান।

শারীরিক বিজ্ঞান শরীরসম্বন্ধে নিয়মরাজি প্রকাশ করে এবং যে পরিমাণে উহা প্রকৃতির অনুসরণ করে সেই পরিমাণে অভ্রান্ত। কিন্তু শরীরবিজ্ঞানের নিয়মরাজি সাধারণ, বিশেষ বিশেষ শারীরিক অবস্থার সঙ্গে উহার প্রয়োগ প্রতিব্যক্তির স্বীয় শরীরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উপরে নির্ভর করে। উত্তম রোগী সেই ব্যক্তি যে আপনার শরীরের অবস্থা, রোগের হেতু, পূর্ব্বরূপাদি, বিশেষ বিশেষ পথ্য, ও ঔষধের তৎ-প্রতিক্রিয়া অনায়াসে বলিতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি কেবল শরীরতত্ত্ব পথ্যাপথ্যাদি পাঠ করে, অথচ নিজের শরীরের তত্ত্ব নিজে না জানে, তবে তাহার তাদৃশ পাঠ ব্যর্থ পরিশ্রম। "আপনাকে জান" এ নিয়ম আত্মসম্বন্ধে যেমন, শরীরসম্বন্ধে ও তেমনি। আপনার শরীরকে যে আপনি না জানে, সহস্র বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহার কিছুই সাহায্য করিতে পারে না।

আপনাকে আপনি জানিতে গেলে, আপনার দোষ অজ্ঞতা চক্ষে পড়ে, কিন্তু আত্মার মধ্যে এমন একটী অশব্দ বাণী লক্ষিত হয় যাহাতে সেই অজ্ঞতার দোষ পরিহার হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা আইসে শরীর মধ্যে এমন কি আছে, যদ্দ্বারা আমাদিগের তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা নিরসন

হইতে পারে। ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাদিগকে নিয়ত শরীররক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছে। এ দুই অভ্রান্ত নেতা। যদি যথোপযুক্তরূপে ইহাদিগের অনুসরণ করা যায়, শরীর স্বভাবে অবস্থান করে। আহারের পরিমাণ প্রকৃতি স্বয়ং বলিয়া দেন। অধিক পরিমাণে আহার কর, তৎক্ষণাৎ শরীরের ক্লেশ উৎপন্ন হইবে, যদি তাহা অগ্রাহ্য কর, বমনোদ্গম আসিয়া আহার নিবারণ করিবে। অন্য দিকে যথাপরিমাণে আহার কর, শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত, পরিশ্রমক্ষম থাকিবে। প্রতি-শরীরের পক্ষে বিশেষ বিশেষ আহার্য্যসামগ্রীর উপযোগিতা সেই শরীরই বলিয়া দেয়। এমন সকল ধাতু আছে, যাহাতে কোন কোন বস্তু অসহ্য, কোন কোন বস্তু শরীরের স্বাস্থ্যবর্দ্ধক। যাহা যাহার সহ্য হয় না, সে তাহা জানে, কিন্তু লোভে পড়িয়া বিপরীতাচরণ করতঃ ক্লেশ পায়। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে শরীরের নিয়ম ভঙ্গ করে, স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে। কেন না শরীরের এই সকল ব্যাপারের মধ্য দিয়া ঈশ্বর স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন। প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞানে যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা এ সকলকে শারীরিক অন্ধ ক্রিয়া বলিয়া মনে করিতে পারেন না, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রেরণা জানিয়া তাহার নিকটে তাঁহারা মস্তক অবনত করেন।

আত্মার অভ্যন্তরে বিবেক যেরূপ, শরীরের অভ্যন্তরে এই সকল প্রেরণা তদ্রূপ। বিবেকের প্রেরণা যত অনুসরণ করা যায়, তত যেমন তাহার প্রেরণার পরিধি বিস্তৃত হইতে থাকে, শরীরসম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। এই সকল স্বাভাবিক শারীরিক প্রেরণাকে যত সম্মান প্রদান করিবে, তত উহারা সুস্পষ্ট বেশ ধারণ করিবে। পরিশেষে এত দূর পর্য্যন্ত উহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়িবে যে অনেক স্থলে চিকিৎসকের স্থান অধিকার করিবে। অনেকে এই প্রেরণার অনুসরণ করিয়া চিকিৎসকের উপদেশ অবহেলা করিয়াও উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহাকে কিছুতেই সামান্য মনে করিতে পারি না।

চিরাগত কুসংস্কারের অধীন হইয়া অনেকে এই প্রেরণার দিকে মনোনিবেশ করেন না। তাঁহারা যাহা শুনিয়াছেন বা পাঠ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস করিয়া অনেক সময়ে এই প্রেরণার অবমাননা করেন। আমরা জানি, যদি এই প্রেরণার যথোপযুক্ত অনুসরণ করা হয় তবে শরীরের স্বাস্থ্যভোগ করিতে পারা যায়। ঈশ্বরে সমর্পণ শরীর মন উভয়সম্বন্ধে হইয়া থাকে। যিনি আপনার মন ঈশ্বরে উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি শরীর কখন আপনার হস্তে রাখিতে পারেন না। মন যদি তাঁহার নিদেশ অনুসরণ করে, শরীর তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে কি প্রকারে? অনেক সময়ে আধ্যাত্মিক হিতের জন্য শারীরিক ক্লেশ বহন করিতে হয়, কিন্তু এই ক্লেশ স্বাস্থ্যের নিয়ম অতিক্রম করিয়া অনুষ্ঠান করিলে হিত উৎপন্ন না হইয়া অহিত হইয়া থাকে। কোন্ সময়ে শরীর কোন প্রকারের ক্লেশ বহন করিত পারে, শাস্ত্র তাহা বলিয়া দিতে পারে না। এখানে আন্তরিক প্রেরণার একান্ত প্রয়োজন। বাহিরের লোক যখন মনে করিতে পারে, সাধক শরীরের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, সে সময়ে সাধক প্রেরণার অনুসরণ করিয়া এমন স্বাস্থ্য নিয়ত বহন করেন যে, অন্য লোক যখন মনে করিতেছে সে শরীরের নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে, তথনও তাদৃশ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না। আমরা পুনঃ পুনঃ এরূপ দেখিয়াছি এবং দেখিয়াছি বলিয়াই এরূপ বলের সহিত অদ্যকার প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে সাহসিক হইয়াছি। যে শরীর পূর্ব্বের সাংসারিক রীতিতে পরিচালিত হইলে এক দিন মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইত, দশ বর্ষ বা দ্বাদশ বর্ষের কঠোর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছিল, কোন কালে সে রোগ নির্ম্মূল হইবে এরূপ

বিশ্বাস ছিল না, এমন শরীর শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া এত দূর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে যে এখন অনবরত দ্বাদশ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম বহন করিতে সক্ষম। আহার বিহারের গুণে এ প্রকার হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। কেন না যাদৃশ আহার এবং বিহার প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত এ শরীরসম্বন্ধে চলিয়াছে, তাহাতে সকল দেশের চিকিৎসা শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উহার প্রতিবাদ করিবে। কর্ত্তব্যোপলক্ষে অনবরত রাত্রিজাগরণ, অবস্থার প্রতিকূলতায় দুই তিন বা ততোধিক দিবস অর্দ্ধ বা কখন কখন অনশন, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের অনুরূপ অবস্থায় দুর্ব্বহ ভার লইয়া প্রায় চল্লিশ ক্রোশ পর্য্যটন ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের ভগ্ন শরীরের পক্ষে কেন সুস্থ শরীরের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর অত্যাচার বহন করিয়া ঈদৃশ শরীরের বিপরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখানে সাধারণ বিজ্ঞান নিঃস্তব্ধ। উচ্চতর বিজ্ঞান এখানে কেবল পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম। সে উচ্চতর বিজ্ঞান আর কিছু নয়, শরীর মনে ঈশ্বর-প্রেরণা।

অল্প বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া এক জন বলিবে, যেখানে স্পষ্টত প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ দেখিতেছি, সেখানে প্রেরণার দোহাই দিয়া সমুদায় বিতর্ক নিবৃত্তি করিলে কি হইবে? আর যদি ইহাই নিয়ম হইল তবে সকলের সম্বন্ধে এরূপ হয় না কেন? আমরা বলি যাহারা সর্ব্বদা শারীরিক মানসিক উভয় বিধ প্রেরণা অনুসরণ করে না, তাহাদিগের সম্বন্ধে এ প্রকার শুভ সঙ্ঘটন হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশ্বাস ভক্তি প্রেম অনুরাগ প্রভৃতি দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া কার্য্য করিলে, অসম্ভব সম্ভব হয়। তবে এখানে কি কোন নিয়ম নাই? অবশ্য আছে। শরীরবিদেরা বলেন, চিত্ত অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইলে শরীর বহু ক্লেশ যন্ত্রণা তৃণবৎ বহন করে অথচ শরীর অনুরাগগুণে স্ফূর্ত্তি যুক্ত থাকে। যে ব্যক্তিতে ঈশ্বরানুরাগ বশতঃ আধ্যাত্মিক প্রেরণা নাই, তাহার শরীরই বা শারীরিক প্রেরণা অনুসরণ করিবে কি প্রকারে? যাঁহারা উভয় বিধ প্রেরণার অধীন, তাঁহারাই এ বিজ্ঞানের ফল ভোগ করিতে সক্ষম।

ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে আচার ব্যবহার।

ব্রহ্মমন্দির অতি পবিত্র স্থান। যেমন তুষারাবৃত গৃহে গমন করিলে শরীর শীতল হইয়া যায়, সেইরূপ আমরা যখন সংসার ছাড়িয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করি, তখনই আমাদের দগ্ধ মন শীতল হইতে আরম্ভ হয়। সংসারের মধ্যে ইহা স্বর্গ তুল্য। সংসারে দিবা নিশি অর্থ চিন্তা, মান উপার্জ্জনের ইচ্ছা, বিরোধানল শোকানল প্রজ্বলিত। নিরন্তর ঘোর ইন্দ্রিয়ের কোলাহল। ব্রহ্মমন্দিরে যে ঈশ্বর উপাসনা, চিন্তা সকলের সংযম, মান অভিমানের প্রতি অমনোযোগ এবং ইন্দ্রিয়গণের একান্ত নিবৃত্তি। আমাদিগকে সংসার গতি হইতে উদ্ধার করিয়া দেবপ্রকৃতি প্রদান করিবার জন্যই ব্রহ্মমন্দির। এ স্থানের গুরুত্ব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এ স্থানে প্রবেশ, ইহার আসনে উপবেশন, ইহার মধ্যে ব্যবহার সমুদয়ই গুরুতর ব্যাপার। যাঁহারা সংসার-গতি হইতে বাঁচিতে চাহেন কেবল তাঁহারই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন। যখন কেহ ইহার আসনে স্থান গ্রহণ করেন তখন ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য যে ভাবে বসিতে হয় সেই ভাবেই বসা কর্ত্তব্য। যেমন মনকে স্থির করিতে হইবে তেমনি শরীরকেও স্থির ভাবে রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। যে শরীরকে স্থির রাখিতে পারে সে মনকেও স্থির করিতে সমর্থ হয়। আলস্য এবং নিদ্রার লক্ষণ হাই তোলা এ স্থানে নিষিদ্ধ, থুথু ফেলা নিষিদ্ধ, বিষয়ালাপ নিষিদ্ধ। যে স্থান কেবল মাত্র ঈশ্বর পূজার জন্য সে স্থানে ঈশ্বর

ভিন্ন আর কাহাকেও নমস্কার, অর্থাৎ পরস্পরকে নমস্কার ইহাও অবৈধ। উপাসনা স্থান লোকাচারের জন্য নহে। এ স্থানে সংসারের আচার ব্যবহার ভয় ভাবনা যেন মনকে কোনরূপে চঞ্চল করিতে না পারে। ব্রহ্মমন্দিরে যেন সংসারের তিলার্দ্ধ ভাব প্রশ্রয় না পায়। যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন না তাঁহারা যে ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারেন না ইহা নিঃসন্দেহ রূপে বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরের গুরুত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারা ইহলোকেই পরলোকের আস্বাদন করেন, তাঁহারা সহজে ভাল উপাসনা করিয়া পুণ্য শান্তি আনন্দ প্রভৃতি মহাফল লাভ করিয়া দেবভাব ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মন্দিরে প্রবেশের সময় ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, যত ক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করেন তত ক্ষণ তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, মন্দির হইতে বাহির হইয়া যখন গৃহে গমন করেন তখনও তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন। যাঁহারা উপাসনার্থী তাঁহারা যেন উপাসনা মন্দিরকে চিরকাল সমাদর করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমরা প্রাচীন গ্রীক বা মীমাংসকগণের ন্যায় অদৃষ্টবাদী অথবা আধুনিক কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্গণের ন্যায় প্রকৃতিবাদী নহি, অথচ এ দুইয়ে যে সত্য প্রকাশ করে, আমরা তাহার পক্ষপাতী। মানুষ যে দিক দিয়া কেন যাউক না, সর্ব্বদা অনুভূয়মান একটি সুমহৎ বিষয়কে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না। সে নিয়ত দেখিতেছে, তাহার ইচ্ছা নিয়ামক নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত (যে কোন নামে কেন অভিহিত করা যাউক না) নিয়ামক আছে যদ্দ্বারা নিয়ত তাহাকে নিয়মিত হইতে হইতেছে। কেহ এই নিয়মনী শক্তিকে অদৃষ্ট কেহ প্রকৃতি কেহ বা ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন; কিন্তু যে শব্দ কেন মূল বিষয়টি প্রচ্ছন্ন হউক না, একই অবিনশ্বর, অখণ্ড, অপরিহার্য্য সত্য তদ্দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে কাহার সঙ্গে কাহারও বিবাদের সম্ভাবনা নাই। বিবাদ এই নিয়মনী শক্তির স্বরূপনির্দ্ধারণে। স্বরূপের উপরে তত্তদ্বাদীর জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্ভর করে। যে বলিল এই শক্তি অদৃষ্ট, তাহার চরিত্রে কঠোর ব্রত লক্ষিত হইবে, কেন না অদৃষ্টে কোমলতা নাই, কেবলই কাঠিন্য। যে বলিল প্রকৃতি, তাহার মন বিষয়ী হইবে, কেন না বিষয়সুখ অর্পণ করা প্রকৃতির উচ্চতম কার্য্য। যে বলিল ঈশ্বর, তাহার চরিত্রে বিপরীত ভাবদ্বয়ের সম্মিলন হইল। এক দিকে ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবার জন্য কঠোর ব্রত, অন্য দিকে প্রকৃতিকে ঈশ্বরের নিয়োজ্যা জানিয়া অবিরোধে তাহার সেবা। এক ঈশ্বরের স্বরূপানুভবের তারতম্যে এখানেও কত ভিন্নতা লক্ষিত হয়। সে যাহা হউক, আমরা অদৃষ্টবাদী নহি, প্রকৃতিবাদী নহি, অথচ তাহাদিগের প্রচারিত সত্যকে আমরা আমাদিগের অনুসারে অনুমোদন করি কি প্রকারে প্রদর্শন করা সমুচিত। আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের শরীরের ক্রিয়ার মধ্যে যেগুলি জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, উহার ক্রিয়া আমাদিগের ইচ্ছার উপরে রক্ষিত হয় নাই। যে শরীর কয়েক বর্ষের জন্য, তাহার প্রতি তৎস্রষ্টার যখন এত দূর সকরুণ দৃষ্টি, তখন যে আধ্যাত্মিক জীবন অনন্তকালের বিষয়, তাহার রক্ষণ পোষণ, উন্নতির ভার, মনুষ্যহস্তে অর্পণ করিয়া ঈশ্বর কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইবেন? এ কারণেই দেখিতে পাই, মনুষ্যের জীবন অলক্ষিত ভাবে এক পরমশক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, যাহাকে সে ইচ্ছা করিলেও অতিক্রম করিতে পারে না। অদৃষ্টবাদিগণ অদৃষ্ট জানিয়া, প্রকৃতিবাদিগণ প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়ম জানিয়া তাহার হস্তে অগত্যা আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় মাতৃবাদিগণ অতি আহ্লাদের সহিত মাতার কোমল হস্তে শিশুর পদচারণ শিক্ষার ন্যায় নিয়ত অনুভূয়মান এই পরিচালনা অনুসরণ করেন। এ তিনের মধ্যে কে সুখী, কে সত্যের অনুগামী সমুদায় বিজ্ঞান বলিয়া দিবে। আমাদিগের এতৎসম্বন্ধে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু আমরা দেখিতে চাই, প্রত্যেক ব্রাহ্ম মাতৃবাদী হইয়া আশ্বস্ত মনে জীবন অতিপাত করেন।

আত্ম সমর্পণ কি? যাহা একবার সমর্পিত হইয়াছে তজ্জন্য একান্ত নিশ্চিন্ততা। যাহা আমার, তাহার রক্ষণাবেক্ষণে আমার চিন্তা। যাহা আর আমার রহিল না, অপরের হইল, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা তৎসঙ্গে সঙ্গে সেই অপরের হইল। যাঁহারা দেহ মন প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তাঁহারা তত্তৎসম্পর্কে নিশ্চিন্ত, কেন না সে গুলি আর তাঁহাদিগের রক্ষণাধীনে অবস্থিতি করিতেছে না।

এখন জিজ্ঞাসা আইসে বড় বড় সাধককেও দেখিতে পাই. সাধারণ লোকে যে প্রকার, সেই প্রকার তাঁহারাও স্ব স্ব দেহ মন প্রাণের পোষণ বর্দ্ধনাদিতে নিযুক্ত, এখানে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। হাঁ বাহিরে দেখিতে এক প্রকারই প্রতীত হয়, কিন্তু তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কি না অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যদি তাঁহারা প্রভুর আদেশক্রমে দেহকে অগ্নি, বিষ, শত্রুমুখে অনায়াসে অর্পণ করিতে পারেন, দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহাদিগের হৃদয়ের গভীর আনন্দ যদি হ্রাস না পায়, তবে এখানে তাঁহারা সাধারণ হইতে ভিন্ন, অবশ্য মানিতে হইবে। আত্মসমর্পণ হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইবে, ইহা যাহারা বলে, তাহারা আত্মপ্রাধান্যকে আত্মসমর্পণ বলে। কেন না আত্মসমর্পণ করিয়া যাহার সচেষ্টতার নয়, কিন্তু নিশ্চেষ্টতার অধিকার থাকিল, তাহার আত্মসমর্পণ কি প্রকারে হইল আমরা বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরের শরীর মন প্রাণকে যদি তিনি নিরত চক্রাকারে ঘুরাণ তবে অবশ্য তাঁহার তাহাতে অধিকার আছে। ফলতঃ যাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদিগের এই প্রকারই অবস্থা হয়। তাঁহারা অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রভু যেমন নিত্য প্রবৃত্ত, তাঁহারাও তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তেমনি হন।

এই জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্যের সময় "নিয়ম" এ কথা অনেকের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। নিয়ম আর কিছুই নহে, "ক্রিয়ার প্রণালী" একথা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন। মানুষ কোন না কোন প্রকারে, ঈশ্বরকে তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচে। তুমি আন্তরিক প্রেরণার প্রার্থনা করিলে, প্রার্থনার ফল লাভ করিয়া বলিলে, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনিয়া ফল বিধান করিলেন, অমনি এক জন নিয়মবাদী তোমাকে গম্ভীর স্বরে উপদেশ দিলেন, তুমি কি কুসংস্কারের কথা বলিতেছ! ঈশ্বর কোথায়? তাঁহার নিয়ম তোমায় ফল দান করিল। আন্তরিক প্রেরণা একান্ত ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হইলে ফল সমুৎপন্ন হয়, ইহা মানসিক নিয়ম, তুমি সেই নিয়মের ফল লাভ করিয়া বলিতেছ, ঈশ্বর ফল বিধান করিলেন? তবে যদি বল, যদি নিয়ম ফলবিধান করে তবে নিয়মের নিকটে জানুপাতিয়া কেন প্রার্থনা করি না, মিথ্যা মিথ্যা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া চিৎকার করি কেন? তাহার উত্তর এই, এই মিথ্যার অনুসরণ না করিলে দুর্ব্বল ইচ্ছা বল লাভ করে না, তাই পৌত্তলিকদিগের পুত্তলিকার ন্যায় কল্পনাচিত্রিত ঈশ্বরের নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতে হয়। নিয়মবাদী অতি সুযুক্তি প্রদর্শন করিলেন। তিনি মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া তাহার নিকটে গম্ভীরভাবে প্রার্থনা করিতে পারেন, কিন্তু যাহার অভ্যন্তরে একটুও মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে, সে আর এরূপ করিতে পারে না। ঈশ্বর স্থিরসংকল্প, প্রার্থনাপূরণও তিনি স্থির প্রণালীতে পূর্ণ করেন, ইহা বলিয়া ঈশ্বর প্রার্থনা পূরণ করেন না, নিয়মে করে, একথা উন্মত্ত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। লুইস বকল প্রভৃতি সংশয়বাদিগণের নিকটে ঈদৃশ ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যো যোগশিক্ষার্থিনমনুশাস্তি।

অবিজ্ঞায়াঽঽথ দূরত্বং স্থিতিঞ্চ পথিকোন হি।
স্থানাচ্চলতি তজ্জ্ঞেয়ং যোগলক্ষণমাদিমম্॥ ১॥

অথ যোগানুশাসনে আদৌ তল্লক্ষণজ্ঞানাবশ্যকত্বং প্রতিপাদয়ত্যাচার্য্যো দৃষ্টান্তমুখেন অবিজ্ঞায়েতি। অথ দূরত্বং ব্যবধানং স্থিতিংচ কুত্রাবস্থিতোঽহং দেশইতি অবিজ্ঞায় অবিদিত্বা পথিকো ন হি স্থানাৎ অধিষ্ঠিতাৎ চলতি প্রস্থানং করোতি; তথা সতি গম্যস্থানমসংপ্রাপ্যৈব তত্র বিশ্রামসম্ভবাৎ। তৎ তস্মাৎ যোগলক্ষণং যোগস্য স্বরূপজ্ঞানং আদিমং সর্ব্বপ্রথমং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যম্; অন্যথা লক্ষ্যানধিগতস্যৈব গতিচ্ছেদসম্ভবঃ।

ভিন্ন স্থানস্থয়োর্যত্তু দ্বয়োরেকত্র মেলনম্।
স যোগোঽস্যাত্র কল্যাণ ব্যুৎপত্ত্যৌ তাদৃশার্থতা॥ ২॥

লৌকিকানুভবেন ব্যুৎপত্তিদ্বারেণচ সাধারণতো যোগশব্দং নিরূপয়তি ভিন্নেতি। ভিন্নস্থানস্থয়োঃ দ্বয়োঃ পদার্থয়োঃ যৎ তু একত্র মেলনং স যোগঃ। হে কল্যাণ, অত্র শাস্ত্রে অস্য যোগস্য ব্যুৎপত্ত্যৌ প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগে তাদৃশার্থতা মেলনার্থত্বং। অত্রেতি বিশেষোল্লেখস্য প্রয়োজনং যুজির্ যোগ ইত্যস্মাত্তু যুজ সমাধাবিত্যস্মাদিতি।

পদার্থদ্বিতয়স্যাত্র যোগে নিত্যং প্রয়োজনম্।
তয়োর্দ্বিমিলনং যোগসংজ্ঞয়া পরিগৃহ্যতে॥ ৩॥

ব্যুৎপত্তিমনুভবঞ্চানুগম্য প্রকৃতযোগে পদার্থদ্বয়স্যাবশ্যম্ভাবিত্বং তয়োর্মিলনঞ্চ যোগইত্যাহ পদার্থেতি। অত্র প্রকৃতে যোগে পদার্থদ্বিতয়স্য প্রয়োজনম্। কথম্? যৎ যস্মাৎ তয়োঃ মিলনং যোগসংজ্ঞয়া পরিগৃহ্যতে।

ঈশ্বরস্য চ জীবস্য যোগঃ সম্ভাব্যতে যয়া।
দ্বিধা সা ভিন্নতা জ্ঞেয়া প্রকৃতীচ্ছাবিভেদতঃ॥ ৪॥

জীবেশ্বরয়োর্যোগস্য বক্তব্যত্বাৎ কথং যোগস্য সম্ভাবনা তামেবাহ ঈশ্বরস্যেতি। যয়া ভিন্নতয়া জীবস্য ঈশ্বরস্য চ যোগঃ সম্ভাব্যতে সা ভিন্নতা প্রকৃতীচ্ছাবিভেদতঃ প্রকৃতিশ্চ ইচ্ছা চ তয়োঃ ভেদানুসারেণ দ্বিধা দ্বৌপ্রকারৌ জ্ঞেয়া জ্ঞাতব্যা।

স্রষ্টঃ স্রষ্টা চাল্পশক্তিরনন্তশক্তিকস্তয়োঃ।
জীবেশয়োর্ভিন্নতা হি সর্ব্বেষাং বুদ্ধিগোচরা ॥ ৫॥

তত্র প্রকৃতিগতভিন্নতামাহ স্রষ্ট ইতি। স্রষ্টঃ জীবঃ স্রষ্টা ঈশ্বরঃ অল্পশক্তিঃ জীবঃ অনন্তশক্তিকঃ ঈশ্বরঃ তয়োঃ জীবেশয়োঃ জীবেশ্বরয়োঃ ভিন্নতা ভেদঃ হি নিশ্চিতং সর্ব্বেষাং বুদ্ধিগোচরা স্বভাবতঃ সর্ব্বে বুদ্ধ্যা তথানুভবন্তি।

স্বেচ্ছয়া চ কৃতং পাপং পুনস্তমমলাদ্বিভোঃ।
জীবং বিভেদয়ত্যস্মাৎ যোগে নিত্যং প্রয়োজনম্ ॥৬॥

অনন্তরং স্বেচ্ছাকৃতভিন্নতামুক্ত্বা যোগস্যোকান্তপ্রয়োজনমাহ স্বেচ্ছয়েতি। স্বেচ্ছয়া নিজেচ্ছয়া কৃতং অনুষ্ঠিতং পাপং কর্ত্তৃ পুনঃ অমলাৎ স্বভাবতঃ স্বচ্ছাৎ বিভোঃ ঈশ্বরাৎ তং জীবং বিভেদয়তি ভিন্নং করোতি। অস্মাৎ অতঃ নিত্যং যোগে প্রয়োজনম্।

ন কেবলং হি ভেদোঽয়ং শত্রুতেয়ং বিরোধিতা।
অতস্তাস্তু নিরাকর্ত্তুং যোগাবলম্বনং পরম্ ॥ ৭ ॥

স্বেচ্ছাকৃতভেদস্যাবশ্যপরিহার্য্যত্বং দর্শয়তি ন কেবলমিতি। ন কেবলং হি অয়ং ভেদঃ, ইয়ং বিরোধিতা পাপেন বিরুদ্ধভাবত্বপ্রাপ্তিঃ শত্রুতা। অতঃ অতএব তাং শত্রুতাং তু নিরাকর্ত্তুং নিরসিতুং যোগাবলম্বনং পরং শ্রেষ্ঠম্।

কালে দেশে চ দূরত্বং প্রথমং চাপনোদিতুম্।
যতমানস্য সিদ্ধং স্যাৎ নৈকট্যং কালদেশয়োঃ ॥ ৮ ॥

স্বেচ্ছয়া প্রকৃত্যাচ সাধিতস্য কালদেশগতস্য দূরত্বস্য যত্নেনাপনয়নমাহ কাল ইতি। কালে দেশে চ প্রথমং দূরত্বং অপনোদিতুং অপনেতুং যতমানস্য যত্নং কুর্ব্বতঃ কালদেশয়োঃ নৈকট্যং সিদ্ধং স্যাৎ।

উপাসনায়াঃ কালে যৎ সামীপ্যমনুভূয়তে।
তদেবাধিকরোত্যন্যসময়ঞ্চোত্তরোত্তরম্ ॥ ৯ ॥
মন্দিরে সাধুমণ্ডল্যাং পুষ্পে বা কাননে গিরৌ।
অনুভূতং পুরা তত্ত্ব সর্ব্বত্র সিদ্ধতাং গতম্ ॥ ১০ ॥
জ্ঞানে ভাবে চ কার্য্যে চ পূর্ব্বং যা দূরতাভবৎ।
সাধনেন পুনস্তস্যা নিরাসঃ স্যাৎ যথাযথম্ ॥ ১১ ॥

তস্যৈব নৈকট্যস্য পরম্পরয়া সন্নিকর্ষং দর্শয়তি ত্রিভিঃ। উপাসনায়া ইতি মন্দির ইতি জ্ঞানইতি। উপাসনায়াঃ কালে সময়ে যৎ সামীপ্যং নৈকট্যং অনুভূয়তে অনুভূতং ভবতি, তদেব সামীপ্যং উত্তরোত্তরং অন্যসময়ং উপাসনাতিরিক্তকালং চ অধিকরোতি, অন্যস্মিন্ সময়ে বিস্তৃতং ভবতীত্যর্থঃ। মন্দিরে উপাসনা মন্দিরে সাধুমণ্ডল্যাং পুষ্পে কাননে গিরৌ বা পুরা পূর্ব্বস্মিন কালে অনুভূতং তৎ সামীপ্যং তু সর্ব্বত্র সিদ্ধতাং সহজোপলব্ধিতাং গতং প্রাপ্তং। জ্ঞানে ভাবেচ কার্য্যেচ পূর্ব্বংপুরা যা দূরতা অভবৎ সাধনেন পুনঃ তস্যাঃ যথাযথং নিরাসঃ নিরসনং স্যাৎ ভবেৎ।

অতিক্রান্তে চ দূরত্বে সন্নিকর্ষঃ ক্রমাৎ পুনঃ।
একীভাবত্বমাপন্নো যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১২ ॥

কদা তৎসামীপ্যং যোগত্বমাপ্নোতি তদেবাহ অতিক্রান্ত ইতি। দূরত্বে অতিক্রান্তে অপনীতে ক্রমাৎ পুনঃ সন্নিকর্ষঃ নৈকট্যং একীভাবত্বং আপন্নঃ প্রাপ্তঃ যোগঃ জীবেশ্বরযোঃ সম্মিলনং ভবতি, কিন্তু তং দুঃখহা তয়ো দূরাবস্থিতিরেব দুঃখহেতুঃ তন্নিরসনে দুঃখনিরসনমিতি।

এবং যো যোগসম্পন্নঃ সযোগী পরমোমতঃ।
অর্দ্ধপথগতঃ কোঽপি ন যোগীতি প্রশস্যতে ॥ ১৩ ॥

জীবেশ্বরয়োঃ সম্যক্মিলনব্যতিরিক্তো ন যোগস্তাহ এবমিতি। যঃ সাধকঃ এবং এবম্প্রকারেণ যোগসম্পন্নঃ স পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ যোগী মতঃ, অর্দ্ধপথগতঃ কথঞ্চিৎসিদ্ধঃ কোঽপি যোগীতি ন প্রশস্যতে প্রশংসিতো ভবতি।

ব্রহ্মণ্যবস্থিতো যোগী যোগিনি ব্রহ্মসংস্থিতম্।
সিদ্ধঃ স যোগযুক্তাত্মা ইহ প্রেত্য চ মোদতে ॥ ১৪ ॥

যোগস্বরূপমভিব্যজ্য যোগিকৃতার্থতামাহ ব্রহ্মণীতি ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ যোগী যোগিনি ব্রহ্মসংস্থিতং ঈদৃক্ যোগযুক্তাত্মা স যোগী সিদ্ধঃ পারংগতঃ ইহ প্রেত্য চ ইহ পরলোকে মোদতে আনন্দমনুভবতি।

ইতি শ্রী ব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগানুশাসনে যোগস্বরূপকথনং নাম প্রথমোল্লাসম্ ॥ ০ ॥

যোগ।

কোন পথের পথিক হইলে লোকে কোথায় কত দূর যাইতে হইবে অগ্রে স্থির করিয়া লয়, অন্যথা পথের মধ্যে একটি স্থানকে গম্যস্থান বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে। সুতরাং যোগপথে যাইবার পূর্ব্বে যোগের লক্ষণ কি, যোগ কি জানা আবশ্যক। যোগশব্দের অভিধানে অর্থ, দুই স্বতন্ত্র স্থানে স্থিত পদার্থের একত্র মিলন। দুয়ের সংযোগ দুয়ের একত্র মিলন যোগ। যোগে দুটি পদার্থের আবশ্যক, এবং সেই দুই স্বতন্ত্র পদার্থের একত্র মিলন হইলে যোগ হয়। পবিত্রতা অপবিত্রতা পুণ্য পাপ এ এক ভিন্নতা, সৃষ্ট ও স্রষ্টা অল্প শক্তি অনন্তশক্তি এ আর এক ভিন্নতা। ইহার একটিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিয়া ভিন্নতা হইয়াছে, আর একটি প্রকৃতিতে ভিন্নতা। ইচ্ছায় বিরোধ সহজ নহে উহা শত্রুতা। এই পাপমূলক শত্রুতা বিবাদ বিরোধ যুদ্ধ যাহাতে দূর হয় এ জন্য যোগের আবশ্যক। এই যোগ দ্বারা বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মিলন হয়। যোগের ইহাই লক্ষ্য। শত্রুতা বিনাশ করিয়া উভয় পদার্থের মিলন হইলেই যোগ হইল। প্রথমতঃ কাল দেশ সম্বন্ধে যে দূরতা থাকে তাহা যোগে যত্ন করিতে করিতে নিকট হয় কারণ উপাসনা সময়ে যে সামীপ্য অনুভূত হয় তাহাই যত্ন দ্বারা অন্য সময়েও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে সাধুমণ্ডলীতে পুষ্পে কাননে বা পর্ব্বতে যে সামীপ্য

অনুভূত হইয়াছিল তাহা অন্যত্রও অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান ভাব এবং কার্য্যে আমাদিগের ঈশ্বর হইতে যে দূরত্ব উহাই এইরূপ সাধন দ্বারা নিরস্ত হয়। এইরূপে ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে দূরত্ব চলিয়া গিয়া ঈশ্বর এবং জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত হয়, এই একত্ব বা মিলনই যোগ। এইরূপে যাহার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন হইয়াছে তাহাকেই যোগী বলা যায়। অন্যথা যে অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া সেখানে অবস্থান করে তাহাকে কখন যোগী বলা যায় না। ব্রহ্মে যোগী অবস্থিত, যোগীতে ব্রহ্ম অবস্থিত, এইরূপ যোগযুক্ত হইলে যোগী পরম নির্বৃত্তি লাভ করেন।

আচার্য্যের উপদেশের সার।

ব্রহ্মমন্দির।

বসন্তোৎসব — (শুক্রবার ১৪ চৈত্র)। ইহ কালের মধ্যেও স্বর্গের ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের পদার্থসকল ধার্ম্মিক পথিকদিগের নয়নগোচর হইয়া থাকে। সমস্ত পৃথিবীতে অপ্রণয় ও স্বার্থপরতার মলিন পঙ্কিল জল, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় আমরা সময়ে সময়ে স্বর্গের সুমধুর প্রেমরস আস্বাদন করিতেছি। এই পৃথিবীর মধ্যেই এমন অল্প কতকগুলি বস্তু আছে যাহা স্বর্গের শোভা প্রকাশ করে, দেখিলেই মনে হয়, এ সকল বস্তু পৃথিবীতে থাকে না, পৃথিবীতে আসিয়া ইহারা স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করিয়া দেয়। প্রথমতঃ যখন তোমার বসন্তকাল মনে হইবে, তখন তোমার এইরূপ ইচ্ছা হইবে "চিরবসন্ত যেন আমার জীবনের অবস্থা হয়।" আত্মার চিরবসন্ত মোক্ষধামের অবস্থা। বসন্ত স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে। (১) বসন্ত কাল যেমন স্বর্গীয় লক্ষণাক্রান্ত, পূর্ণিমার চন্দ্রও সেই রূপ স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়া ভাবুক কবি এবং ভক্তেরা ঈশ্বরের একটি নাম রাখিয়াছেন "প্রেমচন্দ্র।" যেমন আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়া জ্যোৎস্না বর্ষণ করে, সেইরূপ হৃদয়াকাশে প্রেমচন্দ্র উদিত হইয়া প্রেম সুধা বর্ষণ করেন। চন্দ্রের নিকটে আমরা এ সকল সুন্দর উপমা পাইয়াছি। চন্দ্র সম্বন্ধে স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। (২) পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন মনুষ্যের শরীর মন স্নিগ্ধ করে, সুশীতল সমীরণও উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করে। যখন দক্ষিণ সাগরের বক্ষের উপর দিয়া শীতল সমীরণ আসিয়া ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করে, তখন ভাবুকের মনে কত ভাবের উদয় হয়। করুণাসিন্ধু ঈশ্বর শ্রান্ত উত্তপ্ত জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বর্গ হইতে সুশীতল সমীরণ প্রেরণ করেন। সমীরণ স্বভাবতঃ ভক্তের মনে স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। (৩) পৃথিবীতে আর একটি বস্তু আছে যাহা দেখিলে স্বর্গ মনে হয়। সেই স্বর্গীয় বস্তুটি শিশু সন্তান। ক্ষুদ্র শিশুকে দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয়, "শিশু, তুমি বুঝি স্বর্গ হইতে নামিয়া ভূতলে আসিয়াছ। নির্দ্দোষ শিশু! সুন্দর নির্ম্মল পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত তোমার মুখ, এখানে কেন?" ধর্ম্মের আকর, শুদ্ধতার আকর মনোহর প্রিয়দর্শন শিশু স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করে। শিশুর চরিত্রে কপটতা নাই, অপবিত্রতা নাই। নির্দ্দোষ শিশুকে দেখিলে স্বভাবতঃ স্বর্গের ভাব উদ্বোধিত হয়। (৪) পাখীর গান স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। পাখীদিগের আনন্দপূর্ণ গান ভক্ত ভাবুকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর চাহেন যে আমরা পাখীর ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার রাজ্যে বিচরণ করি। স্বর্গেতে ভক্তপাখীদিগের মুখে হরিনাম শ্রবণে জীব কিরূপ মোহিত হইবে তাহার আভাস প্রকাশ করিবার জন্যই ঈশ্বর আমাদিগের নিকট পাখিসকল প্রেরণ করেন। (৫) এই (সম্মুখস্থ) ফুলগুলিও স্বর্গের বস্তু। ফুল গাছ পৃথিবীতে জন্মে, কিন্তু ফুল মাটীতে জন্মে না। ফুল ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিতেছে। ধর্ম্মরাজ্যের সাহিত্যে ফুলের উপমার অন্ত নাই। পুণ্য ফুল ফুটিল প্রেমফুল ফুটিল ইত্যাদি কত কথা আমরা ব্যবহার করি। হরিপদ স্মরণ হইলেই তাঁহার ফুলের কথা মনে পড়ে। মধুকর যেমন লুক্কাইত হইয়া ফুলের মধুপান করে, তেমনি প্রমত্ত হইয়া হরিপদকমল মধুপান করিয়া ফুলের আনন্দে মগ্ন হইব। পূর্ণিমার চন্দ্র, সুশীতল সমীরণ, ক্ষুদ্র শিশু, পাখী এবং ফুল, এ সমস্তই স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে। এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে সর্ব্বদাই তোমার স্বর্গ দর্শন করিতে যত্ন করিও।

"ব্রহ্ম খণ্ডের সংযোগ" ([illegible] চৈত্র ১৮০১ শক)। যোগ বিয়োগের উপনিষদ্ শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ্যে কখনও যোগ কখনও বিয়োগ হয়। সকল বস্তুর যেমন যোগ বিয়োগ হয়; ব্রহ্ম বস্তুরও সেই রূপ যোগ বিয়োগ হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং অখণ্ড, কিন্তু সাধকেরা আপন আপন ক্ষুদ্রতানুসারে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ধারণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং নিত্য পূর্ণ পুরুষ, কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য তাঁহার স্বরূপ ও গুণ খণ্ড খণ্ড করিয়া না ভাবিলে তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। যখন বেদবেদান্তের সময় ছিল, যখন যোগীরা ধ্যানযোগে সেই অখণ্ড ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন না ব্রহ্ম কি পদার্থ? তাঁহারা ব্রহ্মকে অজ্ঞাত অজ্ঞেয় রাখিলেন। "ব্রহ্মকে যে আমি জানি ইহাও নহে এবং

ব্রহ্মকে যে আমি না জানি ইহাও নহে" বেদান্ত উপনিষদের সার কথা এই। যে অবস্থায় ব্রহ্মকে অখণ্ড অচিন্ত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা যোগের অবস্থা। যোগী ঋষির অবস্থায় বৃদ্ধি নাই, কেবল যোগ। যোগী একাগ্রচিত্তে একেরই মধ্যে মগ্ন, দুই তিনের কাছে যোগী বসেন না। এই বেদ বেদান্ত অথবা যোগের অবস্থার পর যখন পুরাণের সময় আসিল তখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বলিল কে এই ব্রহ্ম বস্তু? যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন পালন করেন তিনি কে? তিনি কেমন? তিনি কি পদার্থ? তিনি কি পিতা? তিনি কি রাজা? তিনি কি প্রভু? যখন মনুষ্য এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইল না, তখন সে আপনার বুদ্ধিখড়্গ লইয়া ব্রহ্মকে কাটিল; এবং আপন আপন রুচি অনুসারে খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মরূপ কল্পনা করিল। সে বলিল "আমি প্রেম ভালবাসি"। অতএব যে ঠাকুর প্রেমে গঠিত এবং প্রেমার্দ্র তিনিই আমার উপাস্য। নিজের কোমল হৃদয়ের উত্তেজনায় ঈশ্বরকে কেবল একটি প্রেমপদার্থ মনে করিয়া দয়ার ঠাকুর প্রেমচন্দ্র প্রভৃতি নাম দিল। যতই দয়ার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই আবার দয়ার ভিন্ন ভিন্নরূপ কল্পনা করিতে লাগিল। মনুষ্য একেবারে অনন্ত দয়ার পূজা করিতে অসমর্থ হইয়া দয়াকেও খণ্ড খণ্ড করিল। ক্ষুধিতকে অন্নদান করেন বলিয়া অন্নপূর্ণা, বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া বিঘ্নবিনাশন, যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে শত্রু হইতে রক্ষা করেন বলিয়া অরিসূদন ইত্যাদি এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবতার করিল। কেহ বলিল আমি দয়া বুঝিতে পারি না, কিন্তু চারিদিকে একটী মহাশক্তির কার্য্য দেখিতেছি। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন তিনি শক্তি, আদ্যাশক্তি এবং মহাশক্তি। এই শক্তি আবার নানারূপে বিভক্ত হইল। শাক্তেরা কেবল ব্রহ্মের শক্তি পূজা করে, ব্রহ্মেতে যে জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শান্তি প্রভৃতি আছে তৎসমুদায় তাহারা ভাবে না। আবার কেহ বলিল ঈশ্বর শুদ্ধ, নিজে শুদ্ধ হইয়া তাঁহার শুদ্ধতার আরাধনা করিতে হইবে। ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মের অবতার। তিনি মনুষ্য জাতিকে পুণ্য পথ দেখাইয়া দেন, আপনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া লোকের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপন করেন। এইরূপে পৃথিবীতে পুণ্যাবতার অথবা সাধু-মনুষ্যের পূজা প্রবর্ত্তিত হইল। কেহ কেহ কেবল জ্ঞান পথ অবলম্বন করিল। তাহারা বলিল, নানাপ্রকার শাস্ত্রচর্চ্চা করা ব্রহ্মনিরূপণ করা আবশ্যক, যে যথার্থ জ্ঞানী সে দিব্যজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করে। এইরূপে সাধকেরা নিজ নিজ ভাবানুসারে ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। সেই যোগীদের সময়ে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছিলেন, এখন পৌরাণিক সময়ে তেত্রিশকোটী দেবতা কল্পিত হইল। পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের অবজ্ঞা নহে, জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করা পৌত্তলিকতার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের ভগ্নাংশের পূজা। পৌত্তলিকতা বিভক্ত ব্রহ্মভাব, অথবা ব্রহ্মখণ্ডের অর্চ্চনা। ব্রহ্মের এক এক অংশ লইয়া কেহ ইংলণ্ডে কেহ চিনরাজ্যে কেহ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছে এবং আপনার অবতারকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর অবতারকে উপহাস করিতেছে। এক ব্রহ্মখণ্ডের সঙ্গে অপর ব্রহ্মখণ্ডের সংগ্রাম, দেখ ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের যুদ্ধ। শাক্ত বৈষ্ণবে, হিন্দু বৌদ্ধে, খ্রীষ্টান মুসলমানে যুদ্ধ। ইহার মূল ব্রহ্মবস্তুর বিয়োগ। শক্তি জ্ঞান প্রেম দয়া পুণ্য খণ্ডশঃ হস্তে লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করিতেছে, বাস্তবিক ব্রহ্মেতে যুদ্ধ নাই। এ সকল অংশের আবার যখন যোগ হইবে, তখন এক পূর্ণ ব্রহ্মের পূজা প্রবর্ত্তিত হইবে, বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানের এই কার্য্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদায় ব্রহ্ম খণ্ড একত্র সংগ্রহ করিয়া মহা বিরাট পুরুষ রচনা করিলেন। তিনি কাহারও হস্ত হইতে মস্তক অর্থাৎ জ্ঞান কাহারও হস্ত হইতে হৃদয় অর্থাৎ ভক্তি, কাহারও হস্ত হইতে হস্ত অর্থাৎ সেবা বা দাস্যভাব গ্রহণ করিয়া পূর্ণধর্ম্মের আদর্শ গঠন করিলেন। অতএব ভাই বিয়োগ ছাড় যোগধর্ম্ম গ্রহণ কর। ব্রহ্ম এক অখণ্ড পুরুষ জানিয়া তাঁহার রাজ্যভুক্ত হও।

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ বড়ালের বাটী।

"ছায়া পূজা এবং জীবন্ত ঈশ্বর"। (২২চৈত্র ১৮০১ শক)।—সকল বস্তুর ছায়া কাল। যদি বস্তু অতি সুন্দরও হয়, তাহার ছায়া কাল। যদি জড়সম্বন্ধে এরূপ হইল তবে ঈশ্বরসম্বন্ধেও এইরূপ। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সুন্দর, কিন্তু তাঁহার ছায়া সুন্দর হয় না। যিনি সমস্ত সাধুতার সমুদ্র এবং অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশির আকর, তাঁহার ছায়া পূজাও অসার। ছায়াপূজাতে চিত্ত শুদ্ধ এবং সুখী হয় না। তোমাদের বুদ্ধির আলোকে তোমাদের জীবাত্মার প্রাচীরের উপরে ঈশ্বরের যে ছায়া পড়ে সেই ছায়াতে জীবন এবং সৌন্দর্য্য নাই। সেই কুৎসিত নির্জ্জীব ছায়া দেখিয়া যদি হে ব্রহ্মসাধক তুমি ভয় পাইয়া থাক, তাহা তোমার দোষ ব্রহ্মের কোন দোষ নাই। তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি অতি মলিন, তোমার মুখ ঘনীভূত দুঃখের অন্ধকার বিস্তৃত করিতেছে। যাহার অন্তরে বিষাদ রহিয়াছে, সে ব্রহ্মের ছায়া পূজা করিতেছে। যিনি যথার্থ ব্রহ্মের সাধক তিনি আনন্দের সন্তান, তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দধারা বহিতেছে। হে মনুষ্য তুমি যদি ছায়া পূজা কর, তুমি কাহার নিকট আনন্দ লাভ করিবে?

দুঃখের সময়ে কে তোমাকে সান্ত্বনা দিবে? পরম সুন্দর হরির নিকটে বসিয়া কাল ছায়া দেখিয়া ভয় পাইতেছ, কাঁদিতেছ, আলোকে থাকিয়া অন্ধকার দেখিতেছ কেন? ভ্রান্ত জীব সর্ব্বাগ্রে বস্তু নিরূপণ কর। হরি ছায়া নহেন, অন্ধকার নহেন, দুঃখে হরি থাকেন না, সুখেতে হরির বাস। হরিকে দেখিলে ভক্তের প্রাণের মধ্যে আনন্দলহরী উঠে। হরিদর্শনে, হরিসহবাসে যেমন সুখ এমন সুখ আর কোথাও নাই। যদি হরিকেই না দেখিলে তবে ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী হইয়া নানা প্রকার কষ্ট সাধন করিলে কি হইবে? ব্রহ্মসাধক, তুমি কিরূপে আনন্দস্বরূপ হরিকে পূজা করিয়া এত সহজে সুখী হইলে? পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা যে বহুকাল তপস্যা করিয়াও এমন সুখী হইতে পারিতেন না? হরিদর্শন কি এখন এত সুলভ হইয়াছে? কে ইহাকে এত সুলভ করিল? এক জন উপকারী পরম বন্ধু, তাঁহার নাম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সে নাম চিরস্মরণীয় এবং চিরস্থায়ী। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতে একবার ভক্তির সহিত শ্রীহরি বলিয়া ডাকিলেই হৃদয় পবিত্র এবং উল্লসিত হয়। তাঁহার সময় হইতে বঙ্গবাসীদিগের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, কেন না, তাঁহারা হরি নাম সুধার অধিকারী হইয়াছেন। সেই একই হরি, বেদবেদান্তের পুরাতন হরি, এখনও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া যদি তোমরা তাঁহার মূর্ত্তি বা ছায়া কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা কর, তাহাতে কদাচ তোমরা পরিত্রাণ বা সুখ শান্তি পাইবে না। তাঁহার চরণতলে বেদ পুরাণ একত্র রহিয়াছে, ঋষি ভক্ত এক পরিবার হইয়া বাস করিতেছেন। এই বর্ত্তমান নব বিধানে সেই হরি এই প্রেমের সমাচার বিস্তার করিতেছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ভক্তির সহিত এই সমাচার গ্রহণ করিবেন। দুঃখী তাহারা যাহারা এ সংবাদ পাইল না। তাহারা এখনও ছায়া পূজা করিতেছে; তাহারা এখনও সত্য শিবসুন্দর ঈশ্বরের মুখ দেখিতে পায় নাই। যাঁহারা ধীর শান্ত এবং প্রকৃত বিশ্বাসী, তাঁহারা বিশ্বাসনয়নে জীবন্ত হরিকে দেখিয়া বলেন "হে হরি তুমিই আমাদিগের বেদ, তুমিই আমাদিগের পুরাণ, তুমি আমাদিগের যোগবল, তুমি আমাদিগের ভক্তিবল, তুমিই যোগেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব, তুমিই আমাদিগের ভক্তবৎসল ভগবান। তোমারই পাদপদ্ম সেই উচ্চ হিমালয় শিখরে যোগী ঋষীদিগের চিত্তকে সুখী করিয়াছে, তোমারি পাদপদ্ম নবদ্বীপবাসী শ্রীচৈতন্য এবং অন্যান্য ভক্তদিগের বক্ষ শীতল করিয়াছে?" বাস্তবিক হরি ছায়া নহেন, তিনি পরম বস্তু, তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি দ্বারা স্পর্শ করা যায়। সত্য যুগ অপেক্ষা কলিযুগের বিশেষ মাহাত্ম্য, কেন না কলিযুগের লোকেরা সংসারের মধ্যে থাকিয়া হরিদর্শন লাভ করিবে। আমরা সংসারের কীট হইয়াও হরি সহবাসের বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। এমন হরিকে হৃদয়ে দেখিয়াছি, যে হরির ক্ষমতা আছে দুঃখ দূর করিবার। যদি পরিবার মধ্যে বৈকুণ্ঠ স্থাপিত না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নব বিধান মিথ্যা। হরিকে লাভ করিলে তাঁহার সঙ্গে স্বর্গও তোমাদিগের হস্তগত হইবে; হিমালয়, যোগাশ্রম, ঋষিদিগের কুটীর সমস্ত তোমাদিগের বাটীতে আসিবে। ইহাই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন সমাচার। এই নূতন বিধিতে যোগ ভক্তি এক হইবে, শক্তি পূজা হরি পূজা ভিন্ন থাকিবে না। ইহাতে সকল সাধু এবং সকল ধর্ম্মের মিলন হইবে এবং সকলের চিত্ত ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইবে।

হজরত মহম্মদ।

মিসরাধিপতির প্রশ্নানুসারে ওমরের দূত হজরত মহম্মদের আকৃতি প্রকৃতি যেরূপ বর্ণন করিয়াছে তাহা "ফতুহো মিসর" পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। এইক্ষণ তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ "খোলাসতোল্ আম্বিয়া" হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। তিনি গৌরবর্ণ মধ্যমাকার পুরুষ ছিলেন, তাঁহার ললাট প্রসারিত ও উভয় ভ্রূদল সূক্ষ্ম ছিল। পরস্পর সংযুক্ত ছিল না; মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান ছিল, উভয় ভ্রূর মধ্য স্থলে একটি শিরা ছিল। যখন তিনি ক্রোধ করিতেন, তখন সেই শিরা স্ফীত হইয়া উঠিত। তাঁহার নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত ছিল, তদুপরি এক জ্যোতি প্রকাশ পাইত। তাঁহার কপোলযুগল কোমল, সমতল ও বদন প্রসারিত ছিল। দন্ত শুভ্র ও উজ্জ্বল ছিল, এবং উপরের সম্মুখস্থ দশনদ্বয়ের মধ্যে অল্প ব্যবধান ছিল। শ্মশ্রু ও মস্তকের কেশরাশির মধ্যে কুড়িটি কেশ শুভ্র ছিল। কেশ সরল ছিল না, অনধিক বক্র ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইত। উভয় স্কন্ধের মধ্য স্থলে গ্রীবার নিম্নে পারাবত অণ্ডাকার এক খণ্ড মাংস পিণ্ড ছিল। (তাহাকে মুসলমানেরা পেগাম্বরীয় মোহর বলিয়া থাকে)। কথিত আছে তাহাতে "মহম্মদ, রসুলআল্লা" এই তিন কথা অঙ্কিত ছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তৃত ছিল এবং বক্ষ হইতে নাভিতল পর্য্যন্ত রোমাবলীর একটি সূক্ষ্ম রেখা ছিল। স্কন্ধ দেশে, বাহুতে ও বক্ষঃস্থলে লোম ছিল। স্কন্ধ, কফোণি, ও জঙ্ঘার অস্থি স্থূল ছিল, করদ্বয় দীর্ঘ এবং করতল ও পদতল মাংসল ও কোমল

ছিল। তাঁহার শরীর সুগঠিত কোমল উজ্জল সৌম্য। যখন তিনি মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে এক প্রকার তেজ ও প্রতাপ প্রকাশ পাইত, এবং যখন কথা বলিতেন কোমলতা ও সৌন্দর্য্য বোধ হইত। যে ব্যক্তি দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিত, সে শোভা ও নূতনত্ব লাভ করিত এবং যে নিকটে আসিয়া দর্শন করিত সরসতা ও মিষ্টতা প্রাপ্ত হইত।

তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কখন অধীর হইতেন না, বরং যখন অধিকতর ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইতেন তখন জমজমের জল পানে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। তাঁহার ক্রোধ ও সন্তোষ কোরাণের বিধি অনুযায়ী ছিল। তাঁহার মুখ মণ্ডল প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকিত। যে কার্য্য ঈশ্বরাভিপ্রেত না হইত তিনি তাহাতে ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতেন। পৌরুষ ও বদান্যতা বিষয়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোন প্রার্থী তাঁহার দ্বারে আসিয়া বঞ্চিত হইত না। কিছু না থাকিলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রার্থীর মনোরঞ্জন করিতেন। ক[illegible]ত বলিতেন না, চিন্তা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বাক্য সমাপ্ত করিতেন। যদি কোন মূর্খ দরিদ্র লোক ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করিত, অধৈর্য্য হইয়া চীৎকার রবে কথা বলিত, তিনি অন্তরে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন, তাহাকে অসন্তুষ্ট করিতেন না। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল, যে ব্যক্তি তাঁহার সহবাসাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার নিকটে বসিত সে শীঘ্র উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করিত না। তিনি সত্যবাদী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ধীর স্বভাব ছিলেন; লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত তিনি কখন কাহাকে স্বহস্তে উৎপীড়ন করেন নাই। কি ধনী কি দরিদ্র কি অধীন কি স্বাধীন সকল লোকের নিমন্ত্রণ ও উপহার গ্রহণ করিতেন। প্রাপ্ত উপহারের বিনিময়ে তিনি তদনুরূপ দ্রব্য বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিতেন। স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, ও তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিতেন এবং সর্ব্বদা কুশল কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ বিদেশে যাত্রা করিলে বা পীড়িত হইলে যাইয়া তাঁহার তত্ত্ব লইতেন এবং তাঁহার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন। কোন মুসলমানের মৃত্যু হইলে "নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের জন্য, নিশ্চয় আমরা তাঁহার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকারী" এই প্রবচনটী পড়িতেন এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপাসনা অন্তে তাহার সম্বন্ধে কুশল প্রার্থনা করিতেন। লোকের সুখ দুঃখে সহানুভূতি করিতেন, ও সকল অবস্থায় প্রতিবেশীর তত্ত্ব লইতেন। কোন ধার্ম্মিক মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অগ্রেই তাঁহাকে সেলাম করিতেন, লোকের ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্রটিস্বীকারকে উপেক্ষা করিতেন না। অতিথি অভ্যাগতকে ভালবাসিতেন ও ভোজন করাইতেন। যখন তিনি কোন পশুর উপর আরোহণ করিয়া কোথাও যাত্রা করিতেন তখন কোন পদাতিককে সঙ্গে লইতেন না। আরোহী হইলে সঙ্গে গ্রহণ করিতেন। বাহন না থাকিলে, আপনার নিকট হইতে বাহন দিতেন, দৈবাৎ তাহার অভাব হইলে, পদাতিককে অগ্রে প্রেরণ করিতেন। (যে ব্যক্তি তাঁহার সেবা করিত, তিনিও তাহার সেবা করিতেন সেই লোক চাই দাস হউক বা দাসী।) তিনি পান ভোজন করিতেন, লোকদিগকে ও পান ভোজন করাইতেন। প্রধান ধর্ম্মবন্ধুদিগের অধিকাংশ কার্য্যে তিনি যোগ দান করিতেন, তিনি যে সভাতে বা যে সমাজে উপস্থিত হইতেন সামান্য শূন্য আসনে যাইয়া বসিতেন. উচ্চ স্থান ও উচ্চ আসনের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। উঠিতে বসিতে ঈশ্বরের নাম করিতেন। যে অপকার করিত তিনি তাহার উপকার করিতেন। দুঃখী দীন হীনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। স্বীয় জীর্ণ পাদুকা ও বস্ত্র স্বহস্তে শিলাই করিতেন। অনেক সময় কাবা মন্দিরের অভিমুখে মুখ করিয়া বসিতেন। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ভাই অমৃত লাল বসু কুঞ্জবিহারী দেব এবং অপর একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে লইয়া কাপাসটিকরী, গোঁসাই মালপাড়া, ধনিজপুর, বামুণ জোল গ্রামে সাধারণ লোককে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন করেন। ভাসতাড়ার তত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সিংহের গৃহে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী অতি যত্ন ও আগ্রহের সহিত বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সিংহ প্রচার [illegible] সাহায্য করিয়াছেন।

গত ১০ই বৈশাখ বুধবার ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসুর সঙ্গে শ্রীমতী কামিনী ঘোষের শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়াছে। পাত্রের বয়স ৩২ বর্ষ এবং পাত্রীর বয়স পূর্ণ ১৬ বৎসর। ঈশ্বর করুন নবদম্পতী ধর্ম্মেতে পুণ্যেতে দিন দিন অগ্রসর হউন।

গত ১৪ই বৈশাখ লাহোর ব্রহ্মমন্দিরের ৯ম বৈশাখী উৎসব হইয়া গিয়াছে।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৪ ভাগ। ৯ সংখ্যা। | ১ লা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর, হে আমার পরম সৎ পিতা এবং পরমা সতী মাতা, তুমি কৃপা করিয়া আমার পাপ-ভয় হরণ কর। আমি মনুষ্যপ্রকৃতির অসার ছায়াযুক্ত কাল দিক্ দেখিয়া অত্যন্ত ভয়াকুল এবং কম্পিত হইয়াছিলাম। আমি আমার কলঙ্করাশি স্মরণ করিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম, আবার যখন তোমার মুখে শুনিলাম, এবং তোমার আলোকে দেখিলাম যে কি ইহলোকে কি পরলোকে তোমা ভিন্ন আর কেহ সম্পূর্ণরূপে সৎ কিম্বা সতী নাই, তখন আমার মন আরও ব্যথিত হইয়াছিল। আবার যখন দেখিলাম পৃথিবী যাহাদিগকে পরম সাধু এবং পরমা সতী বলিয়া পূজা করে, তোমরা চক্ষে তাহারাও কলঙ্কিত তখন আমার হৃদয় নিরাশ এবং ভগ্নোদ্যম হইল। হে অনন্ত কালের সৎপুরুষ, যদি ইহা সত্য হয় যে জগতে তোমাভিন্ন কোথায়ও সাধু এবং সতী নাই তবে কেন তুমি আমার মনে সাধুসঙ্গ এবং সাধ্বীদর্শনলিপ্সা উদ্রিক্ত করিলে? আমি কোথায় গিয়া এ সকল স্বর্গীয় লালসা চরিতার্থ করিব? জানিলাম তুমিই একমাত্র পূর্ণ সত্য এবং পূর্ণ সাধুতা ও সতীত্বের আকর; কিন্তু তাহা বলিয়া কি কোন মানুষ কদাচ সাধু এবং সতী হইতে পারিবে না? যদি মনুষ্যচরিত্রে সাধুতা এবং সতীত্বের সৌরভ ভোগ করা অসম্ভব হয় তবে দেশে দেশে যুগে যুগে তোমার প্রেমিকগণ, এই পৃথিবীই স্বর্গ হইবে এই তত্ত্ব কেন ঘোষণা করিলেন? আর যে পাপ ব্যভিচারের দুর্গন্ধ সহ্য হয় না। তোমার সন্তানগণ আর কত কাল নরকের দুর্গন্ধে পচিবে? সময়ে সময়ে দেখিয়াছি, হে পুণ্যের অবতার, তুমি যাহাদিগকে স্পর্শ কর তাহাদিগের মন নির্ম্মল হয় আর তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে আসক্ত থাকিতে পারে না। এইজন্য আশা এবং বিশ্বাসের সহিত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তুমি পতিতদিগকে উদ্ধার করিয়া আমার পাপ-ভয় হরণ কর। পিতা, স্বর্গ হইতে তোমার অনন্তপুণ্যজলরাশি এবং প্রেমবারি, এবং শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া আমাদিগের মনের মধ্যে গূঢ় ভোগলালসা, ঐহিক সুখস্পৃহা এবং অন্যান্য যত প্রকার নরকের অগ্নি জ্বলিতেছে সে সমস্ত নির্ব্বাণ কর; অসাধু এবং পতিতদিগকে সাধুতারত্ন দান করিয়া তোমার পতিতপাবন নামের মহিমা স্থাপন কর।

ঈশ্বর পতিতপাবন।

ঈশ্বর পতিতপাবন, সুতরাং পতিতপাবনের নিকটে পতিতের ভয় কি? পতিতপাবন পতিতদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি আমাদিগকে পাপ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অবিশ্রান্ত তাঁহার পতিত-পাবনী শক্তি সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহার অসীম পবিত্রতা এবং অনন্ত করুণা তাঁহাকে নিত্য এই পরিত্রাণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। তাঁহার ন্যায় এবং তাঁহার দয়া তাঁহাকে সন্তান দিগের অপবিত্রতা সহ্য করিতে দেয় না। যখনই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ চক্ষু দেখিতে পায় যে কোন পুরুষ কিংবা কোন স্ত্রী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার অথবা ব্যভিচাররূপ নরকের হ্রদে ডুবিতে যাইতেছে তখনই তিনি তাঁহার পতিতপাবন হস্ত দ্বারা স্বর্গের দিকে তাহার কেশাকর্ষণ করিতে থাকেন। পাপী কিংবা পাপীয়সী বিলক্ষণ বুঝিতে পারে যে তাহার প্রাণের ভিতরে কে এক জন তাহাকে তাহার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে নিষেধ করিতেছে, ভয় দেখাইতেছে, যন্ত্রণা দিতেছে, তাহার মনের সুখশান্তি হরণ করিতেছে। বারম্বার তাহার মুখ শুকাইতেছে, সামান্য বৃক্ষ পত্রের শব্দে ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছে। পাছে কেহ তাহার কুলালসা জানিতে পারিয়া তাহাকে ঘৃণা করে এবং তাহার অসাধুতা অথবা অসতীত্ব তাহার বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাকে সকলের নিকট ঘৃণিত এবং লাঞ্ছিত করে এই ভয়ে সর্ব্বদা তাহার প্রাণ অস্থির। পাপ হইতে তাঁহার সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পতিতপাবন ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল!! মানুষ যদি এ সকল অতি-ক্রম করিয়াও আপনার অনিবার্য্য দুষ্প্রবৃত্তি বশতঃ কুকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে তখনও পতিত-পাবন ঈশ্বর তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। তখন তিনি দণ্ডদাতা ধর্ম্মরাজ হইয়া যথাকালে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহার চরিত্র সংশোধন করেন। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত তিনি কোন পতিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার কুসন্তান অনেক; কিন্তু তাঁহার ত্যাজ্য পুত্র কিম্বা ত্যাজ্যা কন্যা নাই। ভয়ানক পাপে কলঙ্কিত ব্যক্তির মধ্যেও তিনি তাহার প্রাণের প্রাণ "প্রাণস্য প্রাণঃ" হইয়া বাস করিতেছেন। আমরা যাহাদিগকে নিতান্ত জঘন্য অথবা দুশ্চরিত্র নরনারী বলিয়া ঘৃণা করি, পতিতপাবন ঈশ্বর তাহাদিগকে স্নেহ করেন; তিনি স্বয়ং তাহাদিগের সেই দুর্গন্ধময় নরকতুল্য শরীর মনের মধ্যে বাস করিয়া তাহা-দিগের সকল দুঃখ মোচন করেন। পাপী জগৎ যদি ঈশ্বরের এই অতুল প্রেম বুঝিতে পারিত তাহা হইলে পৃথিবী আজ স্বর্গ হইত। যাহারা অস্পৃশ্য পামর, মানুষ যাহাদিগকে ঘৃণা করে, এবং যাহাদিগের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করে, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দেবদুর্লভ ধর্ম্মরাজ তাহাদি-গকে আপনার সন্তান বলিয়া আলিঙ্গন করেন। দেশে দেশে যুগে যুগে প্রেমিক ভক্তেরা ঈশ্বরের এই অনুপম প্রেমবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছেন। এক দিকে মনুষ্যপ্রকৃতির অপূর্ণতা, দুর্ব্বলতা, এবং অপবিত্রতা প্রভৃতি দেখিলে ভয় হয়, এবং মানুষকে অত্যন্ত ভয়া-নক কদর্য্য জীব বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এমন দুর্ব্বল মনুষ্যসন্তানের প্রতিও ঈশ্বরের নিরুপম এবং অনন্ত করুণা দেখিলে সকল প্রকার ভয় নিরাশা চলিয়া যায় এবং অন্তরে স্বর্গের উল্লাস ও আনন্দের সঞ্চার হয়। মনুষ্যের প্রতি তাকা-ইলে আশা ভরসা নাই; কিন্তু পতিতপাবন ঈশ্বরের প্রেম-চক্ষু অসীম আশা প্রদান করে। পৃথিবী যাহাদিগকে পরম সাধু এবং পরমাসতী বলিয়া পূজা করে, ঈশ্বর তাহাদিগের মধ্যেও দুর্ব্বলতা অসাধুতা এবং অসতীত্ব দেখিতে পান; কিন্তু ঈশ্বর নিজের সন্তানদিগের কদর্য্য ভাব দেখিতে পাইয়াও নিরাশ হন না, তিনি তাঁহার পতিতপাবন কৃপাবলে তাহাদিগকে

সঙ্গে লইয়াই তাঁহার স্বর্গরাজ্য অথবা পবিত্র প্রেম পরিবার সঙ্গঠন করেন।

অন্ধকারে জ্যোতি।

আমি পৃথিবীতে জন্ম ধারণ করিবার পূর্ব্ব হইতে আমার জন্য ভূলোকে এবং দ্যুলোকে অনেকগুলি বিচিত্র এবং সুন্দর আলোক জ্বলিতিছিল। দ্যুলোকে চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র প্রভৃতি আমাকে জ্যোৎস্না এবং আলোক দিবার জন্য প্রতাক্ষা করিতেছিল; ভূলোকে পিতা মাতা প্রভৃতির স্নেহজ্যোতি আমাকে আলোকিত এবং পুলকিত করিবার জন্য বিকীর্ণ হইতেছিল। আবার আমার ভাবী ঘোরতর দুঃখের অন্ধকার মোচন করিবার জন্য ধর্ম্মাকাশে কোটি কোটি সাধু এবং সাধ্বীদিগের সাধুতা ও সতীত্বরূপ দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছিল। বস্তুতঃ আমাকে সুখী করিবার জন্য জড়জগৎ এবং আত্মজগতে অসংখ্য এবং বিচিত্র জ্যোতি সকল জ্বলিতেছিল। পরে আমার যখন জন্ম হইল ক্রমে ক্রমে আমি এ সকল জ্যোতি ভোগ করিতে লাগিলাম। বাল্যকালে সূর্য্যের আলোক দেখিয়া আমার মন পুলকিত হইত। চন্দ্রের জ্যোৎস্না এবং সহাস্যভাব দেখিয়া আমি হাসিতাম; তারা পুঞ্জের স্নিগ্ধ আলোক দেখিয়া আমার মন প্রফুল্ল হইত। পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুদিগের স্নেহালোক দেখিয়া আমার মনে কত আহ্লাদ হইত। কিন্তু আমার যৌবনের আরম্ভ হইতে না হইতেই আমার ভয়ানক দুঃখের দিন আসিল। আমি যে সকল আলোকের কথা বলিলাম, আমার সম্পর্কে একে একে এই সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ হইল। আমার মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অবাধ্যতা রূপ পাপদৈত্য আসিয়া আমার ভিতরের জ্যোতি নির্ব্বাণ করিয়া দিল; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের জ্যোতি সকলও আমার সম্পর্কে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া গেল। চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্র প্রভৃতি আমার সম্পর্কে শোভা বিহীন হইল। আর বাল্যকালের ন্যায় আমি চন্দ্রের হাসী দেখিয়া হাসিতে পারিতাম না। পাপস্পর্শে আমার সেই স্বর্গীয় অধিকার চলিয়া গেল। প্রকৃতির আলোক আর আমাকে পবিত্র সুখ দিতে পারিত না। মধ্যাহ্ন আলোকের মধ্যে বসিয়াও আমার মন পাপ চিন্তা করিত; এবং পাপের গাঢ় অন্ধকার দেখিত। ক্রমে সে অন্ধকারপ্রিয় হইতে লাগিল, কি স্বভাবের জ্যোতি, কি জ্ঞানের জ্যোতি উভয়ই ইহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল এবং সকল প্রকার জ্যোতির রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুষ্ট মন গাঢ়তর অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হইল। জ্যোতির সন্তানেরা অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাইবার জন্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মা জ্যোতি হইতে অন্ধকারে যাইতে চেষ্টা করে। পাপ অন্ধকারের রাজা। সুতরাং পাপ মনের মধ্যে প্রবেশ করিলেই, পাপের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের রাজ্য বিস্তৃত হয়। মনের মধ্যে অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হইলেই বাহিরেও সমস্ত অন্ধকার হইয়া আইসে। পাপ অবাধ্যতা যতই বৃদ্ধি হয় বাহিরের অন্ধকারও ততই গাঢ়তর হইতে থাকে। নির্দ্দোষ বাল্যাবস্থায় লোকে অন্ধকারকে ভয় করে, কিন্তু যৌবনের দূষিত অবস্থায় অন্ধকারকে অন্বেষণ করে। বিকারগ্রস্ত মানুষ গভীরতর হইতে গভীরতম পাপের অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়; কিন্তু অন্ধকার অনন্ত নহে। সকল প্রকার অন্ধকারেরই অন্ত আছে। কেবল জ্যোতিই অনন্ত। অন্ধকার অপদার্থ, ক্ষয়শীল, অন্তবিশিষ্ট। যখন মন অন্ধকারের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন আর ইহা অন্ধকার সহ্য করিতে পারে না, তখন মন অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। "অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও" তখন মনের গভীরতম স্থান হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হয়। মনুষ্য জ্যোতির সন্তান, সুতরাং সে স্বভাবতই জ্যোতি-

প্রিয়, অন্ধকার তাহার শত্রু, বিকৃত অবস্থাতেই সে অন্ধকারের সঙ্গে প্রণয় স্থাপন করে। এই জন্য যখন সে ভিতরে বাহিরে ঘোরান্ধকার দেখিয়া ভীত হয় তাহার মন পুনর্ব্বার জ্যোতি ভোগ করিবার জন্য প্রাণপণে কঠোর উদ্যম প্রকাশ করে। যখন সে দেখিল যে তাহার সম্পর্কে একে একে বাহিরের সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেল, তাহার নিকট চন্দ্র সূর্য্য শোভাবিহীন হইল, তাহার প্রতি তাহার পিতা মাতার স্নেহের প্রদীপ ম্লান হইল, এবং যখন ত্রিভুবন তাহার পক্ষে শূন্য এবং অন্ধকারময় মনে হইতে লাগিল, অর্থাৎ যখন সে চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার দেখিয়া নিরাশ হইল, তখন তাহার মন সেই জ্যোতির জ্যোতি আদি জ্যোতির নিকটে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। সেই গাঢ়তম অন্ধকার ভেদ করিয়া যখন তাহার মনের চক্ষু সেই জ্যোতির্ম্ময় যোগেশ্বরকে দেখিল, তখন সে আনন্দ মনে বলিল "আর আমি অন্ধকার রাজ্যে থাকিব না, আমি সেই জ্যোতির জ্যোতি অতুল জ্যোতির মধ্যে বাস করিব।" যাহার প্রাণ গাঢ়তম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সে এখন দেখিতে পাইল, সেই আদি জ্যোতিই সকল জ্যোতির জ্যোতি, চন্দ্র সূর্য্যের কিরণে এবং পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুদিগের স্নেহপ্রণয়ে সেই জ্যোতিই আলোক বিস্তার করিতেছিলেন। ঘোরান্ধকার মধ্যে এই পূর্ণ জ্যোতিকে দেখিয়া পাপী উল্লসিত হয়, আনন্দে তাহার হৃদয় নৃত্য করে। অতএব পৃথিবীর অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইও না। ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় যোগেশ্বর তাঁহার জ্যোতি বিস্তীর্ণ করিবেন। অবিদ্যার ঘন অন্ধকার মধ্যেও তিনি সত্য জ্যোতি হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মনের ভিতরে গাঢ়তম অন্ধকার থাকুক না কেন জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর তাহাও বিনাশ করিয়া আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিবেন।

আত্মসমর্পণ।

আত্মসমর্পণ ধর্ম্মের অতি উচ্চতর অঙ্গ। ধর্ম্ম অভ্যাসের অতি প্রথম হইতে ইহার আভাস প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহার পূর্ণতা ক্রমোন্নতিসাপেক্ষ্য। গৃহীর আত্মসমর্পণ বনচারীর আত্মসমর্পণাপেক্ষা কঠিন; কিন্তু যথার্থ আত্মসমর্পণ এখানেই লক্ষিত হয়। পরীক্ষা ভিন্ন যথার্থ আত্মসমর্পণ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারা যায় না। গৃহধর্ম্ম বহুপরীক্ষাসঙ্কুল। এখানে পদে পদে বুঝিতে পারা যায়, আমরা প্রকৃত আত্মসমর্পণ হইতে কত দূরে অবস্থান করিতেছি। যেখানে ভাবনা চিন্তা সমধিক উদ্রিক্ত হইবার কারণ আছে, অথচ ঈশ্বরে স্থির বিশ্বাস বশতঃ মন তরঙ্গায়িত হইতেছে না সেখানে আত্মসমর্পণ স্থিরতা লাভ করিয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এখানে সাধারণ ভাবের বিশ্বাস নহে, কিন্তু এই দৃঢ় প্রত্যয় যে, তিনি সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঈদৃশ বিশ্বাস নিজের আত্মসমর্পণের প্রগাঢ়তার অনুসারে উপস্থিত হয়। কারণ, আমরা সমর্পণ করিলেই ঈশ্বর গ্রহণ করেন ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আপনাকে আপনি সমর্পণ করা আত্মসমর্পণ শব্দে বুঝাইয়া থাকে। আপনি কত দূর বিস্তৃত তাহা বুঝিলেই আত্মসমর্পণ বলিতে কত দূর সমর্পণের বিষয় বুঝিতে পারা যায়। দেহ মন প্রাণে আত্মত্বাভিমান তো হয়ই। ইহা ছাড়া স্ত্রী পুত্র পরিবার ধন জন গেহেও সকলের আত্মত্বাভিমান হইয়া থাকে। আপনার বলিয়া মনের যত দূর পরিধি, তাহার সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ না করিলে আত্মসমর্পণ হয় না। যদি মনকে তরঙ্গায়িত করিবার জন্য কিছু অবশেষ থাকে তবে আত্মসমর্পণের ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। যেখানে আত্মসমর্পণ হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মেচ্ছার সঙ্গে ঈশ্বরেচ্ছার আর বিরোধ নাই, সেখানে ঈশ্বরের ক্রিয়া অপ্রতিহতরূপে আত্মাতে প্রকাশ পায়। এ সময়ে সাধকের স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হয়। প্রকৃতি

মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়াতে যেমন কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং সেই পরিবর্ত্তন দেখিয়া অপরের মনে ভয়সঞ্চার হইলেও প্রকৃতির শোভা উন্নতি ও কল্যাণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তেমনি সাধক এবং তাঁহার আত্মত্বের পরিধিমধ্যে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগের অবস্থার কত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, এবং এক এক পরিবর্ত্তনে অপরের মনে কত ভয় ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়, কিন্তু এ সকলের মধ্যে সাধক অবিকৃত স্থির শান্ত ভাবে থাকেন, কেন না তিনি জানিতেছেন, এ সকল বিপরিবর্ত্তন কাহার কর্ত্তৃক সাধিত হইতেছে। মূলে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং বাহিরের পরিবর্ত্তনে তাঁহার মন স্থির এবং শান্ত। তিনি জানেন, যে মূল হইতে ঐ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে উহা হইতে কল্যাণ ভিন্ন আর কিছু আসিতে পারে না। সুতরাং তিনি এক কল্যাণ ধরিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

আত্মসমর্পণ সিদ্ধের অবস্থা। সিদ্ধ বলিতে লোকে এইরূপ মনে করে, সিদ্ধের সমুদায় অবস্থা অনুকূল; তিনি সর্ব্বদা সম্পদের মধ্যে অবস্থান করেন। ফলতঃ ইটি লৌকিক কুসংস্কার। সিদ্ধ তাঁহাকে বলি যিনি আপনাকে ঈশ্বরে নিমগ্ন করিয়াছেন, সম্পদ্ বিপদ্ সুখ দুঃখ যাঁহার নিকটে এক অখণ্ড আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

> সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ যশোঽপমানো
> যথাঽপরেষাং নিখিলং তদেব।
> অস্মাকমানন্দমদো বিশেষ-
> স্ত্বয়ি প্রভো নন্দতু চিত্তমত্র॥

প্রভো! সুখ, দুঃখ, যশ, অপমান অপরের যেরূপ, আমাদিগের সমস্ত তদ্রূপই। তোমাতে আনন্দোন্মত্ততা আমাদিগের বিশেষ। উহাতে আমাদিগের চিত্ত আনন্দিত হউক। এই প্রার্থনা সিদ্ধের প্রার্থনা। সিদ্ধ অপর লোক হইতে এই জন্য বিশেষ যে, তিনি ঈশ্বরে নিয়ত বাস করিতেছেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায় নিরত পাঠ করিতেছেন, তাঁহার অভিপ্রায় দেখিয়া তিনি একান্ত নিশ্চিন্ত।

যদি উপরে যাহা বলা গেল তাহাই ঠিক হয়, তবে সিদ্ধ সর্ব্বদা সম্পদের মধ্যে অবস্থান করেন এই লৌকিক কুসংস্কার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, ইহার মূল কি, অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। সিদ্ধের চির আনন্দের অবস্থা এই কুসংস্কারের মূল। কোন সময়ে তাঁহার মুখ অপ্রফুল্ল নয়, বিপদ তাঁহার নিকটে সম্পদ। সুতরাং লোকের এ সংস্কার ভ্রমোৎপাদক হইলেও মূলতঃ সত্যশূন্য নহে। সিদ্ধ আত্মসম্বন্ধে ক্লেশবিহীন, কিন্তু অপরের দুঃখে তিনি একান্ত ক্লিষ্টমনাঃ। ইহাতে তাঁহার মুখশ্রীতে ক্লেশের চিহ্ন প্রকাশ পায়, কিন্তু আন্তরিক চির আনন্দের সঙ্গে অপরের জন্য দুঃখ সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। এই দুঃখশোকপরিপূর্ণ সংসারে যিনি আপনি আনন্দিত, অপরের পাপ ক্লেশ যাঁহার হৃদ্গোচর নয়, তিনি অপরের চিত্ত হরণ করিতে পারেন না। তিনিই সকলের চিত্ত হরণ করেন, যিনি আত্মার গভীর আনন্দের সঙ্গে অপরের দুঃখ শোকের চিহ্ন মিলিত করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাসা আইসে যেখানে আত্মসমর্পণ হইয়াছে সেখানে এ অবস্থা কিরূপে সম্ভবে। আত্মসমর্পণে মূলে দৃষ্টিনিবদ্ধ। মূল হইতে কল্যাণ নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং সাধকের চিত্ত নিয়ত অক্ষুব্ধ। তবে অপরের দুঃখ ক্লেশে ক্লেশানুভব সিদ্ধের অবস্থা, ইহা কিপ্রকারে সিদ্ধ পায়? হাঁ সিদ্ধ পায়। স্থির কল্যাণে সিদ্ধের কখন সংশয় নাই, এজন্য তাঁহার চিত্তের গভীর আনন্দের কিছুতেই হ্রাস হয় না, কিন্তু তিনি দেখিতেছেন জীবসকল সেই কল্যাণ অবরুদ্ধ করিতে গিয়া দুঃখ আনয়ন করিতেছে, ইহাতেই তাঁহার গভীর ক্লেশ। অপর লোকসকল ক্লেশের মূল কি বুঝিতে পারিতেছে না, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, দেখিতে পাইতেছেন,

তাই অপরের মুগ্ধতা দর্শন করিয়া তাঁহার মহান্ ক্লেশ উপস্থিত হয়। যাঁহাদিগের বিষয় আত্মসমর্পণের অন্তর্গত, তাঁহাদিগের পাপ অপরাধ দেখিয়া তিনি ক্লিষ্ট নহেন তাহা নহে, কিন্তু সে সকল আত্মাপরাধের অন্তর্ভূত জানিয়া, তিনি তদ্রূপে পরিতপ্ত অন্য প্রকারে নহে।

আত্মসমর্পণে নিশ্চেষ্টতা আসিতে পারে কি না একথার আলোচনা একবার আমরা করিয়াছি, পুনরায় তৎসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটী কথা এ সম্বন্ধে বলা আবশ্যক। সচেষ্টতা এবং দুর্ভাবনা এক নহে। ঈশ্বরের আদেশে আত্মসমর্পণের অন্তর্গত বিষয় সমূহের জন্য সচেষ্টতা এবং তৎসম্বন্ধে দুর্ভাবনা এ দুই স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এখানে সচেষ্টতা অথবা দুর্ভাবনা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। আত্মমনের নিকটে তো তাহা গোপন থাকিতে পারে না, অপরের নিকটেও তাহা কখন অপ্রকাশ থাকিবে না। ঈশ্বরপ্রেরিত ঘটনা বা অবস্থায় অধীর হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় আর্ত্তনাদ, উপায়ান্বেষণ সচেষ্টতা নহে, উহা লুক্কায়িত দুর্ভাবনা, সাংসারিকতা ও বৈরাগ্যের বাহ্যবিকাশ, উহা আত্মসমর্পণের একান্ত বিরোধী।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

"বিচার করিও না, বিচারিত হইবে" এ নীতির অনুসরণ করিতে মানুষ চায় না। কেন চায় না? এই জন্য চায় না যে তবে তাহার পরের তত্ত্ব ছাড়িয়া নিজ তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত হইতে হইবে। মন একটা না একটা লইয়া থাকিবে, সে কখন স্থির থাকিতে পারে না। যদি পরের দোষাদোষের উপর তাহার মতামত দিবার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সমুদায় দিন তাহার কাটে কিসে? যদি সে ভ্রাতার "চক্ষুঃস্থিত তৃণ কণার" প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তবে যে তাহার নিজ "চক্ষুঃস্থিত বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড" অবলোকন করিতে হয়। ক্ষুদ্র মন সে কষ্ট কি প্রকারে বহন করিবে? মানুষকে পরের তত্ত্ব লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে দেখিলে নিতান্ত কষ্ট হয়, কেন না দেখিতে পাওয়া যায় ঈদৃশ লোক আত্মসম্বন্ধে একান্ত অন্ধ। অপরের দোষ যে পরিমাণে তাহারা ঘোষণা করিতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহাদিগের আত্মার মধ্যে এমনি আত্মশ্লাঘা আসিয়া উপস্থিত হয়, যেন নিজের সে প্রকার দোষ নাই। পরদোষবিচারকের দোষ এই যে অপরের দুর্ব্বলতা ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের দুর্ব্বলতা ভুলিয়া যায়, সময়ে সময়ে দুর্ব্বলতা নিজের নিকটে প্রকাশ পাইলেও বহু লোকে উহা অবলোকন করিতে করিতে এত লঘু বলিয়া প্রতীত হয় যে তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র দৃক্পাত থাকে না। সুতরাং অন্য লোকেতে যাহা সাময়িক, পরদোষচর্চ্চকের তাহা স্থায়ী দোষ হইলেও নিজ চক্ষে তাহা ঘৃণা বলিয়া বোধ থাকে না। ফল এই হয় যে, অন্য লোকেতে যে দোষ সহজে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, পরচর্চ্চাপরায়ণের সে দোষ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত হইয়া মুক্তি হয় তাহা নহে, পূর্ব্বে যে দোষ ছিল না, পরদোষ দর্শন করিতে করিতে সে দোষ সংক্রামক রোগের ন্যায় দোষোদ্ঘাটকে সংক্রামিত হয়। সে ব্যক্তি যদি জানিত অন্যের যে দোষ সে কীর্ত্তন করিতেছে, তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন স্থান আছে যে স্থান তদ্দোষপ্রবণ, সুতরাং অনায়াসে তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সে সাবধান হইতে পারিত। এই অসতর্ক লোক যখন আপনাকে একান্ত নির্ব্বিঘ্ন মনে করিতেছে, তখন সংক্রামক রোগের ন্যায় পাপ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, তাহার ক্ষীণ আত্মাকে অনায়াসে মৃত্যুর মুখে নিপাতিত করে।

পরলোকগত সাধু মহাত্মাগণ আমাদিগের বিচারের অধীন নহেন, আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা আসিতেছে। আমরা যে কোন লোকের উপরে আমাদিগের মতামত প্রকাশ করিতে পারি, এ নিয়মের সঙ্কোচ করা একান্ত ন্যায়সঙ্গত। যখন দেখিতে পাই, জীবিত মনুষ্যের উপরে মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া আমরা অনেক সময়ে অন্যায়রূপে বিচার করি, তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসি, তখন যাঁহারা কালদেশসম্বন্ধে আমাদিগের হইতে অনেক দূরে, যাঁহাদিগের সে সময়ের অবস্থা, অভিপ্রায়, চিত্তের উচ্চতা প্রভৃতি আমরা এখন কিছুই জানি না, যাঁহাদিগের মুখের কথা অপরে লিখিয়াছে, অথচ যাহারা লিখিয়াছে তাহাদিগের বুঝিবার শুনিবার ভ্রমের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এমত স্থলে তাঁহাদিগের কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে দোষী স্থির করা কত দূর অবৈধ এক জন অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমরা এরূপ নিজে করিয়া পরিশেষে অনুতপ্ত হইবার কারণ দেখিয়াছি। সুতরাং এ স্থলে আমরা কেবল গুণগ্রাহী, দোষের বিচারক নহি। যাঁহারা ঈদৃশ স্থলে বিচারকত্বকে মনুষ্যত্ব মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগের দলস্থ হইতে

চাই না। "পাঁচ জন দোষী মুক্তি পায় সেও ভাল, তথাচ একজন নির্দ্দোষী দণ্ড না পায়" এই রাজনীতি আমাদিগের আদরণীয়। মৃত মহাত্মাগণের শত দোষ থাকে থাকুক, আমাদিগের হাতে যেন একটি অতি সামান্য বিষয়েও তাঁহাদিগের অবিচার সহ্য করিতে না হয়। যে জন্য তাঁহাদিগের জীবন আদরণীয়, যাহা তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য, যাহার জন্য তাঁহারা মৃত হইয়াও জীবিত, সেই চিরস্থায়ী নিত্য বিষয় আমরা তাঁহাদিগের হইতে গ্রহণ করিব, যাহা কিছু অনিত্য অস্থায়ী দেশে কালে বদ্ধ তাহা দূরে পরিহার করিব, তজ্জন্য আমরা কোন বিচার করিব না, কেন না তৎসহ আমাদিগের কোন সংস্রব নাই। বিনষ্ট হইয়া যাওয়া যাহার নিয়তি, তাহার বিচারে অমূল্য জীবন ক্ষয় করা মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা বলি মৃতগণ মৃত বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত থাকুক, যাহারা জীবিত জীবনপ্রদ বিষয় তাহাদিগের বিচারের বিষয় হউক।

বিশ্বাস আশা এবং ধর্ম্মবলের জন্ম দাতা। যাহার বিশ্বাস আছে সে সহস্র কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াও আশা করে যে এক দিন সে নিষ্কলঙ্ক হইবে। যাহার অন্তরে বিশ্বাস নাই সে নিরাশ। সে মনে করিতে পারে না যে সে কখনও আপনার মনের দুর্জ্জয় রিপুসকল পরাস্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয় সাধু হইতে পারিবে। বস্তুতঃ অবিশ্বাসের ন্যায় গুরুতর দণ্ড আর কিছুই হইতে পারে না। অবিশ্বাস মনের আশাপর্য্যন্ত হরণ করে। বিশ্বাসের সঙ্গে মহাপাতকীর মনেও আশার সঞ্চার হয়; পক্ষান্তরে বিশ্বাসের তিরোভাব হইলেই দুর্ব্বল মন আরও অবসন্ন এবং হতাশ হইয়া পড়ে। অবিশ্বাসী এই বলিয়া আশঙ্কা করে;—"আমি যে সকল ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, ন্যায়বান্ অভ্রান্ত বিচারপতি ধর্ম্মরাজ, দণ্ডদাতা পিতা কখনও আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন না, সুতরাং আমার আর আশা ভরসা নাই।" কিন্তু বিশ্বাসী এই বলিয়া আশায় আপনার বুক বাঁধে,—"আমি অনেক পাপ করিয়াছি সত্য; কিন্তু আমার পাপ অপেক্ষাও পাপী তাপীর উদ্ধার কর্ত্তা পতিতপাবন ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়িনী কৃপা অধিক।"

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যঃ শিক্ষার্থিনাবনুশাস্তি।

ভক্তের্যোগস্য চৈকত্বমেকত্র খলু বর্ত্ততে।

সত্যসামীপ্যতোঽধ্যেয়ং প্রথমঞ্চোভয়োর্হি সৎ ॥ ১ ॥

যোগভক্তিলক্ষণং পূর্ব্বমুক্তম্। অধুনা তয়োর্মিলনভূমিমভিধাতুং শিক্ষার্থিনাবেকত্রানুশাস্তি ভক্তেরিতি। ভক্তেঃ যোগস্য চ একত্র একস্মিন্, একত্বং সম্মিলনং খলু নিশ্চিতং বর্ত্ততে। হি অতএব সত্যসামীপ্যতঃ "সত্যং শিবং সুন্দর"মিতি ভক্তিপথোদিতমন্ত্রাৎ সত্যং যোগাৎ সামীপ্যং নৈকট্যং তাভ্যাং উভয়োঃ যোগভক্ত্যোঃ সৎ প্রথমং অধ্যেয়ং অধ্যয়নবিষয়ঃ। নৈকট্যানুভবে ভক্তৌ প্রবেশে চ সত্যস্বরূপমেবাবলম্বনমতোঽত্র যোগিভক্তয়োরেকত্বাদেকত্রোপবেশনমনুশাসনঞ্চ।

শিবে চ সুন্দরে ভক্তো যদা মজ্জতি যোগিনঃ।

তদা ভেদোঽস্য বিশ্বাসশ্রদ্ধাভূমৌ ত্বভিন্নতা ॥ ২ ॥

কুতোবোভয়োর্ভেদোঽভেদশ্চ তদেব স্পষ্টং দর্শয়তি শিবে চেতি। শিবে সুন্দরে চ ভক্তঃ যদা মজ্জতি নিমগ্নো ভবতি তদা যোগিনঃ অস্য ভক্তস্য ভেদঃ, বিশ্বাসশ্রদ্ধাভূমৌ তু তত্র সত্যস্বরূপস্যালম্বনতয়া অভিন্নতা অভেদঃ।

তাবৃতে পরিপাকোঽস্যা ভক্তের্ন হি কদাচন।

যোগাধিকারিতা বাপি ততস্তৌ শৃণুতং সমম্ ॥ ৩ ॥

বিশ্বাসশ্রদ্ধাভূমৌ কথমুভয়োরেকতা তদেবাহ তাবৃতে ইতি। তৌ বিশ্বাসং শ্রদ্ধাঞ্চ ঋতে অস্যাঃ ভক্তেঃ কদাচন ন হি পরিপাকঃ পরিপক্কতা, যোগাধিকারিতা বাপি ন, ততঃ তস্মাৎ তৌ শ্রদ্ধাং বিশ্বাসঞ্চ সমং একত্র শৃণুতম্।

সত্তায়াং পরমেশস্য নিঃসংশয়পদং গতাঃ।

ন চেৎ, সম্ভাব্যতে ভক্তির্নযোগোবাপি জাতুচিৎ ॥ ৪॥

কদা তয়োঃ সম্ভবস্তদেবাহ সত্তায়ামিতি। পরমেশস্য সত্তায়াং বিদ্যমানতায়াং নিঃসংশয়পদং গতাঃ নিঃসন্দিগ্ধতাং প্রাপ্তা নচেৎ, জাতুচিৎ কদাচিৎ ন ভক্তিঃ ন যোগঃ অপি বা সম্ভাব্যতে।

পাঠোঽতো হ্যুভয়োঃ সত্তদর্থপৃচ্ছোপজায়তে।

তত্ত্বতোঽস্তি যদেবৈতৎ তৎ সজ্জেয়ঃ পরেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥

কুতো ভক্তেঃ সম্ভাবনা তৎ প্রদর্শ্য তয়োরধ্যয়নবিষয়স্য সতঃ কোবাঽর্থস্তদভিদধাতি পাঠ ইতি। অতোহি অতএব উভয়োঃ যোগভক্ত্যোঃ পাঠঃ সৎ। তদর্থপৃচ্ছা তস্য সতঃ অর্থপৃচ্ছা অর্থজিজ্ঞাসা উপজায়তে সমুপস্থিতা ভবতি। তত্ত্বতঃ যদেব অস্তি তৎএতৎ পৃচ্ছনীয়ং সৎ। সৎ পরেশ্বরঃ জ্ঞেয়ঃ জ্ঞাতব্য।

যন্নাস্তি তদসন্মিথ্যা; নাস্তীতি নেতি নিশ্চয়ঃ।

জ্ঞানস্য প্রথমারম্ভো ন নায়মিতি মধ্যমঃ ॥ ৬ ॥

সদভিধায় তদ্বিপরীতমসন্নির্ণীয়তে জ্ঞানস্য চ প্রক্রমঃ প্রদর্শ্যতে যন্নাস্তীতি। যৎ ন অস্তি তৎ অসৎ মিথ্যা। ন অস্তি ইতিন ইতি নিশ্চয়ঃ জ্ঞানস্য প্রথমারম্ভঃ। ঈশ্বরোনাস্তীতি ভ্রান্তেরস্বীকারো জ্ঞানভূমেঃ প্রথমাবতারঃ। ন অয়ং ইতি ন মধ্যমঃ নিশ্চয়ইতি শেষঃ। প্রথমস্তাবদস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসোৎপত্তিঃ, পশ্চাৎ সম্মুখস্থে তস্মিন্ নায়মীশ্বরইত্যবিশ্বাসো নিরস্তঃ।

দর্শনং চরমাবস্থা; তত্রারোহণং ক্রমাৎ।

সাধনৈরিহ সন্দেহনিরাসোন্নতিরিষ্যতে ॥ ৭ ॥

সম্মুখেঽয়মীশ্বর ইত্যেতজ্জ্ঞানং দর্শনং মধ্যমাবস্থায়াঃ

পরিপাকে সম্ভবতি তৎসামান্যতঃ উক্তে তৎসোপানত্রয়ারোহণং সন্দেহনিরসনেন ভবতীত্যাহ দর্শনমিতি। দর্শনং ঈশ্বরসাক্ষাৎকারঃ চরমাবস্থা তত্রৈব সাধকস্য বিশ্রামাৎ। তত্রয়ারোহণং, নাস্তীতি নেতি, ন নায়মিতি, দর্শন মিতি চ এতৎসোপানত্রয়ারোহণং ক্রমাৎ ভবতি। ইহ সোপানত্রয়ারোহণে সাধনৈঃ সন্দেহনিরাসস্য উন্নতিঃ ক্রমোৎকর্ষঃ ইষ্যতে, পূর্ব্বপূর্ব্বসোপানে সন্দেহাংশস্যাবস্থানাৎ। সনাস্তীতি ন, এষ আরম্ভঃ; সোহস্তীতি দৃঢ়নিশ্চয়াৎ ক্রমোন্নতিঃ পূর্ণনিঃসন্দিগ্ধতা চেতি দ্রষ্টব্যা।

ছায়েব কল্পনেবাদৌ বিষমঞ্চাবিনিশ্চিতম্।
অস্থৈর্য্যোপক্রুতং জ্ঞানং চলদীপশিখোপমম্ ॥ ৮ ॥

সন্দেহনিরাসস্য ক্রমোৎকর্ষে প্রথমস্তাবৎ সহেন্দমাহ সাধকানুভবেন ছায়েবেতি। আদৌ প্রথমে জ্ঞানং অস্তিত্ববিষয়কং ছায়া ইব কল্পনা ইব বিষমং সমানাবস্থাবিরহিতং অবিনিশ্চিতং নিশ্চয়াত্মকতা শূন্যং অস্থৈর্য্যোপক্রুতং অস্থিরতয়া বাধিতং চলদীপশিখোপমম্ চলা চঞ্চলা যা দীপশিখা তৎসদৃশম্।

ততো নেতীত্যসজ্জ্ঞানসঙ্কোচোহস্তীতিবেদনা।
বৰ্দ্ধমানা দর্শনস্য স্যাদৌজ্জ্বল্যপরম্পরা ॥ ৯ ॥

সন্দেহনিরসনমাহ ততইতি। ততঃ তদনন্তরং নেতীত্যসজ্জ্ঞানসঙ্কোচঃ নেতীতি অসজ্জ্ঞানস্য সঙ্কোচঃ সঙ্কুচিতাবস্থা তিরোধানোন্মুখতেতি যাবৎ; অস্তীতি বেদনা অস্তীতি জ্ঞানং বৰ্দ্ধমানা ক্রমেণ প্রাপ্তাতিশয্যা, দর্শনস্য ঔজ্জ্বল্যপরম্পরা স্যাৎ। অস্তিত্বজ্ঞানাতিশয্যে দর্শনং দর্শনমপি পরম্পরয়োজ্জ্বলং ভবতি প্রাতর্দ্বিপ্রহরবৎ। অনস্তিত্বাস্বীকারঃ প্রথমঃ, নাসৎ সদিতিদ্বিতীয়ঃ, ন ছায়াসদৃশইতি তৃতীয়ঃ দর্শনস্য সৎস্বরূপসাধনস্যচ ক্রমঃ পূর্ব্বপূর্ব্ববচনাদবগন্তব্যঃ।

তমস্যালোকসম্পাতঃ সদসন্মিশ্রমধ্যগে।
তিরোধত্তেহন্তিমে চৈতৎ সত্যমেবাবশিষ্যতে ॥ ১০ ॥

সদসতোর্মিশ্রত্বমুপমামুখেন দর্শয়তি। সদসন্মিশ্রমধ্যগে অস্তিনাস্তীত্যেতন্মিশ্রমধ্যমাবস্থাগতায়াং তমসি অন্ধকারে আলোকসম্পাতঃ ন তু তৎসমাক্ নিরসনমিতি যাবৎ। অন্তিমে চরমে চ এতৎ অসদ্রূপং তমঃ তিরোধত্তে সত্যমেব আলোকস্থানীয়ং অবশিষ্যতে তিষ্ঠতি। (ক্রমশঃ)

শিক্ষার্থিদ্বয়ের প্রতি ২ য় উপদেশ।

১৫ ই ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।

কুটীর।

যোগের লক্ষণ ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। যোগ এবং ভক্তির এক স্থলে মিল আছে তাই তোমাদিগকে একত্র বসাইয়াছি। ভক্তির মূল মন্ত্র "সত্যং শিবং সুন্দরং" যোগ ঈশ্বরের নৈকট্যানুভব। ঈশ্বরকে সৎ বলিয়া উপলব্ধি এ দুয়েরই প্রথম পাঠ। এ স্থলে দু জন এক। শিব সুন্দরে গভীররূপে নিমগ্ন হইলে ভক্তের যোগী হইতে ভিন্নতা উপস্থিত হয়। বিশ্বাসভূমি শ্রদ্ধাভূমি যোগী এবং ভক্তের এক। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা ভক্তি পরিপক্ক হয় না, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা যোগেও অধিকার জন্মে না। অতএব শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের বিষয় তোমাদিগের দুজনেরই শ্রবণ করা আবশ্যক।

ঈশ্বরের সত্তাতে নিঃসংশয় না হইলে ভক্তি বা যোগ কিছুই সম্ভব নহে। অতএব দুজনেরই প্রথম পাঠ "সৎ"। সৎ শব্দের অর্থ কি? সৎই বলা যাউক আর সত্যই বলা যাউক ইহার গূঢ় অর্থ জানা আবশ্যক। সৎ কি না যাহা "যথার্থ আছে"। ঈশ্বর যথার্থ আছেন; পদার্থরূপে সৎপদার্থরূপে আছেন। যাহা নাই তাহা অসৎ, অসৎ মিথ্যা। ঈশ্বর নাই নন, এই প্রথম। ইহার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা দর্শন। সাধনের নিম্নতম অবস্থায় "নাই তাহা নয়" এই আরম্ভ, সাধনের পরিসমাপ্তি দর্শন। মধ্যমাবস্থায় "ইনি নন তাহা নয়।" এই তিনটি সোপানে ক্রমে উত্থান হইয়া থাকে। তিনি নাই তাহা নহে, এই হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে তিনি আছেন স্বীকার করিয়া ক্রমিক উন্নতি চাই, পূর্ণ নিঃসন্দেহ চাই। প্রথমাবস্থায় ছায়া এবং কল্পনার ভাব, অস্থিরতা, অসমান ভাব, অনিশ্চিত জ্ঞান, চঞ্চল দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল বুদ্ধি। মধ্যমাবস্থায় নাইয়ের দিকে হ্রাস, হাঁর দিকে বেশী। "আছেন" ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হইলে দর্শনের আরম্ভ হইল, ক্রমে ইহা উজ্জ্বল হইবে। প্রাতে একরূপ দ্বিপ্রহরে একরূপ। আরম্ভে নাই—অস্বীকার। সৎ—অসৎ নন, এই আরম্ভ। তিনি ছায়া কে বলিল, দর্শনের সাধন সৎস্বরূপের সাধন এইরূপে হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ বুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত দর্শন হয় না। মধ্যমাবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে অল্প আলোক পড়ে, সদসতের মিলন থাকে, সতের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে অসৎ থাকে, অবশেষে শেষটি কমিয়া যায়। (ক্রমশঃ)

হজরত মহম্মদ।

[গত প্রকাশিতের পর।

উপাসনা অধিক, উপদেশ অল্প করিতেন। উপাসনার অবস্থায় উত্তপ্ত অন্ন স্থালীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়কোষে ধ্বনিত হইত। তিনি দণ্ডায়মানের উপাসনার অধিক ক্ষণ বিলম্ব করিতেন, এমন কি তাঁহার চরণদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিত। নৈশিক উপাসনা ও প্রাভাতিক উপাসনা একাকী করিতেন, অবশিষ্ট উপাসনা সজন ভাবে করিতেন। প্রতিমাসের সোম ও বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে ও মহরম মাসের দশম দিবস এবং শ্রাবণ মাসে

রোজা রাখিতেন। কুমারী যুবতীদিগের প্রতি তাঁহার অধিকতর লজ্জা ও সঙ্কোচ ছিল। কখন কখন আমোদ রসিকতা করিতেন, কিন্তু সত্য কথা ব্যতীত বলিতেন না। এক দিন এক বৃদ্ধানারী তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল হজরত! আমার সম্বন্ধে শুভাশীর্ব্বাদ করুন যেন ঈশ্বর আমাকে স্বর্গে স্থানদান করেন। তিনি বলিলেন বৃদ্ধানারী স্বর্গে যাইতে পারে না। বৃদ্ধা তাঁহার মুখে এইকথা শুনিয়া সজল নয়নে চলিয়া গেল। তখন তিনি উপস্থিত লোক দিগকে বলিলেন যে এই বৃদ্ধাকে যাইয়া বল যে কোন ব্যক্তিই বৃদ্ধাবস্থায় স্বর্গে যাইবে না, নবযৌবন লাভ করিয়া যাইবে। তিনি অনেক সময় হরিদ্বর্ণের পিরাণ পরিধান করিতেন এবং শুক্রবার দিন লোহিত উত্তরীয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইতেন। প্রত্যহ নমাজের সময়ে সাত হাত দীর্ঘ উষ্ণীষ এবং শুক্রবার ও ইদের দিনে চৌদ্দ হাত উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করিতেন। তিনি কোর্ত্তা ও চাদর সহকারে নমাজ পড়িতেন, কোন দিন একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়াও উপাসনা করিতেন। প্রতিরজনীতে সোর্ম্মা (কাজল বিশেষ) যোগে দক্ষিণ ও বাম নয়ন তুইবার করিয়া রঞ্জিত করিতেন। কখন রোজার অবস্থায়ও সোর্ম্মা ধারণ করিতেন। আতর ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্যকে ভাল বাসিতেন, দুর্গন্ধকে ঘৃণা করিতেন। অনেক সময় পাদুকা ও মোজা পরিতেন, এবং কখন কখন শ্মশ্রু এবং কেশেতে তৈল মর্দ্দন করিতেন। সকল কার্য্যই দক্ষিণ দিকদিয়া আরম্ভ করিতেন। অজু করিতে, দাঁতন করিতে, মসজিদে প্রবেশ করিতে, পাদুকা পরিধান করিতে, "বিসমল্লা" উচ্চারণ করিতে দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিতেন। একটি রজত অঙ্গুরীয় কখন দক্ষিণ হস্তের কখন বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ধারণ করিতেন। সেই অঙ্গুরীয়কের নগিনায় আল্লা রসুল মহম্মদ এই তিনটী কথা অঙ্কিত ছিল। ধর্ম্মযুদ্ধে অধিকাংশ সময় বর্ম্ম পরিধান ও করবাল বক্ষে ধারণ করিতেন। তাঁহার শয্যা খর্জ্জুরপত্র ও চর্ম্মনির্ম্মিত ছিল। ভোজনে তাঁহার কোন আড়ম্বর ছিল না। দিবা রজনী উদরে পাথর বাঁধিয়া ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিতেন। ঈশ্বর তাঁহাকে ভূভাণ্ডারের কুঞ্জিকা প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, তিনি পরলোক আশ্রয় করিয়াছিলেন। অনেক সময় রুটিকা কুক্কুট মাংসের সঙ্গে কিংবা সির্কার সঙ্গে ভোজন করিতেন। ছাগ মাংস খরবুজা তরকারী * ও খর্জ্জুরের সঙ্গে এবং খোর্ম্মা ফল মাখনের সঙ্গে খাইতেন। নিরবচ্ছিন্ন খোর্ম্মাও ভোজন করিতেন। মধু ও মিষ্ট দ্রব্যের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল।

* অপর পুস্তকে লিখিত আছে লাউতরকারি খাইতেন, খরবুজাকেও এক জাতীয় লাউ বলা যাইতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদর্শন।

(বক্তৃতার সার, পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুণ গুলিকে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমরা এখন দার্শনিক চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত নহি, এখন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এখানে বিগৃহীত নহে কিন্তু সমস্ত গ্রহণ মূল কথা হউক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও দর্শন মাত্রে ঈশ্বরের ভিন্ন২ গুণকে স্বতন্ত্র পূজা করা হইয়াছে, এখন সেই সকলকে একত্রিত করিয়া এক ব্যক্তিতে সংযুক্ত করা হউক। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশকে একটি বিন্দুতে আনিয়া উপস্থিত করুন, আপনারা সমগ্র জীবন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পাইবেন, যিনি কল্পনাও নহেন, অনুমানও নহেন। ইনি অদ্বৈতবাদী, পৌত্তলিক, স্বপ্নদর্শী বা যুক্তিবাদীর ঈশ্বর নহেন, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানশক্তিপ্রেমপবিত্রতাপূর্ণ পরম পুরুষ। ইনিই সমুদায় ঈশ্বর। এই সাক্ষাদ্দর্শনে আর কিছুরই মধ্যবর্ত্তিত্ব চাই না, একেবারে তিনি যেমন তেমনি দর্শন করিতে হইবে। কারণ ঈশ্বরকে দেখিতে খোলা চক্ষে দেখা প্রয়োজন, রঙ্গিল কাচের মধ্য দিয়া দেখা কখন উচিত নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর দর্শন এবং বিজ্ঞান এ উভয়ের মধ্যে কোন বিসংবাদ নাই। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ একত্ব ভাল বাসেন। * * * বৎসরে বৎসরে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, বিমিশ্র অবিমিশ্রে বহুত্ব একত্বে পরিণত হইতেছে. প্রকৃতিস্থ বল সমুদায়ের সংখ্যা দিন দিন ন্যূন করা হইতেছে এবং সমুদায় বলকে একটি বলে পরিণত করিবার জন্য প্রবল অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন কি মনুষ্যমন কি বাহ্য জগৎ সর্ব্বত্র একটি বল আছে, সমুদয় প্রকৃতি যাহার অধীন। এই আদিম বল জড় বা চেতন এ সম্বন্ধে এ কালের বড় বড় লোকেরা অন্ধকারে আছেন। অবশ্য জড়বাদিগণ ইহাকে জড় বলরূপে স্থির করিতে ব্যগ্র, এমন কি কেহ সমুদায়কে বৈদ্যুতিক বলে পরিণত করেন। এ বল যাহা হউক তাহা হউক, সমগ্র বলের একত্বে সকলে একমত এই বিষয়টি লইয়া আমার বিচার। এই এক আদিম মূল হইতে, যাহাই কেন ইহার নাম হউক না, সমুদায় সৃষ্টির জীবনী শক্তি ক্রিয়াশীলতা প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্বের পরিধি বিস্তৃত কিন্তু একটি মাত্র ইহার মধ্যবিন্দু। এই একটি কি? এই একটি বল কি যাহাতে মন ও জড়ের মূল নির্দ্দিষ্ট হয়, যাহা বিজ্ঞানবিদ্গণের চিরকালের আশা এবং অভিলাষকে পূর্ণ করিবে? এই গৃহের প্রাচীরে, স্তম্ভে, সমবেত নরনারীতে, পৃথিবীতে এবং উপরিস্থ আকাশে, আলোকে এবং বায়ুতে, সমুদ্র এবং মহাসমুদ্রে, শিলোচ্চয়ে এবং পর্ব্বতে

বাহ্য জগতে অন্তর্জ্জগতে ইতিহাস এবং জীবনবৃত্তান্তে, কি সেই এক বল যাহা সকলেতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সকলকে পরিচালিত করিতেছে, রক্ষা করিতেছে, জীবিত করিতেছে, এবং উভয় মন এবং জড়কে জীবনী শক্তি এবং ক্রিয়াশীলত্ব অর্পণ করিতেছে? জগতে জড় ও চিন্তার পরিচালনের মূলে কি অবস্থিতি করিতেছে? এ কি বৈদ্যুতিক বল? তাই হউক। বৈদ্যুতিক বলই কি এত গুলি বল, এত গুলি বিবিধ আকারের বস্তু, ও জীব জন্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে? একটি বল অবশ্য সকলের নিম্নে সকলের গভীরতম স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, এমন কি সেই বৈদ্যুতিক বলের নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে যাহাকে উহা বল প্রদান করিতেছে। কি সেই গূঢ় বল যাহা আলোকের আলোক, বৈদ্যুতিক বলের প্রাণ, প্রকৃতিস্থ সমুদয় জ্ঞাত অজ্ঞাত বলসমুদায়কে পোষণ করে, উদ্যমশীল করে? এই গূঢ় অব্যক্ত আদিম বলকে আমি অসংশয়িত রূপে ঈশ্বরবল বলি। একটি জ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তি সমুদায় রহস্য উদ্ঘাটন করে, এবং চির দিনের অভিলষিত সমাধান আনিয়া উপস্থিত করে। দেখ এই এক ঈশ্বরবল স্বীকার করাতে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল! স্বর্গ ও পৃথিবী অনাবৃত হইল এবং তাহার মধ্য হইতে গূঢ় মহোচ্চ মহিমা দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। এখন আর সে দৃশ্য বস্তুর অসংখ্য বহুত্বযুক্ত জগৎ নাই, যাহার এক স্থানে কীটনিচয়, অন্য স্থানে বৃহৎকায় জন্তু, এক স্থানে মৃত জড়রাশি, অপর স্থানে জীবন ও ক্রিয়াশীলত্ব। অহো স্বর্গ ও পৃথিবী এখন কেমন পরিবর্ত্তিত হইল! কেমন উজ্জ্বল কেমন সুগভীর এই বিশ্বের দৃশ্য! এখন আমি আমার সম্মুখে কি দেখিতেছি। সকল বস্তুতে এক জীবন্ত ঈশ্বর। একটি পবিত্র আলোকমণ্ডলী সমুদায়কে পরিবেষ্টন করিয়াছে। এক স্বর্গীয় হস্ত সমুদায় বস্তুকে ধারন করিয়া রহিয়াছে। নিম্নস্থ পৃথিবী উপরিস্থ আকাশে দেখ দেবাগ্নি প্রজ্বলিত। দেখ চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ঈশ্বরের সংস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, সমুদায় প্রকৃতি অগ্নিময় হইয়াছে। সেই স্বর্গীয় অগ্নি প্রত্যেক স্থানে কিরণ বিস্তার করিতেছে, ঈশ্বরবল জগতের বিবিধ বলের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে। সৃষ্টির প্রত্যেক জীবন্ত বল মধ্যে এই সর্ব্বগত অনুপ্রবিষ্ট বলকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ কর। অহো আমার দক্ষিণ হস্ত! আমি তোমাতে নাড়ীর গতি অনুভব করিতেছি। কি গূঢ় রহস্য। তোমার শিরায় গুপ্তভাবে কি অবস্থিতি করিতেছে, যাহা এই গতি উৎপাদন করিতেছে? এ কি মৃত জড় শক্তি, এবং তদ্ব্যতীত আর কিছু নয়? আমি তোমার ভিতরে ঈশ্বর হইতে প্রসূত জীবন্ত বল অনুভব করিতেছি, যে বলে সমুদায় রক্ষিত এবং বিধৃত রহিয়াছে। এই এখানে সেই বল আমি অনুভব করিতেছি, দেখিতেছি, এবং আমি উহাকে বাস্তবিক ঘটনা, অপরিহার্য্য তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করি।

* * * *

এ শরীরকে কি দেখিতেছ। যদিও মৃত অন্ধকারাবৃত, যখন ঈশ্বর বলের আলোকে আলোকিত হয় তখন ইহা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির। সমুদায় শরীর তাঁহার পবিত্র অধিবাস স্থান, যেখানে বসিয়া তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তিতে স্নায়ু শিরা ধমনী প্রভৃতিতে বল বিধান করিতেছেন। তিনিই হৃদয়ের হৃদয় জীবনের জীবন। যখন তোমার চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তখনি সমুদায় মানবীয় মৃত বলকে চরম জীবন্ত বলে পরিণত দেখিতে পাইবে; স্পষ্ট দৃষ্টিতে বলের বলকে ধারণ করিবে। দেখ, যাহা আবৃত ছিল, তাহা অনাবৃত হইল। যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহা ব্যক্ত হইল। ঘটিকা যন্ত্রের উপরিভাগের আচ্ছাদন উন্মুক্ত হইল, এখন যে সুন্দর কোশল অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশ পাইল, প্রাজ্ঞের নিকট ঈশ্বর দর্শন প্রত্যক্ষ হইল।

* * * *

বৃক্ষের মূল সন্তানের মাতা তাহাদিগের পরিপোষণের হেতু। ঘটিকা যন্ত্র হইতে উন্মুক্ত আচ্ছাদন, বৃক্ষের পরিপোষক মূল, সন্তানকে মাতার স্তন্যদান, ইহাই জীবনের বিজ্ঞান, বিশ্বস্থিত বল। দেখ বিশ্ব জননীর ক্রোড়ে সমুদায় বিশ্ব, যিনি গৌণ বলনিচয়ের মধ্য দিয়া প্রত্যেক বস্তু এবং জীবে জীবন ও শক্তির স্তন্য নিয়ত ঢালিয়া দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তের উপদেশের সারাংশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, মাসিক সমাজ রবিবার
৩০ শে চৈত্র ১৮০১ শক।

মহাভারতে লিখিত আছে বিধাতা সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া তিলোত্তমাকে গঠন করিলেন। নব বিধানও সেই রূপ। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে সমস্ত ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যের সমষ্টি নব বিধান। এই নববিধানে যোগ তপস্যা, প্রেম, ভক্তি, সেবা, বৈরাগ্য সমস্ত সম্মিলিত হইয়াছে। কবির রসনা এই নববিধানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না। এমন সুন্দর বিধান আর হয় নাই। পৃথিবীর সমুদয় যোগী ঋষী, সাধু ভক্ত তপস্বী বৈরাগী সকলে এই নব বিধানে একস্থানে একত্রিত হইয়াছেন। আমাদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থপর মন কি এই প্রকাণ্ড বিধানের উপযুক্ত? যখন এই বিধানের উচ্চতা ভাবি তখন আমাকে অসারের অসার মনে হয়। আমার চরিত্রে এ সকল একত্র হইবে? এই ক্ষুদ্র মন বিধান ধারণ করিতে

পারে না। কোথায় বিধান, আর আমি কোথায় পড়িয়া আছি? আমাদের আর্য্যঋষিগণ যেরূপ যোগে মগ্ন ছিলেন আমি কি সেই গভীর যোগে মগ্ন? পূর্ব্বকালে যে তপস্যা বলে দেবতারা ভীত হইতেন আমি কি সেই তপস্যা করিতে পারি? চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণ যেরূপ প্রেমমত্ত হইতেন আমি কি সেইরূপ প্রেম সুরা পান করিতে পারি? হে বিধানচন্দ্র, তুমি কোথায় আর আমি কোথায়? এই বিধান জগৎকে স্বর্গধাম করিবে; কত লক্ষ লক্ষ জীবন মধুময় করিবে। কবে এই বিধানের মত আমার চরিত্র হইবে? এখন আমি যখন ধ্যানে মগ্ন হই তখন ঈশ্বরকে একা দেখিতে পাই; কিন্তু যখন সাধুদিগকে লইয়া ঈশ্বরকে সম্ভোগ করিব তখন আমি এই বিধানের উপযুক্ত হইব। যখন তাঁহাদিগের চরিত্র আমার চরিত্র হইবে, তখন আমি এই বিধানের সুধা পান করিব। যখন আমার জীবন পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সেবকদিগের জীবনে পরিণত হইবে তখন আমি এই নববিধানের সাক্ষী হইতে পারিব। আপনি থাকিব না, আপনি তিনি হইয়া যাইব। করুণাসিন্ধু ঈশ্বর আমাদিগকে এই সাধনে নিযুক্ত করুন।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার ১৩ বৈশাখ ১৮০২ শক।

দুষ্ট বালকেরা মনে করে তাহাদিগের পিতা মাতা অথবা অপর গুরু জন না থাকিলেই তাহারা সুখী হইত। অবোধ বালকেরা বুঝিতে পারে না যে তাঁহাদিগের উপরে তাহাদিগের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। সেইরূপ নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী লোকেরা মনে করে প্রকৃতিতে নিয়মরাজি না থাকিলেই তাহারা সুখী হইত। প্রকৃতির নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মের উপরে দোষারোপ করা আর ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এক কথা। অহঙ্কারী মনুষ নিজে কর্ত্তা হইতে অভিলাষ করিয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য সে ঈশ্বরকে গোপন করিয়া আপন প্রশংসা এবং গৌরব গ্রহণ করে। যদি লোকে তাহাকে প্রশংসা না করিয়া ঈশ্বরকে গৌরব দেয় সে মনে করে তাহার গৌরব খর্ব্ব হইল। ঈশ্বর যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমুদয় সচ্চিন্তা সমুদয় সদ্ভাব এবং কার্য্যের প্রেরয়িতা তাহা সে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী স্বভাবতঃ বিনয়ী, তিনি সমস্ত সদ্ভাব এবং সৎকার্য্যের জন্য ঈশ্বরকে গৌরব দান করেন। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত সৎকার্য্য ঈশ্বরেতে আরোপ করেন, এই জন্য মূর্খ এবং অভিমানী পৃথিবী তাঁহাকে ভণ্ড প্রবঞ্চক বলিয়া বিবিধমতে নির্য্যাতন করে এবং অবশেষে তাঁহার প্রাণপর্য্যন্ত বিনাশ করে। অহঙ্কারী লোকেরা বলে "আমরা অতি নীচ, স্বর্গের ঈশ্বর কি আমাদের সঙ্গে কার্য্য করিতে পারেন? যিনি এত বড় ভূমা মহান্ তিনি কি ক্ষুদ্র মনুষ্যের মনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সত্য প্রেরণ করেন?" অবিশ্বাসী লোকেরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রেরণা সকলকে আপনার বুদ্ধির ক্রিয়া মনে করে। প্রকৃত জ্ঞানীরা বিনয়ী, তাঁহারা চারিদিকে ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখিয়া আপন আপন ক্ষুদ্রতা অনুভব করেন। এক জন জ্ঞানী বলিয়াছেন, "জ্ঞান সমুদ্র অসীম ভাবে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে আমি কেবল তাহার উপকূলে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" আত্মতত্ত্বজ্ঞ পরম পণ্ডিত সক্রেটিস জ্ঞানাভিমানের অসারতা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে তিনি কিছুই জানেন না। তাঁহার এই জ্ঞান অথবা প্রকৃত আত্মতত্ত্বপ্রভাবেই তিনি পৃথিবীতে এক জন পরম পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি কবিদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহারা এক উচ্চতর শক্তিতে অজ্ঞাতসারে কবিতা রচনা করে আপনারা কিছুই বুঝে না। অতএব কি জ্ঞান কি ধর্ম্মভাব সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। এই অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রেরণা দ্বারা কেবল হৃদয় মন পরিচালিত হয় তাহা নহে; কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদিগের শরীরও নিয়মিত হয়। বিশ্বাসী ব্যক্তি শরীরসম্পর্কেও ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রেরণা লাভ করেন। শারীরিক বিজ্ঞান বলিতেছে মন যদি ঈশ্বরানুরাগ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়, তাহা হইলে শরীর রোগ এবং নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া সুস্থতা সম্ভোগ করে এবং মন প্রচুর পরিমাণে আনন্দ শান্তি লাভ করে। মনের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেতে অনুরাগ থাকিলে চিত্তের বিকার দূর হয়, দুর্ব্বাসনা, কুলালসা চলিয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শারীরিক অস্বাস্থ্যের কারণও তিরোহিত হয়। স্বাস্থ্য, সত্য, জ্ঞান, প্রীতি, পুণ্য শান্তি সকলই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে সমাগত হইতেছে। নাস্তিকেরাই কেবল ইহা অনুভব করিতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসী এ সমুদয় প্রবাহের মূলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিতে পান।

সংবাদ।

বিগত ১লা বৈশাখ হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের ১৪শ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনার কার্য্য করেন। উৎসবের পূর্ব্ব দিবসে হিন্দি ও বাঙ্গালায় নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, ও পথের মধ্যে হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। সে দিন দরিদ্রদিগকে প্রায় ৮০

Registerde No. 66.

টাকার বস্ত্র ও খয়রাত দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে এক দিন স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল "প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি" এসম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি এখন রাঁচিতে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিগত [illegible]শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত উপাসনাদি সম্পন্ন করেন তৎপ্রদেশস্থ সমস্ত ধর্ম্মাক্রান্ত লোক প্রায় এই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দু প্রভৃতি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সরস উপাসনাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যথার্থ ভক্তি থাকিলে লোকের আর মতামতের প্রতি আস্থা থাকে না ভাবেতে চালিত হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ যে দিন নগরকীর্ত্তন বাহির করিয়াছিলেন সে দিন মুন্সেফ বাবুরা ও ডেপুটী বাবুরা সকলেই যোগ দিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের "সংবোধিনী" বলেন তত্রস্থ সংস্কারকসভায় শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত "চরিত্র গঠন" বিষয়ে একটী সার গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার এক অংশে তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া মানব চরিত্র গঠন না করিলে পৃথিবী এখনও অসুর দানব পিশাচের আবাসভূমি থাকিত।

শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার সম্প্রতি যশোরের অন্তর্গত খুলনা ও নড়াইল সব্‌ডিসনের মধ্যে খুলনা, নৈহাটী, সেনহাটী, দৌলতপুর, মহেশ্বরপাসা ও কালিয়া প্রভৃতি নূতন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তথায় নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। "জীবন্ত ঈশ্বর" "নিরাকারের আকার," "ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বভাবজাত," "ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান মুমূর্ষু ভারতে পরিত্রাণার্থ অবতীর্ণ" "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিপাদক উপাসনা ব্রহ্মদর্শন ও আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়," "চরিত্র সংগঠন" ও "তান্ত্রিক ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর দূষিত ফল" প্রভৃতি কএকটি ভাব ও মত বক্তৃতা, আলোচনা, উপাসনা, উপদেশ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা তত্রস্থ নরনারী ও যুবাদিগের অন্তরে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি খুলনাতে একটী ব্রাহ্মসমাজ ও একটী "মাদকসেবননিবারণী সভা" সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আশা করি সভা দুইটী চিরস্থায়ী হইয়া স্বদেশের ধর্ম্মোন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইবে।

অতিশয় দুঃখের সহিত আমরা দুই জন ব্রাহ্মের লোকান্তর গমনের সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা উভয়েই অতিশ্রদ্ধাবান্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এক জন পূর্ণ যৌবনাবস্থ ও অপর ব্যক্তি প্রৌঢ়াবস্থ। প্রথোমক্ত ব্যক্তির নাম যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ। দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু চৌবাড়িয়া নিবাসী প্যারীমোহন বসু বয়স প্রায় পঞ্চাশত বর্ষ। ইনি বহু দিন এমন কি ন্যূনাধিক বিংশতি বর্ষ যাবৎ যথানিয়মে সামাজিক উপাসনায় যোগ দান করিতেন, এবং কয় বৎসর হইতে আপন গৃহে নিষ্ঠার সহিত যথারীতি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা উপাসনাদি করিয়া থাকিতেন। যোগীন্দ্র বাবু জ্বর রোগে ও প্যারী বাবু পক্ষাঘাত রোগে জীবনযাত্রা সংবরণ করিয়াছেন। স্নেহময়ী জননীর অনন্ত ক্রোড়ে ইঁহারা নিত্য শান্তি সম্ভোগ করুন!

ঢাকা হইতে আমাদিগের বন্ধু লিখিয়াছেন, "আট বৎসর হইল পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ট্রষ্টীগণ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতি উপাসকদলকে রবিবার প্রাতঃকালে উক্ত সমাজগৃহে স্বাধীনভাবে উপাসনা করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ট্রষ্টীদিগের আদেশ অমান্য করিয়া উক্ত উপাসক দলকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।" এতৎ সম্বন্ধে ঢাকাপ্রকাশে সুদীর্ঘ বাদানুবাদ প্রকাশ হইয়াছে। আমাদিগের ঢাকাস্থ বন্ধুগণ অনেক প্রকারে উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদিগের একান্ত বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের কৃপায় ধর্ম্মার্থে নিপীড়িতগণের পরিশেষে জয় হইবেই হইবে।

নিবেদন।

প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে অধিকাংশ এই সময়ে বিদেশে প্রচার জন্য যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিবার ও পুত্র কন্যা কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। বিদেশস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা প্রচারক মহাশয়দিগের পরিবারগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদান করেন। অনেক স্থানে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ নিকটস্থ প্রচারক মহাশয়ের সেবা শুশ্রূষায় অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের পরিবারগণের কথা বড় মনে করেন না।

অনুগত ভৃত্য শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশের ৫ম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। এখনও অভিলষিত গ্রাহক সংখ্যা হয় নাই। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটস্থ এবং দূরস্থ বন্ধুদিগকে ইহার গ্রাহক করিয়া দিলে, উক্ত উপদেশগুলি বহুলরূপে প্রচারিত হইতে পারে। যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা শীঘ্রই কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট তাঁহাদিগের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১ ভাগ। ১০ সংখ্যা। | ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৮০০ শক | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩০

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তুমি অনন্ত, তোমার সঙ্গে ক্ষুদ্র জীবের বল কি প্রকারে সাদৃশ্য হইবে? তুমি অনন্ত হইয়া জীবের সঙ্গে এক হইতে পারিলে না; কেবল অনন্ত স্নেহের গুণে তাহাদিগকে আত্মজাত শিশু বলিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে, তোমার ক্রোড়ের আশ্চর্য্য শোভা হইল। মাতা এবং সদ্যোজাত শিশুতে কত প্রভেদ, কিন্তু এখানে উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা গুণাগুণের বিচার স্থান পায় না, এক স্নেহ সমুদায় আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। আত্মা শিশু এবং তুমি এ দুয়ের মধ্যে একান্ত ভিন্নতা হইলেও এক স্নেহে সকল ভিন্নতা বিস্মৃত হইয়া অসহায় শিশুর মুখচুম্বন করিলে। তাই বলি তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এমন যে, শত পাপে পাপী হইলেও তুমি আমাকে স্পর্শ কর, এবং তোমার স্নেহসংস্পর্শে আমিও তোমাকে বুঝিতে পারি। কিন্তু তোমার সন্তানগণের সঙ্গে আমার তেমন সম্বন্ধ নয়। তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার প্রকৃতিতে যে একতা আছে, সেই একতা বিনা তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে কে বলে, তোমার সঙ্গে আমাদিগের অতি দূর সম্বন্ধ, নিকট সম্বন্ধ তোমার সন্তানগণের সঙ্গে। তোমার সহিত হৃদয় যখন সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, এবং সেই সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়া তোমার সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তখন হৃদয় দিন দিন নির্ম্মল হইতে থাকে, মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তদনন্তর তোমার সন্তানগণের সঙ্গে কথঞ্চিৎ হৃদয়ের একতা জন্মিয়া তোমাতে তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলন হয়। হে জগদীশ! তোমার সন্তানগণের সঙ্গে মিলিত হইবার সময় উপস্থিত। ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি, কি প্রকারে ঈদৃশ হৃদয়ের অবস্থা লইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইব। তাঁহাদিগের বাধ্যতা, বিনয়, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, ও ভক্তি আমাতে কোথায় যে আমি তৎসহযোগে তাঁহাদিগের সহবাসসুখ সম্ভোগ করিব। যদি তুমি করুণা করিয়া এই আমার কলঙ্কিত হৃদয়ে তোমার পুণ্যবারি সিঞ্চন করিয়া উহার মলিনতা হরণ না কর, তোমার প্রেমের সংস্পর্শে উহাকে কোমল ভক্তির আধার করিয়া না দাও, তবে বল কিরূপে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হই। তাই হে নাথ, কাতরভাবে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তোমাকে এবং স্বর্গরাজ্য এ উভয়কে না পাইলে যখন আমার চলিতেছে না, তখন তুমি আমার হৃদয়কে কৃপাগুণে এমন করিয়া দাও যে তুমি

তোমার স্বর্গ লইয়া আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতে পার। তোমার নববিধান মনুষ্য হৃদয় এবং স্বর্গ এ উভয়ের মধ্যে চরিত্রের একতারূপ সোপান সংযোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সোপান এ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর যে আমি এবং তোমার সন্তানগণ তদ্দ্বারা আরোহণ ও অবরোহণ করিয়া একত্র চিরমিলিত হই।

জীবনের বিভাগ।

তন্ত্রকারেরা বলেন, মনুষ্যের ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব এবং তৎপর পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত কতক অংশ বীর এবং কতক অংশ দিব্য ভাব। তাঁহাদিগের সময়ের হীনাবস্থাকে মনুষ্যের স্বভাব মনে করিয়া তাঁহারা এই বিভাগের কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদিগের উক্তির মধ্যে সত্য নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি না। যৌবনে জীবনের পরীক্ষা ভয়ানক বেশ ধারণ করে, সে সময়ে বীরের ন্যায় আচরণ করিতে না পারিলে, কখন সে সকল পরীক্ষার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারা যায় না। ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত ইচ্ছার স্বাধীন ভাব থাকে না, সে সময়ে বীরভাবের প্রকাশ না পাইয়া পশুভাব অর্থাৎ তত্তৎকালের অবস্থার অধীনতা দৃষ্ট হয়। যে সময়ে ইচ্ছাকে পাপ প্রলোভন পরীক্ষার সঙ্গে পদে পদে সংগ্রাম করিতে হইবে সে সময় যৌবন। যৌবনে সংগ্রামে জয়লাভ করিলে প্রৌঢ়াবস্থায় দিব্য ভাব উপস্থিত হয়।

ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব অর্থাৎ ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই এ কথা কেহ কেহ অস্বীকার করিতে পারেন। কেন না অতি শৈশব কাল হইতে ইচ্ছার দৃঢ়তা আমরা দেখিয়া থাকি। বালক যেপ্রকার আপনার অভিলষিত বিষয়কে প্রবল দার্ঢ্যের সহিত অনুসরণ করে, এমন আর কে? তাহাকে ভর্ৎসনা কর, তাড়না কর, তথাপি তাহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমরা শুনিয়াছি, অনেক ধার্ম্মিক খ্রীষ্টান বালকগণের মধ্যে এই আত্মেচ্ছার প্রাবল্যকে দৈত্যের কার্য্য মনে করেন, এবং যাহাতে সেই আত্মেচ্ছাকে বিনষ্ট করিয়া দৈত্যের অধিকার বিদূরিত করিতে পারেন এজন্য যথেষ্ট অত্যাচার করেন। এক জন আমেরিকার ধর্ম্মোপদেষ্টার বৃত্তান্ত আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এই প্রকার লিখিত আছে, তাঁহার একটি শিশুকে দুগ্ধ পরিত্যাগ করাইয়া রৌটিকা আহারে যখন প্রবৃত্ত করিবেন, তখন কিছুতেই সে সেই নূতন অপরিচিত আহার গ্রহণ করিবে না দেখিয়া বল পূর্ব্বক তাহাকে তাহা খাওয়াইতে তিনি যত্ন করিতে লাগিলেন। এই যত্নে রাত্রি হইয়া গেল, শিশুটি রোদন করিতে করিতে মৃতপ্রায় হইল, তথাপি তিনি বলপূর্ব্বক নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি এরূপ কেন করিলেন? সন্তানের মধ্যে দৈত্যরূপী আত্মেচ্ছাকে চিরনির্জ্জিত করিবেন এই জন্য।

সন্তানের ইচ্ছা সুদৃঢ় এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, আমরা একথা মানি, কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত। বালকের মন যে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার ইচ্ছা এত আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে সে কোন প্রকারে তাহা হইতে ইচ্ছাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না, সুতরাং ইচ্ছার স্বাধীনতাসম্বন্ধে তাহার তখনও অভাব আছে স্বীকার করিতে হইবে। যখন ইচ্ছা এই অধীনতা পরিহার করিয়া অভিলষিত বিষয়সকলকে আপনার আয়ত্ত করিতে থাকে, তখনই বীরত্বের সময়। যৌবনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সকলের মধ্যেই এই ক্রিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, যে সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া বীরত্বের জয়মুকুট মস্তকে পরিধান করিতে সক্ষম হয়।

বাল্যকালের অভিলষিত বিষয়াপেক্ষা

যৌবন কালের অভিলষিত বিষয়সমূহের আধিক্য হয়, এবং সেই সকল বিষয়ের চিত্তাকর্ষণে সামর্থ্য আরো প্রবলতর। অনেক যুবা এখানে বীরত্ব লাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে পশুত্বে আপনাদিগের জীবনকে বিসর্জ্জন করে। তাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে আত্ম ইচ্ছার অধীন করিতে না পারিয়া তাহাদিগেরই অধীন হইয়া পড়ে, এবং এই প্রকারে সংসারের কীট হইয়া বীরত্ব এবং দেবত্ব উভয়ই হারায়। ধন্য তাঁহার যাঁহারা যৌবনের উপভোগ্য বস্তুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মেচ্ছার স্বাতন্ত্র্য সকলের উপরে সংস্থাপিত করেন, এবং বিষয় সমুদায় ভোগ করিয়াও বলিতে পারেন, আমি কিছুই ভোগ করি না। এ সময়ে বিবেক অতি সুতাক্ষ, ইচ্ছা তাহার প্রবল সহায়। সুতরাং বিষয়ভোগ মধ্যে কোন প্রকারে পাপদৈত্য প্রবেশ করিতে পারে না। যদি প্রবেশ করিতে পারে, তবে বীরের বীরত্ব থাকে না, বিবেক ও ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিয়া ভোগসমুদায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয়।

যৌবনে ভোগবাসনা স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। এই ভোগবাসনা বিবেক ও ইচ্ছার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে থাকে। প্রত্যেকের জীবন কি হইবে, এই সংগ্রামের ফলদ্বারা স্থির হয়। অনেকে এই সংগ্রামে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের চরম সীমায় গিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা সংগ্রামে জয়লাভ করেন, তাঁহারা মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভ করেন। এই দেবত্বকে তন্ত্রশাস্ত্রে দিব্য ভাব বলিয়া থাকে। আমরা বলিয়াছি তান্ত্রিকগণ তাঁহাদিগের সময়ের হীনতা মনুষ্য স্বভাব মনে করিয়া অতিধর্ম্মবিগর্হিত মতের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে গিয়া বিবেককে সহায় করেন নাই, সুতরাং ভয়ানক ব্যভিচার সমুপস্থিত হইয়াছে। দিব্য ভাবেও এই দোষ সুতরাং তাঁহাদিগের সময়ে মিলিত হইয়াছিল। সংগ্রামে জয়লাভের অন্তে দিব্যভাব। এই দিব্যভাবে মনুষ্যের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা একত্ব লাভ করে, তখন আর বিবেকের স্বতন্ত্র স্থিতি থাকে না। কারণ বিবেক ও ইচ্ছা একত্ব লাভ করিয়াই দেবত্ব উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে বিবেক বিধি নিষেধ প্রকাশ করিতেন; এখন কল্যাণ, পুণ্য প্রেম, উৎসাহ, উদ্যমের প্রেরণা হইয়া নিয়ত চিত্তকে অধিকার করিয়া অবস্থিত।

জীবনের এক ভাগ হইতে অন্যভাগে আরোহণ মানবপ্রকৃতিসঙ্গত, সুতরাং ইহা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। প্রকৃতি সর্ব্বদা ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়ার আধার। যেখানে প্রকৃতি অবিকৃত, সেখানে সে ক্রিয়া অপ্রতিহত চলিতে থাকে। এই অপ্রতিহত ক্রিয়াতে মনুষ্যকে ভাব হইতে ভাবান্তরে উত্তোলন করে। রুচি, সংস্কার, অভিলাষ, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা, এ সমুদায় মনুষ্যকে অপ্রকৃতিস্থ করে। ইহাদিগেরই দ্বারা হৃদয়রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বিবেক এই সকলকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য নেতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ইচ্ছা যখন এই নেতার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া আদেশপ্রতিপালনে ক্ষমতা প্রকাশ করে, তখন বিদ্রোহিগণের কোলাহল শাম্য লাভ করে, অরাজকতা তিরোহিত হইয়া পুনরায় নিয়ম ও বিধির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন সমুদায় বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সমুদায় চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরের ক্রিয়ার স্থান হইয়া নিয়ত দেবভাব ব্যক্ত করিতে থাকে।

জীবনের বিভাগত্রয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। কোন ব্যক্তিতে সময়ের পূর্ব্বে ভাব হইতে ভাবান্তরে প্রবেশ হয়, কোন ব্যক্তিতে সময় অতিক্রান্ত হইয়াও ভাবান্তর প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং একটি সময় নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সময়ে অমুক ভাবের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে ইহা বলিয়া আমাদিগকে নিরুদ্যম করিতে পারে না। আমাদিগের উচিত

সাধন ভজন উদ্যম যত্ন দ্বারা পরপর ভাবকে অল্প সময়ের মধ্যে হস্তগত করিয়া ফেলি। জীবনের প্রথমে যিনি দেবভাবে প্রবেশ করিতে পারিলেন তিনি ধন্য। কেন না মনুষ্যসমাজ তাদৃশ ব্যক্তির নিকটেই মহত্তর কল্যাণপরম্পরা লাভ করিয়া চিরঋণপাশে আবদ্ধ হয়। ঈশ্বর করুন, আমাদিগের প্রতিজনের জীবনে দেবভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া চারিদিকে কল্যাণ সুখ শান্তি ও পুণ্য বিস্তার করুক।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুকরণ।

ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের অনুকরণ এ দুই কখন এক নয়। অনুকৃত বস্তু অনেক স্থলে অনুকরণীয়ের অনুরূপ হইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে তাহার সম্ভাবনা নাই। দুই বস্তু সমধর্ম্মাবলম্বী না হইলে অনুকৃত অনুকরণীয়ের মধ্যে একরূপতা উপস্থিত হইতে পারে না। কোন প্রাকৃতিক পদার্থের অনুকরণ করিতে গেলে, সদৃশ প্রাকৃতিক বস্তু দ্বারা তাহার অনুকরণ হয়। সেই প্রাকৃতিক বস্তু যত দূর অনুকরণীয়ের অনুরূপ তত দূর অনুকরণ করিয়া অবশেষ বিষয়ে ন্যূন হইয়া অবস্থান করে। কোন ধাতু প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুর অনুকরণ ঠিক হইতে পারে, কিন্তু একটি জীবকে যদি বর্ণ ও মৃত্তিকার দ্বারা অনুকরণ করিতে যাওয়া যায়, তবে তাহার আকার ও বর্ণ পর্য্যন্ত অনুকৃত হইবে, অনুকরণীয়ের জীবনী শক্তি থাকাতে যাহা আছে তাহার অনুকরণ কিছুতেই হইবে না। এক ব্যক্তির আন্তরিক হেতুতে বাহ্যে ধর্ম্মের যে অনুষ্ঠান প্রকাশ পায়, সেই অনুষ্ঠানের অপরে অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু সে অনুকরণ মূল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লোকে এক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে তাহা এক জনেতে জীবন, অপর জনেতে মৃত্যু। যখন ঈশ্বরের কোন নূতন বিধি জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে বিধানের লোকসকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রেরণায় কার্য্য করেন, সুতরাং অনুকরণকে ঘৃণার সহিত দূরে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু যখন পর সময়ে এমন সময় উপস্থিত হয় যে মনুষ্য আর ঈশ্বর প্রেরণা গ্রহণ করে না, সংসার ও বিষয়ে মত্ত হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্ম থাকে না ধর্ম্মের অনুকরণ থাকে। যখনি ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন একটি সমস্যা উপস্থিত হয়, তখন মনুষ্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অভ্যন্তরে তাহার মীমাংসা লাভ করিবার জন্য প্রবেশ করে না, কিন্তু এক জন আর জনকে জিজ্ঞাসা করে, অথবা ধর্ম্মগ্রন্থ খুলিয়া বসে, দেখি দেখি এ অবস্থায় আমাদিগের বিধানপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। কাল দেশ সময় ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যে অনুকরণ করিতেছে তাহার মানসিক অবস্থা অনুকরণীয়ের মানসিক অবস্থা অণুমাত্র অনুরূপ নহে, অথচ বাহ্য কার্য্য যাহা সে শুনিল অথবা গ্রন্থে পাঠ করিল, তদনুসারে কার্য্য করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিল; ইহাতে এই ফল হইল যে সে আত্মাকে তদ্দ্বারা জীবিত না করিয়া আরো মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিল।

ঈশ্বর প্রেরণার সময়ে ধর্ম্ম অবস্থিতি করে, তৎপরে তাহার ছায়ামাত্র থাকে বলিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে ঘোর অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। সাধারণ লোক অতি অলস, তাহারা ঈশ্বরপ্রেরণা লাভে উপযুক্ত হইবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা করিতে চায় না। সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্মলাভ না করিয়া অপরকে আপনাদের ধর্ম্মস্থলে অভিষিক্ত করে। শুদ্ধ অনুকরণে কিরূপ অনিষ্ট হয়, আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। খ্রীষ্টের সমগ্র জীবনের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে তিনি ঈশ্বরাবমাননাকারীদিগকে স্বহস্তে দণ্ড অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চারি জন লেখকের মধ্যে এক জন ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। দুই

জন কেবল সমুদায় দ্রব্যজাত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন লিখিয়াছেন। চতুর্থ লেখক লিখিয়াছেন "তিনি দড়ী দ্বারা কোড়া নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাদিগকে তাড়াইলেন।" এই এক জনের কথাতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে কত বিপ্লব হইয়াছে। কে বলিতে পারে যে তিনি কোড়া দ্বারা ভয় দেখাইয়া তাড়ান নাই, কিন্তু তাহার আঘাতে সকলের পৃষ্ঠ রক্তারক্তি করিয়াছিলেন। চারি জন লেখকের তিন জন যখন এ বিষয়ে প্রমাণ দেন না, তখন কোড়ার ব্যবহার যে প্রচণ্ড ছিল না ইহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে, তেমন কিছু হইলে অবশ্য সকলের মনে এ ঘটনাটী চিরমুদ্রিত থাকিত। সে যাহা হউক, খ্রীষ্টসমাজে যাহারা ঈশ্বরাবমাননা করিতেছে বলিয়া প্রবল দলের বিশ্বাস তাহাদিগকে তাহারা এই দৃষ্টান্তের ব্যবহার করিয়া অগ্নি বিষ শস্ত্রমুখে নিপাতিত করিয়াছে। বিদ্বেষ হিংসা যখন হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়, তখন মহাত্মাগণের জীবনের একটী অসদৃশ ঘটনাকে স্বীয় ভাবের অনুরূপ করিয়া তাহার চরিতার্থতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

আমরা এমন সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারি যাহাতে জীবনের এবং ভাষার বাহ্য অনুকরণে বিষদৃশ ফল উৎপন্ন হয় অনায়াসে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এ সকল ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত হইবার এত দূর অনুপযুক্ত যে আমরা তদ্দ্বারা পাঠকগণের হৃদয় ও কর্ণের উদ্বেগ জন্মাইতে একান্ত কুণ্ঠিত। তাঁহারা তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী সম্প্রদায় সকলের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, মহাজনগণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তাহারা কি প্রকার ভয়ানক পাপ ব্যভিচারে নিপতিত হইয়াছে।

এ কথা সকলের মনে রাখা উচিত, অনুকরণ দ্বারা মহাজনগণের সম্মাননা হয় না অবমাননা হয়। তাঁহারা আপনারা কিছুই ছিলেন না, ঈশ্বরপ্রেরণাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব ছিল। ঈশ্বরের অনেক কার্য্য যেমন সাধারণের অবুঝ, তেমনি তাঁহাদিগের কার্য্যও অনেক সময় অবুঝ। প্রকৃতিতে অমুক ব্যাপার সংঘটি হয়, অতএব আমিও উহা করিতে পারি, এ যুক্তিতে কার্য্য করা যেমন ভয়ানক, এ সকল স্থলেও তেমনি। যদি তোমার চিত্ত ঈশ্বরপ্রেরণার অধীন না হয়, তবে তোমার চিত্ত তদবস্থাপন্নও হইতে পারে না, কি জন্য তাঁহারা কি করিলেন তাহা বুঝিতেও পার না। এরূপ স্থলে যদি অনুকরণ করিতে যাও, ছায়ামাত্রাবলম্বী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, ব্রাহ্ম হইয়া তোমারও সেই দুর্দ্দশায় নিপতিত হইতে হইবে।

পৃথিবীতে অনুকরণ প্রবৃত্তি দ্বারা যে ঘোর অনিষ্টপাত হইয়াছে তাহার উচ্ছেদ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাগম হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের সাক্ষাৎপ্রেরণা ভিন্ন অন্য কিছু মানে না। আমাদিগের সমুদায় কার্য্য এবং ব্যবহারের মূল ঈশ্বরের প্রেরণা হইবে মৃত গ্রন্থ নহে। তবে মহাত্মাগণকে যে আমরা দৃষ্টান্ত বলি তাহা এ অর্থে নয় যে, ঈশ্বরপ্রেরণা ভিন্ন তাঁহারা আমাদিগের জীবনের উন্নতিসম্বন্ধে কিছু কার্য্য করিতে পারেন। ঈশ্বরের প্রেরণাতে আমাদিগের চিত্ত যখন তদবস্থাপন্ন হয়, তখন অনুরূপ অনুষ্ঠান স্বতঃ হইতে থাকে। তখন তাঁহারা এবং আমরা অভিন্ন এক হই, কিছু মাত্র স্বতন্ত্রতা থাকে না। এই অবস্থায় আমরা তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের কার্য্য বুঝিতে পারি এবং তখন ইহাঁরা আমাদিগের পক্ষে যথার্থ দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়ান। ঈশ্বরপ্রেরণাশূন্য হইয়া অনুকরণ মৃত্যু, ঈশ্বর প্রেরণাতে তাঁহাদিগের সহিত একত্বলাভ উজ্জীবন। প্রমথটিকে দূরে পরিহার করিয়া যেন আমরা শেষোক্তটিকে বহু মনে করিয়া গ্রহণ করিতে যত্ন করি।

ব্রাহ্মধর্ম্মে বিপরীত ভাব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য সমুদায় বিষয়াপেক্ষা একটি বিষয়ে অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা বিপরীত ভাব

প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা এ ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাঁহারা এই বিপরীতভাবের উপরে ধর্ম্মের পত্তনভূমি সংস্থাপন করিতে বাধ্য। অন্যান্য ধর্ম্ম দৃশ্যমান হইতে অদৃশ্যে উত্থান করিয়াছে। ইহা অদৃশ্য হইতে দৃশ্যমানে অবতারণ করে। চক্ষু মনের অগোচর ঈশ্বর লইয়া ইহার প্রথম আরম্ভ। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেন, সকল ধর্ম্মইতো ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া আরব্ধ হইয়াছে, তবে ইহার ইহাতে কি ভিন্নতা ? হাঁ, ভিন্নতা আছে, তাঁহারা দৃশ্যমান পদার্থসমুদায় অবলম্বন করিয়া অদৃশ্য ঈশ্বরে গিয়াছেন, বেদ বেদান্ত পুরাণ সকলই ইহার প্রমাণ। বাইবেল কোরাণ কি ইহার মধ্যে গণ্য নয় ? হাঁ, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এতন্মধ্যে গণ্য। প্রাচীন বাইবেল সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব বলেন, নূতন বাইবেলে এক খ্রীষ্ট ভিন্ন আর সকলেই খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন। কোরাণ অদৃশ্য ঈশ্বরকে অদৃশ্য রাখিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্র সাধু মহাত্মাগণের প্রাধান্য, তাঁহারাই লোকের অধিগম্য, ঈশ্বর নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার বিপরীত শিক্ষা দিতেছেন, এই শিক্ষাই ইহাঁর বিপরীত ভাব।

অপরাপর সম্প্রদায়গণ ঈশ্বরকে অনধিগম্য রাখিয়া তত্তৎ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণকে তাঁহার স্থানে বসাইয়া অনধিগম্য ঈশ্বরকে অধিগম্য করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে অধিগম্য করিয়া মহাত্মাগণকে অনধিগম্য করিয়াছেন। ঈশ্বরকে না জানিলে তাঁহাকে না পাইলে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না. এ বিপরীত কথা ব্রাহ্মধর্ম্মের। ঈশ্বর নিজ করুণায় পাপীর পাপহৃদয়ে প্রবেশ করেন, প্রবেশ করিয়া সেখানকার পাপ মলিনতা হরণ করেন। যখন পাপ মলিনতা বিদূরিত হইতে থাকে, তখন আত্মা মহাত্মাগণের সঙ্গে একত্ব অনুভব করিতে পারে; অন্যথা পাপ কলুষিত চিত্ত এবং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রভেদ ও দূরত্ব কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না।

যে সকল মহাত্মাকে মনুষ্যগণ ঈশ্বর স্থানীয় করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা আত্মসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যসহ তাঁহাদিগের সম্বন্ধ এক চরিত্র লইয়া তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। "কে আমার মাতা কে আমার ভ্রাতা" এই রূপ বলিয়া "যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করেন তাঁহারাই মাতা ভগিনী ভ্রাতা" এরূপ উক্তি কি প্রকাশ করে ? "আমাকে প্রভু প্রভু বলিলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে না।" এ সকল কথার অর্থ কি ? এ সকলে এই প্রকাশ পায় যে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে যাঁহাদিগের যোগ হইয়াছে তাঁহাদিরেই সঙ্গে তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব এবং পরিচয় তাঁহারা অনুভব করিতেন। জীবিতাবস্থায় তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা চিরকালের জন্য সত্য এবং সে সত্য অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের সহিত একতা লাভ অসম্ভব।

আমরা এতদপেক্ষা সুস্পষ্টতর এ ভাব সেই সেই মহাত্মার শোণিত মাংসে শোণিত মাংস বৰ্দ্ধন, তাঁহাদিগেতে জন্ম লাভ ইত্যাদি রূপক বাক্যে দর্শন করি। ফলতঃ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে এই বলিতে পারি, যে সময়ে প্রার্থনা ধ্যান ধারণাদি দ্বারা বিশ্বাস ভক্তি প্রেমাদিতে হৃদয় অগ্রসর হয় না, আমরা মহাত্মাগণের জীবন পাঠ করিয়াও কিছু বুঝিতে পারি না। অনেক সময়ে ঈদৃশ উপায়ে তাঁহাদিগের উপরে ভক্তি বৃদ্ধি না পাইয়া অভক্তি জন্মে। এরূপ বিপরীত উপায়ে অনেকে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন।

পূর্ব্বকাল হইতে একালে ঈদৃশ বিপর্য্যয় কেন উপস্থিত হইল ? মনুষ্যসমাজের ক্রমিক উন্নতিতে। এখন ঈশ্বর মনুষ্যহৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হইবার অবসর পাইয়াছেন। তিনি যত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, মহাত্মাগণ তত তাঁহার অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছেন। আবার যথাসময়ে অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সাধকের সাক্ষাৎ

যোগ হইয়া যখন স্বয়ং তিনি তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিবেন, তখন হৃদয়ে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে এবং আমরা বুঝিতে পারিব মহাত্মাগণ ঈশ্বরকে আমাদিগের নিকটে আনয়ন করেন না, ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মবিরোধী ঈশ্বরাবমাননাকারিগণের প্রতি বিশ্বাসিগণ চিরদিন খড়্গহস্ত। অত্যুদার নবীন ধর্ম্মবিধিতে তাহাদিগের প্রতি কি প্রকার আচরণ ব্যবস্থাপিত, সহজে এক জনের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনে এতৎসম্বন্ধে মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া জনসমাজ স্বীকার করিতে অসম্মত। এই নীতি কোথা হইতে সমুত্থিত হইল? নীতির অবতার মহাত্মা ঈশা হইতে। তিনি যখনি ধর্ম্মবিরোধী ধর্ম্মপথাবরক জ্ঞানাভিমানিগণকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলেন নাই, সেই শ্রেণীর লোককে সাধারণতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার বাক্যের লক্ষ্য করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, মনুষ্যসমাজের মাতৃস্থানীয়, তিনি এই প্রকারে জনসমাজের পরমশত্রু ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের বিরোধিগণকে উদ্বুদ্ধ এবং অপর লোককে তাহাদিগের পথ হইতে বিরত করিবার জন্য হৃদয়ের কঠোর যাতন তদ্রূপযুক্ত বাক্যে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু সকল ব্যক্তির এ প্রকার অধিকার স্বীকার করিতে পারা যায় না। "ও জরুসালম, ও জরুসালম, তুমি মহাজনগণকে বধ কর। প্রস্তরাঘাতে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট কর, আমি কত বার তোমার সন্ততিগণকে কুক্কুটী যে প্রকার তাহার শাবকগণকে পক্ষপুটের নিম্নে একত্রিত করে তেমনি একত্রিত করিতে চাই। কিন্তু তোমরা তাহা করিতে দাও না।" ঈদৃশ ভাবে যাঁহার হৃদয়পূর্ণ তিনি ভর্ৎসনা করিতে কঠোর বাক্যে আঘাত করিতে পারেন, কেন না মাতা ভিন্ন ভর্ৎসনা এবং কঠোর বাক্য প্রয়োগে আর কাহার অধিকার নাই। তুমি যাহাকে আঘাত করিবে, তাহার জন্য যদি তোমার প্রাণ না কান্দে, তবে তুমি সহৃদয়ের কার্য্য করিলে না, এ ভাব তোমার দেবভাব নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার কখন অনুমোদন করিতে পারেন না। ঈশ্বর যে ধর্ম্মে আদর্শ, ঈশ্বরের মাতৃত্ব এবং তাঁহার কঠোর শাসন যেখানে একত্র মিলিত, সে ধর্ম্ম যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তদ্রূপে শাসন ভর্ৎসনা দণ্ডদান করিতে পারিবে না, তাহাকে বা তাহাদিগকে তাদৃশ অধিকার প্রদানে একান্ত কুণ্ঠিত। ফলতঃ ঈশ্বরাধিকৃত হৃদয় ভিন্ন এতাদৃশ উচ্চাধিকার আর কাহার নাই, যদি কেহ অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়, তবে ভূত কালের ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক পুনঃ সঙ্ঘটিত হইবে এই মাত্র।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তুমি উপাসনা কর কেন? তাহার সরল উত্তর এই নিত্য আহার করি যে জন্য। তবে উপাসনা এবং আহার কি একই? হাঁ, একই। বিশেষ এই, একটিতে শরীরের জন্য আহার, আর একটিতে আত্মার জন্য আহার। শিশু সন্তান যখন মাতার স্তন্য পান করে, তখন তাহার চক্ষু মুদ্রিত, অর্দ্ধ নিমিলিত, মুখশ্রী প্রফুল্ল। বিজ্ঞানবিদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন উপাসনার অত্যানন্দে যে প্রকার নয়নবদনাদির অবস্থা হয়, শিশুর স্তন্যপান সময়ে তাহাতে সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যাহা তাঁহারা বলিয়াছেন ঠিক। আত্মা যখন পরম মাতার বক্ষে কোমল বদন সংলগ্ন করে, তখন তাঁহার স্তন্যরূপে জ্ঞান প্রেম পুণ্য শান্তি আনন্দ বলবীর্য্য উৎসাহ কত কি ঝরিয়া সেই সন্তানে প্রবিষ্ট হয়। যাঁহারা উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহারাই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উপাসনাবিহীন আত্মা কেমন ক্ষীণ দুর্ব্বল এবং তেজোহীন, এবং উপাসনাযুক্ত আত্মা কেমন গম্ভীর, শান্ত, প্রফুল্ল, উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ। যে দিন উপাসনা হইল না, সে দিন তুমি মনে করিও না যে সংসারে তোমার শত্রুগণকে তুমি কটাক্ষে পরাজয় করিবে, বরং তুমি দেখিতে পাইবে তাহারাই তোমাকে কেমন পদে পদে অপদস্থ এবং পথভ্রষ্ট করিতেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত শরীর কিছুই বহন করিতে পারে না, অল্প ভারেই অবসন্ন হয়, এমন কি সুখের বিষয়ও আর তখন সুখের বিষয় থাকে না। আত্মার অনাহারের অবস্থায়ও এই প্রকার জানিবে। যদি এইটি বুঝিতে পার, উপাসনার ইতিকর্ত্তব্যতা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। নিত্য আহার পানের ন্যায় উপাসনা সর্ব্বসাধারণের অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া সমাদৃত হইবে।

স্ত্রী এবং পুরুষ এ দুইকে এ দেশে উপনিষৎকারগণ চণকের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন। চণকের উপরিভাগস্থ বল্কল অপনয়ন কর, দেখিতে পাইবে দুই ভিন্ন অংশ একত্র মিলিত হইয়া একটি চণক হইয়াছে। চণকের চণকত্ব এ দুই অংশের একত্র সম্মিলনে। দুয়ের স্বাতন্ত্র্য আছে, অথচ দুই এক, কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। যদি এ উপমা আমরা মনে রাখিতে পারি, তবে পুরুষ স্ত্রীকে স্ত্রী পুরুষকে কখন নীচ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। সংসারে মাতা এবং পিতা দুয়েরই সমান প্রয়োজন। স্ত্রী মাতৃত্ব এবং পুরুষ পিতৃত্ব প্রকাশ করেন। কে বলিবে, মাতা না থাকিলে চলে বা পিতা না থাকিলে

চলে? আমরা একটি বিষয় নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হই। পুরুষেরা স্ত্রীগণকে নীচ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, স্ত্রীগণও সংসারে আপনাদের কার্য্যকে নীচ মনে করেন। এই ভয়ানক অকল্যাণ মানবসমাজে ভ্রান্তি দৃষ্টি হইতে প্রবেশ করিয়া কি না অনিষ্ট করিতেছে? যা এবং যার কার্য্য নীচ, আর অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য শ্রেষ্ঠ, এ ভ্রম মনুষ্যসমাজে কে আনিয়া উপস্থিত করিল? আমরা সংসারে প্রতিদিন জীবন ধারণ করি কাহার স্নেহে? মাতৃস্নেহে। আমাদের মা যদিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, মাতৃকুলের যে কেহ আমাদিগের গৃহশোভিত করিয়াছেন, তাঁহার স্নেহ সমুদায় পরিবারবর্গকে প্রতিদিন অন্নপান যোগাইয়া তাহাদিগের সুখ শান্তি কুশল বর্দ্ধন করিয়া মাতৃকৃত্য সম্পাদন করিতেছে। স্ত্রীগণ হইতে গৃহের অকুশল অশান্তি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয় কেন? এই জন্য যে তাঁহারা সেই সেই কাজ করিয়াও তাহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন না; আপনাদিগকে নিতান্ত নীচ এবং ঘৃণিত মনে করেন। ঈদৃশ ভাব পোষণ করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয় পর্য্যন্ত নীচ হইয়া যায়। উৎকৃষ্ট বস্তুর বিকার ভয়ানক এই নিয়মে তাঁহার অত্যুৎকট বেশ ধারণ করেন। কে এজন্য দায়ী? মনুষ্যসমাজ। মনুষ্যসমাজ যাহাতে এ দোষ সংশোধন করিয়া শান্তি কুশল প্রত্যানয়ন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহার একান্ত যত্নশীল হওয়া সমুচিত।

মুসলমান ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম।

মিসরাধিপতির এক জন প্রতিহারীকে লক্ষ্য করিয়া ওমরের প্রেরিত সেনাপতি মুকেনা এইরূপ বলিয়াছিলেন—"সত্যই যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ভৃত্য ছিলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না। যেহেতু তিনি আদিষ্ট কিঙ্কর ছিলেন। তিনি শিশুকালে ঈশ্বর কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া এই কথা বলেন—নিশ্চয় আমি ঈশ্বরের ভৃত্য, তিনি আমাকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক করিয়াছেন এবং ধর্ম্মগ্রন্থ দিয়াছেন ও উন্নত করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব উপাসনা ও দান করিব এবং স্বীয় জননীর সম্বন্ধে সদ্ভাবসম্পন্ন থাকিব, ঈশ্বর এরূপ আদেশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে দুর্দ্দান্ত হতভাগা করিয়া প্রেরণ করেন নাই। আমার জন্ম ও মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দিন ধন্য। যিনি উপাসনাদির জন্য আদিষ্ট হন, যাঁহার মৃত্যু আছে তিনি কখন ঈশ্বর নহেন; তিনি মাদৃশ একজন দাস ও ঈশ্বর সাধক ব্যতীত নহেন। নিশ্চয় সৃষ্ট কোন বস্তুর সঙ্গে সেই ঈশ্বরের সাদৃশ্য নাই, যিনি স্রষ্টা ও সমুদায় বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। এ ভিন্ন যথার্থই শয়তান কর্তৃক তোমরা প্রতারিত হইয়াছ, পরে তোমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছে, খ্রীষ্টের সম্বন্ধে তাহার অসত্য উক্তিসকল দ্বারা তোমরা সত্য পথ হইতে দূরে পড়িয়াছ। আমরাও পূর্ব্বে তোমাদের ন্যায় ক্রুশ চুম্বন করিতাম, মূর্ত্তিকে সম্মান করিতাম, কোরবাণ (বলিদান) মানিতাম, খ্রীষ্টের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিতাম, ঈশ্বরের সঙ্গে অপর একটি ঈশ্বর সংযুক্ত করিতাম। পরে আমাদের জন্য সত্য প্রকাশিত হইল, তত্ত্ব উন্মুক্ত হইল, আমরা মহম্মদীয় ধর্ম্ম অবগত হইলাম, যে ধর্ম্ম সত্য বলিয়া স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। পুরাকালে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকসকলের যে ধর্ম্ম ছিল সেই মুসলমান ধর্ম্মে জ্ঞান লাভ করিলাম। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই ধর্ম্মে জ্ঞান দান করিলেন। আমরা জানিলাম মরিয়মের পুত্র খ্রীষ্ট ঈশ্বরের আত্মা ও তাঁহার বাণী ও তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় ধর্ম্মপুস্তকে (যে পুস্তক তিনি হজরত মহম্মদের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন) বলিয়াছেন যে মরিয়মের পুত্র খ্রীষ্ট প্রেরিত মহাজন ব্যতীত নহেন। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক প্রেরিত মহাজন হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের মাতা সাধ্বী ছিলেন। উভয়েই অন্নাহার করিতেন। পুনশ্চ আমরা বলিতাম যে ইব্রাহিম ও ইস্‌হাক খ্রীষ্টান ছিলেন কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রকে আমাদের সেই উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। যথা বলিয়াছেন যে ইব্রাহিম ইহুদী বা খ্রীষ্টান ছিলেন না কিন্তু তিনি ঈশ্বরের স্বীকৃত মুসলমান অর্থাৎ একেশ্বরবাদী ছিলেন, অংশীবাদী ছিলেন না। পরন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সত্যতার দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে আমি গ্রহণ করিব না, পরলোকে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জানিও, লা এলাহে ইল্লিলাহ্ মহম্মদ রসুলাল্লা (ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত) এই কথা না বলিলে আমরা তোমাদের সঙ্গে জেহাদে (ধর্ম্মযুদ্ধে) প্রবৃত্ত হইব।"

রাজকুমার আরস্তলয়েসের প্রতি হজরত মহম্মদের প্রত্যাদেশ লিখক শর হবিলের উক্তি—"হা! যে সকল বিষয়ের জন্য তুমি অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জিত হইবে, দুঃখাগারে দণ্ড পাইবে তুমি তাহা লইয়া আমার নিকটে গর্ব্ব করিতেছ! হা! অধর্ম্ম ভ্রষ্টাচার, ক্রুশোপাসনা ঈশ্বরের অংশী নির্ণয় লইয়া আমার নিকটে অহঙ্কার করিতেছ! আমরা বিরাগী বিশ্বাসী স্বর্গাধিকারী, আমাদের কেব্‌লা * আছে, কোরাণ আছে, তীর্থযাত্রা, এহরাম †, নমাজ, রোজা আছে, আমাদের ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমাদের

---

* যেদিকে মুখ করিয়া নমাজ করা হয় তাহাকে কেব্‌লা বলে।

† মক্কার নিকটে আসিয়া তীর্থ যাত্রার জন্য বিশেষ ব্রত গ্রহণ করাকে এহরাম বলে।

পেগাম্বর অলৌকিক ক্রিয়া, লক্ষণ ও প্রমাণ, প্রবচন সহ সমুত্থিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি কোরাণ গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে। যে জন তাঁহার অনুসরণ করে, তাহার পাপ ক্ষমা হয় এবং যে ব্যক্তি তাঁহার উপদেশকে অগ্রাহ্য করে সে ঈশ্বরের ক্রোধে বাঁধা পড়ে। সেই ঈশ্বর যিনি স্থানে ও কালে বদ্ধ নহেন, যিনি নিজের অস্তিত্বে প্রভুত্বের সাক্ষ্য-দান করেন, যাঁহার গুণের আদি নাই, যাঁহার স্বরূপ অদ্বিতীয়, যাঁহার রাজ্য অনন্ত, পরাক্রম পরিব্যক্ত, নিয়ম শৃঙ্খলা দৃঢ়, আজ্ঞা অপরিবর্ত্তনীয়, যাঁহার নভোমণ্ডল উচ্চ, রচনা বিচিত্র, যাঁহার পিতা নাই এবং যিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার স্বরূপের সীমা পরিসীমা নাই, যাঁহার স্থিতির সময় নির্দ্ধারিত নাই, যাঁহার গৌরবে সকলের মস্তক অবনত, যাঁহার প্রতাপে ভূপালগণ ভীত, যাঁহার সম্মানের নিকটে সকলের সম্মানের মুখ মলিন, যাঁহার শক্তির নিকটে সমুদায় শক্তি দুর্ব্বল, যাঁহার পূর্ণতার অন্ত নাই, যাঁহার দানের বিরাম নাই, যাঁহার মহত্ত্বের পরিবর্ত্তন নাই, হা দুঃখ! সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে তোমরা ভ্রষ্টাচারী হইয়া সুখী হইতেছ, তাঁহার প্রভুত্বের সঙ্গে অংশিত্ব আরোপ করিতেছ! তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের সঙ্গে পুত্র আনিয়া যোগ করিতেছ!” ফতুহো মিসর।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

সর্ব্বস্বং জ্ঞানিনামত্র কল্যাণৌ বিদ্যমানতা।
পরমেশার্চ্চনং শুদ্ধং নিত্যমেকং তদর্চ্চনম্॥ ১১॥

তৎসত্তাস্বরূপং তস্য বিদ্যমানতা, সৈব জ্ঞানিনাং পরমসম্পৎ, তস্যাঃ পূজনমেবেশ্বরপূজনমিত্যাহ, সর্ব্বস্বমিতি। হে কল্যাণৌ অত্র সাধারণভূমৌ জ্ঞানিনাং বিদ্যমানতা পরমেশ্বরবর্ত্তমানতা সর্ব্বস্বম্ সকলসম্পৎ, শুদ্ধং কেবলং নিত্যং তদর্চ্চনং তস্যাঃ পূজনং পরমেশার্চ্চনং পরমেশ্বর-পূজনম্।

যাদৃশস্তাদৃশঃ সন্তি গুণাঃ সন্তু ময়া সহ।
সোঽহমস্তীত্যনুভবঃ কল্পনোপরমায় সঃ॥ ১২॥

নির্গুণায়াএব বিদ্যমানতায়া অর্চ্চনং কর্ত্তব্যমিত্যাহ যাদৃশইতি। যাদৃশঃ তাদৃশঃ গুণাঃ সন্তি সন্তু নতেহপেক্ষণীয়া ইতি ভাবঃ; সোঽয়ং ঈশ্বর: ময়া সহ অস্তি ইতি যঃ অনুভবঃ সঃ কল্পনোপরমায় কল্পনায়া উপরমায় কল্পনা-বর্জ্জিতসাধনায়েতি যাবৎ।

অসত্যেশ্বরতশ্চাত্মরক্ষা চেদ্দ্বয়োর্মতা।
শক্নুয়াতং বিভর্ত্তুং তাং তদ্যতেথামনারতম্॥ ১৩॥

তদ্বিদ্যমানতাধারণয়া কল্পিতেশ্বরারাধনতিরোধানং ভবতীত্যাহ অসত্যেতি। চেৎ যদি যুবয়োঃ অসত্যেশ্বরতঃ আত্মরক্ষা মতা অভিমতা, তাং বিদ্যমানতাং বিভর্ত্তুং ধারয়িতুং শক্নুয়াতং সক্ষমৌ ভবেতং তৎ অনারতং সততং যতেথাম্ যত্নং কুর্ব্বীয়াথাম্।

গুণসংযোগতঃ সেয়ং সুখারত্না হি ধারণে।
বিঘ্নসম্ভাবনা তত্র শুদ্ধোপাস্যা শুভাবহা॥ ১৪॥

গুণসংযুক্তা বিদ্যমানতা যদ্যপি সুখারাধ্যা তথাপি ন তথোপাস্যা বিঘ্নবাহুল্যাদিত্যাহ গুণসংযোগত ইতি। সা ইয়ং বিদ্যমানতা গুণসংযোগতঃ গুণৈর্ম্মিলনাৎ হি ধারণে সুখায়ত্তা সুখাধিকৃতা সুলভেতি যাবৎ, তত্র বিঘ্নসম্ভাবনা, অতঃ শুদ্ধা নির্গুণা বিদ্যমানতা উপাস্যা উপাসনীয়া, কথং? শুভাবহা বিঘ্নাভাবাৎ কল্যাণকরী। যদ্যপি গুণবর্ণযোগাৎ সত্তায়ামারোপিতঃ পুরুষঃ দেদীপ্যমানঃ পরিলক্ষ্যতে, তথাপি তত্র কল্পনাপ্রবেশাৎ বিপৎসম্ভাবনেতি ন তথা যতিতব্যমিতি ফলিতার্থঃ।

অয়মত্রাস্তি নেতীতি নেতি নিত্যং পুনঃ পুনঃ।
সমালোচ্য প্রকাশোঽস্য পূর্ণস্য ব্রহ্মণোঽধ্রুবম্॥ ১৫॥

সর্ব্ববিধা মূর্ত্তিঃ পরিহাতব্যা, অতঃ কেবলং বিদ্যমানতৈব সাধকৈর্গ্রাহ্যা, সৈব তেষাং পূজনীয়ং ব্রহ্ম। সা তু বিনা সাধনং ন শক্যং ধারয়িতুম্। কিংবা তস্যাঃ সাধনং নিরাকৃতের্ধারণা বা, তদপেক্ষয়াহ অয়মিতি। অয়ং ঈশ্বরঃ অত্র অস্তি, নেতীতি নাস্তীতি ন ইতি নিত্যং পুনঃ পুনঃ সমালোচ্য মনসা সংধার্য্য অস্য পূর্ণস্য ব্রহ্মণঃ ধ্রুবং নিশ্চিতং প্রকাশঃ প্রাকট্যং স্যাৎ। অয়মিত্যবধারণং পুরুষত্বপ্রদর্শনায়।

আকাশমিব তদ্রূপগুণবর্ণাদিবর্জ্জিতম্।
গ্রাহ্যমাকাশমিত্যস্য নাম তদ্ব্যাপি ধারয়েৎ॥ ১৬।

ন হি নিদর্শনং বিনা ধারণাসম্ভবোঽ তস্তদাহ আকাশমিতি। তৎ ব্রহ্ম আকাশমিব রূপগুণবর্ণাদিবর্জ্জিতং গ্রাহ্যং, আকাশং ইতি তস্য নাম “আকাশোহ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা”। তদ্ব্যাপি আকাশব্যাপি ধারয়েৎ ধারণায়া বিষয়ং কুর্য্যাৎ সাধক ইতি শেষঃ। রূপগুণবর্জ্জিতমাকাশব্যাপি তদ্ব্রহ্ম ধারণায়াং গ্রাহ্যং কল্পনাতিরোধানায়। এবমেব তন্নিরসনং ভবতীতি পরীক্ষয়া লব্ধম্।

নির্জ্জনে তমসি স্বাতিরেকঃ কোঽপ্যস্তি পুরুষঃ।
ঈদৃশোঽনুভবশ্চাদ্য কঠোরোঽন্তসুখাগমঃ॥ ১৭॥

তত্র প্রথমশিক্ষামাহ নির্জ্জনইতি। নির্জ্জনে তমসি অন্ধকারে স্বাতিরেকঃ স্বব্যতিরিক্তঃ কোঽপি পুরুষঃ অস্তি ঈদৃশঃ অনুভবঃ আদ্যকঠোরঃ আরম্ভকঠিনঃ অন্তসুখাগমঃ অন্তে শেষে সুখং যথা স্যাৎ তথা আগমঃ লাভঃ যস্য সুলভ ইতি যাবৎ।

অগ্রে মধুরতা পশ্চাদ্ বৈরস্যং কল্পিতে পথি।
বিপরীতে কণ্টকানাং পুষ্পানামুপমানতা॥ ১৮॥

“আদ্যকঠোরোঽন্তসুখাগম” ইত্যেতৎ মার্গদ্বয়ভেদং প্রদর্শয়ন্ দর্শয়তি অগ্রইতি। কল্পিতে অসত্যে পথি মার্গে

অগ্রে মধুরতা পশ্চাদ্‌ বৈরস্যম্‌। বিপরীতে সত্যে পথি কণ্টকানাং পুষ্পানাং উপমানতা তৎসাদৃশ্যমিত্যর্থঃ। অগ্রে কণ্টকতুল্যত্বং পশ্চাৎ পুষ্পতুল্যত্বমিতি যথাযথং জ্ঞেয়ম্‌।

ধারয়েতৎ সৎস্বরূপং পশ্যত্বয়ং ন পশ্যতু।
ন শাস্তু শাস্তু বা কিঞ্চিৎ করোতু ন করোত্বসৌ ॥১৯

সত্তাগ্রহণং সর্ব্বপ্রথমমিতি তদেবাহ ধারয়েতমিতি। অয়ং ঈশ্বরঃ পশ্যতু ন বা পশ্যতু জ্ঞানেন প্রেম্না বা, শাস্তু শাসনং করোতু নবা শাস্তু, অসৌ কিঞ্চিৎ করোতু বা ন করোতু, সর্ব্বমেতন্নিরপেক্ষ্যেতি ভাবঃ সৎস্বরূপং সন্মাত্রং তং ধারয়েতং ধারণাং কুর্ব্বীয়াথাং।

কষ্টমেবং ধারয়িতুং ষণ্মাসা অপি যাপিতাঃ।
সাধনায় তথাপ্যেবং কর্ত্তব্যং চরমার্থিভিঃ ॥ ২০ ॥

কষ্টসাধ্যত্বেপি তৎকর্ত্তব্যমিত্যাহ,কষ্টমিতি। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ ধারয়িতুং কষ্টং। যদি সাধনায় ষণ্মাসা অপি যাপিতাঃ তথাপি এবং চরমার্থিভিঃ সুখাগমার্থিভিঃ কর্ত্তব্যম্‌।

বর্ষাণাং ষট্‌ সাধনেন যদ্যতীতাস্তথাপি ন।
আলম্ব্য কল্পনাং সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানবাঃ ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥

"ষণ্মাসাঃ অপি যাপিতা" ইতি কিং, যদি তৎসংখ্যকা বর্ষাঅপি যাপিতাস্তথাপিন কল্পনয়া সিদ্ধিরিত্যাহ। যদি সাধনেন বর্ষাণাং ষট্‌ অতীতাঃ তথাপি কল্পনাং আলম্ব্য অবলম্বনং কৃত্বা মানবাঃ ক্বচিৎ সিদ্ধিং ন বিন্দন্তি প্রাপ্নুবন্তি।

কল্পনাপূজনং মিথ্যাদেবারাধনমুচ্যতে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ পৌত্তলিকতা নূতনৈঃ পুনঃ ॥ ২২ ॥

কথং কল্পনাযোগেনারাধনং পরিহাতব্যং তদেবাহ। ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ কল্পনাপূজনং কল্পনায়াঃ ন তু দেবতায়াঃ পূজনং মিথ্যাদেবারাধনং উচ্যতে কথ্যতে নূতনৈঃ পুনঃ পৌত্তলিকতা। কল্পনাযোগেনারাধনং স্বকল্পনায়া এব পূজনং ন তু পরমেশ্বরস্যেতি কল্পনাপূজনমিত্যুক্তিঃ।

কীদৃশী ধারণা সেয়ং জ্ঞানপ্রতিভয়া বিনা।
ন কোপি ক্ষমবান্‌ বোদ্ধুমুপমাস্যাস্তথাপ্যসৌ ॥২৩॥
ঘোরান্ধকারসংছন্নপ্রাসাদোপরিসংস্থিতঃ।
আবেষ্টিতোঽপরেণাহমিতি ভীতিশ্চ বিক্রিয়া ॥ ২৪ ॥

তস্যা ধারণায়া অনুভাবং বক্তুমাহ কীদৃশীতি। স্য ইয়ং ধারণা কীদৃশী জ্ঞানপ্রতিভয়া জ্ঞানোদ্ভাসনেন বিনা ন কোপি বোদ্ধুং জ্ঞাতুং ক্ষমবান্‌, তথাপি ঘোরান্ধকারসংচ্ছন্ন প্রাসাদোপরিসংস্থিতঃ অপরেণাঽহং আবেষ্টিতঃ পরিবেষ্টিতঃ ইতি হেতোঃভীতিঃ বিক্রিয়া অবস্থান্তরতা চ অসৌ অস্যা ধারণায়াঃ উপমা। ধারণয়া তথা ভবতীত্যেতৎ সাদৃশ্যম্‌।

মনোবিস্ময়মায়াতি স্তম্ভিতঞ্চোপলভ্যতে।
গুরুতা হৃদয়েনাস্য লঘুতা ব্যপযাতি চ ॥ ২৫ ॥

বিশেষেণ তদনুভাবমাহ মনইতি। মনঃ স্তম্ভিতং সৎ বিস্ময়ং আয়াতি প্রাপ্নোতি, হৃদয়েন গুরুতা উপলভ্যতে অস্যলঘুতা চ ব্যপযাতি ব্যপগচ্ছতি।

শিক্ষার্থিদ্বয়ের প্রতি দ্বিতীয় উপদেশ।

কুটীর।

(গত প্রকাশিতের পর)

জ্ঞানীর নিকটে বর্ত্তমানতা সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরপূজা বর্ত্তমানতার পূজা একই। তিনি আছেন, তাঁহার যে গুণ থাকে থাক, তিনি আমার সঙ্গে আছেন, এইটি ক'রলে কল্পনাবর্জ্জিত সাধন হইবে। যদি অসৎ ঈশ্বর হইতে বাঁচিতে চাও, তবে যাহাতে বর্ত্তমানতা ধরিতে পারা যায় তজ্জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিবে। যদিও বর্ত্তমানতার সঙ্গে কোন গুণ যোগ দিলে ব্রহ্মদর্শন সুলভ হয়, কিন্তু এরূপে রং দিয়া সাধক জাজ্বল্যমান পুরুষ সত্তাতে যত আরোপ করিবেন, তত বিপদের সম্ভাবনা। কেবল যিনি বর্ত্তমানতার পূজা করেন তিনি নিরাপদ। সর্ব্ব প্রকারের মূর্ত্তি ছাড়িতে হইবে, সুতরাং কেবল বর্ত্তমানতা গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানতাই ব্রাহ্মের পূজনীয় ব্রহ্ম। কেবল বর্ত্তমানতা ধরা সাধন ভিন্ন হয় না। সাধন কি? নিরাকার যিনি তাহাকে কি প্রকারে ধারণ করিব? এখানে ধারণ করিবার বিষয় আছে। এই তিনি এখানে আছেন, নাই নহে, এখানে একজন আছেন, এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রথম তাঁহাকে গুণ রং বর্জ্জিত আকাশের তুল্য গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য তিনি "আকাশ" নাম পাইয়াছেন। গুণ নাই, বর্ণ নাই, যত দূর আকাশ তত দূর আছেন এই ভাবটিকে অধিকার করিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে ইহাতে কল্পনা আসিবে না। নির্জ্জনে অন্ধকারে আমার সমক্ষে এক জন বর্ত্তমান আছেন, এই যে আপনি ছাড়া আর একজন এই ভাবটি প্রথম শিক্ষা। ইহার আরম্ভ কঠিন শেষে সুলভ। কল্পিত পথে অগ্রে মধুর পশ্চাৎ বিরস, যথার্থ পথে প্রথম কণ্টক পরে পুষ্প। সর্ব্ব প্রথমে সেই স্থির সত্তা গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল পদার্থ সৎ এইরূপ ধারণ করিতে হইবে। তিনি ভাল বাসেন কি ভাল বাসেন না, তথাপি আছেন, তিনি দেখেন কি দেখেন না তথাপি আছেন, তিনি শাস্তি দেন কি না দেন তথাপি আছেন, তিনি ক্রিয়াবান্‌ হউন বা ক্রিয়াহীন হউন তথাপি আছেন। এরূপে গ্রহণ কঠিন, কিন্তু এরূপে গ্রহণ করিতে যদি ছয় মাসও অতীত হয় তথাপি করিতে হইবে, কেননা এরূপ করিয়া গ্রহণ করিলে সব সুলভ হইবে। কল্পনা লইয়া ৬ বৎসর সাধন করিলেও যথার্থ ঈশ্বর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞানী কল্পনার পূজাকে পৌত্তলিকতা বলেন। এই সৎপদার্থ গ্রহণ কি, জ্ঞান প্রতিভাত হইলে বুঝিতে পারা যায়, অন্যথা বুঝিতে পারা যায় না। তবে উপমাতে এই বলা যায় যে যেমন

ছাদের উপরে অন্ধকারে আমি আছি, আর একজন আমার চারিদিকে আছেন, এই ভাবিয়া যে মনের অবস্থান্তর হয় ভয় উপস্থিত হয়, উহাই উহার প্রথম লক্ষণ। এইরূপ অনুভবে মন চমকিত ও স্তম্ভিত হয়, হৃদয় গুরুত্ব অনুভব করে, লঘুত চলিয়া যায়। ক্রমশঃ।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

১ লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ঢাকা নগরীস্থ মেডিকেল স্কুলের ময়দানে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া জলন্ত বিশ্বাস ও উৎসাহ সহকারে বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতনত্ব যোগ ও ভক্তির সম্মিলন সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নগরের বহুসংখ্যক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক বক্তৃতা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে ভক্তি ও উৎসাহের সহিত কয়েকটি দীন উপাসক সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সে দিন উক্ত উপাসকদিগের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের এক জন বন্ধু তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে "নবধর্ম্ম বিধান" শীর্ষক সাধারণদিগের প্রতি কতকগুলি উক্তি মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাহা উপাসকদিগের রুচি বিরুদ্ধ ও ক্লেশজনক হইয়াছে।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ছয় জন ব্রহ্মোপাসক সহকারে নৌকাযোগে নারায়ণগঞ্জে উপনীত হন। তাঁহাদের দুইখানা নৌকাতে " ওঁ তৎ সৎ " "জগজ্জননী " ইত্যাদি সত্য অঙ্কিত চারিটী সুন্দর লোহিত পতাকা বায়ু ভরে উড্ডীন হইতেছিল। অপরাহ্ণ প্রায় ছয়টার সময় তাঁহাদের নৌকা নারায়ণ গঞ্জের ঘাটে আসিয়া সংলগ্ন হয়। ঢাকা হইতে আর চারি জন ব্রাহ্মবন্ধু তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেখানে বিশেষ ভক্তি প্রেম ও উৎসাহের সহিত নগর সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হয়। স্থানীয় অনেক লোক উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিয়াছিলেন। কোন কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক পতাকা ধারণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিয়াছেন, তত্রত্য অনেকেই আগ্রহ পূর্ব্বক গান করিয়াছেন।

৯ ই তারিখ উপাসকদল পাঁচ দোনা গ্রামে উপনীত হন। সে দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবন হইতে ব্রহ্মোপাসক দল সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া বাজারে আগমন করেন, গ্রামের সমুদায় ভদ্রলোক আসিয়া তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন, গ্রামস্থ কয়েক জন লোক ২। ৩ খানা খোল ও করতাল আনিয়া উৎসাহ সহকারে বাজাইতে থাকেন। বাজারে বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতা হয়। সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ ও কয়েক জন ভদ্রলোকের বাড়ী ভ্রমণ করেন। বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহ ও মত্ততা প্রকাশ পাইয়াছিল। গ্রামস্থ অনেক লোক উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে সঙ্গে সঙ্গে গান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের প্রতি এই গ্রামের লোকদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধ ভাব ছিল। এখানে সঙ্কীর্ত্তন বক্তৃতাদি নির্ব্বিঘ্নে হইতে পারিবে তাহাতে বিশেষ সন্দেহ ছিল। সেই ঘোর বিরোধী লোকদিগের ব্রাহ্মগণের প্রতি স্নেহ ভালবাসা ও ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনাদিতে উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া করুণাময়ের করুণায় আমাদের আশা ও বিশ্বাস দৃঢ় হইল। ১০ই প্রাতঃকালে কয়েক জন ভক্ত এক তারা করতাল বাজাইয়া গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনস্থ মহিলাদিগকে ভক্তি ভাবে কয়েকটী ভক্তি রসাত্মক সঙ্গীত শ্রবণ করান। সে দিন সন্ধ্যাকালে পাঁচদোনার অনতি দূরস্থ মাত্রা গ্রামের হাটে ও কয়েক জন ভদ্রলোকের বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন হয়। উক্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা বিশেষ আগ্রহ যত্ন সহকারে সঙ্কীর্ত্তনের দলকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান।

১১ই জ্যৈষ্ঠ উপাসক দল কালীগঞ্জে উপনীত হন। অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় তত্রত্য কাচারীর মাঠে উপদেশ ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। মুনসেফ বাবুদ্বয় ও সব রেজিষ্টার বাবু এবং তাঁহাদের আমলা উকীলগণ বিশেষ উৎসাহ সহকারে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাতে আসিয়া যোগদান ও সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাজার ও পাড়ায় রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। বক্তৃতা গভীর ভাব ও উৎসাহপূর্ণ ও সঙ্কীর্ত্তন বিশেষ মত্ততার সহিত হইয়াছিল। সকল স্থানে বক্তৃতাতে ঈশ্বর দর্শন যোগ ভক্তির নূতন ভাবই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নূতন বিধানের সঙ্গীতের কাগজ সকল স্থানে বিলি করা হইয়াছে ও উৎসাহের সহিত গাওয়া হইয়াছে। ১২ই তারিখ প্রচারক দল কালীগঞ্জ হইতে হোসেনপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথা হইতে কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ী, ইটনা ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে গমনের ইচ্ছা রাখেন। বিশ্বাসবিহীনেরা পূর্ব্ব বাঙ্গলার দুঃখী প্রচারকদিগকে এক দিকে নানারূপে অপমান ও নির্য্যাতন করিতেছে, অপর দিকে ভক্তের জীবন দীনবৎসল ঈশ্বর তাঁহাদিগকে উপাসনার মিষ্টতা ও গভীরতা মধ্যে ডুবাইয়া দিন দিন ভক্তি প্রেমে ও আশা বিশ্বাসে অধিকতর সুশোভিত ও অনুরঞ্জিত করিতেছেন।

সংবাদ।

বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমরা অনেক দিন হইল এক খানি পত্র পাইয়াছি, স্থানাভাববশতঃ সে পত্র অথবা তাহার

Registerde No. 66.

মর্ম্ম আমরা কিছুই প্রকাশ করিতে পারি নাই। কলেজের কতকগুলি ছাত্র নিয়মিতরূপে এখন উপাসনায় যোগ দিতেছেন। ভাই শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গয়া যাইবার সময় বাঁকিপুর সমাজগৃহে উপাসনা করেন তাহাতে "নির্ব্বাণ" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। গয়া হইতে প্রত্যাগমন সময়ে "ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম" বিষয়ে পাটনা কলেজ হলে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। পত্র প্রেরক প্রচারকগণের ঘন ঘন তথায় গমনে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিছু দিন হইল ভাই শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত তথায় "প্রত্যাদেশ" বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।

নাইনীতালে আচার্য্য মহাশয়, ভাই শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র, মজুমদার কান্তিচন্দ্র মিত্র, এবং উমানাথ গুপ্ত অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁদিগের গমনে সেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছে। ইহারই মধ্যে সেখানে দুইটি ইংরাজী বক্তৃতা এবং প্রান্তরগত বক্তৃতা হয়। বক্তৃতায় তত্রত্য প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় এবং দেশীয়গণ উপস্থিত ছিলেন। শেষোক্ত বক্তৃতায় প্রায় ৫০০ শত লোক সমবেত হন। নাইনীতালে পাঁচ শত লোকের সমাগম সে স্থানের পক্ষে আশ্চর্য্য দৃশ্য।

কাঁথি হইতে ভাই শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত তাঁহার দুই জন বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"এ প্রদেশে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আন্দোলন হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। এ সব বৈষ্ণবপ্রধান স্থান। আমাদের এ রূপ উপাসনা শুনিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইতেছে। লোকের মনে এক অদ্ভুত রসের সঞ্চার হইয়াছে। এখানে ৪ঠা মে তারিখে গবর্ণমেণ্টের কাছারি বাড়ীতে (Sub-Divisional Building) প্রকৃত জীবন বিষয়ে এক বক্তৃতা হয়। তাহাতে দুই শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ২রা মে এখানকার এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে যে উপাসনা হয় তাহাতে নব বিধানের বিষয় বলা হইয়াছিল, তাহাতে লোকে কেবল সাময়িক উত্তেজনায় কেঁদেই আকুল হইল। দর্শকদের ক্রন্দনের রোলে অনেক বিষয় আর বলা হইল না। পরে ৯ই মে তারিখে বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন ও বাজারে বক্তৃতা হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই সংবাদ শুনিয়া পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তন বাহির হইবার পূর্ব্বে কোথা হইতে এক দল বৈষ্ণব কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে মিশিল। ৬ খোল ৮ যোড়া কর্ত্তাল দুই দিকে, আর বেশ কীর্ত্তন গাইতে পারেন এমন কয়েক জন ব্রাহ্মকে লইয়া এক প্রকাণ্ড কীর্ত্তন বাহির করা গেল। এখানে ৬। ৭ সাত জন বাঙ্গালী হাকিম আছেন তাঁরা ও সব উকীল বাবুরা আর বাজার ভদ্রলোকের স্ত্রীরা পর্য্যন্ত সকলেই কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এমন চমৎকার দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। পোয়াটেক পথ কেবল লোকে লোকারণ্য। পথে বাজারে যাই আর দড়াম করিয়া সটান হইয়া লোকে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। * * * পরে নিরূপিত স্থানে গিয়া বলিতে আরম্ভ করা গেল দেখি যে কেবল মাথা। ১৩।১৪ শত লোক উপস্থিত। এক কোয়াটার আন্দাজ বলা হইল, এমন সময় ভয়ানক ঝড় মেঘগর্জ্জন ও মুসলধারে বৃষ্টি। ভিজেত সব লণ্ড ভণ্ড। কতক্ষণ ভিজে ভিজেও লোক শুনিয়াছিল। আর যখন পারে না, তখন সকলেই চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী দেশ বলিয়া এমন বৃষ্টি হয় যে আর বলা যায় না। পর দিন প্রাতে (১০ ই মে) এখান হইতে ৩ ক্রোশ অন্তরে চণ্ডীভাটি এক পল্লীগ্রামে যাওয়া গেল। এক সম্ভ্রান্ত লোক (রামধন শাসমল) আমাদিগকে আহ্বান করেন। আমরা প্রায় ১০। ১২ জন গিয়া সেখানে কীর্ত্তনাদি করি। যেমন বাজিয়ে তেমনি গাইয়ে পাওয়া গিয়াছে। বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। নর নারীতে প্রায় এক শত লোক উপস্থিত ছিলেন। কি আশ্চর্য্য ভাব। পল্লীগ্রাম হইতে এখন কেবল নিমন্ত্রণ আসিতেছে।"

"কাল রবিবার সমুদ্রতটে আমরা উৎসব করিয়াছিলাম। সমুদ্র তট এখান হইতে তিনক্রোশ। এখান হইতে ৫০ জন গিয়াছিলেন। সেখানে খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন করিতে যাওয়া যায়। তার পর স্নান করা যায়, আর ঢেউ খাওয়া যায়। প্রায় ১০০ শত ঢেউ খাওয়া গেল। ভারি আমোদ হইয়াছিল। তার পর যে উপাসনা হইয়াছিল তাহা আর বলিবার নহে। এদিকে প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিতেছে, আর ভয়ানক ধ্বনি, উপরে সুনীল আকাশ, আর নিম্নে বালুকারাশি সে এক অপূর্ব্ব ভাব, তাহার আর বর্ণনা হয় না। এদেশে এবার খুব আন্দোলন হইল। আগামী শুক্রবার দাঁতন যাইব মনে করিয়াছি, সেখান হইতে আবার বালেশ্বর যাইব।"

আচার্য্য মহাশয় নৈনীতাল হইতে প্রত্যাগমন করিলে "খ্রীষ্টসমাগম" হইবে। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে যাত্রিগণ মহাত্মা ঈশার সমাগমের জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইবেন জানি না। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, খ্রীষ্টের সমাগম জন্য আত্মেচ্ছার বলিদান একান্ত প্রয়োজন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১ লা আষাঢ়, সোমবার, ১৮০২ শক. | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! আমি তোমাকে ছাড়িয়া কাহার নিকটে আমার হৃদয়ের গুপ্ত কথা জানাইব? হৃদয়ের গুপ্ত গৃহ তোমাকর্ত্তৃক অধিকৃত, সেখানেতো আর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। আমি তোমায় বলি আর না বলি কিন্তু তুমি আমার সকল কথা জানিতেছ। আমার সৌভাগ্য কি এমন হইবে, যে আমি তোমাকে হৃদয়ের গুপ্ত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব? তুমি অনন্ত আকাশের ঈশ্বর, বুদ্ধি মনের অগোচর, একথা আমি সহজে ধরিতে পারি, এবং শত শত লোকের ন্যায় তোমাকে আমার হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে ঈদৃশ সম্বন্ধ রাখিতে চাই না। তুমি দূরেও বটে অতি নিকটেও বটে। দূরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ দূরতর, কিন্তু নিকটের সঙ্গে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠতর। শুদ্ধ অতি ঘনিষ্ঠতর নহে, মিষ্টতম। এ মিষ্ট সম্বন্ধ কি আমি সহজে বিদায় করিয়া দিতে পারি? কে বলিল যে আমি তেমন করিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখিতে পারি না, যেমন একজন বন্ধু আর একজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখেন। অনন্ত ঈশ্বর তুমি, পাপী জীবের এত-বড় আস্পর্দ্ধা যে তোমাতে এরূপ সামান্য সম্বন্ধ আরোপ করিবে, এ কুযুক্তি কে আমার মনে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে? অবশ্য আমার অভ্যস্ত পাপ। তাহার ভয় হইয়াছে, তোমার সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ স্থাপন করিলে আর তাহার আমার প্রতি অধিকার থাকিবে না। পাপপিশাচ কুপরামর্শ দেয়, ঈশ্বরকে এত ঘনিষ্ঠ করিতে যত্ন কেন? তিনি কি তোমার অনুরোধে স্বর্গছাড়িয়া তোমার ভগ্ন কুটীরে আসিয়া বাস করিবেন? এরূপ বৃথা যত্ন করিলে মস্তিষ্কের বিকার মাত্র তোমার ফললাভ হইবে। তাহার জন্য অতিরিক্ত চিৎ-কার করিতে করিতে কতলোক উন্মাদ হইল, তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে? হে পরমেশ্বর! এই কুযুক্তি শুনিয়া অনেকে মৃত্যুর মুখে নিপতিত হইল, আমি চক্ষের সম্মুখে তাহাদিগের বিনাশ দেখিতে পাইলাম, আর কি পাপশত্রু এই কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইয়া তাহার নিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? তোমার যথার্থ মহত্ত্ব কি, তুমি বুঝিতে দিয়াছ। অত বড় অত মহান্ হইয়া, এমন পবিত্র এবং বিশুদ্ধ হইয়া, ক্ষুদ্র সামান্য পাপী জীবদিগকে তুমি অনুগ্রহ কর, তাহাদিগের হৃদয়কুটীরে আপনি আসিয়া উপনীত হও, এই তোমার

পরম মহত্ত্ব। আমি তোমার সেই মহত্ত্ব বুঝিয়াই অনন্ত আকাশ হইতে আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাশে তোমাকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত দেখিব বলিয়া লালসান্বিত হইয়াছি, এবং এমনি করিয়া তোমাকে হৃদয়ের গুপ্ত কথা সকল গোপনে বলিব, প্রাণের বন্ধু ভিন্ন আর তেমন করিয়া আর কাহার নিকটে বলা যাইতে পারে না। হে প্রভো! তুমি আমার এই বাসনা পূর্ণ কর, এবং পূর্ণ করিয়া চিরজীবনের জন্য আমাকে তোমার করিয়া লও এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

পবিত্র মন্দির।

এই বিশ্ব ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। ইহার মধ্যে সাধকগণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অদ্য যে পবিত্র মন্দিরের কথা বলিব তাহা বিশেষ সময়ে বিশেষানুভব লক্ষ্য করিয়া। ঈশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এ অনুভব সাধারণ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হন, তাহা ভক্তের পক্ষে অতি মনোহর। হৃদয়ে ভক্তি প্রেম ভাবের উচ্ছ্বাস এই বিশেষ প্রকাশে। সমুদায় বিশ্ব তাঁহার মন্দির, এ সাধারণ ভাব হৃদয়ে ভক্তি প্রেমের উচ্ছ্বাস তেমন বর্দ্ধিত করিতে পারে না। কিন্তু যখন বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাবে তিনি প্রকাশিত হন, তখন সেই স্থানকে বিশেষরূপে তাঁহার মন্দির অনুভব করিয়া আমাদিগের হৃদয় একান্ত আর্দ্র হয়। ভক্তিবৃদ্ধির জন্য ঈদৃশ অনুভব যখন একান্ত প্রয়োজন, তখন কিরূপ অবস্থায় ইহা অনুভূত হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পৌরাণিক সময়ে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের মন্দির এ দুইকে ভিন্ন করিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। পুরাণ ভক্তিপ্রধান হইলেও উহা অদ্বৈতবাদ সর্ব্বথা পরিহার করিতে পারে নাই। বরং অদ্বৈতবাদকে উচ্চাবস্থা রাখিয়া উপাসনা অর্চ্চনাদির জন্য নিম্নাবস্থোচিত ভক্তিসাধন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানুষ এক সময়ে দুই দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে না। এরূপ করিতে গেলে মনের একাগ্রতা হয় না। যদি একাগ্রতা না হইল তবে যোগ হইবে কি প্রকারে? এজন্য ভারতীয় যোগী আর্য্যগণ অন্য সমুদায় ব্যবধান অন্তরিত করিয়া এক সচ্চিন্মাত্র ঈশ্বরকে অবশেষ রাখিয়াছিলেন। যখন যে সময়ে যেখানে তাঁহারা ঈশ্বরের আবির্ভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেন, তখন তাঁহারা আবির্ভাবের স্থলকে স্বতন্ত্র গ্রহণ করিতেন না, স্বয়ং ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর তদ্রূপ বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত এই প্রকার তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। তবে এ বেশকে তাঁহারা জড় বলিতেন না, শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময় বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগের দর্শন শাস্ত্র এ বিষয়ে অনুকূল ছিল, সুতরাং এরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

যে সময়ে নূতন ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হয়, মনুষ্যগণ সে সময়ে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পায়। অন্য সময়ে ঈশ্বরের বিশেষ ক্রিয়া নাই তাহা নহে, মনুষ্যের মন সকল সময়ে তেমন অবস্থায় থাকে না যে তাঁহার বিশেষ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে। মনুষ্য সমাজ পুরাতনে বীতারাগ হইয়া যখন নূতন চায়, তখন মানুষের মন এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে সর্ব্বত্র কিছু বিশেষ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয় এই ব্যাকুলতা তাহাদিগের চক্ষু হইয়া ঈশ্বরের ক্রিয়াসকলকে বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করায়। ঈশ্বর মনুষ্য সমাজের ব্যাকুলতার অনুরূপ বিধি অর্পণ করিবার জন্য কতকগুলি লোককে বিশেষরূপে আহ্বান করেন। তাঁহারা বিশেষ বিধির লোক বলিয়া সকলই বিশেষ দেখিতে পান। ঈশ্বর নিজ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যাহা যাহা করেন, ইহাঁরা তাহা নিয়ত প্রত্যক্ষ করেন। ইহাঁদিগের নিকটে কোন ঘটনা কোন ব্যাপার অর্থশূন্য নহে। স্বয়ং ঈশ্বর সেই

সকল ঘটনা সেই সকল ব্যাপার সংঘটিত করিতেছেন, ইহা তাঁহারা দেখিয়া কৃতার্থ হন।

যে সময়ে অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য ছিল, সে সময়ে ভক্তিতে বিধানান্তর্ব্বর্ত্তী লোকসকলকে এবং যাহারা তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়া অগ্রসর বা প্রতিরোধ করিত তাহাদিগকে দেবতা বা অসুরের অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রে যথার্থ তত্ত্ব নাই এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেন না,

"যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুর্ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।"

যাহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাহাতে দেবতাগণ সমুদায় গুণ সহকারে বাস করিয়া থাকেন, একথা বলিয়া যথার্থ তত্ত্ব বলা হইয়াছে, কিন্তু অদ্বৈতবাদের প্রভাবে এ সত্য আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। সে যাহা হউক, আমরা পৌরাণিকগণের ন্যায় অবতরণ * মানি না, কিন্তু সাধারণ এবং অসাধারণ প্রকাশ মানি। ঈশ্বর স্বয়ম্প্রকাশ, তাঁহার প্রকাশে ন্যূনাতিরেক কখন হয় না। তিনি সর্ব্বদা সমান প্রকাশমান আছেন। আমাদিগের চিত্তের স্থিতি অনুসারে সেই প্রকাশ কখন অনুভব করি কখন অনুভব করিতে পারি না। চক্ষু আলোকের সমসূত্রে না থাকিলে দর্শন ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হইবে? যাঁহার আত্মার চক্ষু ঈশ্বরের দিকে তিনি ঈশ্বরকে কোথায় দেখেন? সর্ব্বত্র। কিন্তু এই চক্ষু প্রথমাবস্থায় নিয়ত ঈশ্বরের দিকে আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যখন তাঁহার প্রেম পুণ্য মনুষ্য অনুভব করে, তখন বলপূর্ব্বক তাহার চক্ষু ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় মনুষ্য ঈশ্বরকে সময়ে সময়ে তাঁহার মন্দির দেখিতে পায়। যখন তাঁহাকে দেখে, তখন ঈশ্বর সমুদায় হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসেন, সুতরাং যাহার মধ্যে তাঁহার বিকাশ অনুভব হইল, তাহা আর চক্ষুর নিকটে প্রতিভাত হয় না, এবং তাহাকে তত গুরুতর বলিয়া প্রতীত হয় না। অদ্যকার প্রস্তাব তৎসহ আমাদিগের সম্বন্ধ কি প্রদর্শন জন্য।

মনে কর, আমি পাপে একান্ত নিমগ্ন। এক দিন দৈবক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিলাম এক জন উপদেষ্টা সমবেত লোকমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তাঁহার বাক্য আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল, আমি ঈশ্বরের জীবন্ত বিদ্যমানতা অনুভব করিলাম, এবং সেই দিন হইতে আমি কুপথ হইতে বিরত হইয়া সৎপথে চলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ঘটনাটী আমার সমুদয় জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, ঈশ্বরের বিশেষ বিকাশ বলিয়া চিরমুদ্রিত রহিল। কিন্তু যে উপদেষ্টার মধ্য দিয়া সেই কথা আসিল, সে ব্যক্তি যদিও কিছু নয়, তথাপি শ্রদ্ধাভাজন। ইষ্টক নির্ম্মিত দেবমন্দিরের প্রতি যদি আমাদিগের আদর করা উচিত হয়, তবে স্বাধীন মনুষ্য যাহার আলোক গ্রহণে মানসিক যোগের অবস্থা প্রকাশ করে, তৎপ্রতি আমাদিগের হৃদয়ের সমাদর কত দূর প্রয়োজন। আমরা এতদূর বলিতে প্রস্তুত আমরা যে সকল লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহারা দেবমন্দির, যাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগকে সময়ে সময়ে মিলিত হইতে হয়, তাহারা দেবমন্দির। মানবদেহ দেবমন্দির এ সাধারণ কথা আমরা বলিতেছি না কিন্তু বিশেষ ভাবে এ কথা বলিতেছি।

যাঁহারা সাধক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মন এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রস্তুত না হইলে সাধনে

---

* অবতরণ শব্দে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন বুঝায়। ঈশ্বরসম্বন্ধে এ কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে না অবতারবাদিগণও ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। মহাত্মা চৈতন্য অবতরণ মানিতেন না কিন্তু প্রাকট্য এবং অপ্রাকট্য অবতরণের অর্থ শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পুরাণে ঈশ্বরে মনুষ্যত্বারোপ হওয়াতে অবতার শব্দ স্থূলার্থে সাধারণ লোকে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাই এখন সাধারণ লোকের বিশ্বাস। ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় উদাসীন করিয়া প্রকৃতি হইতে অন্তরিত করিয়া রাখিতে সাধারণের এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে।

সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন। এই সকল ব্যক্তি কেহ অনুকূল কেহ প্রতিকূল, কিন্তু অনুকূল প্রতিকূল উভয়ই সাধকের সাধনে অনুকূল। তিনি সকলের মধ্য হইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পাঠ করেন, ন্যূনাধিক সকলের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়া দর্শন করেন। সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন, কি জানি কখন কোন লোক হইতে কি শিক্ষা সমাগত হয়। তাঁহার জীবন শত লোকের সঙ্গে সম্বদ্ধ, তিনি একাকী জীবন ধারণ করেন না, একাকী তাঁহার জীবন বর্দ্ধিত হয় না। কখন কাহার মধ্যে কি ভাবে ঈশ্বর তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর নিকট প্রকাশিত হইয়া কি দেখাইবেন, কি শুনাইবেন কি শিখাইবেন তিনি তাহা জানেন না। যাহার মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশানুভব করিলেন, সে মধ্যবর্ত্তী হইল না, কারণ উহা কোন প্রকারে ব্যবধায়ক নহে। তবে আমরা কি নূতন নাম অর্পণ করিব যে তদ্দারা আমরা ঈশ্বরের সেই প্রকাশস্থানকে যথোচিত সম্মাননা প্রদর্শন করিতে পারি? মন্দির ভিন্ন আমরা আর কোন নাম অর্পণ করিতে পারি না। মন্দিরের যেমন কোন আত্মেচ্ছা নাই, ঈশ্বর সেচ্ছাময় হইয়া আপনি তথায় প্রকাশিত হন, যে বস্তু বা ব্যক্তি মধ্যে তিনি প্রকাশিত হন, তাহাদিগেরও তেমনি আত্মেচ্ছা নাই, ইচ্ছা ঈশ্বরচরণে সমর্পিত হইয়াছে, সুতরাং মন্দির নামের উপযুক্ত। দেবমন্দির দর্শন দেবমন্দির স্পর্শ কেহ অপবিত্র মনে অপবিত্র হস্ত করিতে পারে না, এখানেও আমাদিগের তদ্রূপে দর্শন স্পর্শ একান্ত কর্ত্তব্য। যদি এই দৃষ্টি আমরা নিয়ত স্থির রাখিতে পারি সর্ব্বপ্রকারের চিত্তের বিকার আমাদিগের উন্মূলিত হইয়া যায়।

কল্পনারাজ্য।

সংসার মায়া এ কথা এখন সকলের নিকটে কল্পিত দর্শনশাস্ত্রের কল্পনাবিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ইহা যে সর্ব্বথা কল্পনা নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্যের কল্পনাশক্তি একটী অদ্ভুত বৃত্তি, ইহার সামর্থ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। দার্শনিকগণ এই কল্পনার হস্ত হইতে মনুষ্যগণকে মুক্ত করিতে অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণে ইহার হস্ত হইতে আপনাদিগকে কোন প্রকারে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। কল্পনা নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা উদ্গার করে, উহা কেবলই অনিষ্টের মূল একথা আমরা বলি না। কল্পনা বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা হীন, এ কথাতেও আমাদিগের সায় নাই। কিন্তু আমরা এই কথা বলি নিয়োগের বিষয় অনুসারে বৃত্তিসকলের উচ্চতা এবং নীচতা সংঘটিত হয়। একই বৃত্তি কখন উচ্চ কখন নীচ বলিয়া পরিগণিত হয়। বুদ্ধিকে তত্ত্বনির্ণয়ে নিযুক্ত কর, উহা পণ্ডিতগণের আদর ভাজন হইবে, কিন্তু সেই বুদ্ধি যদি নীচ বিষয়ের অনুসরণ করে তবে তাহা ঘৃণার আস্পদ হয়। কল্পনা সম্বন্ধেও ইহাই বলিতে হইবে। বিজ্ঞানের উচ্চতর তত্ত্বনির্ণয় কল্পনাকে সহায় না করিয়া কেহ করিতে পারে না। কেন না কল্পনা অজ্ঞাত অদৃশ্য বিষয়কে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পরম সহায়। কিন্তু এই কল্পনা যখন পশুভাব সকলের উদ্দীপন জন্য নিযুক্ত হয়, তখন উহার স্বর্গীয় গতি অবরুদ্ধ হয়।

কল্পনা সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রকার বিষয়ে নিযুক্ত রহিয়াছে, দেখিলে আমাদিগকে ভীত, তটস্থ এবং কণ্টকিতশরীর হইতে হয়। নীচ বাসনাসকল আমাদিগকে দাসবৎ তাহাদিগের অধীন করিয়া ফেলিতে পারিত না যদি কল্পনা তাহাদিগের সহায়তা না করিত। বাসনার বিষয়সকলকে কল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল, দেখিবে তাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুর মনকে হরণ করিবার ক্ষমতা কল্পনাযোগ। যতই তাহার ছবি চিত্রিত করিয়া কল্পনা মনের নিকটে আনয়ন

করে, ততই আমাদিগের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। কল্পনা অঘটন ঘটাইতে পারে। ইহা মনুষ্যের মনোমধ্যে সৃষ্টিশক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে যাহা নাই, অন্যত্র হইতে তাহা আনয়ন করিয়া উহার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ছবিটীকে মনোহর করিয়া দেয়। চিত্রকর যেমন সর্ব্বত্র হইতে সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করিয়া তাহার চিত্রকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত করে, কল্পনা তেমনি চিত্রকরের তূলী ধারণ করিয়া চিত্রিত চিত্রের অপূর্ব্বশোভা কল্পনাধীন লোকের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। চিত্রকরের চিত্রের প্রাণ যে কল্পনা সে কল্পনা এরূপ করিবে অসম্ভব কি? কল্পনা যেমন যাহা মনোহর নয় তাহাকে মনোহর করে, তেমনি যাহা দুঃখের কারণ নয়, তাহাকে দুঃখের কারণ করিয়া তুলিতে পারে। সংসারে সুখ দুঃখ যাহা আমরা দেখিতেছি, অনেক সময়ে তাহা এই কল্পনার ক্রীড়া। যাহারা কল্পনার ক্রীড়ামৃগ হইয়া অবস্থান করিতেছে তাহাদিগের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই।

পৃথিবীতে আমি বড়, আমার সমকক্ষ কেহ নাই, আমি সকলের প্রধান, ইত্যাদি যত প্রকার অভিমান সকলই কল্পনামূলক। বিপরীতে আমি কিছুই নই, আমি নিতান্ত অপদার্থ, আমার দ্বারা কিছু হইতে পারে না, আমি একান্ত অক্ষম, দুঃখী ও হতভাগ্য, ইহাও সেই কল্পনার লীলা। এক দিকে আত্মপ্রাধান্য মনে করা যেমন মিথ্যা, আর এক দিকে আত্মাবমাননা তেমনি মিথ্যা। ঈশ্বর সমুদায় প্রাধান্যের মূল, মনুষ্যের আপনার কোন প্রাধান্য নাই, অন্যদিকে আবার ঈশ্বর এমন কোন জীব সৃষ্টি করেন নাই, যাহার সৃষ্টি অনর্থক, এবং যাহার দ্বারা কিছু না কিছু তিনি করিয়া লইবেন না। ফলতঃ কল্পনা আমাদিগকে বাদিয়ার বানরের ন্যায় গলদেশে রজ্জু বান্ধিয়া যথেচ্ছ নাচাইতেছে। যাঁহার যথার্থ দৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনি আমাদিগের অর্থশূন্য হাস্য ক্রন্দন দেখিয়া কেবলই আমাদিগের অসারতা ভাবিতেছেন। ধন মান খ্যাতি পদমর্য্যাদা কল্পনা সহযোগে আমাদিগকে স্ফীত করিয়া তুলে, অথচ যাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে সে সকল যথার্থই মহত্ত্ববর্দ্ধক তাহার দিক্ কল্পনা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ঈদৃশ কল্পনার রাজ্য মায়া, ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মায়াবাদ এই কল্পনার রাজ্যের উপরে সংস্থাপিত।

আমরা বলিয়াছি কল্পনাকে আমরা তুচ্ছ মনে করি না, ইহার যথোপযুক্ত নিয়োগে আমাদিগের পার্থিব জীবন স্বর্গীয় হয়। বিজ্ঞানের উন্নতিসম্বন্ধে ইহা যেমন পরম সহায়, আত্মার উন্নতিসম্বন্ধেও ইহা তেমনি আমাদিগের পরম মিত্র। মনুষ্যজীবনের উচ্চতর আদর্শ কল্পনা সহযোগে আমাদিগের আত্মার চক্ষুর নিকটে প্রতিভাত হয়। আমাদিগের ভবিষ্যজ্জীবন কল্পনা আমাদিগের নিকটে চিত্রিত করিয়া উপস্থিত করে। কল্পনা সত্যকে অতিক্রম করিয়া কোন চিত্র অঙ্কিত করিলে অগ্রাহ্য। কিন্তু সত্যের সীমার মধ্যে উহার অব্যাহত গতি। আমরা অদ্য সত্যনিবদ্ধ কল্পনারাজ্যের কথা বলিতে প্রস্তাব আরম্ভ করি নাই। সে রাজ্য অতি মনোহর, এবং তাহাতে ভক্তি প্রেম আনন্দ উৎসাহ বল বীর্য্য ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। জ্ঞান ও বিশ্বাস যখন আমাদিগের অন্তশ্চক্ষুর নিকটে সমুদায় জগতের অভ্যন্তরবর্ত্তী একমাত্র পরম পুরুষের সঙ্গে আমাদিগের যোগ নিবদ্ধ করিয়া দেয়, এবং আমাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার বিচিত্র স্নেহের কার্য্যসকল আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করে, তখন সেই সত্য ঘটনার ছবি আমাদিগের কল্পনাপথে প্রতিভাত হয় এবং আমাদিগের হৃদয় মন প্রাণকে ক্রমান্বয়ে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। উহা কল্পিত বা মিথ্যা নহে, কেননা কল্পনা যাহা চিত্রিত করে, মূল আদর্শের কোটি অংশের একাংশ সৌন্দর্য্যও তাহাতে প্রকাশ পায় না। চির দিন কল্পনা

এখানে এই জন্য অবনতি স্বীকার করিয়া অবস্থান করে, এবং সাধকের উন্নতিতে উহা ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে থাকে। আরম্ভে কল্পনার যে মিথ্যারাজ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই রাজ্য হইতে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিবার জন্য একান্ত যত্ন করা উচিত। যে সকল চিন্তা ও বাসনা কল্পনা সহযোগে আমাদিগেতে নীচ অভিলাষ উদ্দীপন করে, উচ্চতর যোগের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে কেবল তাহা হইতে সর্ব্বদা সাবধানতা সহকারে আত্মাকে রক্ষা করা সমুচিত। কোন ভোগের বিষয় যদি অনুপযুক্ত সময়ে আমাদিগের মনে উদিত হইয়া কামনা উদ্দীপন করে, তবে জানিলাম কল্পনা উহাকে আমাদিগের বিনাশের জন্য নিয়োগ করিতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। সকলই এই কল্পনার বিচিত্র ক্ষমতা নিজ নিজ জীবনে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন বা করিতেছেন। সাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে এই কল্পন মায়া বা মিথ্যার হস্ত হইতে আত্মাকে সর্ব্বদা মুক্তকরা আবশ্যক, অন্যথা এক কল্পনাই সমুদায় সাধন ভজন বিফল করিয়া ফেলিবে।

বিধাতার সুশাসন*।

এই অবিশ্বাস প্রধান কলিকালে ধর্ম্মহীন সভ্যতার মধ্যে বিধাতার প্রত্যক্ষ শাসন কেমন অব্যাহতরূপে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি। কোন প্রাচীন ইতিহাসের কথা নহে; চিন্তাশক্তি বা বৈজ্ঞানিক বিচারেরও বিষয় নহে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ঘটনা দ্বারা সহজে, চক্ষের সম্মুখে আমরা দেখিতেছি, ভগ্নহৃদয় পাপী ঈশ্বরকে ডাকিয়া শান্তি পাইতেছে, পাপী অত্যাচারী অন্যায়কারী ব্যক্তি অপরাধের দণ্ড ভোগ করিতেছে। ভারতের যে বিভাগ যাই দেখি, ব্রিটিশ রাজ্যের শাসন জাজ্বল্যমান, গভীর রজনীকালে পর্ব্বতময় স্থানে অরণ্যের ভিতর দিয়া আসি সেখানেও দেখি ব্রিটিশ রাজদূত প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার্থ প্রহরী নিযুক্ত আছে, আমাদের সমস্ত ব্যবহার্য্য সামগ্রী আচার নিয়ম মুদ্রা বিদেশীয় রাজশাসনের পরিচয় দান করে। বিধাতার শাসনও তেমনি পৃথিবীময় বিস্তৃত। যাহারা বলে ঈশ্বর কেবল অসভ্য আদিমাবস্থার লোকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এখন আমারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, জ্ঞানী হইয়াছি, আর এখন তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, স্বাভাবিক নিয়মাবলী এবং আমাদের বুদ্ধির প্রকৃত ব্যবহার হইলেই সকল কার্য্য চলিবে, তাহাদের জীবন এবং জাতীয় ইতিহাস ইহার প্রতিবাদ করে। আমরা মনুষ্যগণ যেরূপ নিয়মলঙ্ঘনকারী উন্মার্গগামী স্বেচ্ছাচারী, বিধাতা যদি নিজগুণে মানবসমাজ রক্ষা না করিতেন, ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দোষ সংশোধন না করিতেন, তাহা হইলে কে বা সংসারে বাস করিতে পারিত, কে বা জীবিত থাকিত, এত দিন রাশীকৃত পাপ জঞ্জালে আমরা ডুবিয়া মরিতাম। বিধাতার প্রতিষ্ঠিত স্বভাব গঙ্গাজলের ন্যায় আত্মরক্ষণশীল, সহস্রবার তাহার জলকে মলিন কর আবার সে নিজগুণে আপনাকে নির্ম্মল করিবে। আর্য্যজাতির ধর্ম্মের ও নীতির শোণিত হিন্দুসমাজে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া এখনো কৃতবিদ্য দলের ধর্ম্মহীনতা যথেচ্ছাচারিতা ধর্ম্মবন্ধনকে বিনাশ করিতে পারে নাই। এই রূপেই বিধাতা পুরুষ স্বীয় সুশাসনে জগৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। নতুবা সময়ে সময়ে যে সকল অবিশ্বাসী নাস্তিকের দল জন্মিয়াছিল তাহারা এত দিন জগৎকে ধর্ম্মশূন্য করিয়া ফেলিত সন্দেহ নাই। তবে ঈশ্বরের নিয়ম সকল সহিষ্ণু বটে, অনেক দৌরাত্ম্য তাহারা বহন ও সহ্য করে, কিন্তু মৃত নহে। একটী সীমা আছে সেখানে গেলে ধাক্কা খাইয়া প্রত্যাগমন করিতে হয় এবং কখন বা বিপরীত পথে দৌড়তে হয়। যাহারা বলে নিয়মই সর্ব্বস্ব, নিয়ন্তার সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই তাহারা কি নিয়মকে বুদ্ধি বিশিষ্ট চৈতন্যময় দেবতা বলে? নিয়মের ক্ষমতা কি আছে যে সে আপনাকে আপনি পূর্ণ করে? কারণ ও কার্য্যের মধ্যস্থলে যে শত সহস্র সূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য প্রক্রিয়া আমাদের চক্ষের অন্তরালে সংঘটিত হয় তাহা কে দেখে? বিধাতা স্বহস্তে শক্তি সঞ্চার করিয়া সমুদায় কার্য্য সাধন করেন, নিয়ম কেবল তাঁহার কার্য্যের প্রণালী মাত্র। তাঁহার শাসন প্রতি জীবনে, সম্প্রদায়ে, এবং সমস্ত বিশ্বের ভিতরে অলক্ষিতভাবে কার্য্য করে, আমরা প্রতি জনে সেই নিয়মের অধীন। ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া নিজ সুখের সময় স্বার্থপর হইব, সাধারণ নিয়ম বিধি রক্ষা পাইল কি না দেখিব না, নিজকার্য্যের রুচি সাধারণ শাসনের সঙ্গে মিলাইব না, দেশ ডুবিয়া গেলেও নিজের স্বার্থ ছাড়িব না, অথচ আপনি একটু বিপদে

---

* পুরালিয়া ক্যারকিট হাউসে বক্তৃতার সার।

পড়িলে বলিব, বিধাতার শাসন মঙ্গলময় নহে, এই আমাদের সচরাচর ব্যবহার। এই জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনে যেমন সকলে ভয় করে, নীতি ও ধর্ম্ম শাসন অতিক্রম করিতে তেমন ভয় করে না। কিন্তু বিধাতার শাসন অতি সহিষ্ণু হইলেও, অপরাধীদিগকে তাহা একবারে নিষ্কৃতি দেয় না। অজ্ঞাতসারে পাপের বিষ অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়া শেষ মানুষকে ভালরূপে শিক্ষা দান করে। বিধাতার শাসন কঠোর নহে, জীব পালনের জন্যই তাঁহার বিধি প্রণালী, তথাপি তাহা অখণ্ড্য।

পৃথিবীর রাজশাসনের মধ্যে যেমন রাজপ্রতিনিধি, উচ্চ বিচারালয়, শেষ পশুবলধারী শান্তিরক্ষক পদাতিক আছে, তেমনি বিধাতার শাসনেও আছে। তিনটি শক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়া এই মানবসমাজ শাসন করে। প্রথম পশুবল জড়শক্তি, দ্বিতীয় বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, তৃতীয় বিবেক বা ধর্ম্মবল সর্ব্বোপরি প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পশুবলে কার্য্য করিলে জগৎ রসাতলে যায়। বুদ্ধিও শাসনকর্ত্তার পদ পাইতে পারে না। কেন না সে প্রবৃত্তির অধীন, সাধুর নিকট সৎপথ দেখায়, পাপী দস্যুর নিকট দুষ্কর্ম্মের সূক্ষ্ম কৌশল গভীর কুটিল পন্থা প্রদর্শন করে, কিন্তু তাহার শক্তি নাই, কেবল ক্ষমতা আছে। ঠিক উকীলের মত, উকিল ভৃতি পাইলে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষ সমর্থন করিয়া একই রাজনিয়মকে বুদ্ধিকৌশল দ্বারা উভয় দিকের সংলগ্ন করিতে পারে, সুতরাং বুদ্ধি নেতা হইতে পারে না, এক দিকে সে অন্ধ এবং প্রবৃত্তির অনুগামিনী। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাও পথদর্শক হইতে পারে না যদি সে বিবেকের অধীন না থাকে। প্রধান রাজ প্রতিনিধি, বড় লাটের কার্য্য যেমন মহারাণীর সমতুল্য, বিবেক প্রতিনিধির কার্য্য তেমনি বিধাতার কার্য্যের সঙ্গে এক। দৈবশক্তি আমাদের নেতা, বিবেক আমাদের নিয়ামক। রাজভক্ত প্রজা হইয়া বিধাতার প্রতিনিধির কথা শ্রবণ কর, সেই পথে চল, কোন বিপ্লব ঘটিবে না, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য শান্তি বিস্তার করিতে পারিবে। বিধাতার শাসনপ্রণালী অতি চমৎকার, তিনি পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাসের মধ্যেও কি নাই? নিশ্চয় আছেন। ধর্ম্মের শাসন ও পরিবর্ত্তনেও তিনি সাক্ষাৎ বিদ্যমান, এক্ষণকার রাজনীতির পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তিনি বর্ত্তমান। এই যে প্রাচীন মন্ত্রী গ্লাডেষ্টোনের গৌরব যশে পৃথিবী পূরিল, ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকে তাঁহাকে প্রধানপদে বরণ করিল, ইহার অর্থ কি? কেহ তাঁহার বক্তৃতা বিদ্যাশক্তি এবং মান সম্ভ্রম সকলের মূল বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে, স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিরা এই বার মহাসভায় নারীদিগকে বসাইবে সেই আশায় প্রমত্ত হইতেছে, ভারতবাসীরা ট্যাক্স কমিবে মনে করিয়া মন্ত্রীবরের প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু তাঁহার জয় ও গৌরবের ভিতর বিধাতার মঙ্গলশক্তি কয় জন দেখিতেছে? বিশ্বাসীর চক্ষে এই লাভ যে, ইহা দ্বারা বিধাতার জীবন্ত প্রত্যক্ষ শাসনের এক অধ্যায় বৃদ্ধি হইল। গ্লাডোষ্টন্ কি রক্ত মাংস অস্থিবিশিষ্ট একটি বাগযন্ত্র? তাঁর মত বিদ্বান্ কি আর কেহ ছিল না? আমাদের নিকট গ্লাডেষ্টোন্ অর্থে আর কিছুই নহে কেবল বিবেক, ন্যায়, অপক্ষপাত উদারতা দয়া,—এই সমুদায় সাধুগুণ বিধাতার, সুতরাং রাজ কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তনে ঈশ্বরের জীবন্ত শাসনেরই জয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই রাজনীতিতে ঈশ্বর বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং স্বর্গরাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্য—সাধুভক্তগণ, ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর্য্যজাতির ধর্ম্মবিষয়ে অভাব মোচনের জন্য জীবন্ত সত্য ধর্ম্ম পাঠাইলেন, তাঁহাকে হৃদয়ের প্রেমভক্তি উপহারে পূজা করিয়া তাঁহার অনুগত প্রজা হইয়া সকলে থাক। দেশে দেশে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই দেবদেব সচ্চিদানন্দ হরি রাজাধিরাজের যশোঘোষণা কর। তিনি রাজা জ্ঞানী বীরপুরুষদিগের উপরে নিজ মঙ্গলশাসন জগতের সমস্ত বিভাগে বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার পবিত্র নাম ঘরে ঘরে দেশে দেশে কীর্ত্তিত হউক!

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সকল বিষয়েরই উপযুক্ত সময় আছে। উপযুক্ত সময় ছাড়িয়া যে কার্য্য করিতে যাও, তোমার সমুদায় যত্ন বিফল হইবে। এক সময় ছিল যে সময়ে যুক্তি বিচার দ্বারা ধর্ম্মের তত্ত্বসকল নির্ণীত হইত। যিনি যত দূর যুক্তিতে সূক্ষ্ম বিচারে তর্কিত বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতেন। সময় এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জ্ঞান বিচারের অধিকৃত বিষয় ছাড়িয়া এখন সাধকগণের চিত্ত উচ্চস্থানে উঠিয়াছে। এখনকার দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয়সকল সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। যাহা দেখিলাম না জানিলাম না, তাহা লইয়া যুক্তি বিচার চলিতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিষয় সকল অধ্যাত্ম চক্ষুতে অবলোকন করা চাই। যে ব্যক্তি এই সকল অবলোকন করিল, তাহার মন নিঃসংশয় হইল। কারণ প্রত্যক্ষ যাহা দেখিলাম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু কারণ নাই। বিজ্ঞানবিৎ এবং অধ্যাত্মবিৎ এ দুয়ের মধ্যে এক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানবিদ্গণ প্রকৃতিকে পাঠ করেন, প্রকৃতিতে যাহা অবলোকন করেন তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এ কথা কখন জিজ্ঞাসা করেন না কেন? তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসার বিষয় কেমন? অধ্যাত্মবিদ্গণও সেইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যের বিষয়সকল দর্শন করেন, পাঠ করেন, এবং যাহা যেমন তাহা তেমনি গ্রহণ করেন। এখানে যুক্তি তর্ক

অনুমানের অবসর নাই, সকলই প্রত্যক্ষ। আমরা অদ্য একথা বলিতেছি কেন? লিখিবার কারণ আছে। আমরা দেখিতে পাই, অনেকে পূর্ব্ববৎ যুক্তি তর্ক অনুমান অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়সকল বুঝিবার জন্য যত্ন করেন এবং অন্যকে পূর্ব্বপ্রণালীতে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য করেন। ইহার ফল এই হয় যে, না যিনি বুঝিতে চান তিনি বুঝিতে পারেন, না যিনি বুঝাইতে যান তিনি বুঝাইতে পারেন। এক জন যাহা কোন দিন দেখে নাই, অনুভব করে নাই, তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র আভাস পায় নাই, তাহাকে তাহা বাক্য দ্বারা কিরূপে বুঝান যাইবে। এরূপস্থলে আমাদিগের পরামর্শ এই, একজন যে প্রণালীতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অপরকে সেই প্রণালীতে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যদি উপাসনা প্রার্থনা যোগ সমাধিযোগে এক জন দেখিয়া থাকেন, বুঝিয়া থাকেন, অপরকেও তাহাই অনুষ্ঠান করিতে বলা উচিত, যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইবার যত্ন বিফল।

বিশ্বাস এবং জ্ঞান এ দুইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অশ্রেষ্ঠত্ব লইয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার সন্দেহ। কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌টি অশ্রেষ্ঠ এ বিচার অজ্ঞানবিজৃম্ভিত। দুইয়ের অধিকৃত বিষয় স্থির হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে, দুইটি নিয়ত হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হয়। একটি আর একটিকে চিন্তার বিষয় অর্পণ করে, আবার সেই চিন্তার ফলকে মূল করিয়া পুনরায় নূতন চিন্তার বিষয় উপস্থিত করে। এইরূপে পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে না গিয়া যদি জড় রাজ্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি, তাহাতেও এ দুইয়ের কার্য্য আমরা দেখিতে পাইব। আমি আছি, আমার বাহিরে আমা-অতিরিক্ত বস্তু আছে ইহা বিশ্বাসমূলক। কেন না এ সম্বন্ধে বিশ্বাসকে অতিক্রম করিয়া চিন্তা যাই অগ্রসর হইয়াছে, অমনি সমুদায় বাহ্যজগৎ অনস্তিত্বে পরিণত হইয়াছে, সমুদায় মনের ভাব এবং পরিশেষে সে ভাবও কিছু নয় হইয়া সর্ব্বসংশয়বাদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান যখন স্বাভাবিক বিশ্বাসকে মূল করিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন প্রাকৃতিক উচ্চ উচ্চ বিজ্ঞান সকল নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবার সেই নিষ্পন্ন সিদ্ধান্তসকলের উপরে বিশ্বাস আরো নূতন চিন্তার বিষয় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, আবার জ্ঞান সেই সকল আলোচনা করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। বিশ্বাস যাহা শিখাইয়া দেয় জ্ঞান যদি তাহার আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তসকল নিষ্পন্ন না করে, বিশ্বাস আর নূতন বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে না, ফল এই হয় উভয়েই বিশুষ্কমূল হইয়া অবস্থিতি করে। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশ্বাস এবং জ্ঞানের এই সম্বন্ধ যদি আমরা নিয়োগ করি, দেখিতে পাইব সেখানে এ দুয়েরই সমান সমাদর। বিশ্বাস বস্তু আনিয়া উপস্থিত করে, জ্ঞান তাহার গূঢ় সম্বন্ধ সকল পর্য্যালোচনা করে। বিশ্বাসের অখণ্ড বস্তু জ্ঞান দ্বারা সম্বন্ধানুসারে বিভক্ত হয়, এবং সেই বিভক্ত অংশ সকলের পর্য্যালোচনার তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চিত হয়। বিশ্বাসচক্ষে ঈশ্বর এক অখণ্ড বস্তু, জগৎ ও আমাদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ জ্ঞান দ্বারা পর্য্যালোচিত হইয়া তিনি আমাদিগের বিশেষ জ্ঞানের বিষয় হন। বিশ্বাস ইহাতে ক্ষীণ না হইয়া আরো পুষ্টিলাভ করে, এবং এই পুষ্টি অনুসারে আরো অধ্যাত্মরাজ্যের বিষয় জ্ঞানের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। সুতরাং এ দুই পরস্পরের সহায়। একটি আর একটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং দুয়ের গতি অনন্ত কালের দিকে উন্মুখীন।

বিষয়াসক্তি আপনার দণ্ড আপনি আনয়ন করে। মনুষ্য বিষয়ের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সে বিষয়ের দাস হইবে, ইহা তাহার নিয়তি নহে। যদি হইত তৎপ্রতি আসক্তিতে লোকের ক্লেশ যন্ত্রণা আর্ত্তনাদ পাপ অপরাধ উৎপন্ন হইত না। বিষয়ের অধীন না হইয়া বিষয়কে আপনার অধীন করা, ইচ্ছামত ভোগ করিলাম বা করিলাম না এরূপ স্বাতন্ত্র্য অভ্যাস এবং আয়ত্ত করা মনুষ্যের মহত্ত্ব। সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্যাত্মার উচ্চতা এই নিরপেক্ষ্যভাবে। এতদ্দ্বারা কি হয়? প্রথমতঃ ক্লেশ ও দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তৎপর ভাবপক্ষে মহান্‌ নীত হইবার পথ পরিষ্কৃত হয়। যে ব্যক্তি বিষয়েতে আসক্ত তাহার মন এই পৃথিবীতে আবদ্ধ, সে আর কখন স্বর্গের দিকে মন সংলগ্ন করিতে পারে না। সংসার ও স্বর্গ এ দুইকে যুগপৎ কেহ অনুসরণ করিতে পারে না। সংসার ও স্বর্গে অভিন্নতা উপস্থিত হইলে তখন আর সংসার সংসার থাকে না, সংসারই স্বর্গ হয়, কিন্তু সংসারকে স্বর্গ করিতে হইলে বিষয়বিরাগ একান্ত প্রয়োজন। স্বর্গে বিষয় প্রবেশ করিতে পারে না, সংসারকে স্বর্গ করিতে হইলেও সেখানে বিষয়ের প্রাধান্য সর্ব্বপ্রথমে হরণ করিতে হয়। বিষয়ভোগ বিষয়দর্শন বিষয়স্পর্শ যদি বিষয়ীর বিষয় সহ সম্বন্ধের ন্যায় থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সেখানে স্বর্গ কি প্রকারে অবতরণ করিবে? বাহিরের সমুদায় পরিবর্ত্তন, ভাবান্তর ও রূপান্তরের মধ্যে অভ্যন্তরে যাঁহার ক্রিয়া স্থির এবং অধিকৃত তাঁহার সঙ্গে যোগবশতঃ সাধকে যদি স্থিরতা ও অবিকার দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বৈরাগ্য নাম মাত্র। এইরূপ স্থিরতা ও অবিকারের সঙ্গে সঙ্গে যদি হৃদয় ঈশ্বর প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়, তবে স্বর্গের নিত্য নূতন সুখ সাধকে অনুভূত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

উপমা বিফলা চাত্র ন বাচাং বিষয়ো যতঃ।
একেনানুভবেনৈব সাধকৈরুপলভ্যতে॥ ২৬॥

নির্দ্ধারিতানুভাবৈরুপযুক্তোপমা বাস্তববস্ত্বনুভবপক্ষে নিতান্তানুপযোগিনীত্যাহ উপমেতি। অত্র সত্তানুভবে উপমা সাদৃশ্যং বিফলা ব্যর্থা। যতঃ ন বাচাং বিষয়ঃ বচোভির্ব্বিচনীয়ঃ। কিন্তর্হি সর্ব্বথাঽনধিগম্যো নেত্যাহ। একেন কেবলেন অনুভবেন সাক্ষাদুপলব্ধ্যা এব উপলভ্যতে অধিগম্যতে।

অসকৃৎ স্মরণেনাস্যাঃ সত্তায়াঃ সা কাঠোরতা।
ব্যপযাতি ক্রমেণোদেত্যাহ্লাদোঽতিমহান্ খলু॥ ২৭॥

ন তু সত্তাসাধনং ক্লেশমাত্রফলং তত্রানন্দোদয়োপীত্যাহ অসকৃদিতি। অসকৃৎ পুনঃপুনঃ স্মরণেন অস্যাঃ সত্তায়াঃ সা কঠোরতা নির্গুণত্বাৎ শুষ্কভাবঃ ব্যপযাতি ব্যপগচ্ছতি, ক্রমেণ খলু নিশ্চিতং অতিমহান্ আহ্লাদঃ নিরতিশয়ানন্দঃ উদেতি উদ্ভবতি। গৃহে বা তদন্যত্র তদনুভবো নিরন্তর মনুবর্ত্ততে "সর্ব্বত্রানুভব" ইতি পশ্চাদুক্তত্বাৎ।

"ত্বমসী"তি মহামন্ত্রং চিন্তয়েদ্যাবতা ন তু।
জড়তাঙ্গ সমায়াতি ভয়হর্ষকরো হি সঃ॥ ২৮॥

কিমস্যাঃ সাধনং তদপেক্ষ্যাহ ত্বমসীতি। ত্বং অসি ইতি মহামন্ত্রং তাবতা চিন্তয়েৎ যাবতা ন তু অঙ্গ হে কল্যাণৌ জড়তা স্তম্ভিতভাবঃ সমায়াতি সমাগচ্ছতি। প্রতিদিনস্য সাধনমুপলক্ষ্যৈব এবমুক্তম্। হি যস্মাৎ স মন্ত্রঃ ভয়হর্ষকরঃ ভয়হর্ষোৎপাদকঃ। যুগপৎ তদুভয়েন জাড্যমুপলভ্যতে একৈকশো বা।

সর্ব্বত্রানুভবস্তস্যা একাকিত্বমপৈতি চ।
অহমেকো ন কোঽপ্যত্র নাস্তিক্যভাব এব সঃ॥ ২৯॥

ভয়হর্ষকরত্বং সত্তাসাধনস্য ফলমুক্তং অধুনা তদনপেক্ষ্য সাধারণানুভবং নাস্তিক্যদোষনির্হরণায়াহ সর্ব্বত্রেতি। পূর্ব্বোক্তেন স্মরণেন তস্যাঃ সত্তায়াঃ অনুভবঃ সর্ব্বত্র ভবতি, একাকিত্বং চ অপযাতি অপগচ্ছতি, অহমেকাকীত্যস্য বিপরীতভাব আয়াতি। এতৎ স্মরণরূপং সাধনং বিনা কিং ভবতি তদেব নাস্তিক্যভাবপ্রদর্শনেন ব্যনক্তি অহমিতি। অত্র ন কোঽপি দ্বিতীয়োঽস্তি একঃ অহং স এব নাস্তিক্যভাব; নাস্তিক্যবুদ্ধিপ্রণোদিতস্তথানুভবত্যসাধক ইতি।

নাস্তিত্বং প্রথমং যাতি যথোক্তং জীবনোষসি।
অস্তিত্বানুভবঃ স্পর্শস্তমোগূঢ়েন কেনচিৎ॥ ৩০॥

"নাস্তীতি নেতি নিশ্চয়ঃ। জ্ঞানস্য প্রথমারম্ভ" ইত্যনেন নাস্তিত্বাপগম উক্তস্তদনন্তরং অস্তিত্বানুভবেন যদ্ভবতি তদাহ নাস্তিত্বমিতি। প্রথমং আরম্ভে যথোক্তং "নাস্তীতি নেতি" প্রোক্তানুরূপং নাস্তিত্বং যাতি অপযাতি, জীবনোষসি জীবনস্য প্রথমাবস্থায়াং অস্তিত্বানুভবঃ। সতু তমোগূঢ়েন তমসি প্রচ্ছন্নেন কেনচিৎ স্পর্শঃ।

কথং বা কেন ভাবেন কোবাঽস্তি তন্ন বিদ্মহে।
অস্তীতি জ্ঞানমাত্রং তৎ সাধকৈরুপলভ্যতে॥ ৩১॥

তস্যাঃ সত্তায়া নির্গুণত্বাৎ ন তত্র বিশেষানুভব ইত্যাহ কথমিতি। কথং কেন রূপেণ কেন ভাবেন কোবা অস্তি তৎ ন বিদ্মহে জানীমহে সাধকৈঃ অস্তি ইতি জ্ঞানমাত্রং তৎ উপলভ্যতে।

শ্মশানে তমসাচ্ছন্নে ভীতির্যা চোপজায়তে।
ন তাং রোদ্ধুং ক্ষমঃ কোঽপি সোপমা হ্যত্র দৃশ্যতে॥ ৩২॥

যদ্যপি অস্তিত্বজ্ঞানমাত্রমেবানুভবস্তথাপি সাধকোপরি তৎপ্রভাবং দর্শয়তি শ্মশান ইতি। তমসা অন্ধকারেণ আচ্ছন্নে শ্মশানে যা ভীতিঃ ভয়ং উপজায়তে উপস্থিতা ভবতি, তাং ভীতিং রোদ্ধুং স্থগিতুং কোপি ন ক্ষমঃ। অত্র অস্তিত্বানুভবে সা উপমা হি দৃশ্যতে। শ্মশানে কুসংস্কারবশাৎ ন কোঽপি তমসি ভূতভীতিং পরিহর্ত্তুং শক্নোতি, মদ্ব্যতিরিক্তোঽত্র দৃশ্যঃ কোপ্যস্তীত্যনুভবেনাপি তথা ভবতি। তত্র যদ্যপরঃ কোপি সমায়াতি, ন ভীতিস্তিষ্ঠতি, এবং দৃশ্যপদার্থাভিনিবেশেঽপ্যত্র ভবতি। (ক্রমশঃ)

শিক্ষার্থিদ্বয়ের প্রতি দ্বিতীয় উপদেশ।

[গত প্রকাশিতের পর]

এখানে উপমা বিফল। শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, উহা অনুভব করিতে হয়। এই অদৃশ্য সত্তাকে স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে কঠোরতা চলিয়া গিয়া আহ্লাদের উদয় হয়। ঘরে থাকি আর বাহিরে থাকি তখন কেবল সত্তানুভব। "তুমি আছ" এই মন্ত্র তত ক্ষণ তত বার চিন্তা করিবে, যত ক্ষণ না স্তম্ভিত ভাব আইসে। এইরূপ স্মরণে ভয় ও ক্রমে আহ্লাদ প্রথমে হউক বা না হউক, অন্ততঃ একা থাকিলে যে ভাব হয়, তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হয়। আমি একা এইটি ভাবিলে যে ভাব উপস্থিত হয় উহাই নাস্তিকতার অবস্থা। ফলতঃ আমি আছি, আর কেহ নাই, ইহা নাস্তিকতা, ইহার বিপরীত আস্তিকতা। প্রথমাবস্থায় এখানে কেহ নাই তাহা নয় ইহাতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে জীবনের প্রত্যূষাবস্থায় এক জন থাকিলে যে ভাব হয় সেই ভাব উপস্থিত হয়। অন্ধকারে এক জন স্পর্শ করিলে যেমন গা ছ্যাঁক করিয়া উঠে ইহাতে সেই ভাব হয়। কেহ যেন এখানে লুক্কায়িত আছেন গুপ্ত আছেন এইরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। কিরূপে কি ভাবে কে আছেন জানি না, অথচ আছেন এই প্রথম ভাব। দৃষ্টান্ত দিতে, অন্ধকারে ভূতের ভয়কে দৃষ্টান্ত স্থল আনিতে পারা যায়। কোন শ্মশানে প্রবেশ করিলে কেহ ভয় বারণ করিতে পারে না। সেই দৃষ্টান্ত লইলে বুঝিতে পারা যায়, আমা ছাড়া অদৃশ্য কেহ আছে বুঝিলে মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। কিন্তু সেই সময়ে যদি অন্য কেহ তথায় আইসে তবে আর ভয় থাকে না। কেন না তখন দৃশ্য পদার্থে মন অভিনিবিষ্ট হয়। (ক্রমশঃ)

নৈনীতাল প্রান্তরগত বক্তৃতার সার।

হে পাহাড়ী ভাইয়ো তুমনে সুনা হৈ কি অগলে যুগোঁ মে ঈশ্বর মনুষ্যকো দর্শন দেতাথা, ঔর অপনী ইচ্ছা প্রকাশ করতা থা। পরন্তু অব অয়সা নহী হোতা। জীবকে উদ্ধারকে লিয়ে যুগ যুগান্তর মে উস্‌নে হর প্রকার ধর্ম্ম বিধান কিয়া আওর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকট কিয়ে। আজ কাল সব বিধান বন্দ হো গয়া, বৈকুণ্ঠকা দ্বার বন্দ হোগয়া। উহাঁ সে কোঈ নয়ী খবর নহী আতী। পহংপর পরমেশ্বরকে পাস সাধক আওর ভক্তসব যাতেঁ, আওর উস্‌কে দরশন করতে থে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে ধর্ম্ম সজীব থা। বেদ বেদান্ত ভাগবত পুরাণ প্রত্যক্ষ যোগ ভক্তিকা প্রমাণ আওর গওয়াহী দেতে হৈঁ। সারে বিশ্বমে আওর অপনে হৃদামে ঋষি লোগ পরমাত্মাকো দেখ্‌কে অপার সুখ পাতে থে; আওর পৌরাণিক ভক্তোঁনে সংসারমে সাক্ষাৎ হরি লীলাকো দেখা। অব কহাঁ লীলা, কহাঁ শাস্ত্র, কহাঁ বেদ, কহাঁ বিধি, ঘোর কলি আগয়া, আওর আসমান জমীন সবকো অন্ধেরা কর দিয়া, ঈশ্বরকা দ্বার রুদ্ধ কর দিয়া। আওর স্বর্গ আওর পৃথিবীকে বীচ রাস্তা বন্দ কর দিয়া। কলিমে কিসীকো ব্রহ্ম দর্শনকা অধিকার নহীঁ। সাধারণ হিন্দুওঁকা ঐসা বিশ্বাস হৈঁ। সব কোঈ ঐসা কহতে হৈঁ। পরন্তু মৈঁ কহতা হুঁ, যহ্ ঝূঁটী বাত হৈঁ, তুম্ ইস্‌পর বিশ্বাস মত করো। ইস্ ভ্রান্তিকো ছোড় কর, সচ্চাইকী রাহ পকড়ো। হরগিজ ঐসা খ্যাল মত করো কি ধর্ম্মকা বিধান খণ্ডন হোগয়া। হমারা ঈশ্বর অব ক্যা জীতা নহীঁ, ক্যা ধর্ম্ম আওর বৈকুণ্ঠকা বিনাশ হোগয়া। অব ক্যা ধর্ম্ম কেবল পরোক্ষ জ্ঞান হৈ, আওর সাধন কেবল গ্রন্থ পাঠ আওর দুসরকে মুহঁসে সুন্নেকী বাত হৈ। পাপী আওর গুনহগার দেখকে পরমেশ্বর ক্যা হমকো ছোড়কে চলা গয়া। কলিকে দীন দুখিয়োঁকে উপর ক্যা উসকী কৃপা কুছভী নহী, য়হ বাত কভী সচ হো সক্তী হৈ? সুনো ভাইয়ো তুম্‌হারা পিতা পহিলে জৈসা থা অবভী অয়সাহী হৈ, কুছ ফর্ক নহীঁ কুছভেদ নহী। ব্রহ্মমে ক্যা বদলাও হো সক্তা হৈ। ওহ্ নিত্য একহী পদার্থ হৈ। ওহ্ জীতা জাগতা দেবতা হৈ। উস্‌কী উজ্জ্বলতা মে কুছ্ কভী বড়তী নহীঁ। ঈশ্বর কল জৈসা থা আজভী ওয়সা হী প্রাণস্বরূপ আওর প্রেমস্বরূপ হৈ ভক্তিসে দর্শন মাঙ্গো, অভী দর্শন দেগা। বিশ্বাসসে ইমানসে পুকারো অভী জওয়াব দেগা, ক্যা নহীঁ দেগা, মৈঁ জোরসে কহতা হুঁ কি নিশ্চয় দেগা, মৈঁ গওয়াহী দেনেকে লিয়ে তয়্যার হুঁ। ঝূঠী বাত মত বোলো কি হমারা ঈশ্বর য়হাঁ মৌজুদ নহী হৈ। কহো কি জরুর হৈ। হমারে সামনে হাজির হৈ। জহাঁ হম সব খড়ে হৈ, ওহাঁ বর্ত্তমান হৈ। লেকিন মত সমঝো কি ঈশ্বর কী মূর্ত্তি হৈ। ওয়হ চিৎস্বরূপ হৈ, জ্ঞান হৈ, রুহ হৈ, জড় নহী, উস্‌কী সুরত নহীঁ মূরত নহীঁ পোশাক নহীঁ। ব্রহ্ম কৈসা হৈ বেদান্তমে উসকা বর্ণন সুনো। "যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্ তদপাণি পাদম্" ওয়হ দেখা নহীঁ জাসক্তা, পকড়া নহীঁ জাতা উসকা গোত্র নহীঁ, বর্ণ নহীঁ, আঁখ আওর কাণ নহীঁ হাত আওর পাঁও নহীঁ বাহর কীআঁখোঁছে উসকা দর্শন নহীঁ হো সক্তা। চিৎস্বরূপকা দর্শন চেতসে, প্রেমকা দর্শন প্রেম আওর ভক্তিকী আঁখছে হোতা হৈ। তুম্‌হারে পাস কীমতী মোতী হৈ। তুম কহাঁ ঢুঁড়তে হো দর্য়াফত করো। অপনে দিলমে ঢুঁড়ো দর্শন মিলে গা। তুম্‌হে ক্যা স্মরণ নহীঁ, খ্যাল নহীঁ কি তুম মহাদেবকে মন্দির হো। মেরে চারোঁ তর্ফ জো কোঈ খড়ে হৈ সবকে দেহ মন্দিরমে ওয়হ নিরঞ্জন পুরুষ বৈঠা হৈ। কাশী বৃন্দাবন কহাঁ হৈ। মৈঁ কহতা হুঁ কি ইস্ জগহ মে হৈ। তুম সব মেরে সামনে কাশী বৃন্দাবন হো, কোঁ্যা কি জহাঁ হরি ওহাঁ তীর্থ। আগর তুম্‌হারে ভিতর পরমাত্মা বর্ত্তমান রহে তো তুম দেব মন্দির হো আওর তীর্থ হো। ক্যা তুম সমঝতো হো কি তুমনে অপনেকো আপ সৃজা আওর আপনে জীবনকী রক্ষা আপহী করতে গে। কৌন তুম্‌হে খিলাতা পিলাতা হৈ। তুম্‌হারী শরীর রূপ জো অদ্ভুত কল হৈ, উস্‌কে ভীতর দেখো কি কৌন উসকো চলাতা হৈ। অপনে শ্বাস আওর লহু আওর হড্ডিয়োঁকে ভিতর দেখো ঈশ্বর জো শক্তিরূপ হৈ ওয়হ ওহাঁ ছিপা রহকে হরওক্ত জীবনকী রক্ষা করতা হৈ। তুম্ আপনি আঁখকো পুছো, কাণকো পুছো, হাতকো পুছো, মনকো পুছো কি কোঁ্যা কর দেখতা সুনতা পকড়তা হৈ, আওর চিন্তা করতা হৈ। ক্যা আপনী শক্তিসে? ওয়ে সব কহেতে কি ব্রহ্ম শক্তিসে, তুম্‌হারে কুছ তাকত নহীঁ, বল নহীঁ, কুল শক্তি সমুদায় বল ঈশ্বরকা হৈ। জীবকা শরীর আওর মন পরমাত্মাসে ভরা হুওয়া হৈ। সব চীজেঁ উস্‌সে ভরী হুঈ হৈঁ। পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত হাজির ওয় নাজির হৈ। দেখো সামনে আকাশমে অনন্ত হরি বর্ত্তমান হৈ। দহিনে বাঁয়ে সামনে পীছে সর্ব্ব স্থান মে পরমাত্মা মৌজুদ হৈ। ঘর ঘর ঘট ঘট মে হরি বিরাজমান্ হৈ। জীব জন্তু ছোটে বড়ে, পেড়, ফল ফুল, নদী সমুদ্র সূরজ, চন্দ্রমা, গ্রহ তারা অগ্নি বায়ু সব বস্তু মে হমারা হরি বাস করতা হৈ। আসমান মে চিড়িয়া দর্য়ামে মছলী উসকী মহিমা গাতে হৈঁ, কোঈ চীজ নাস্তিক নহী; সব আস্তিক হৈঁ সব কুছ ঈশ্বরগুণ কীর্ত্তন করতা হৈ। জিস্‌কী আঁখ হৈ দেখো জিসকে কাণ হৈ সুনো। ব্রহ্ম জ্ঞান ঐ সাক্ষী হোনা চাহিয়ে। পুস্তককা জ্ঞান জীবন্ত নহীঁ। প্রকৃতি মে ব্রহ্মজ্ঞান, আওর আত্মামে ব্রহ্ম ধারণ য়হী যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হৈ। ব্রহ্মজ্ঞান সবসে বড়া হৈ। বেদসেভী শ্রেষ্ঠ হৈ। উপনিষদ মে কহা হৈ "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ" অর্থাৎ ঋক্ যজু সাম আওর অথর্ব্ববেদ অপরা বিদ্যা হৈ, অর্থাৎ পরম বিদ্যা নহীঁ। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" পরম বিদ্যা ওহী হ্যায় জিসমে ওহ অক্ষর পুরুষ জানা জাতা হৈ।

কৈসা সুন্দর য়হ স্থান হৈ। সামনে বৃহৎ হ্রদ আওর দো কিনারে বড়ে বড়ে পহাড়, আস্মানকে তরফ সির উঠাকে স্তব্ধ আওর গম্ভীর হোকে ব্রহ্ম নাম গান করতে হৈঁ। দেখনেসে দিলমে বৈরাগ্য আওর পবিত্রতা আজাতা হৈ। অনুভব হোতা হৈ কি পহাড় হমকো হরিকী তর্ফ খীঁচতে হৈঁ। ধর্ম্ম সাধনকে লিয়ে পর্ব্বত অতি উৎকৃষ্ট স্থান হৈঁ। বড়ে আশ্চর্য্য কী বাত হৈ কি সব বড়ে বড়ে নবিয়োঁনে পহাড়োঁপর চড়কে ব্রহ্ম সাধন কিয়া। মহাত্মা ঈসা হমেশা ইবাদত আওর প্রার্থনাকে লিয়ে পহাড় মে জাতেথে আওর প্রভু পরমেশ্বরকে পাস দোওয়া মাগতেথে। তমাম শাগির্দোঁকো ছোড়কে নির্জ্জন হোকে ব্রহ্মোপাসনামে চিত্ত মগ্ন করতে থে। আওর দেখো মুসা য়িহুদিয়োঁকে সরদারনেভি পহাড়কে উপর জ্যোতি স্বরূপ ঈশ্বরকা দর্শন করকে উস্‌সে ধর্ম্মনীতি কী বিধি যানে কানুন লেকে প্রচার কিয়া। মহা-

পুরুষ মূসাকো ঈশ্বরনে পহাড়পর বুলায়কে উসমে ধর্ম্ম কা বাতেঁ কহীঁ। হিন্দুস্থানমেভী দেখো হমারে ভক্তিভাজন পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্য ঋষিলোগ সংসার ছোড়কে হিমালয় পহাড়কে উপর একান্ত হোকে যোগ সাধন করতে থে। হিন্দু ভাইয়ো বিচার করো কৈসী গম্ভীর ঋষি মূর্ত্তি কৈসা সুন্দর আশ্রম, কৈসা প্রশান্ত যোগ, এক ইস পহাড়াকে উপর এক উন্‌পহাড়কে উপর, যোগী ঋষি মুনি সব ব্রহ্ম ধ্যান মে মগ্ন হোকে বৈঠে হেঁ। হিমাচলকী মহিমা কোন. বর্ণন কর সক্তা হৈ। স্কন্দ পুরাণ মে লিখা হৈ কি হিমাচলকে দর্শন করনেসে পাপ মোচন হোতা হৈ। হিমাচল হিন্দুস্থানকা গোরব হৈ। ভূমণ্ডলমে সর্ব্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ আওর প্রসিদ্ধ যোগস্থান হৈ। য়হাঁ বৈঠনেসে দেহ শুদ্ধ হোতা হে আওর দিল পবিত্র হোতা হৈ। জো সাংসারিক আওর মলিন হো ওহ্‌ভী ইস পহাড় পর বৈঠে আওর আঁখ মূদকে থোড়ে দিন সাধন করে তো উস্কাভী মন দুনিয়াদারী ছোড়কে বৈরাগী আওর ব্রহ্মচারী হো জায়। কোঁকে য়হাঁসে কেবল আকাশ দর্শন হোতা হৈ, সংসার য়হাঁসে বড়ী দূর হৈ। পাপ মৈলা ধন মান কুবাসনা ষড়্‌রিপুরাজ্য বহূত নীচে হৈ। উচ্চ গিরি শিখর কৈসা নিস্তব্ধ আওব প্রশান্ত হৈ। য়হাঁ পাপ নহী মোহ নহী ব্রহ্মকা উজ্জ্বল সিংহাসন য়হাঁ নজদীক মালুম হোতা হৈ। মৈ সচ্চ কহতা হুঁ আগর পৃথ্বীমে যোগীকে লিয়ে স্বর্গধাম কহীঁ হো তো হিমালয় পহাড় পর হৈ। পুরাণ শাস্ত্র মে ভূরি ভূরি প্রমাণ হৈ কি জিন হিন্দুয়োঁনে বৈকুণ্ঠকা জগৎমে হোনা বতলয়া উন্‌হোঁনে হিমাচলকে হাঁ উপর বৈকুণ্ঠকো বতলায়া। ইসকা সবব ক্যা। য়হী হৈ কি জো উদাসীন আওর ফকীর হোকে আত্মাকা পরমাত্মামে পূর্ণ সমাধান করনা চাহতে হৈঁ, উনকে লিয়ে অয়সে পহাড় সর্ব্বোত্তম স্থান হৈ। চ্যর পাঁচ হাজার বর্ষ গুজর গয়ে, অবভী অনুভব হোতা হ্যায় কি জিতনে যোগী আওর ঋষি থে সব আজ ইস পহাড়কে উপর জীতে হৈঁ। বেদবেদান্ত কী জ্যোতি অবভী তমাম হিমালয়কো উজ্জ্বল করতা হ্যায়। খ্যাল করো কি হম সব অতি শুদ্ধ স্থানমে খড়ে হৈ। আওর হমারে পূর্ব্ব পুরুষ ব্রহ্মপরায়ণ সাধু যোগী সব হমারে সাথ মিলে হুবে হৈ। আওর উনকে মুহসে অগ্নিময় ব্রহ্মতত্ত্ব বাহর নেকলকে হৃদয়কো চঙ্গা করতা হৈ। বিশ্বাসসে দেখো যোগবামমে ইহলোক আওর পরলোক এক হো গয়ে; প্রাচীনকাল আওর বর্ত্তমানকাল এক হোগয়ে; যোগ আওর ভক্তি বেদ আওর পুরাণ জ্ঞানকাণ্ড আওর কর্ম্মকাণ্ড এক হো গয়ে। ধনী নির্দ্ধন পণ্ডিত মূর্খ বালক বৃদ্ধ সব ব্রহ্মমে এক হো গয়ে। যোগ হোনেসে সংসার আওর ধর্ম্মকা মিল হো জাতা হৈ। মহাদেবকে বর্ণনসে প্রতীতি হোতী হৈ, কি ওয়হ এক বড়ে যোগী আওর সিদ্ধ পুরুষথে। যোগকে বলসে উন্‌হোঁ সংসারকো ইতনা দবা দিয়া কি অপনে ক্রোড়মে পার্ব্বতীকো লেকে সন্তানকো অপনে পাস বৈঠাকে কৈলাস পর্ব্বতকে উপর যোগানন্দ ভোগ কিয়া, হরপার্ব্বতীমে বিচ্ছেদ নথা অর্থাৎ যোগ আওর সংসার মে বিরোধ ন থা, কিন্তু দোনোঁ সমাধি কী অবস্থামে মিল গয়ে থে। হর গোরীকী মূর্ত্তি তুমনে তো দেখী উসকা মতলবভী জানতে হো। য়ানে য়হ হ্যায় কি জো নর বাসনা ছোড়কে ব্রহ্ম যোগী হোতা হৈ ওয়হ সংসার ধর্ম্ম আওর যোগ ধর্ম্মকো মিলায় লেতা হৈ। ওয়হ পুরুষ ভাবসে স্ত্রী ভাবকো অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকে তেজসে ভক্তিকী কোমলতাকো আওর উদ্যমসে প্রেমকো মিলায় লেতা হৈ। মৈ য়হ চাহতা হূঁ কি হিন্দুস্তানী ভাই সব শিবকো তরহ যোগী হোকে সংসারকে ভিতর হর গৌরীকা মিলিত ভাব ধারণ করৈ। হমারে দেশমে অয়সা পহাড় হৈ হমকো চাহিয়ে কি য়হাঁ ব্রহ্মসাধন করকে অপনী পতিত জন্ম ভূমিকা পুনরুদ্ধার করৈ। দেখো হম সব য়হাঁ পহাড় পর খড়ে হৈঁ আওর চন্দ্রমা ধীরে ধীরে আসমান পর চমকনে লগা। চন্দ্রমা অপনে পিতাকা প্রেমানন্দ তূ হমে দিখা কৈসী মিঠী তেরী জ্যোস্না, কৈসা সুন্দর তেরা মুখ হমারে উপর অমৃত বর্ষণ করতা হৈ, আওর হুমারা দিল বড়া করতা হৈ। মৈ ঈশ্বরকা প্রেম তেরী সূরতমে খুব দেখতা হূঁ, মৈ জানতা হূঁ কি তোমারা পিতা আওর মেরী মাতা হৈঁ জো সত্য শিব সুন্দর হৈ উসনে তূনে হমারে সুখ শান্তিকে লিয়ে ভেজা হৈ, তূ স্বর্গকা দূত স্বরূপ, তূ হমসবোকা সংবাদ দেনেকে লিয়ে প্রেরিত কিয়া গয়া হৈ। তেরা সৃজন কর্ত্তা অমৃতসাগর হৈ তূভূ মণ্ডলমে সুধা ডালতা হৈ, আওর অমৃতাধারা হমারে সিরপর বর্ষণ করতা হৈ। হে প্যারে চন্দ্রমা. হমে প্রেমিক ভক্ত আওর শান্ত কর, তেরা হরি ভক্তবৎসল প্রেমদাতা হৈ। হমে তূ ভক্তিসুধাসে আজ অভিষিক্ত কর্। হিমালয় তূ ভী হমে মদদ দে। তেরে নিকট মৈ বিন্তী করতা হূঁ কি তূ হমে ব্রহ্ম ধ্যান আওর বিশ্বাস সিখলা। হমারা বিশ্বাস সংসারকে প্রলোভন আওর আপত্তিমে হরওয়খত হিলটা টলতা হৈ। অভী নূরকী নাই চমকতা হৈ, ফির পলভরমে মোহ আওর সংসাররূপী অন্ধকার আকে উসকো ঢক দেতা হৈ। ধ্যানমে কভী মগ্ন হোতা হৈ; লেকিন দুনিয়াকী চিন্তা আওর বাসনা ধ্যান ভঙ্গ কর দেতে হৈ। বিশ্বাস অটল হোনা চাহিয়ে। তূ অচল অটল হৈ, তূ হমে অচল হৃদয় কর। মৈ বহুত দূরসে আয়া হূঁ, তেরে পাঁওকে নীচে বৈঠকে মৈ তুঝে গুরু সমঝকর ভিক্ষা মাঙ্গতা হূঁ কি তূ হমে যোগ সিখলা। প্রাচীন আর্য্যজাতি জৈসে যোগী থে বর্ত্তমান হিন্দুবংশকী অয়সাহী যোগী কর। আজ ভাইয়ো হমারা চিত্ত কৈসা প্রসন্ন হোতা হৈ। চন্দ্রমা পহাড় হ্রদ নদী বৃক্ষলতা ফুল সব ব্রহ্ম নাম গান করো. জাগো ভাই অভী উঠো. কমর বান্ধো, আওর নব বিধানকা ঝণ্ডা লেকে পূর্ণ ব্রহ্মকা জয় ঘোষণা করো। সারে বিশ্বকা সাথ মিলকে আওর ধনী দুখী ব্রাহ্মণ শূদ্র সব একহৃদয়, প্রাণ হোকে বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরকা নাম কীর্ত্তন করো. অপনে পরিচয় আওর বান্ধবোঁকো সাথলেকে সব প্রেম ধাম অমৃতধামকী তর্ফ চলো।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তি!!

সাধকব্রত।

পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

সাধক ব্রতধারীদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

হে ব্রাহ্মগণ, সংসারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য তোমরা এই অতি উচ্চ সাধকব্রত গ্রহণ করিলে। মঙ্গলময় বিধাতা স্বয়ং তোমাদিগকে এই দীক্ষা মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন। তিনি তোমাদিগের অন্তরে বাগিবে বর্ত্তমান। তোমাদিগের এই ব্রত এক মাসের ব্রত নহে, এক বৎসরের ব্রত নহে, ইহা যাবজ্জীবনের ব্রত। ঈশ্বরের সাহায্যে যাবজ্জীবন তোমরা এই ব্রত পালন করিবে।

তাঁহার নিকটে তোমরা নিত্য ভক্তি প্রেম শুদ্ধতা অর্জ্জন করিয়া স্বর্গের জন্য, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইবে। তোমরা এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের উচ্চ ব্রত কায়মনোবাক্যে পালন করিবে। পৃথিবীর লোকেরা বলে সংসারে ধর্ম্ম সাধন করা যায় না, তোমরা আপনাদিগের জীবন ও চরিত্র দ্বারা সেই অপবিত্র মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করিবে। ঈশ্বর-বিহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকেরা বলে সংসার মরুভূমিতে স্বর্গের জীবনবৃক্ষ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হয় না। তাহারা বলে যাহারা বিবাহ করে, যাহারা সন্তানের পিতা মাতা হয় তাহারা ধ্যানশীল, যোগপরায়ণ যোগী ঋষি হইতে পারে না। আমার এই বিনীত ইচ্ছা এবং তোমাদিগের প্রতি একান্ত অনুরোধ যে তোমরা এই ব্রত সাধন দ্বারা এই বহুদিনের পচা দুর্গন্ধময় অসত্যের প্রতিবাদ কর। হে ব্রাহ্মগণ, যদিও তোমরা প্রচারকের উচ্চতম ব্রত গ্রহণ কর নাই, যদিও তোমরা "কল্য কি খাইব?" এই চিন্তা ছাড় নাই, তথাপি তোমরা সংসারে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদিগের শ্রেণীর অভাব রহিয়াছে। যাহা প্রচারকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে নাই তাহা তোমাদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। তোমরা সংসারে থাকিয়াও সংসারের অতীত স্থানে বাস করিবে। সংসার অন্যান্য লোককে যেমন ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতেছে, তোমাদিগকেও সেইরূপ ধর্ম্ম-বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু তোমরা অটল ভাবে "জয় জগদীশ, জয় জগদীশ" বলিতে বলিতে ভবকাণ্ডারী নামের পাল তুলিয়া দিয়া অনায়াসে ভবার্ণব পার হইয়া যাইবে। কেমন করিয়া গৃহস্থ হইয়াও অচলা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের অভয় চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া থাকা যায় তোমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। যখন তোমরা এই ব্রত সাধনে সিদ্ধ হইবে তখন সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর নিজমুখে জগতের লোককে বলিবেন;—"ইহারা সংসারী হইয়াও ব্রহ্মভক্ত বৈরাগী হইয়াছে। ইহারা নানাপ্রকার সংসারের কার্য্যব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মপূজা, এবং ব্রহ্মসেবা বিধি পরিত্যাগ করে নাই।" ইতিপূর্ব্বে এক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রত চলিতেছিল, প্রচারকেরা এক শ্রেণী, এখন তাঁহাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া তোমরা আর এক শ্রেণী দাঁড়াইলে। তোমরা দেখাইবে এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও পাপপূর্ণ সংসারের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা যায়, স্ত্রী পুত্রাদি এবং টাকা কড়ি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও ধ্যান যোগ সাধনকরা যায়। বিষয় কর্ম্ম করিলেই যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে হয় তাহা নহে, এবং আত্মীয় বন্ধুদিগের সঙ্গে থাকিলেই যে ঈশ্বরেতে অনুরাগ থাকে না তাহা সত্য নহে অথবা সুনিপুণ বিষয়ী হইলেই ধ্যান যোগ এবং উপাসনাবিহীন হইতে হইবে তাহা নহে। সংসারের মধ্যে কিরূপে ব্রহ্মরাজ্য স্থাপন করিতে হয়, তোমরা যতগুলি ব্রাহ্ম এই ব্রহ্মসাধক শ্রেণীভুক্ত, তোমাদিগকে তাহা দেখাইতে হইবে। তোমরা যদি এই উচ্চ সাধনে কৃতকার্য্য হও, শত শত লোক তোমাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। আজ হইতে তোমরা পৃথিবীর আশার বস্তু হইলে। যদিও আশা করা যায় না যে সকলে প্রচারক হইবেন; কিন্তু সকলেই সংসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে প্রস্তুত। সংসারে স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য এই বর্ত্তমান নব বিধান। অল্প কএক জন উদাসীন প্রচারক প্রস্তুত করা এই বিধানের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু জগতের সমুদয় লোককে তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ এবং স্বর্গীয় পরিবারভুক্ত করিবার জন্যই মঙ্গলময় ঈশ্বর এই নববিধান গঠন করিতেছেন। অতএব তোমরা ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইয়া এই উচ্চব্রত গ্রহণ এবং অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদিগের স্ত্রী পুত্রদিগকে বলিয়া দেও তাঁহারাও যেন তোমাদিগের সহায় হন। ঈশ্বর স্নেহময়ী জননী কৃপা করিয়া তোমাদিগকে এই নূতন বিধানের আশ্রয়ে রাখিয়া এই ব্রত পালন করিতে সামর্থ্য দিন!

সংবাদ।

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রাঁচিতে থাকা কালীন তথাকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে উপাসনাদি হয়। যদিও উক্ত মহাশয়গণের নিমিত্ত দুই দিন উপাসনা হইয়াছিল, তাহাতে অনেকগুলি হিন্দু পরিবারের সম্ভ্রান্ত স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা আমাদের প্রচারিত পুস্তক পত্রিকাদি অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। প্রবাসী হিন্দুস্থানীদিগের জন্য এক দিন হিন্দিতে বক্তৃতা সঙ্গীত হইয়াছিল। মানভূমে যে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয় তাহার সার স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। সভাস্থলে স্থানীয় ভদ্র এবং শিক্ষিত দল প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত ডেঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হয়। একদিন চৈতন্যের সন্ন্যাস বিষয়ে কথকতা হয়। শেষোক্ত স্থানে গত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবারে একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ইহাতে সহানুভূতি আছে। একটি নূতন গৃহ এবং পুস্তকালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব আছে। আমরা আশা করি মানভূম সমাজের নিয়মিত সভ্যগণ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত নিজ জীবনে ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া ঈশ্বর-মহিমা প্রচার করিবেন। আমাদের প্রচারকের প্রতি ইঁহারা যেরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল গর্ডন সাহেব এবং তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা আমাদের প্রচারক বন্ধুকে নিজ গৃহে এক দিন নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার গৃহে নানা বিষয়ে আলোচনা এবং হারমনিয়মের সহিত ব্রহ্ম সঙ্গীত হইয়াছিল।

ভাই দীননাথ মজুমদার রঙ্গপুর, ধুবড়ী, গৌহাটী, প্রভৃতি স্থান হইয়া তেজপুর পৌঁছিয়াছেন। ধুবড়ী এবং গৌহাটীতে তিনি দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অনেক উচ্চ পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনুরাগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ১২ সংখ্যা।	১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।॰ মফস্বল ঐ ৩।॰

প্রার্থনা।

হে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রাণের ভিতরে, তুমি আমার প্রাণের বাহিরে। যখন তোমাকে বাহিরে দেখি তখন তোমাকে অর্চ্চনা করি, বন্দনা করি, তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলি, আমার প্রাণের দুঃখ জানাই, কিন্তু যখন তুমি আমার প্রাণের প্রাণরূপে প্রকাশিত হও, তখন আমি তোমাতে নিমগ্ন হইয়া যাই, আমি আমাকে তোমার ভিতরে হারাইয়া ফেলি, নিঃস্তব্ধ জড়ের ন্যায় আমি তোমার মন্দির হইয়া থাকি। প্রভো! এ দুই অবস্থাই আমার প্রার্থনীয়। একটী লইয়া আর একটীকে আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। দেখিয়া আমি তোমাকে অনুরাগ সমর্পণ করিব, অনুরক্ত হইয়া প্রেমে একত্ব লাভ করিব। আমার নিকটে, হে পরমেশ্বর, তোমার করুণায় দ্বৈতাদ্বৈতের বিবাদ নাই। দ্বৈত ছাড়িয়া একমাত্র অদ্বৈত আশ্রয় করিয়া আমি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতে প্রবিষ্ট হইতে চাই না, আবার অদ্বৈত ছাড়িয়া দ্বৈতমাত্র গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার গর্ত্তে নিপতিত হইতে বাসনা করি না। আমার পক্ষে, নাথ, দুইই সমান হেয়, এবং দ্বৈতাদ্বৈতের মিলনে যে অপূর্ব্ব নব ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ পায়, তাহাই আমার একান্ত আশ্রয়-ণীয়। আমি বৌদ্ধ নহি, আমি পৌত্তলিক নহি, আমি ব্রাহ্ম, ব্রহ্মের দাস, ব্রহ্ম দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে পরিব্যাপ্ত ও অধিকৃত। আমি অবতার-বাদ মানি না, কিন্তু তুমি আমাতে নিয়ত অব-তীর্ণ। আমার সম্মুখের পশ্চাতের পার্শ্বের আকাশ তোমাতে পূর্ণ। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচি না। আমি তোমারই, হে নাথ, আমি চির দিন তোমারই। আমাকে তুমি অধিকার কর, আমি তোমাতে লুকাইত হই; আমার নিকটে তুমি প্রকাশিত হও, আমি তোমাকে পূজা করি, তোমার অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া জীবনকে সার্থক করি। আমি ভক্ত বা যোগী কোন নাম চাই না, আমার সমুদায় নাম বিলুপ্ত হইয়া তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বত্র নিনাদিত হউক। আমি বিস্মৃত হই, তোমার নাম ও মহিমা চিরস্মরণীয় হউক। তোমার আড়ালে আমি লুকাইয়া থাকি. তুমি অনাচ্ছাদিত হইয়া জনসমাজে চির বিরাজিত থাক। তোমারই রাজ্য, হে পরমেশ্বর, সর্ব্বত্র তোমারই রাজ্য। তোমারই যশ তোমারই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র এ দাসের মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হউক, এই তোমার নিকটে বিনীত প্রার্থনা।

সাধুসঙ্গ।

শ্রদ্ধানন্তর সাধুসঙ্গ এই প্রাচীন নিয়ম। ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিলেই যেখানে ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ করা যায়, শিক্ষা লাভ করা যায়, সেখানে গমন স্বাভাবিক। এই উপলক্ষে সাধুগণের সংসর্গ লাভ হয়, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু আমরা যাহাকে সাধুসঙ্গ বলি তাহা এই প্রাথমিক সমাগম নহে। প্রথম সমাগমে উপকার হয়, এবং উহা অনেক স্থলে একান্ত প্রয়োজন ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা সাধুসঙ্গ নহে। সাধু সহ সম্মিলন শারীরিক এবং অধ্যাত্মিক এই দুই রূপ সম্ভব। শারীরিক সম্মিলন সকলের পক্ষে সুগম; কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্মিলন স্বকর্ত্তৃত্বে সম্ভবপর নহে। শ্রদ্ধা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যখন মনুষ্য সাধুর নিকটে যায়, তখন গূঢ়ভাবে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহশক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে। তখন সে সেখানে গিয়া সাধুগণের সকল কথা সকল আচরণ বুঝিতে পারে না; কিন্তু এক শ্রদ্ধাবলে তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত বিরক্ত হয় না, বরং সে সময়ে তাহার আত্মা যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থতা অনুভব করে। এ ধারণাও সেই এক অনুগ্রহশক্তিবলে নিষ্পন্ন হয়, তাহা সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না কিন্তু নিশ্চয় সত্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মে সাধুসঙ্গ সামান্য ব্যাপার নহে। অপরে যখন তখন সাধুসঙ্গ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্ম তদ্রূপে সাধুসঙ্গ করিতে পারেন না। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাকে এরূপ স্বাধীনতা অর্পণ করে নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি সঙ্গে না থাকিলে কেহ যেন সাধুসঙ্গ করিতে সাহসিক না হয়। এরূপ করিলে ঈশ্বরের অবমাননা, সাধুর অবমাননা, দুইই হইবে। ঈশ্বরের অবমাননা, কেন না ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া সাধুকে উপদেষ্টা, আচার্য্য, পরিত্রাণ, বা পরিত্রাণের উপায় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধুর অবমাননা, কেন না সাধুর আত্মাতে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম না হইয়া তাঁহার অসার বহির্ভাগে সে ব্যক্তি সমাকৃষ্ট হইয়াছে। এই দুই প্রকারের অবমাননা দ্বারা বর্ত্তমানে ব্রাহ্মগণের ঘোর অনিষ্টপাত হয়।

অনেকে কোন সাধক বা সাধুর নাম শ্রবণ করিলে অন্তরে ঐশ্বরিক প্রেরণা অনুভব না করিয়া কুতূহল হইয়া বা তাঁহার জ্ঞানবৈরাগ্যাদিসম্পদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। ঈদৃশ ভাবে সাধুর নিকটে গমন আমরা অত্যন্ত দূষণীয় মনে করি। যদি অন্তরে প্রেরণা না থাকে সাধু সহকারে আধ্যাত্মিক সম্মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহার বহির্ভাগ খোসা মাত্র, অসার তুষের ন্যায় পরিত্যাজ্য। কেন না তাঁহার বাহ্য বেশ ভূষা ভাষা অবলম্বন করিলে আত্মার কিছুই হয় না কেবল আত্মবঞ্চনা হয়। বিশেষ এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সমুচিত, অপরের পক্ষে তাহা পরিহার্য্য। সকল মনুষ্য সকল বিষয়ের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, এবং সকলেরই সকল অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। অপরের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম, আমার পক্ষে তাহা ধর্ম্ম নাও হইতে পারে। এক জন সংসারত্যাগী উদাসীন হইয়াছেন বলিয়াই যে আমাকেও তাহাই হইতে হইবে, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। যখন সাধু সহবাসে সাধুর কোন্ অংশ আমার গ্রহণীয় কোন্ অংশ আমার অগ্রহণীয় জানিতে হইবে, তখন বুদ্ধি কি আমাকে তদ্বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিবে? কখনই নয়। বুদ্ধি দৃশ্য বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ে নিপুণ, অদৃশ্য চরিত্র যেখানে অনুসরণের বিষয় সেখানে উহার কোন সামর্থ্য নাই। এখানে ঈশ্বরালোকে প্রস্ফুটিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

ঈশ্বরকে ভিন্ন আমরা সাধুকে গ্রহণ করিতে পারি না, এ কথা শুনিয়া কেহ কেহ আপত্তি করেন, তবে কি ঈশ্বর হইতে সাধু বড়? অলোকসামান্য ব্যক্তিসকল মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, কেন না মনুষ্য এবং ঈশ্বর এ দুয়ের মধ্যভূমি তাঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন। এক দিকে

তাঁহারা ঈশ্বরের সমান নহেন, অপর দিকে তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যসকলেরও সমান নহেন। এ দুয়েরর মধ্যে তাঁহারা দণ্ডায়মান। সুতরাং ঈশ্বরসম্বন্ধে তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী হইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? এরূপ বলিয়া ঈশ্বরকে সাধুগণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র করা হয়, এবং পাকতঃ এই কথা বলা হয় যে ঈশ্বরসহবাস অপেক্ষা সাধুসহবাস

ঈশ্বর দূরস্থ, তিনি কাহারও সংবাদ লন না, প্রত্যেক মনুষ্যকে তিনি সন্তানবৎ লালন পালন, উন্নত ও পরিবর্দ্ধন করেন না, ইহা যাঁহাদিগের মত তাঁহারা ও কথা বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম, আমরা সকল কল্যাণ ও পুণ্যের বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব মানি। সুতরাং তাদৃশ কোন কার্য্যে ঈশ্বরকে প্রবৃত্ত মনে করা আমরা তাঁহার অবমাননা মনে করি না, বরং তাহাই আমাদিগের নিকটে তাঁহার পূর্ণতা। কোন ক্রিয়া তাঁহার অপেক্ষা না রাখিয়া হইতে পারে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। যদি সমান্য সামান্য কার্য্য সম্বন্ধে এ কথা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত না হই, তবে যে সকল বিষয়ের সঙ্গে মনুষ্যের অনন্তকালের যোগ তাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া নাই, একথা আমরা কি প্রকারে বলিব? এ কার্য্য ছোট ও কার্য্য বড় ইহা মনুষ্যের নীচতা হইতে সমুদ্ভূত। যিনি মহতো মহীয়ান্, কোন কল্যাণ ও পুণ্যের কার্য্য ক্ষুদ্র বলিয়া তাঁহার মহত্ত্ব হরণ করিতে পারে না। বরং মহৎ হইয়া ক্ষুদ্রতর কার্য্য সম্পাদনে তাঁহার মহত্ত্ব আরো বর্দ্ধিত হয়।

আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রতীত হইবে, সাধুর চরিত্র সহ একত্ব আমাদিগের মতে সাধুসঙ্গ। যেখানে তাহা যে পরিমাণে সাধিত হইয়াছে, জানিতে হইবে সেখানে সেই পরিমাণে সঙ্গ হইয়াছে। যদি পুনঃ পুনঃ সাধু সমাগমেও চরিত্রের একতা না জন্মে, তবে সাধুসহবাস না হইয়া অবমাননা হয়। পৃথিবীতে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অনেক সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে সাধু মহাত্মাগণকে নিঃক্ষেপ করা কখন ক্ষমার যোগ্য নহে। সুন্দর সুমিষ্ট বাক্য, মধুর ব্যবহার, বৈরাগ্যের আকর্ষণ, সাধুত্বের মনোহারিত্ব এ সকল দ্বারা চিত্তকে কেবল আমোদিত করা এবং সে সকলকে তুচ্ছ করা একই। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়া দুঃখিত হই, অনেকে ঈদৃশ ভাবে সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হন। ইহা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত নহে, ইহা তাঁহাদিগের নিয়ত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বন্ধু চাই, তাঁহার স্বভাব চাই।

আমি পৃথিবীতে একাকী বাস করিতে পারি না। আমার প্রকৃতি এক জন বন্ধু চায়। আমি যখন একা নির্জ্জনে বসিয়া থাকি তখন আমি কাহার সঙ্গে আলাপ করিব, আমি যখন বিপদে পড়ি তখন কাহার সহায়তা গ্রহণ করিব, আমার যখন সৎপরামর্শের প্রয়োজন তখন আমি কাহার নিকট মন খুলিয়া সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব? রোগ, শোক, বিপদ, সুখ, স্বচ্ছন্দতা, সকল সময়ে আমার বন্ধুর প্রয়োজন। তাঁহার অন্য কোন স্থানে থাকিলে চলিবে না, আমি যখন যেখানে থাকি, তখন সেখানে তাঁহাকে পাওয়া চাই। এমন বন্ধু কোথায় পাইব? ঈদৃশ বন্ধু বিনা আমার জীবন ভারবহ, আমি বন্ধুর অন্বেষণ করিতেছি। বন্ধুকে আমার প্রত্যক্ষ করিতেই হইবে; মন তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, হৃদয় তুমি বন্ধুর জন্য নিয়ত অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন কর, ইন্দ্রিয়বৃত্তি তোমরা প্রতিকূলাচরণ করিও না, অনুকূল হও, আমি বন্ধু লাভ করি। আমার বন্ধুকে আমার নিকটে পাইলে দেখিবে তোমাদেরও কত আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি হয়।

বন্ধু কোথায়? কোথায় গেলে আমি

আমার বন্ধুকে পাইব? এই আমার বন্ধু আমার নিকটে, আমি তাঁহার জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছি দেখিয়া তিনি হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমি নিকটে থাকিতে এত আর্ত্তি কেন? আমি তো তোমাকে ছাড়িয়া তিলার্দ্ধের জন্যও স্থানান্তরে যাই নাই, আমি যে সেই হইতে তোমার নিকটেই বসিয়া আছি। আমি কি কাহাকেও কখন ছাড়িয়া দূরে গিয়াছি? কেহ কি একথা বলিতে পারে? নিকটে থাকিতে যদি আমায় কেহ দেখিয়াও না দেখে, আমাকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা না করে আমি কি করিব? আমার বন্ধুত্বের কাজ আমি করিয়া যাইতেছি, লোকে অপমান করিল তো কি? সান্ত্বনা বক্ষের নিকটে, যদি তাহারা তাহাতে উপেক্ষা করে, সে ক্ষতি তাহাদিগেরই।"

হায়! আমি কি করিয়াছি! বন্ধু আমার নিকটে অথচ আমি তাঁহাকে সমাদর করি নাই; একটী কথা জিজ্ঞাসাও করি নাই! যদি মানুষ বন্ধু হইত, এত অনাদর এত অপমান সহ্য করিয়া কখন যেমন তেমনি থাকিত না। ইনি সেই হইতে আমার নিকটে, আমি কি না একবারও চক্ষু তুলিয়া মুখপানে তাকাই নাই। আমি বন্ধুর নিকটে একান্ত সাপরাধ হইয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, আমি জানি না। আজ হইতে যদি বন্ধুকে নয়নে নয়নে রাখিয়া দিতে পারি, তবেই পাপের একরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। আমার মন আমার হৃদয় আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ একান্ত পরাঙ্মুখ। যদি বন্ধু আমার সহায় হইয়া সে সকলকে আমার করতলস্থ করিয়া দেন, তবেই আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইতে পারে।

আমি যখন আহার করিব বন্ধু আমার নিকটে বসিয়া আদর করিয়া এটি খাও ওটি খাও বলিবেন, কখন কোন অপকারী দ্রব্য দেখিলে অমনি তাহা আহার করিতে নিষেধ করিবেন। ইহাতে আমার কত আহ্লাদ। আমি যখন বেড়াইতে যাইব, বন্ধু আমার পার্শ্বে থাকিবেন। কত আলাপ করিয়া পথের শ্রান্তি আমায় বুঝিতে দিবেন না। যখন উদ্যানে যাইব, এ ফুলটি তোল ও ফুলটি তোল বলিবেন, আমার কত আনন্দ। আমি যখন নির্জ্জনে একাকী বসিয়া থাকিব, আমার নিকটে থাকিয়া কত সদুপদেশ দিবেন। আমি আর কাহাকেও চিনি না, বন্ধুই আমার সব। আমি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে বন্ধুকেই অর্পণ করি, হৃদয়ের পূজা উপহার তাঁহারই চরণতলে লইয়া উপস্থিত করি, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করেন. আমার সুখের পারাবার নাই। আমার প্রার্থনা শুনিবার আর কেহ নাই আমার বন্ধু। আমি আমার প্রার্থনা তাঁহারই নিকট জানাই। আমি বন্ধুর দাস, বন্ধুর অনুগত ভৃত্য, বন্ধুই আমার সর্ব্বস্ব।

বন্ধুকে নিকটে দেখিলাম, নিকটে উপভোগ করিলাম, প্রাণ ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহাকে প্রাণের ভিতরে লইয়া না গেলে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। যখন তিনি এবং আমি দুজন থাকি, এক হইয়া না যাই, আমাকে আমার বন্ধুর মধ্যে হারাইয়া না ফেলি, তত ক্ষণ অনুরাগ, ভালবাসা, প্রেম নামমাত্র। আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বহৃদয় যদি আমার বন্ধু কর্তৃক অধিকৃত না হয়, আমার বলিবার যদি কিছু অবশেষ থাকে, তবে বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা লাভ হইল না। পূর্ব্বে তিনি বলিতেন আমি আহার করিতাম, এখন আমি আহার করি না. তিনি আহার করান। আমার তো আর হাত নাই, মুখ নাই, রসনা নাই, সমুদায় দেহ যন্ত্রের যন্ত্রী আমার বন্ধু হইয়াছেন, আমি আর কি করিব, কি দেখিব, কি শুনিব? আমার বন্ধু আমাকে আহার করাইলে আহার করি, দেখাইলে দেখি, শুনাইলে শুনি। আমি আর নাই, আমি বন্ধুময় হইয়া গিয়াছি। আমার বিনয়, শুদ্ধতা, ভক্তি, প্রেম, অনুরাগ, বল ও শক্তি

যাহা কিছু প্রসংশনীয় সকলই তাঁহার। লোক যখন আমাকে প্রশংসা করে গৃহীর প্রশংসা না করিয়া গৃহের প্রশংসা করে, শস্যের প্রশংসা না করিয়া খোশার প্রশংসা করে। আমি কে? আমি আর কেহ নই, আমি আমার বন্ধুর নামে পরিচিত। আমি ব্রাহ্ম কেন না আমি ব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত। আমার বন্ধু কস্তুরিকা সদৃশ, আমার শোণিতে উঁহার কণিকামাত্র নিপতিত হইয়া সমুদায় সদ্গন্ধে পূর্ণ করিয়াছে।

দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ আইস, উভয়কে এক স্থানে মিলিত করিয়া আমার বক্ষের ভিতরে রাখিয়া দেই। আমার বন্ধু চাই, আমার আবার তাঁহার স্বভাব চাই। বন্ধু আমার সম্মুখে, বন্ধু আমার ভিতরে। বন্ধুর সঙ্গে আমি বাস করি, আলাপ করি, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করি, আবার বন্ধু আমার অস্থি মাংস শোণিত দেহ মন প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আমাকে আমার নিকট বিলুপ্ত করিয়া আপনি বিরাজ করেন। এই ভাব না হইলে আমার তৃপ্তি হয় না, আমার চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয় না। আমি এত দিন তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া পূজা করিয়াছি, তাই আমার অস্থির ভিতরে মজ্জার ভিতরে যে পাপ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে. তাহারা সময়ে সময়ে তাহাদিগের দুর্গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া লোককে উদ্বিগ্ন করে, তাই ভক্তি ও নীতি এত দিন আমাতে মিলিত হয় নাই। আমি নাচি গাই হাসি বটে, কিন্তু আমার ভিতরের গুপ্ত পাপ, বুঝিয়াছি, এই জন্য যায় নাই। আমি ভক্ত হইয় আমার বন্ধুর গুণ গান করিব, তাঁহার সহবাসে থাকিব, তাঁহার অর্চ্চনা বন্দনা করিব। তখন আমি দ্বৈতবাদী। আবার আমার স্বভাব তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আমার চরিত্র প্রেম পুণ্যের শক্তি উদ্যমের আধার হইবে, তাঁহার গুণ আমার গুণ হইবে, 'আমি' 'আমার' বলিবার কিছু থাকিবে না, তখন আমি তাঁহাতে নিমগ্ন, তাঁহাতে আমি আমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাঁহার উজ্জ্বলতাতে আমার মুখের উজ্জ্বলতা হইয়াছে, আমার আর সে কদর্য্য মুখশ্রী নাই. আমার অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া সকলে অবাক্। এ সময়ে আমি অদ্বৈতবাদী। কেহ আমাকে প্রশংসা করিলে আমি ঘোর বিরক্ত, কেন না যে প্রশংসা শুনিয়া স্ফীত হইবে সে ঘরে নাই, কয়েক দিন হইল বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সকল প্রশংসা ঐশ্বর্য্য এবং মহত্ত্ব আমার বন্ধুর, আমি তাঁহাতে বিলীন হইয়াছি বলিয়াই লোকে আমার সে দগ্ধ মুখ এখন দেখে না। গাও সকলে মিলিয়া তাঁহারই যশ গাও, শুনিয়া আমার প্রাণ চির কৃতার্থ হউক।

স্বামী আত্মার স্ত্রী আত্মাকে সম্বোধন।

প্রিয়ে! আপনি আমার নিকটে এক বুদ্ধির অগম্য বস্তু। যখন আপনাকে বিবাহ করি তাহার পূর্ব্বে আপনি আমার নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আপনি আমার এক জন বন্ধু! আমি আপনাকে চিনিতাম না, আপনিও আমাকে চিনিতেন না। আপনার বাড়ী এক স্থানে ছিল, আমার বাড়ী আর এক স্থানে। এক্ষণে আমার বাড়ী তাহা আপনার বাড়ী, এবং আমার সমুদায় দ্রব্যাদি আপনার। আমাদের সন্তানেরা আপনাকে মা বলিয়া ডাকে, এবং আমাকে পিতা বলিয়া ডাকে। প্রিয়ে, আমরা ছিলাম দুই জন, এক্ষণে হয়েছি এক জন; অর্থাৎ একের ভিতরে দুই জন। ইহা আশ্চর্য্য এবং বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার! কে ইহার অর্থ করিবে? যে হৃদয় পরস্পর অপরিচিত বলিয়া অতিশয় বিচ্ছিন্ন ছিল তাহাদের মধ্যে এ প্রকার নিকট সম্পর্ক এবং যোগ কোন্ শক্তি সংস্থাপন করিল? সত্যই সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন তিনিই আমাদিগের মিলন করিয়াছেন। যদি বল কেন? তাহা আমি জানি না। যদি বল কিরূপে? তাহাও আমি জানি না। যাঁহাকে লোকে দয়াময় বলে তাঁহার কার্য্য সকল কে বুঝিতে পারে? তাহা অনুসন্ধানের অতীত। হে প্রিয় আত্মা! কেন এবং কিরূপে আমি আপনাকে বিবাহ করিয়াছিলাম তাহা আমি যথার্থই জানি না। আমার মনে হয় কে যেন আপনাকে ঈশ্বরের দয়ার পক্ষে আরোহণ করাইয়া হঠাৎ আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে। এ লোকটা কে আমি আমার মনকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম, ভিতর হইতে একটি শব্দ বলিয়া উঠিল, তোমার জীবনের কার্য্যে তোমাকে প্রফুল্ল রাখিবার

জন্য এবং তোমাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তোমার আনন্দ এবং দুঃখের সহভাগিনী হইবার জন্য ইনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত। ইঁহাকে গ্রহণ কর, ইঁহাকে প্রণাম কর, এবং ইঁহাকে তোমার আপনার করিয়া লও। আমি ইহা শুনিলাম, সেই মত কার্য্য করিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধি ব্যাপারটি বুঝিতে পারিল না, এবং অদ্যাপিও বুঝিতে পারে নাই। আপনার মুখপানে যখন আমি প্রথম দৃষ্টিপাত করিলাম তখন আমার ভিতরে বিচিত্র ভাবসকল উত্তেজিত হইয়া আমার হৃদয় আপনার দিকে আকৃষ্ট হইল। নিশ্চয়ই যিনি আপনাকে পাঠাইয়াছেন তিনি আপনাকে যে গুপ্ত চুম্বকমণি প্রদান করিয়াছেন আপনি তাহার দ্বারাই আমাকে টানিয়াছিলেন। নতুবা আমি কেন উক্ত প্রকার ভাব সকল অনুভব করিলাম। মনের এই ভাবকে লোকে প্রণয় বলে। প্রণয়, ইহা কি? আমি ইহা মনে মনে জানি, কিন্তু ইহা যে কি তাহা বলিতে পারি না। আমি আপনাকে ভালবাসি, অর্থাৎ আপনার প্রতি আমি একটি গভীর ভাব অন্তরে অন্তরে পোষণ করি। ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। প্রশস্ত ভূমণ্ডল মধ্যে আমি আপনাকে যে প্রকার ভালবাসি কেনই বা আমি আর কাহাকে সে প্রকার ভাল বাসি না। আপনার মত কি আর কেহ উৎকৃষ্ট নাই? আর কেহ কি এমন গুণসম্পন্ন নহে? তবে আপনি আমার হৃদয়ের অধীনতা এবং অনুরাগকে যত আকর্ষণ করেন কেন আর কেহ সেরূপ পারে না? বলিতে কি, আমার ভালবাসাকে বদ্ধ করিবার এবং হৃদয়কে টানিবার ভার আপনাকে দান করা হইয়াছে। নতুবা আপনি কখনই তাহা পারিতেন না। আপনার ঈশ্বরই আপনাকে আমার উপরে এই গূঢ় শক্তি এবং কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। স্বর্গের সুন্দর সন্তান, আপনার পিতা আমার হৃদয়রজ্জুতে আপনাকে দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিয়াছেন, সুতরাং স্বর্গীয় ভালবাসাতে আমি আপনার এবং আপনি আমার কি বলিলাম স্বর্গীয় ভালবাসা? হাঁ। পৃথিবী যাহা ইচ্ছা বলুক না, বিবাহসম্বন্ধীয় যথার্থ প্রণয় তাহা একটি পবিত্র ভাব। স্বামী এবং স্ত্রীর প্রণয় ইহা স্বর্গীয় আসক্তি। কে এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে? তাহারা পরম পবিত্র পুরুষকে অপমান করে যাহারা ইহাকে শারীরিক রিপু বলিয়া স্বীকার করে। হে প্রিয় আত্মা, ইহা কি হইতে পারে যে আমার মধ্যে যে পশুপ্রকৃতি আছে তাহা আপনাকে ভালবাসে? কখনই না। একটি অমর আত্মার আর একটির ভিতরে লয় ইহা কেবল স্বর্গের আসক্তিতে করিতে পারে। হে বন্ধু, আমাদের প্রণয়ের স্বর্গীয় ভাবসম্বন্ধে আপনি সাক্ষ্য দান করুন, সে বিষয়ে সঙ্কুচিত হইবেন না। এই নাস্তিকতার কাল, এই কুপথগামী বংশ, এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বাক্য শুনিতে চায়, আমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা এবং অস্পষ্টভাব রাখিব না। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আমি আপনাকে ভাল বাসিতাম না। ঈশ্বর যদি আমাকে আপনাকে ভালবাসিবার ক্ষমতা না দিতেন আমি আপনাকে ভালবাসিতে পারিতাম না। যখন আপনি প্রথমে আমার নিকটে আসিয়া বিবাহের পিঁড়িতে বসিলেন, তখন আমি আপনার গলায় মালা পরাইয়া দিই নাই, কিন্তু আপনার আত্মার গলায় সে মালা পরাইয়া দিয়াছিলাম। হে স্ত্রীলোক, আমি আপনাকে বিবাহ করি নাই, কিন্তু আপনার আত্মাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমি সুখের জন্য বিবাহ করি নাই, কিন্তু এই জন্য করিয়াছিলাম যে আপনি আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এবং আমার পরকালের পথে সহযাত্রী হইবেন বলিয়া স্বর্গ হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সংসারের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং প্রলোভনের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ ফকীর এবং বৈরাগী লইয়া একটী স্বর্গের বাড়ী, একটি প্রেমের পরিবার গঠন করিবার জন্য আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে গভীর এবং সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার প্রার্থনার প্রিয় সঙ্গিনীরূপে, আধ্যাত্মিক জগতে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে, স্বর্গের অদৃশ্য মণিমাণিক্যে বিভূষিত একটি আত্মা এই ভাবে আপনি আমার নিকটে দণ্ডায়মান। সেই জন্য আপনার স্বামী আপনাকে আধ্যাত্মিক প্রেমে ভালবাসিতে এবং আপনার সঙ্গে ধর্ম্মের সখ্য ভাবে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন আমরা নিত্য গৃহধর্ম্ম পালন করি, তখন আমরা ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সহকর্ম্মিরূপে অবস্থান করি। আমাদের ধর্ম্মের প্রেম বলিয়া কি ইহার কম অনুরাগ? প্রার্থনার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া কি ইহা কম উৎসাহজনক? না; সত্য সত্য এমন লোক আছেন যাঁহারা বৈরাগীর ভাবে ঈশ্বরকে পূজা করিবেন মনে করিয়া আপনাদের স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। আবার এ প্রকার লোকও আছে যাহারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট এবং সেবা করিবে বলিয়া ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। কিন্তু হে প্রিয় অর্দ্ধাঙ্গ, আমি এ সকল মতের প্রতিপোষণ করি না। এ প্রকার বাতুলতার সহিত আমার যোগ নাই। আমার মত উচ্চতর। যদি আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন তবে আর আমি আপনাকে ঘৃণা করিতে পারি না। আপনাকে ঘৃণা করা পাপ। আপনাকে মান্য করা, আপনাকে ভালবাসা, ইহা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের সমক্ষে আপনার সঙ্গে আমি প্রার্থনা করিব, ঈশ্বরের সমক্ষে আপনার সঙ্গে আমি বসিব। আপনি আপনার সুমধুর স্বরে তাঁহার নামে সংগীত করিবেন এবং আমার হৃদয়কে মোহিত করিয়া দিবেন।

আপনি সমুদায় সাংসারিক ভাবনা, অপবিত্র চিন্তা, রাগ দ্বেষ, সমস্ত মন্দ প্রবৃত্তি, লঘুতা, স্বর্ণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবেন, এবং বৈরাগীর ন্যায় দরিদ্রতা এবং বিনয়ের ব্রত গ্রহণ করিবেন। স্বর্গীয় প্রভুর আরাধনা সেবাতে, এবং জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য সকল পালনে আপনি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে যোগ দান করিবেন। এইরূপে ইহকাল এবং অনন্তকালের জন্য আমরা ঈশ্বরেতে এক আত্মারূপে সংযুক্ত হইয়া যাইব, এবং নিত্য পুণ্য শান্তি আমরা লাভ করিব। আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর অতীত বৈরাগীর প্রেমে এবং নিত্য আধ্যাত্মিক সখ্যভাবে পরিণত হউক। সংসার এবং শারীরিক ভাবাসক্ত স্বামী যে আপনার স্ত্রীকে ভাল বাসে তাহা নহে। বৈরাগীই কেবল প্রকৃত প্রণয় এবং জ্বলন্ত অনুরাগে ভাল বাসিতে পারে, কারণ তাঁহার ভালবাসা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে। এ প্রকার ভালবাসা আমাদের হউক! হে আত্মা, যেমন আমি লিখিতেছি, লিখিতে লিখিতে আপনার শরীর এবং সাংসারিক বিষয়সকল যেন সমস্ত অন্তর্ধান হইল, এবং একটী আধ্যাত্মিক স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। পরম মাতার ক্রোড়ে প্রার্থনা ও ঋষির ভাবে একটি আত্মা-স্বামী এবং একটী আত্মা-স্ত্রী বসিয়া আছে ইহা কি মনোহর স্বর্গীয় দৃশ্য! হে প্রিয়ে, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন। [মিরার হইতে]

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিধাতার বিধান কি না, এ সম্বন্ধে অনেকের মনে এই বলিয়া সন্দেহ হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন নিরীশ্বর তখন উহা বিধাতার বিধান কি প্রকারে হইবে? আপনাকে আপনি উড়াইয়া দিবার জন্য বিধাতা কি আপনি কোন বিধান করিতে পারেন? আমাদের মনে এ আশঙ্কা হইতে পরে, কিন্তু যিনি জানেন যে তিনি এত লঘু ও অপদার্থ নন যে অল্পকারণে উড়িয়া যাইতে পারেন, তিনি মহত্তর অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য রঙ্গভূমি হইতে আপনাকে ক্ষণকালের জন্য অন্তরিত রাখিতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম্ম মূলশূন্য নহে। যদিও বেদ বেদান্তের উপরে উহা কটাক্ষপাত করিয়াছে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই, বেদ বেদান্ত উহার অস্থির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ বুদ্ধকে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত করিয়া আছেন, স্রষ্টা ঈশ্বর মায়িক হইয়া উড়িয়া গিয়াছেন। এখানে বেদান্তবাদিগণ হইতে বুদ্ধ কিছু স্বতন্ত্র হন নাই।

"এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ
সম্যঙনিরাসে ন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটক-
স্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা॥" শঙ্করঃ।

মায়া ও মহদাদি কারণ; এবং অন্ন, প্রাণ, বিজ্ঞান ও আনন্দ কার্য্য, এ দুই ঈশ্বর এবং জীবের উপাধি। এ দুই উপাধি বিনষ্ট হইলে ঈশ্বরও থাকেন না, জীবও থাকে না। রাজার রাজ্য যোদ্ধার খেটক (ঢাল), এ দুই গেলে রাজাও থাকেন না, যোদ্ধাও থাকে না। সুতরাং স্রষ্টা ঈশ্বর বেদান্তবাদিগণ মানেন না, সাধারণ লোকে উহা মানিয়া থাকে। সাধারণ লোক শুদ্ধ মানে তাহা নহে, আত্মানুরূপ মানবীয় ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপ করে। এই আরোপে বিরক্ত হইয়া বেদান্তী ও বৌদ্ধ উভয়েই ঈশ্বরের বিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এক জন চিন্মাত্রে আর এক জন শূন্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে বৌদ্ধগণের জয়। কেন না চিন্মাত্র সৎপদার্থ থাকিলে তাহা হইতে কিছু না হইয়া যায় না, শূন্য হইলে সমুদায় আপদ নিবৃত্ত হইল। তবে এ সকল কোথা হইতে আসিল এ কথার উত্তরে বেদান্তীও যেমন ভ্রান্ত বৌদ্ধও তেমনি, জয় পরাজয় কাহারও নাই। কারণ দুইই মায়া ভ্রান্তি মিথ্যাকে জগতের কারণ মানিয়াছেন। যদি স্রষ্টৃত্বাদি না থাকিল, মায়ার আশ্রয়ভূমি অসঙ্গ উদাসীন ব্রহ্মও যেমন শূন্যও তেমনি।

পরিণয় ইন্দ্রিয়সংযমব্রত। যথেচ্ছাচারিত্ব পরিণয়ের শত্রু অথবা বহুবিবাহের পুষ্টিপোষক। প্রণয় পরিণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল, কেন না সংযতেন্দ্রিয়ত্ব স্বার্থের মূলশোষক। যেখানে স্বার্থ নাই, সেখানে প্রণয় নিয়ত উন্নতি উন্মুখ। কে বলে পরিণয়ের প্রণয় অবিশুদ্ধ? যে বলে তাহার পরিণয় হয় নাই। পত্নী চিররুগ্না, দুর্ভগা, কলহপ্রিয়া, অমিতাচারিণী হইলে সেখানে দ্বিতীয় পরিণয় অথবা স্বেচ্ছাচারিত্বের অবকাশ আছে। যাহাকে যথার্থ পরিণয় এবং পরিণয়সম্ভূত প্রণয় বলে সেখানে স্বার্থ, বহু বিবাহ, এবং স্বেচ্ছাচারের অবকাশ নাই, সুতরাং আত্মসুখবিরাগ বা বৈরাগ্য সেখানে পরিণয়ের শিরোভূষণ। বৈরাগ্য অনুরাগের সুদৃঢ় ভূমি, এ কথা শুনিতে অসঙ্গত কিন্তু বস্তুতঃ সত্য। বৈরাগী না হইলে কেহ পরিণয়ের বিশুদ্ধ ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে না। পরিণয়ের পক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রে উন্নতির তারতম্যানুসারে বৈরাগী এবং প্রণয়ী। এখানে পশুত্বের মৃত্যু হইয়াছে, অনুরাগ জীবন লাভ করিয়াছে। যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা সকলে কে কত দূর পরিণয় ব্রতে অগ্রসর হইয়াছেন বুঝিয়া লইবেন।

সত্য ঈশ্বর এবং বুদ্ধিকল্পিত ঈশ্বর এ দুই কখন এক নহে। বুদ্ধি ভাবের দাস, প্রবৃত্তির অধীন। যে যাহা চায়, বুদ্ধি তাহার নিকটে সেইরূপ ঈশ্বর গঠন করে। মনুষ্য প্রবৃত্তির দাস, ভাবের বশবর্ত্তী, সুতরাং তাহার

বিকৃত বুদ্ধি অনায়াসে তাহার নিকটে কল্পিত ঈশ্বর আনিয়া উপস্থিত করে। এই কল্পিত ঈশ্বর বাহিরের কোন পুতুল না হইতে পারে, কিন্তু পুতুল অপেক্ষা কিছুতেই উহা শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ অসত্যে দুইই সমান। কি প্রকারে আমরা সত্য ঈশ্বরকে ধারণ করিব? কি প্রকারে বুদ্ধির বিকার হইতে আত্মরক্ষা করিব? ঈশ্বর যেমন তেমনি ভাবে তাঁহাকে কি প্রকারে দেখিব? ঈশ্বরসম্বন্ধে কল্পনা আছে বলিয়া আমরা বৌদ্ধ হইতে পারি না। জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলে মানবীয় গুণের আরোপ হইবে এ ভয়ে আমরা জগৎকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। উপায় কি? যোগাবলম্বনে শান্তচিত্ত হওয়া। সমুদায় বিকার দূর হইলে হৃদয় মধ্যে যে সত্যস্বরূপ দৃষ্ট হন, তিনিই সত্য ঈশ্বর। তাঁহাকে ধরিলে আর কল্পনা আসিতে পারে না। ইনি শক্তি, প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের আধার সম্বন্ধ দেখিয়া বুঝিতে পারি। তিনি সত্য কি না আছেন; তিনি জ্ঞান প্রেম পুণ্য; প্রাকৃতিক বা মানবীয় বিকার তাঁহাতে কিছু নাই বা গূঢ়রূপে আরোপিত হয় নাই, ইহা যদি ঠিক অনুভব করিতে চাও, আসক্তির পথ ছাড়িয়া অনাসক্তির পথে চল, ব্রহ্মযোগে যোগী হও, সত্য ঈশ্বর তোমার নিকটে আত্ম প্রকাশ করিবেন।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

আলম্বনং হি সত্তানুভবে তৎ স্মরণং পুনঃ।
দর্শনপ্রথমাবস্থা সহায়স্তত্র তন্মহান্ ॥ ৩৩ ॥

স্মরণস্য প্রাধান্যং তৎস্বরূপঞ্চাহ আলম্বনমিতি। সত্তানুভবে তৎ স্মরণং আলম্বনং অবলম্বনং স্মরণমবলম্ব্যৈব তৎপ্রসূতেঃ। তৎ পুনঃ দর্শনপ্রথমাবস্থা দর্শনস্য প্রথমাবস্থা প্রারম্ভ ইতি যাবৎ। তত্র দর্শনে তৎ স্মরণং মহান্ সহায়ঃ।

একাকিত্বানভ্যুপায়ভাবপ্রস্ফুটনং ততঃ।
কর্ত্তব্যং সাধকৈর্নিত্যং সুষ্ঠু তাং দ্রষ্টুমুৎসুকৈঃ ॥৩৪॥

স্মরণাৎ সুন্দরসুগঠিতভাবস্যোদয়ো ভবতি, তত্র দ্বৈতানুভবস্তিষ্ঠতি স তু পশ্চাদ্বক্ষ্যতে স্পষ্টং। অদৃশ্যায়াঃ সত্তায়া অনুভবাৎ তদ্ধারণাভিলাষো জায়তে তচ্চরিতার্থতা তু স্বব্যতিরিক্তানাপরমপুরুষসত্তাস্বীকারাদেব সম্ভবতি অতস্তদ্ভাব প্রস্ফুটনস্যাবশ্যকর্ত্তব্যতামাহ একাকিত্বেতি। সুষ্ঠু তাং সত্তাং দ্রষ্টুং উৎসুকৈঃ সাধকৈঃ নিত্যং ততঃ একাকিত্বানভ্যুপায়ভাবপ্রস্ফুটনং একাকিত্বস্য অনঙ্গীকাররূপো যো ভাবস্তস্য প্রস্ফুটনং বিকাশনং কর্ত্তব্যং করণীয়ম্।

আন্তরিকেণ ভাবেন গ্রাহ্যা সত্তা বহির্যতঃ।
অতোঽত্র দ্বৈতভাবস্য প্রস্ফুটানুভবঃ কিল ॥ ৩৫ ॥

আত্মাতিরিক্তসত্তায়া গ্রহণাৎ ততো বহিঃ সা লক্ষ্যতে দ্বৈতত্বঞ্চোপস্থিতে অত আহ আন্তরিকেণেতি। যতঃ যস্মাৎ আন্তরিকেণ ভাবেন বহিঃ তদতিরিক্তেত্যর্থঃ সত্তা গ্রাহ্যা, অতঃ অত্র কিল দ্বৈতভাবস্য প্রস্ফুটানুভবঃ স্পষ্টোপলব্ধিঃ।

যদা তস্যাঃ কথঞ্চিৎ স্যাদুপলব্ধিস্তদৈব হি।
জাতাধিকারিতা তেষাং বক্তুং সত্যমিতি ধ্রুবম্ ॥৩৬॥

কথঞ্চিদুপলব্ধিং বিনা "সত্য" মিতি ভাষিতুং নাধিকার ইত্যাহ যদেতি। যদা তস্যাঃ সত্তায়াঃ কথঞ্চিৎ উপলব্ধিঃ সাক্ষাদনুভবঃ স্যাৎ তদা এব হি তেষাং সাধকানাং সত্যং ইতি ধ্রুবং নিশ্চিতং বক্তুং জাতাধিকারিতা।

সূত্রপাতস্ত্বিয়ং; দীপং গৃহীত্বা পশ্যতস্তমঃ।
দ্রষ্টুং কুতূহলং লোকে স্বভাবেন হি জায়তে ॥ ৩৭ ॥

কথঞ্চিদুপলব্ধিস্তু সূত্রপাতস্তস্যাঃ ক্রমোৎকর্ষসত্ত্বাৎ, সা দর্শনাকাঙ্ক্ষামুত্তরোত্তরমধিকাং করোতীত্যাহ সূত্রপাতইতি। ইয়ং উপলব্ধিঃ তু সূত্রপাতঃ আরম্ভমাত্রং। লোকে দীপং গৃহীত্বা করে ধৃত্বা তমঃ অন্ধকারং পশ্যতঃ জনস্য স্বভাবেন হি স্বভাবতএব দ্রষ্টুং কুতূহলং জায়তে। লোকদৃষ্টান্তমুখেন সাধনাবস্থায়াং সম্যগ্দর্শনাভাবসঞ্জাততমস্তিরোধানলালসা স্বাভাবিকীত্যাকাঙ্ক্ষাবৃদ্ধিং প্রক্ষিপতি।

বহিঃ সত্তাঞ্চোপলভ্য গাম্ভীর্য্যমন্তরেতি তৎ।
কর্ত্তুং স্থিরতরং বক্ষ্যমেকং তৎ স্মরণং বিদুঃ ॥ ৩৮ ॥

সত্তানুভবস্থিরত্বসম্পাদনমপি স্মরণেনৈব ভবতীত্যাহ বহিরিতি। বহিঃ সত্তাং চ উপলভ্য সাক্ষাদনুভূয় অন্তঃ হৃদয়ে গাম্ভীর্য্যং এতি আচ্ছগতি, তৎ স্থিরতরং কর্ত্তুং একং তৎ স্মরণং বক্ষ্যং বিদুঃ।

একো মদ্যতীতোঽস্ত্যত্র বহিরন্তরিতি ক্রমাৎ।
আবর্ত্তয়েৎ সাধনার্থং নির্গুণাং তাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

আত্মাতিরিক্তত্বেন সত্তাসাধনমুক্তং অধুনা তেন সমং আত্মব্যাপিত্বেন তদ্বক্তুমাহ এক ইতি। অত্র অন্তঃ বহিঃ মদ্যতীতঃ একঃ অস্তি ইতি সাধনার্থং ক্রমাৎ আবর্ত্তয়েৎ পুনঃপুনঃ আবৃত্তিং কুর্য্যাৎ, নির্গুণাং ভাবগুণবর্জ্জিতাং তাং সত্তাং বিচিন্তয়েৎ। আবর্ত্তনঞ্চ তত্তাবস্থিরতাপর্য্যন্তমিতি "চিন্তয়েদ্যাবতে" ত্যনেনায়াতি।

ন হি ক্ষুদ্রো ব্যাপ্তভাবং ক্ষমো ধারয়িতুং ক্বচিৎ।
সঙ্কীর্ণভাবতঃ পৌত্তলিকতেতি ন তং শ্রয়েৎ ॥ ৪০ ॥

সাধনায়ান্তু সৎ সর্ব্বব্যাপি তদ্ধারয়েৎ পুনঃ।
অল্পাকাশগতং স্মৃত্বা সর্ব্বাকাশ গতং তদা ॥ ৪১ ॥

ক্ষুদ্রঃ কথমনন্তমীশ্বরং ধারণাবিষয়ং কুর্য্যাৎ পৌত্তলিকতাঞ্চ জহ্যাৎ তদাহ নহীতি। ন হি ক্ষুদ্রঃ ব্যাপ্তভাবং ক্বচিৎ ধারয়িতুং ক্ষমঃ, সঙ্কীর্ণভাবঃ পৌত্তলিকতা ইতি ন তং সঙ্কীর্ণভাবং শ্রয়েৎ আশ্রয়ং কুর্য্যাৎ। কিং কুর্ব্বীতেত্যাহ।—সাধনায়াং তু তৎ পূর্ব্বমুক্তং সর্ব্বব্যাপি সৎ পুনঃ তদা ধারণাসময়ে সর্ব্বাকাশগতং স্মৃত্বা মনসি নিধায় অল্পাকাশগতং ধারয়েৎ ধারণাবিষয়ং কুর্য্যাৎ।

একত্র ধারণং স্ক্রেয়মন্যত্র স্মরণং কিল।
সত্তা জ্ঞানে হ্যনন্তাঽস্যা ধারণায়ামণুতা স্মৃতা॥ ৪২॥

পূর্ব্বোক্তমেব স্পষ্টমনুবদতি একত্রেতি। একত্র অল্পাকাশে ধারণং শ্রেয়ং, অন্যত্র সর্ব্বাকাশে কিল স্মরণং। জ্ঞানে সত্তা অনন্তা, ধারণায় অস্যাঃ অণুতা অল্পস্থানব্যাপিতা স্মৃতা। "বহিঃ সত্তাঙ্কোপলভো" ত্যাদিবাক্যেন অন্তর্ব্বর্ত্ত্যাকাশপ্রদেশে সাম্মুখ্যেন স্বতন্ত্রতয়া যথা তথা চন্দ্রপুষ্পাদৌ সত্তানুভবেঽপি ন দোষাবহং স্মরণেন চেদানন্ত্যং বর্ত্ততে। সম্মুখে পার্শ্বে ঊর্দ্ধমধোবা সর্ব্বত্র তেনৈব বিধিনা ধারণানুসরণমপি নাবমন্তব্যম্ যদি তৎ কস্যচিৎ সুখসাধ্যত্বায় কল্পতে।

ইতি শ্রীব্রহ্মগীতোপনিষৎসু যোগভক্তিসাধারণ-
ভূম্যনুশাসনে তত্বভয়াবলম্বনকথনং নাম
তৃতীয়ানুশাসনম্।

শিক্ষার্থিদ্বয়ের প্রতি তৃতীয় উপদেশ।

কুটীর।

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

সত্তানুভবে স্মরণ মাত্র অবলম্বন। এই স্মরণ ঈশ্বর দর্শনের প্রথমাবস্থা। এই স্মরণ হইতে সুন্দর সুগঠিত ভাবের উদয় হয়। ব্রহ্মদর্শনের জন্য স্মরণ প্রধান সহায়। স্মরণে দ্বৈত ভাব অনুভূত হয়। সত্তা প্রথম অদৃষ্ট ছিল, এখন অনুভব হইল। মনে ইচ্ছা হইল উহা ভাল করিয়া ধরিব। এখানে একাকিত্ব অস্বীকার ভাবটিকে প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। ভাব আন্তরিক সত্তা বাহিরে। যখন সত্য কথঞ্চিৎ অনুভব হইল, তখন "সত্যং" বলিতে অধিকার হইল। মনে রাখিও এইটি সূত্রপাত। অন্ধকার দেখিলে হাতে প্রদীপ লইয়া দেখিতে স্বভাবতঃ কৌতূহল হয়। বাহিরে যখন সত্তার ভাব প্রস্ফুটিত হয় অন্তরে গাম্ভীর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবকে স্থায়ী করিবার জন্য মনের প্রধান বৃত্তি স্মরণ পরম বন্ধু। "আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন" এই শব্দ ক্রমান্বয়ে সাধনার্থ আবৃত্তি করিতে হইবে এবং ভাবগুণবিবর্জ্জিত সত্তা ভাবিতে হইবে। তত বার উচ্চারণ করিবে যত বার ভাব ঠিক না হয়। সাধনের একটি সঙ্কেত এই, ক্ষুদ্র ব্যাপ্তভাব ধারণ করিতে পারে না, সঙ্কীর্ণ ভাবে আবার পৌত্তলিকতা হয়। সৎ সর্ব্বব্যাপী কিন্তু সাধনের অবস্থায় সাধক তাঁহাকে অল্পাকাশে ধারণ করিবেন। এই অল্পস্থানে আবদ্ধ রাখিলে পৌত্তলিকতা হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাকাশে স্মরণ, অল্পাকাশে ধারণ। অনন্ত সত্তা জ্ঞানে, ধারণ অল্পস্থানে।

হজরত মহম্মদের মক্কা অধিকার।

হজরত মহম্মদ দশ বৎসর মক্কা নগরে দুঃসহ অত্যাচার যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হয়েন। অনতি বিলম্বে মদিনার সহস্র সহস্র লোক "ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত" এই বচনে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকটে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিয়ৎকাল মদিনায় অবস্থানানন্তর হজরত মহম্মদ মক্কায় যাইয়া ওমরা নামক বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যোগী হন। ইব্রাহিমের সময় হইতে মক্কা প্রধান তীর্থ স্থান। তথায় ইব্রাহিমের পদচিহ্ন ও কাবা নামক মন্দির ছিল, তাহা দর্শন করিবার জন্য তখনও প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রিকের সমাগম হইত। মহম্মদ কাবায় কিয়দ্দিন বাস করিয়া ওমরা করিবার মানসে ওমর, আবুবেকর ও ওস্‌মান এবং আলি এই চারি জন প্রধান প্রচারবন্ধু ও অপর অনেক শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মদিনা হইতে যাত্রা করেন। মক্কাবাসী দুর্দ্দান্ত পৌত্তলিক কোরেশগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে মহম্মদকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। হজরত মহম্মদ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে নিরাপদে বন্ধুবর্গ সহ কাবাতে যাইয়া ওমরা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ আহ্লাদিত হন এবং বিশ্বাস করেন যে বর্ত্তমান বর্ষেই মক্কা অধিকার হইবে। হজরত মহম্মদ মদিনার খলিফার পদে আম্ মকতুমের পুত্র আবদুল্লাকে নিযুক্ত করিয়া মক্কায় যাত্রা করেন। ১৪০০ চৌদ্দশ লোক তাঁহার সঙ্গে ছিল। ওস্‌ফান নামক স্থানে উপনীত হইলে সুফিয়ানের পুত্র বসির তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করে যে কোরেশগণ আপনার যাত্রার সংবাদ অবগত হইয়াছে। তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। হজরত মহম্মদ এক জন পথপ্রদর্শক সঙ্গে করিয়া দুর্গম পথ দিয়া হদিবিয়া নামক স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। কোরেশগণ তত্ত্ব পাইয়া খজায়া বংশোদ্ভূত ওকার পুত্র বদিলকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিল। পূর্ব্ব হইতেই খজায়া বংশীয় লোকেরা হজরত মহম্মদের আন্তরিক বন্ধু ও গোপনীয় অন্তরঙ্গ। বদিল বলিল, আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কোরেশদিগের দল বদ্ধ হওয়া। মহম্মদ বলিলেন যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি ওমরার জন্য আগমন করিয়াছি। কোরেশদিগের উচিত যে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সন্ধি করিয়া আমাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দেয়। যদি একথা গ্রাহ্য না করে তাহা হইলে যত দিন আমার জীবন আছে তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে আমি ক্ষান্ত থাকিব না। ঈশ্বর তাঁহার ধর্ম্মার্থ আমাকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। বদিল কোরেশ দলের সভায় যাইয়া বলিল, বন্ধুগণ আমি মহম্মদের নিকট হইতে আসিয়াছি, উৎকৃষ্ট সংবাদ আনয়ন করিয়াছি, যদি সন্ধি হয় তবে ব্যক্ত করিব। দুর্ব্বৃত্ত মূর্খ লোকেরা ও

বলিল যে আমরা কোন কথা শুনিতে বাধ্য নহি। কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোকেরা মনোযোগপূর্ব্বক বদিলের কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু বদিল খজায়া বংশোদ্ভব এবং সে হজরত মহম্মদের সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ বলিয়া তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল না। পরে মস্ উদের পুত্র গরওয়া কোরেশ-দিগের সম্মতিক্রমে হজরত মহম্মদের নিকটে উপনীত হইল। তিনি বদিলকে যাহা বলিয়াছিলেন ঘরওয়াকেও তাহা বলিলেন। ঘরওয়া পরামর্শসূত্রে বলিল, হে মহম্মদ, যদি তুমি স্বজাতিকে ধ্বংস ও নির্ম্মূল কর, অত্যন্ত অখ্যাতি থাকিবে। পুরা কালে এরূপ কেহই করে নাই। তোমার অন্তরের কি উদ্দেশ্য তাহা ব্যক্ত করিয়া বল। তুমি যে এই কয়েক জন নিষ্কর্ম্মা বিলাসী দুশ্চরিত্র লোক সংগ্রহ করিয়াছ, আমার মনে হয় ইহারা কার্য্যকালে তোমাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।' এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আবুবেকর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন তুমি যাইয়া লাত ও গরি মূর্ত্তির* * চুম্বন কর, জানিও যে পর্য্যন্ত আমাদের নিঃশ্বাস আছে, আমরা হজরত মহম্মদকে পরিত্যাগ করিব না। ঘরওয়া বলিল, তুমি আমার প্রতি পূর্ব্বে অনেক সদ্ব্যবহার করিয়াছ তজ্জন্যই ক্ষান্ত রহিলাম নচেৎ তোমার এই কথার উত্তর দান করিতাম। ঘরওয়া হজরত মহম্মদের প্রতি তাঁহার প্রচারবন্ধুদিগের কথোপকথন কালে ভক্তি ও সম্মানের ভাব লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। মক্কায় প্রত্যাগমন করিয়া কোরেশদিগকে বলিল যে আমি নরপাল কস্‌রা ও করসরের সভাতে উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু মহম্মদের ধর্ম্মবন্ধু ও প্রচারবন্ধুগণ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান ও সমাদর করে এ প্রকার আমি কখন দর্শন করি নাই। আমি দেখিয়াছি মহম্মদ যখন কথা বলে, তাহারা বিনীত ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া তাহা শ্রবণ করে, যেন তাহারা আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যায়, নমাজের সময় উপস্থিত হইলে সকলে অঙ্গশুদ্ধি (অজু) করিবার জন্য এমত ব্যগ্র হয় যে অত্যন্ত হুড়াহুড়ি বাদিয়া উঠে। মহম্মদের সঙ্গে কখন যুদ্ধ না করা আমি উচিত মনে করিতেছি, তাঁহার বন্ধুগণ প্রত্যেকে সংগ্রামে মৃত্যুকে আপনার সৌভাগ্য মনে করে। এ দিকে হজরত মহম্মদ ওস্‌মানকে কোরেশদিগের নিকটে পাঠাইয়া ওম্‌রা করিবার অধিকার দিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। যখন হজরত ওসমান একথা যাইয়া বলিলেন, কোরেশেরা বলিল আমরা কখন মহম্মদকে এখানে আসিয়া ওমরা করিতে দিব না। যদি তোমার ইচ্ছা হয় "তওয়াফ" (কাবা প্রদক্ষিণ) কর। ওস্‌মান বলিলেন যে আমি কখন প্রেরিত মহাপুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী "তওয়াফ" করিব না। তাহাতে কোরেশগণ ক্রুদ্ধ হইল ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। কোরেশেরা ওস্‌মানকে হত্যা করিয়াছে হজরত মহম্মদ এরূপ সংবাদ পাইলেন। এই সংবাদে তিনি মহা শোকাকুল হইলেন। একটি বৃক্ষতলে বসিয়া বন্ধুবর্গকে একত্র করিলেন, সকলেই তাঁহার নিকটে দৃঢ়তার সহিত সঙ্কল্প করিলেন যে হয় কোরেশদিগকে বধ করিব নয় প্রাণ দিব। সমুদায় বন্ধুই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। কথিত আছে সেই বীরপুরুষদিগের প্রেম নিষ্ঠার অনুরোধে তখন কোরাণের এই বচন আরও কয়েকটী বচনের প্রত্যাদেশ হজরত মহম্মদ প্রাপ্ত হন। যথা "যাহারা তরুতলে তোমার নিকটে নূতন সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইল, ঈশ্বর সেই সকল বিশ্বাসীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন, তিনি তাহাদিগের হস্তধারণ করিলেন।" কোরেশেরা এই নূতন সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া ওমরের পুত্র সহিলকে হজরত মহম্মদের নিকটে প্রেরণ করে। কথোপকথন ও তর্ক বিতর্কের পর সন্ধিপত্র লেখা স্থির হইল। হজরত মহম্মদ আলিকে আদেশ করিলেন লিখ "বিস্‌মাল্লা আর্‌রহমান আর্‌রহিম।" (ঈশ্বরের নামে যিনি অনুগ্রহকারী ও কৃপালু)। সহিল বলিল আমরা রহমান্‌কে জানি না এবং ঈশ্বরকে আমরা এই নামে সম্বোধন করি না। আমাদের রীতি অনুসারে লিখ, "বি এস্‌মকা আল্লা হোম্মা" (তোমার নামে হে ঈশ্বর) প্রচারবন্ধুগণ তাহা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। কিন্তু হজরত মহম্মদ তদ্রূপ লিখিতে আদেশ করিলেন। পরে লিখিত হইল "মহম্মদ রসুলাল্লা" (মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত)। সহিল বলিল যদি তোমার প্রেরিতত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকিত তবে আমরা তোমার সঙ্গে বিরোধ করিব কেন? "মহম্মদ এব্‌ন আবদুল্লা" (আবদুল্লার পুত্র মহম্মদ) লিখ। মহম্মদ বলিলেন, আমি মহম্মদ রসুলাল্লা এবং মহম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লা উভয়ই বটি। আলি, তুমি রসুল (প্রেরিত) শব্দ ছিলিয়া ফেল। তখন আলি শপথ করিয়া বলিলেন প্রেরিতত্ব প্রকাশক এই গুণবাচক শব্দ আমি কাটিব না। ইহা শ্রবণে হজরত মহম্মদ স্বহস্তে পত্রিকা গ্রহণ করিলেন এবং "রসুলাল্লা" কাটিয়া "ইব্‌ন আবদুল্লা" লিখিলেন। উক্ত সন্ধিপত্রের মর্ম্ম এই ছিল যে, হজরত মহম্মদ মুসলমান সৈন্যদল সহ বর্ত্তমান বর্ষে মদিনায় ফিরিয়া যাইবেন। আগামী বর্ষে মক্কায় আসিয়া ওমরা করিবেন। করবাল কটীদেশে ধারণ করিতে অধিকার রহিল। তিন দিবসের অধিক মক্কায় বাস করিতে পারিবেন না, দশ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধে অধিকার থাকিল না। কোরেশগণ সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবে। প্রেরিত পুরুষের পক্ষের যে কোন লোক কোরেশদিগের নিকটে আসিবে, কোরেশগণ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবে, এবং কোরেশ দলের পক্ষের যে ব্যক্তি মহম্মদীয় দলের নিকটে উপস্থিত হইবে মহম্মদ তাহাকে কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন সন্ধিপত্রের এই শেষোক্ত নিয়মে প্রচারবন্ধুদিগের অ-

ভাস্ত অমত হইল। তাঁহারা সকলে দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে আমরা কোন্ প্রাণে বন্ধুদিগকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিব এবং এই অপমানে কেমন করিয়া স্বীকৃত হইব। সন্ধিপত্র লিখিত হইলে, হজরত মহম্মদ স্বীয় অনুগামী বন্ধুদিগকে ব্রত বিধির নিয়মানুসারে বলিলেন তোমরা উষ্ট্র বলিদান ও মস্তক মুণ্ডন কর। এই সন্ধিতে প্রচার বন্ধুদিগের মন অত্যন্ত অসুখী ছিল, কেহই বলিদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। মহম্মদ তিনবার বলিলেন, কিন্তু কেহই মনের আক্রোশ বশতঃ গাত্রোত্থান করিলেন না। হজরত মহম্মদ ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, স্বীয় প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী আয়াসাকে অবস্থা জানাইলেন। আয়াসা বলিলেন দেব! আপনি জানেন সন্ধি পত্রের শেষ নিয়মে প্রচারবন্ধুগণ মনে বড় কষ্ট পাইয়াছেন। এইক্ষণ কর্ত্তব্য এই যে আপনি আর কাহাকে কিছু না বলেন, নিজে বলিদান ও মস্তকমুণ্ডনাদি করুন, আপনাকে তাহা করিতে দেখিলেই আপনার ধর্ম্মবন্ধুগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, আর কিছুই বলিতে হইবে না। হজরত মহম্মদ আয়াসার মন্ত্রণানুসারে অগ্রে নিজে বলিদান করিলেন এবং নাপিত আনাইয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেন। ইহা দেখিয়া আলি আবুবেকর প্রভৃতিও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়ের উপদেশের সারাংশ।

মনুষ্যের জীবন কিসের দ্বারা পরিচালিত হয়? বুদ্ধি দ্বারা কি আমাদিগের জীবন পরিচালিত হয়? বুদ্ধি কি আমাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য সকল নির্দ্ধারণ করে? শাস্ত্রকারেরা বলেন, হৃদয় হইতে জীবনের কার্য্য কলাপ নিঃসৃত হয়। যদি বুদ্ধি জীবনকে পরিচালিত করিত, তবে বড় বড় পণ্ডিতদিগেরও চরিত্র কেন দূষিত দেখিতে পাই? আমরা জ্ঞানে অনেক বিষয় জানি; কিন্তু কেবল বুদ্ধিবলে সে সকল কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। এক জন জলে ডুবিয়া মরিতেছে। কে তাহাকে রক্ষা করে? বুদ্ধিমান্ নহে; কিন্তু যাহার দয়া আছে, যে হৃদয়ের ভাব দ্বারা উত্তেজিত হয়। অতএব আপাততঃ দেখিতে গেলে মনে হয় ভাবই আমাদের জীবনের কার্য্যের মূল। এই জন্য সাধুরা বলেন;—"হৃদয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা কর, কারণ ইহা হইতে জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হয়।" যদি হৃদয় কলুষিত হয়, জীবনে পাপ কুক্রিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যদিও হৃদয় জীবনপ্রবাহের মূল; তথাপি উহা অতি তরল এবং চঞ্চল পদার্থ। এই জন্য প্রকৃত জ্ঞানীরা হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বাস্তবিক যাহাদিগের চিত্ত ভাবপ্রধান, যাহারা ভাব দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদিগের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। যাহারা ভাবসমুদয়কে যথেচ্ছরূপে পরিচালিত হইতে দেয় তাহাদিগের জীবন অতি সহজে কলুষিত হয়। অতএব ভাবসমুদায়ের উপর এক জন নিয়ন্তা থাকা আবশ্যক। সুদৃঢ় বিশ্বাস ভাবনিচয়কে নিয়মিত করে। অতএব ঈশ্বরেতে প্রকৃত বিশ্বাসই ভাবের নিয়ামক। ঈশ্বরেতে যাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং নির্ভর নাই সে যে কখন কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। বিশ্বাসের মধ্যে ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা বাস করে; আবার বিশ্বাস সর্ব্বদা আশাকে উদ্দীপন করে। যখন পাপী নিরাশ হইয়া ক্রন্দন করে, তখন বিশ্বাস বলে, "পাপী, তোমার অমুক পাপ যাইবে না বলিয়া তুমি রোদন করিতেছ, কিন্তু আমি আশা দিতেছি তোমার ঐ পাপ নির্জ্জিত হইবে।" অতএব সকলে বিশ্বাসকে জীবনের নিয়ন্তা কর। বিশ্বাসীর পথ ভয়ানক পাপাসুরসঙ্কুল হইলেও বিশ্বাসী কখনও নিরাশ হন না। ধার্ম্মিকের পথে সংসার অনেক প্রতিবন্ধক আনে; কিন্তু যাঁহারা চতুর ধার্ম্মিক তাঁহারা সংসারকে জয় করেন। বিশ্বাসী প্রবঞ্চিত হন না; কিন্তু ভাবপ্রধান ব্যক্তিরা অনেক সময়ে প্রবঞ্চিত হয়। এই জন্য ভাবের অশ্রুতে বিশ্বাস নাই। অচতুর ব্যক্তি আপনার ভাব দেখিয়া আপনাকে ধন্যবাদ করে, ভাবে আসক্ত হয়; তাহার বিশ্বাস ভূমি সুদৃঢ় হইয়াছে কি না তাহা সে দেখে না। এইরূপ চঞ্চল বিশ্বাসীদিগের অনেক বিপদ ঘটে। কালে ভাবের নদী শুষ্ক হয়; এবং ভিতরের দুর্গন্ধযুক্ত অস্থি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভে যখন অনুরাগ প্রবাহ প্রবাহিত হয় তখন বিশ্বাসের দিকে তেমন উজ্জ্বল দৃষ্টি থাকে না। এই দোষে অনেকেরই পতন হইয়াছে। ভাবকে স্থায়ী করিবার জন্য সুদৃঢ় বিশ্বাস আবশ্যক। এই জন্য যাঁহারা ভক্তিমান্ হইবেন তাঁহাদিগকে সাবধান হইয়া বিশ্বাস ভূমির উপরে দাঁড়াইতে হইবে। সুদৃঢ় ভিত্তি ভিন্ন গৃহ স্থির থাকে না। ঈশ্বরের মুক্তিদায়িনী কৃপার উপরে বিশ্বাস এবং নির্ভর থাকিলে সকল পাপ নির্জ্জিত হইবে, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও আশাতে সমুদায় জীবন অচল ও অটল হইবে।

সংবাদ।

ভাই অমৃতলাল বসু দাক্ষিণাত্য অভিমুখে গমন করিতেছেন। পথিমধ্যে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রোসড়ায় সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া সাধারণের উপযুক্ত হিন্দী ও বাঙ্গলাতে ভক্তিযোগ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। নগর সঙ্কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে আশাসোটা দেশী ইংরাজী বাদ্য পর্য্যন্ত ছিল। পূর্ব্বাঞ্চলের মহাজনেরা ইহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। রোসড়ায় ৫।৬ মাস প্রতি রবিবার সামাজিক উপাসনা হইতেছে। ডাক্তর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু উপাসনার কার্য্য করেন। ৩২ আষাঢ় রবিবার অপরাহ্নে সমস্তিপুরে হিন্দী ও বাঙ্গলাতে প্রান্তরগত বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। তাহাতে "হৃদিস্থিত ঈশ্বরই সর্ব্বময়" অর্থাৎ তাঁহাকে বাহির হইতে আনিয়া দেখিতে হয় না, তিনি আমাদিগের আত্মার সূক্ষ্ম বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বময় হইয়া আছেন এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। তত্রত্য হিন্দুস্থানিগণ ঈদৃশ বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে হয় এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নগর সঙ্কীর্ত্তন রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। রোসড়া সমস্তিপুর মজফ্ফরপুর দিয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে এক জন বন্ধুর অনুরোধে তিনি বাঁকিপুর গমন করেন। তথায় রবিবার সামাজিক উপাসনা এবং "জড়বাদ কর্ত্তৃক চৈতন্যচন্দ্রের গ্রাস এবং তাহার শক্তি সম্বন্ধে" বক্তৃতা হয়। ইহাতে জড়বাদখণ্ডন হইয়াছিল। প্রাতঃকালের উপাসনায় কলেজের যুবকেরা যোগ দিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় "স্বনাম বিনাম মনুষ্য।" রাত্রে সহর পাট-

নায় গঙ্গাতীরে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতার বিষয় "বিশ্বাস ভক্তি হরিধনলাভের উপায়।" মজফ ফরপুরের বন্ধুগণ দাক্ষিণাত্যে গমনের সাহায্য করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই সকল স্থানে যাইবার পূর্ব্বে আকনা, বর্দ্ধমান, গুসকরা, ভেদিয়া, রায়পুর, রাজমহল, তিন পাহাড় সাহেবগঞ্জে গমন করেন। বর্দ্ধমানে শুক্রবার সমাজে উপাসনা, শনিবার প্রচার যাত্রার ফলস্বরূপ যে দুইটি সঙ্কীর্ত্তনের দল হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনা। রবিবার প্রাতে বন্ধুগৃহে পারিবারিক উপাসনা, অপরাহ্ণে নগর সঙ্কীর্ত্তন এবং প্রকাশ্যস্থলে বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় প্রায় দুই সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন। সোমবার গুসকরায় নগর সঙ্কীর্ত্তন, প্রকাশ্য বক্তৃতা, কোন ভদ্র গৃহে স্ত্রীলোকদিগের জন্য উপাসনা ও সঙ্গীত। মঙ্গলবার ভেদিয়া গ্রামে এক জন ভদ্র গৃহে বক্তৃতা প্রার্থনা ও সঙ্গীত। বুধবার রায়পুর গ্রামে বৈষ্ণব জমিদার গৃহে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন। তথায় বৈষ্ণবগণ প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন পশ্চাৎ সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছেন। রাজমহলে শনিবার ডাক্তর অভয়াচরণ সেনের বাটীতে বক্তৃতা প্রার্থনা সঙ্গীত। কয়েক জন বৃদ্ধ এখানে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। তিন পাহাড়ে ষ্টেশন মাষ্টারের আগ্রহে উপাসনাদি হয়। সাহেবগঞ্জে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে রাত্রে বক্তৃতা প্রার্থনা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। যখন যে প্রচারক সে প্রদেশে যান তথায় কয়েক দিন অবস্থিতি করেন এই তাঁহাদের ইচ্ছা।

ভাই অঘোরনাথ গুপ্তের কোন বন্ধুর নিকটে লিখিত পত্র হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি আগামী সপ্তাহে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে চেষ্টা করি। আজ ময়ূরভঞ্জে যাইতেছি এক স্বাধীন রাজার দেশ। এখানে এক প্রকার কার্য্য করা হইল। এবারকার কার্য্যে শরীর সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়ে সিংহের মত মত্ততায় প্রচার অধিক দিন চলে না। এখানে যে এবার আন্দোলন হইয়াছে এমন আর কখন হয় নাই। এক দিন গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বক্তৃতা হয়। দুই দিন নগরকীর্ত্তন ও বাজারে বক্তৃতা হয়। প্রথম দিনে ৫০০ শত ও শেষ দিনে হাজার লোক উপস্থিত হয়। নগর কীর্ত্তন নিজে মূল গায়েন হইতে হয়, আর সমস্ত সময় গাইতে হয়। গানেতে ও কীর্ত্তনে ও বক্তৃতায় ৩।৪ ঘণ্টা সমানে চীৎকার করিতে হয়। এক দিন ভাগবত ব্যাখ্যা হয়, অনেক লোক তাহা শুনিতে আসেন। একদিন নদীতে নৌকার উপর সঙ্কীর্ত্তন হয়, নদীর ধারে লোক দাঁড়াইয়া শুনতে লাগিল। পরে পরপারে এক পল্লীতে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাওয়া যায়। তথায় এক শিবের মন্দিরের শিঁড়ির উপর দাড়িয়ে এক বক্তৃতা হয়। নব বিধির সুসমাচার দেওয়া যায়। প্রায় স্ত্রী পুরুষে ২।৩ শত লোক হইয়াছিল, আমরাও প্রায় এখান হইতে ৫০ জন গিয়াছিলাম। বাস্তবিক লোকগুলি অবাক্ হইয়া গিয়াছে। বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য প্রায় ৩০ জন। ইহাঁদের সমাজ বাড়ী তৈরি হইতেছে।"

ভাই দীননাথ মজুমদার ১২ জ্যৈষ্ঠ তেজপুরে উপস্থিত হন। ১৪ জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উৎসবের প্রস্তুত জন্য বিশেষ উপাসনা ও অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় "ভারতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাতে আর্য্যগণের ক্রমিক ধর্ম্মোন্নতি এবং পৌত্তলিকতার উৎপত্তি প্রদর্শিত হয়। নব বিধানে সমুদায় কুসংস্কার অবিশ্বাস তিরোহিত হইয়া বিচ্ছিন্ন রত্নরাজি সংগৃহীত হইয়া প্রেম সূত্রে গ্রথিত হইবে বক্তা বিশেষরূপে প্রদর্শন করেন। ১৭ জ্যৈষ্ঠ উৎসবের পূর্ব্ব দিনে মন্দিরে সংযম বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। অপরাহ্ণে ভারতেশ্বরীর জন্মোপলক্ষে বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে শ্রীমতী মহারাণীর দয়া ধর্ম্মের বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগের মস্তকে ফিতা পরাইয়া দিয়া খেলনা ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। নগরের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন। এক জন বৃদ্ধ হিন্দু দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নাচিতে নাচিতে সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৮ জ্যৈষ্ঠ উৎসব উপলক্ষে প্রাতে "আত্মার অনন্ত গতি" সম্বন্ধে উপদেশ হয়। কিছুই পুরাতন না রাখিয়া নিত্য নূতন বিনয় সঞ্চয় করিতে হইবে এইটি উপদেশের সার। ২টার পর ভিক্ষুক বিদায় ও তদনন্তর ধর্ম্মালাপ হয়। উপাসনাবিহীনতা ধর্ম্মত্যাগের মূল, এবং ধ্যানাদির প্রণালী ব্যাখ্যা আলাপের বিষয় ছিল। তদনন্তর বিবিধ শাস্ত্রোক্ত শ্লোক পাঠ, ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে পাঠ, ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। সায়ঙ্কালের উপাসনায় "ধর্ম্মের উদ্দেশ্য" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ভক্তজীবনরূপ অধ্যাত্মসাগরে ডুব দিয়া তাহার নিম্ন হইতে সংস্কার করিতে হইবে, এখানে অভিমান থাকিলে চলিবে না ইত্যাদি উপদেশের সার। উৎসবের কার্য্য রাত্রি ১১ টার শেষ হয়। আমরা বিস্তৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাব বশতঃ পত্রিকায় নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, পুরুলিয়াতে সম্প্রতি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রায় ২০ জন যোগ দান করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি উপাসকগণ চরিত্রের নির্ম্মলতা, উৎসাহ ও অনুরাগে দিন দিন অগ্রসর হইবেন এবং তথায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাহাতে সমাজ চির প্রতিষ্ঠিত থাকে তজ্জন্য একান্ত যত্নশীল হইবেন।

কৃষ্ণনগরস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন "ব্রাহ্মনিবাস" সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। অনেক ব্রাহ্ম বাসহীন এবং যাঁহাদিগেরও বা বাসস্থান আছে তাঁহারা পৌত্তলিক পরিবারবর্গসহ চিরকাল বাস করিতে পারেন না, নাগরিক জীবন সমাজ ও পরিবারবন্ধনের প্রতিকূল, এজন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, বাঙ্গলার কোন কোন উপযুক্ত পল্লীতে অথবা তন্নিকটে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মদিগের জন্য কয়েকটি "ব্রাহ্মনিবাস" সংস্থাপিত হয়। সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমবেত আন্তরিক যত্ন ভিন্ন উহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না, এজন্য তাঁহাদিগের সাহায্য ও সদুপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। যাঁহাদিগের ঈদৃশ নিবাস বাটীর প্রয়োজন আছে, তাঁহারা কৃষ্ণনগরে তাঁহার নিকট পত্র লিখিবেন। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশের জন্য নীতি বা দেশসংস্কার সম্পর্কীয় সভাসকলে কার্য্যবিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। দেশের নীতি বর্দ্ধিত হয়, কুরীতি সকল তিরোহিত হয়, ইহা আমাদিগের একান্ত কামনা এবং তৎসম্বন্ধে উৎসাহ দিতে আমরা নিয়ত অগ্রসর। স্থানসঙ্কোচ জন্য আমরা ঈদৃশ সভার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারি না বলিয়া যেন কেহ দুঃখিত ও নিরুৎসাহ না হন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।। মফস্বল ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে চিদ্ঘন আনন্দঘন পরমেশ্বর! আমি কি তোমাকে মায়াবাদীর ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করিব? আমি নিত্য তোমার যে প্রেম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা কি মতের অনুরোধে অস্বীকার করিব? আমার নিকটে যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই প্রমাণ, আমি যাহা বুঝি না, তাহা আমি প্রমাণ বলিয়া কেন গ্রহণ করিব? আমার জ্ঞান অতি সঙ্কুচিত, আমি সকল বিষয় বুঝি না, এ কথা স্বীকার করিলে কি আমার অপমান? অপমান হয় সেও বরং ভাল, তথাপি বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে চাই না। শুনিলাম তুমি আমার সুখবর্দ্ধনের জন্য পাগল, স্বচক্ষে দেখিলাম তাহা সত্য, তোমাকে পাগল বলিলে ব্যস্ত বলিলে তোমাতে বিকার স্বীকার করা হইল এই ভাবিয়া কি আমি প্রত্যক্ষের অপলাপ করিব? তোমাতে এ সকলতো বিকার নয়? তোমার প্রশস্ত প্রেমবক্ষে কি ইহারা তরঙ্গাবলীর ন্যায় ক্ষণে উদিত ক্ষণে বিলীন হয়? ইহা হইলে তুমি অবশ্য বিকারী। কিন্তু হে নাথ, জীবের সুখশান্তিবর্দ্ধনে যে তুমি নিত্য প্রমত্ত। উহা যে তোমার নিত্যভাব। আমরা সময়ে উহার ক্রিয়া অনুভব করি বলিয়া, উহা সময়ে বদ্ধ নহে। সৃষ্টির আদি হইতে তোমাতে সুখ বিতরণে ব্যস্ততা বাস করিতেছে, তাই সৃষ্টি হইল. তাই সৃষ্টি চলিতেছে। আমি তোমার সেই ব্যস্ততার ফল, অথচ সে ব্যস্ততা বল কি প্রকারে অস্বীকার করি? তুমি জড় নও, নিত্য ক্রিয়াশীল। যদি নিত্য ক্রিয়াশীল হইলে, তবে তোমার প্রেম কি নিশ্চেষ্ট উদাসীন? প্রেম কখন নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন হইতে পারে না। তাহা প্রেমাস্পদের জন্য নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইবেই হইবে; অন্যথা উহা ঔদাসীন্য। আমি জাগ্রৎ ঈশ্বরের উপাসক, আমার নিকটে মায়াবাদীর নিশ্চেষ্ট চিরনিদ্রিত শূন্য ব্রহ্ম কি প্রকারে সমাদৃত হইবে। আমি কি আমার অনুরূপ ঈশ্বর গঠন করিতেছি? কখনই নয়। বায়ু ঘন ঘন বহিতেছে, নির্ব্বাণ অগ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইতেছে, অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র অবিশ্রান্ত আকাশ পথে ভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীর একটি পরমাণুও স্থির নাই, সকলেই সর্ব্বদা চলিতেছে। এ কি নিশ্চেষ্ট ঈশ্বরের সৃষ্টি? সকলে জাগিয়া রহিয়াছে, একাকী কি তুমিই ঘুমাইয়া রহিয়াছ।

ঘুমন্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি, জীবন্ত কেন ? যদি লোকে বলে তুমি ঘুমাইয়া রহিয়াছ, তোমার শক্তিতে এ সকল হইতেছে; আমি তাহাদিগের সে কথা শুনিতে চাই না। আমার নিকটে যে শক্তি সেই তুমি, আমি দু জনকে চিনি না এক জনকে চিনি। হে আনন্দময়ী শক্তি! তোমার হাতে পড়িয়া সমুদায় বিশ্ব বোঁ বোঁ করিয়া চলিতেছে, মনুষ্যমণ্ডলী ঊর্দ্ধদিকে উত্থান করিতেছে, যেখানে ইহার গতি অবরুদ্ধ করিবার যত্ন প্রকাশ পাইতেছে, সেখানে প্রবলতর বেগে সমুদায় বাধা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। যে ইহা প্রত্যক্ষ করে তাহাকে অবাক্ নিঃস্তব্ধ এবং তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়। আমি নিয়ত তাই প্রত্যক্ষ করিব এবং তোমার চিদ্ঘন আনন্দঘন স্বরূপের প্রশংসা করিব এই তোমার নিকটে বিনীত প্রার্থনা।

সৃষ্টির মূল

সৃষ্টির মূল চিন্তা করিতে গিয়া অনেকেরই মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়। সৃষ্টির তত্ত্ব কে বুঝিবে? সৃষ্টির সময়ে তখন কে উপস্থিত ছিল যে সে আমাদিগকে তাহার তত্ত্ব বলিয়া দিবে? বুদ্ধিমান্ তর্ককুশল ব্যক্তির সামর্থ্য নাই যে স্রষ্টার গভীর উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রবেশ করে। তাঁহার সৃষ্টির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পরিশেষে তাহারা স্রষ্টাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করে। যেখানে বুদ্ধির অত্যাদর, হৃদয় যেখানে গণনায় আইসে না, সেখানে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। আমাদিগের দেশের দর্শনকারগণের মধ্যে সাংখ্যের বুদ্ধিমত্তা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তিনি বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর অস্বীকারপূর্ব্বক বলিয়াছেন;

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ১। ৯৩। উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। ১। ৯৪।"

ঈশ্বর না মুক্ত না বদ্ধ। সুতরাং তিনি সিদ্ধ (প্রমাণসিদ্ধ) হইতেছেন না। মুক্ত হইলে অভিমান অনুরাগাদির অভাববশতঃ সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, বদ্ধ হইলে মূঢ়তাবশতঃ সৃষ্ট্যাদিতে ক্ষমতাই নাই।

বেদান্তদর্শন এ বিষয়ে কি বলেন? তিনি বলেন,

"ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ। ২। ১। ৩২। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্। ২। ১। ৩৩।"

"বুদ্ধিমদ্ভিরেব রাজাদিভিরন্তরেণ প্রয়োজনং লীলয়া মৃগয়াদিপ্রবৃত্তিঃ ক্রিয়তে, শ্বাসোচ্ছ্বাসব্যবহারস্তু সার্ব্বজনীনঃ, ব্যর্থাশ্চেষ্টাশ্চ বালকৈঃ ক্রিয়মাণা বহুশো দৃশ্যন্তে, তদ্বন্নিত্যতৃপ্তোঽপীশ্বরঃ প্রয়োজনমন্তরেণাপ্যনুন্মত্তঃ সন্ অশেষং জগৎ সৃজতি।"

ঈশ্বর আনন্দ, সুতরাং তিনি নিত্যতৃপ্ত। যদি তাঁহার সৃষ্টিবিষয়ে ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহার নিত্যতৃপ্তত্ব থাকে না, আর যদি ইচ্ছা স্বীকার না করা যায় তবে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি করাতে তাঁহাকে উন্মত্ত মনুষ্যের ন্যায় উন্মাদ বলিতে হয়। ইহার মীমাংসা এই যে, ঈশ্বর প্রয়োজনবশতঃ সৃজন করেন না। বুদ্ধিমান্ রাজাগণ বিনা প্রয়োজনেও কেবল লীলার্থ মৃগয়াদিতে প্রবৃত্ত হন, শ্বাসপ্রশ্বাসত্যাগ সকলেরই হইয়া থাকে, বালকেরা বিবিধ প্রকার ব্যর্থ চেষ্টা করে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তদ্রূপ নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বর প্রয়োজন বিনা অনুন্মত্ত হইয়াও অশেষ জগৎ সৃজন করেন।

জ্ঞানিগণ ঈশ্বরকে উন্মত্ত বলিতে সাহস করেন নাই, কেন না তাঁহাদিগের তাহাতে জ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। ভক্তগণ স্বয়ং উন্মত্ত, এবং তাঁহারা জানেন প্রেম কেমন আত্মপ্রয়োজন বিনাও সহস্র সহস্র কার্য্য সম্পাদন করে, তাই দ্বৈতবাদী বেদান্তিগণ ঐ স্থলে বলিয়াছেন;

"অথৈষ এব পরমানন্দ" ইত্যাদিনা কৃতকৃত্যত্বান্ন প্রয়োজনায় সৃষ্টিঃ, কিন্তু যথা লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যগীতাদিলীলা ন তু প্রয়োজনাপেক্ষয়া এবমেবেশ্বরস্য। নারায়ণসংহিতায়াঞ্চ "সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দং যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্॥"

"ইনিই পরম আনন্দ" ইত্যাদি প্রমাণে ঈশ্বর নিত্য পরিতৃপ্ত সুতরাং প্রয়োজনের জন্য সৃষ্টি

নহে, কিন্তু লোকে যেমন প্রমত্তের নৃত্যগীতাদি লীলা সুখোদ্রেক জন্য, প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া নহে, ঈশ্বরেরও তেমনি। নারায়ণ সংহিতাতেও [উক্ত হইয়াছে], হরি প্রয়োজন অপেক্ষা করিয়া সৃষ্ট্যাদি করেন না কেবল আনন্দ অপেক্ষা করিয়া, যেমন প্রমত্তের নৃত্য।

আমরা এখন কি বলিব? আমরা বলিব প্রমত্ত ও অপ্রমত্ত ভাবে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রমত্ত কোথায়, অপ্রমত্ত কোথায়? আনন্দে মত্ত, জ্ঞানে অপ্রমত্ত। যুগপৎ এ দুয়ের প্রবৃত্তি কি রূপে হইল? ঈশ্বর স্বভাবে। প্রমাণ কি? শ্বাস প্রশ্বাস। শ্বাস প্রশ্বাস এ উপমার অর্থ কি? ঈশ্বর যেমন আনন্দ তেমনি জ্ঞান। আনন্দের স্বভাব লীলা, জ্ঞানের স্বভাব পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য। শ্বাসপ্রশ্বাসবৎ এ দুই কার্য্য করে, একের সহিত অপরের অসামঞ্জস্য নাই, বিবাদ নাই, বিসংবাদ নাই। উন্মত্তের ক্রিয়ার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই, ঈশ্বর আনন্দোন্মত্ত, অথচ তন্মধ্যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুতরাং তিনি উন্মত্ত হইয়াও অনুন্মত্ত। যে বস্তুর যে স্বভাব উহা তৎকর্ত্তৃক কখন পরিত্যক্ত হয় না। ঈশ্বরের আনন্দ ও জ্ঞান স্বভাববশতঃ পরস্পরকে খণ্ডন করে না, এক বস্তু হইয়া এক সময়ে অদ্ভুত প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকে।

আনন্দের সার প্রেম। এই প্রেম অণুমাত্র আত্মপ্রয়োজন না রাখিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করে। এখানে প্রেম উন্মত্ত, অথচ প্রেমাস্পদের কিসে কল্যাণ হয়, কিসে অকল্যাণ হয় সে বিষয়ে জ্ঞানপূর্ণ। দৃষ্টান্ত অনুরাগোন্মত্তের জীবন। অনুরাগের বিষয়ে দিখিদিক্ নাই, বিচার নাই, তর্ক নাই, উহা হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে তিলার্দ্ধ বুদ্ধিকে অনুসরণ করিবে তাহার অবসর নাই। কিন্তু অনুরাগোদ্দীপ্ত হৃদয়ে বুদ্ধি জ্ঞানাদি একান্ত প্রখর। কোন্ বিষয়ে? অনুরাগপাত্রের যদ্দারা পুষ্টিপোষণ, সুখবর্দ্ধন, ও উন্নতি হয়, ঈদৃশ সর্ব্ববিধ বিষয়ে। এখানে প্রেম ও জ্ঞান যুগপৎ কার্য্য করিল, অথচ এক অপরকে খণ্ডন করিল না। কেহ কি বলিতে পারে, এখানে প্রেমের উন্মত্ততানিবন্ধন ক্ষণকালের জন্য জ্ঞানের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কখনই নয়। প্রেম জ্ঞানকে এমনি সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিয়াছে যে তাহার নিমেষের জন্যও বিশ্রাম নাই, আবার জ্ঞান প্রতি মুহূর্ত্তে প্রিয় পাত্রের অবস্থা দেখাইয়া এমনি তাহাকে উদ্দীপ্ত রাখিয়াছে যে প্রেম এক দিনের জন্যও তাহার সখ্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। আশ্চর্য্য উভয়ের সম্মিলন এবং এই সম্মিলন হইতেই জগতের উৎপত্তি।

বেদান্তে লিখিত আছে, সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাস হইতে বেদ বেদান্ত সমস্ত সৃষ্টি বিনিঃসৃত হইল। এরূপক মন্দ নয়। বালকগণ ফুৎকার প্রদান করিয়া বৃক্ষবিশেষের নির্ষাস হইতে শত শত গোলা ঊর্দ্ধে প্রেরণ করে। ঈশ্বর এক ফুৎকারে সমস্ত আকাশকে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীতে বিভূষিত করিলেন। ঈশ্বর এই সকলকে লইয়া কন্দুকলীলায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, কেন না তিনি আনন্দোন্মত্ত। এই আনন্দ আবার জীবগণের উপরে প্রেমরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঘনীভূত মত্ততায় পরিণত হইয়াছে। অত বড় মহান্ জগতের স্বামী হইয়া, প্রবলপ্রতাপ রাজাধিরাজ হইয়া, প্রত্যেক ক্ষুদ্র কীটকে স্বীয় বক্ষে ধারণ, সেই যেন একটি রক্ষণাবেক্ষণ যত্নের বিষয়, এরূপে তৎপ্রতি প্রগাঢ় মাতৃস্নেহ, এ প্রেমোন্মত্তা কে বুঝিবে, কে অনুভব করিবে? সৃষ্টিতে ঈশ্বরের আনন্দ; তাই অসংখ্য অগণ্য সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে, হইবে জ্ঞানে তিনি চিদ্ঘন, তাই সে সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা পূর্ব্বাপরভাব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। প্রেমে তিনি উন্মত্ত তাই অগণ্য অসংখ্য সন্তানগণের কল্যাণসাধনে তিনি ব্যস্ত। প্রবলবেগ স্রোতস্বতীকে বাধা প্রদান করিলে যেমন তাহার সেই একই বেগ প্রবলতর প্রতীত হয়, তেমনি তাঁহার প্রেমেরও ক্রিয়া দুরাত্মা পাপী

সন্তান কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইলে, তাহার বেগ আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। এ প্রেম সন্তানগণের জন্য এত প্রমত্ত কেন? আনন্দ বিতরণ জন্য। ঘনীভূত আনন্দ প্রেমরূপে প্রবাহিত হইয়া আপনাকে আপনি অর্পণ করিবে এই জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। প্রমত্ত আনন্দ সৃষ্টি করিতেছে, প্রমত্ত প্রেম উহাকে আনন্দরসে নিমগ্ন করিয়া আত্মসাৎ করিতে যত্ন করিতেছে। এই রূপে সৃষ্টির প্রবাহ নিয়ত চলিতেছে, ইহার মর্ম্ম প্রেমিক ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে সক্ষম নহে।

অপূর্ব্ব তস্কর।

তস্করসম্বন্ধে লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তস্করের কার্য্য অতি বড় কার্য্য, যদি কেবল ধরা না পড়ে। আমরা যে তস্করের কথা বলিতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা সংলগ্ন হয় না। তিনি যাহার সর্ব্বস্ব হরণ করেন তৎকর্ত্তৃক বিধৃত হন। এই জন্য ইনি অপূর্ব্ব তস্কর, কোন তস্করের সঙ্গে ইহাঁর সাদৃশ্য নাই। অধিকন্তু তস্কর বাহিরের বস্তু হরণ করে, ইনি অন্তরের বাহিরের যাহা কিছু আত্মসাৎ করেন। তস্কর শব্দটি ঘৃণা উদ্দীপন করে, কিন্তু ইনি প্রকাশে অপ্রকাশে সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াও চিত্তরঞ্জন। কোন্ দিন কাহার কি হরণ করিবেন তাহা কেহ জানে না, অলক্ষিত ভাবে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্থের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছেন, আর কেবল প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন গৃহস্থ ধরিয়া ফেলে। ইনি প্রকাশ্যে যখন হরণ করিতে পারিলেন না, তখন অপ্রকাশ্যে হরণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কে ইহাঁর সঙ্কল্প অবরুদ্ধ করিবে? শত গুপ্ত দ্বার দিয়া ইনি গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিলেন, অবাধে সমুদায় সম্পত্তি হরণ করিতে লাগিলেন। অচতুর গৃহস্থ বুঝিতে পারিল না, ধরিতে পারিল না। তস্করের কাজ তত দিন চলিতে লাগিল, যত দিন তাহার চৈতন্যোদয় না হইল।

কত লোককে দেখিলাম, অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে ধনীদিগের উচ্চতম অবস্থায় আরোহণ করিল। যেখানে মস্তক আচ্ছাদন করিবার জন্য একটি সামন্য কুটীর ছিল না, সেখানে বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে যাহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না, সে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইল। যাহাকে কয়েক দিন পূর্ব্বে কেহ একটী কথা জিজ্ঞাসা করিত না, অদ্য তাহাকে শত শত লোক স্তুতিবাদ করিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব মায়াযোগে ঈদৃশ বিপরিবর্ত্তন হইল কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, অথচ সকলেই একটি না একটি দৃশ্য কারণের উপরে এই পরিবর্ত্তন আরোপ করিল। সেরূপ কারণ অপরে অনুসরণ করিয়াও তাহার কিছু হয় না, বরং ঘোরতর দুরবস্থায় নিপতিত হয়। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ দৃশ্য কারণকে কারণ না বলিয়া অদৃশ্য কারণ নির্দ্দেশ করিল। এই অদৃশ্য কারণকে অন্ধ কারণ মনে করিয়া অদৃষ্ট তাহার নাম অর্পণ করিল। অপরের তো এই পর্য্যন্ত, যাহার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হইল, তাহার এ পরিবর্ত্তনে চৈতন্যোদয় হইল না। আত্মক্ষমতা, আত্মচাতুর্য্য, আত্মনিপুণতার উপরে সে স্বীয় সৌভাগ্য আরোপ করিল। যত দিন সৌভাগ্যের উচ্চ সীমায় অবস্থিত থাকিল, তত দিন প্রমত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত রহিল। চতুরের শিরোমণি ইহা দেখিয়া তস্করের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কি জন্য? অচেতনের চৈতন্যসম্পাদন জন্য। অল্প দিনের মধ্যে আবার কি ভয়ানক বিপরিবর্ত্তন! যে ব্যক্তি দরিদ্রতার দুঃখ অনুভব করিয়া সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে আবার পূর্ব্বাবস্থায় নিপতিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোর দুঃখী হইল, কেন না সুখান্তে দুঃখ অবিসহ্য। যদি এ সময়ে এ ব্যক্তির চৈতন্যোদয় হয়, তবে অতি সৌভাগ্যশীল, অন্যথা দরিদ্রতার সঙ্গে নীচতা আসিয়া মিলিত হয়, এবং আর কত দিন যে সে অপহরণাধীন হইয়া থাকিবে কে জানে?

লোকে এই সকল দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা চাঞ্চল্য স্থির করিয়াছে এবং তাহা হইতে বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে যত্ন করিয়াছে. কিন্তু কেহ অপূর্ব্ব চতুর তস্করের ক্রিয়া ইহাতে অবলোকন করে নাই। ভক্তের নিকটই কেবল ভক্তবৎসলের অপূর্ব্ব চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়ে। হৃদয়চোর বলিয়া আর কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, কেবল তাঁহার অনুগত দাসগণ বুঝিতে পারে। মাতা যখন দুর্ব্বিনীত সন্তানকে সুখ সৌভাগ্য অর্পণ করিয়া তাহাকে আপনার করিতে পারিলেন না, তখন গোপনে তাহার সেই সকল সামগ্রী কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। ঈদৃশ ব্যবহার মাতার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। যে মাতা আত্মসন্তানসকলের জন্য পাগলিনী তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল ব্যাপার যুক্তি তর্ক বিচারের অধীন নহে। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্পবিশ্বাসী তাঁহার মঙ্গলভাব কল্যাণভাবের উপরে দোষারোপ করিবে, তাঁহাকে অস্বীকার করিবে, এ বিচার করিবার তাঁহার প্রেমের অবসর নাই। তিনি প্রতিজনের জীবন ইতিহাস, প্রকৃতির মধ্য দিয়া গোপনে লুক্কায়িত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন, সন্তানের একটি একটি করিয়া ক্রীড়ন সামগ্রী হরণ করিতে লাগিলেন, এবং প্রতি দিন তাহার নিদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে এই ভাবে দাঁড়াইলেন যে যদি সন্তান চক্ষু মেলে, অমনি তাঁহার উপরে তাহার দৃষ্টি পড়িবে। আমরা যত জন তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া আছি, প্রতি দিন অপহৃত হইতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এক দিনও সেই অপহর্ত্তাকে ধরিতে পারিলাম না। যদি ধরিতে পারি, আমাদিগের কত আনন্দ হয়। ভক্তেরা এই জন্যই সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করেন যে ভক্তবৎসল হরি তাঁহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন এবং এই জন্য তিনিও বলেন;

"যদা যস্যানুগৃহ্নামি হরিষ্যামি চ তদ্ধনম্।"

যখন আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহার সম্পত্তি হরণ করিব। ভক্ত জানেন ভক্ত বৎসলকে, ভক্তবৎসল জানেন ভক্তকে। অপহরণ করিয়া অপহৃত হইয়া তাঁহাদিগের অনুরাগ আরো ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নাস্তিক অল্প বিশ্বাসই কেবল সমুদায় সান্ত্বনা হারাইয়া আপনাদিগের ভাগ্যকে নিন্দা করিতে করিতে মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর নাই, জগৎ জীব কিছুই নাই; তবে ধর্ম্ম হইল কি প্রকারে, এ প্রশ্ন আমাদিগের মনে উপস্থিত হয় তাহা নহে, বৌদ্ধগণের মনে সে সময়ে ইহা উদিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা ইহার যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা আমাদিগের জানা উচিত। আত্মা, জীব, জগৎ, কর্ম্মাদি, সমুদায় উড়াইয়া দিয়া কিছুই থাকিল না। সুতরাং গণ্ডগোলে পড়িয়া বলিতে হইয়াছে;

"ভূমির্ন চাত্র পরতীর্থিকনির্ম্মিতানাং
শূন্যপ্রবাদি ইহ ঈদৃশধর্ম্মযোগে।
যে পূর্ব্ববুদ্ধচরিতাঃ সুবিশুদ্ধসত্ত্বা
স্তে শক্নুবন্তি ইমি ধর্ম্ম বিজানতায়॥"

"ইহাতে পর পর বুদ্ধগণের ধর্ম্মচক্রনির্ম্মাণের ভূমি নাই। এই শূন্যবাদে ঈদৃশ ধর্ম্মযোগে, তাঁহারাই কেবল এ ধর্ম্ম জানিতে সমর্থ, যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্ব এবং পূর্ব্ববুদ্ধগণের ন্যায় চরিত্রবিশিষ্ট।" কিরূপে তবে সেই বুদ্ধগণের ন্যায় চরিত্র হইবে যাহাতে এই বুদ্ধিমনের অগোচর ধর্ম্ম লোকে বুঝিতে পারিবে? বুদ্ধের যেরূপে হইয়াছিল, অপর সকলের ও সেইরূপে হইবে।

"বোধিসত্ত্বস্যৈবং ধর্ম্মচিন্তানুপবিষ্টস্য * * * পূর্ব্ববুদ্ধচরিতং বিচিন্তয়তঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতমনুচিন্তয়তশ্চত্বারি পূর্ব্বপ্রণিধানপদান্যামুখীভবন্তি স্ম।"

"পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে সমুদায় প্রাণীর হিত চিন্তা করিতে করিতে ধর্ম্মচিন্তাতে নিবিষ্ট বুদ্ধ দেবের চারিটি প্রাথমিক প্রণিধান * আসিয়া উপস্থিত হইল।" সমুদায় প্রাণীর হিতচিন্তা এবং পূর্ব্ববুদ্ধগণের চরিত্রচিন্তা বৌদ্ধগণের প্রধান ধর্ম্ম। শুদ্ধ চিন্তা নহে, পৌত্তলিক দেবদেবীগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে পূজা করাও স্বয়ং বুদ্ধ উপদেশ করিয়াছেন।

---

* (১) সমুদায় বদ্ধ জীবকে মুক্ত করিব, (২) প্রজ্ঞাচক্ষু বিশোধন করিব, (৩) মানধ্বজপ্রপাতন অর্থাৎ সকলের অহঙ্কার বিনাশ করিব, (৪) প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশ করিব, এই চারিটি প্রাথমিক প্রণিধান (গভীর চিন্তা) তাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হয়।

" প্রত্যেকবুদ্ধায় তু যশ্চ পূজাং
কুর্য্যাদহোরাত্রমপি প্রহৃষ্টঃ।
মাল্যৈঃ প্রকারৈশ্চ তথা হপরৈশ্চ
তস্মাদয়ং পুণ্যকৃতো বিশিষ্যতে ॥"

"অহোরাত্র যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রত্যেক বুদ্ধকে মাল্য এবং অন্যান্য পূজাসামগ্রী দ্বারা পূজা করিবে [তাহার] এই পুণ্য কার্য্য তাহা হইতেও (সমুদায় প্রাণীকে বুদ্ধদৃষ্টিতে পূজা করা হইতে ও) বিশেষ।" পূজা কি শুদ্ধ পুণ্য লাভের জন্য তাহা নহে; " কল্যাণলোকাং সততং হি তৎপরঃ " ইহাতে কল্যাণ লোক সমুদায় লাভ হইবে। পূজার বিষয় বুদ্ধ কি এক সময়ে আর সমুদায়ের ন্যায় অবস্তু হইয়া যাইতে পারেন? না।

" বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
কল্পয়েৎ কল্পভাষন্তো ন চ বুদ্ধগুণক্ষয়ঃ ॥ "

"বুদ্ধ—জ্ঞান, অনন্ত, আকাশ সমান মহৎ। মুখে যে ব্যক্তি কল্পপরিমাণের কথা বলে তাহার ক্ষয় আছে, বুদ্ধের গুণক্ষয় নাই।" আশ্চর্য্য ধর্ম্ম! সমুদায় অস্বীকার করিয়াও সকলই স্বীকার করা হইয়াছে।

পরিত্যক্ত বস্তুর দোষ গুণ এক সময়ে সকলকেই বিচার করিতে হয়। পরিত্যাগের সময়ে যদি হৃদয়ে বিরোধী ভাব প্রবলতর না থাকে, বহু দিন যাহার সঙ্গে সংস্কারে ভাবে লাভক্ষতিতে আবদ্ধ রহিয়াছি, তাহাকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনেক শিক্ষিত যাঁহারা মুখে বলেন ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারাও ভয়বশতঃ পৌত্তলিকের দেবমন্দিরে বলি উপহার অর্পণ করেন। আমরা পৌত্তলিকতার বিরোধী হইয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং পৌত্তলিকতা যাহাকে বলে আমরা তাহার চিরবিরোধী। কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতি এত কাল কেন পৌত্তলিকতার অনুসরণ করিল তাহার কারণানুসন্ধান করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্য অনন্তকে ধারণ করিতে অক্ষম, এই অক্ষমতা হইতে পরিমিততা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্য যখন অনন্তকে ধারণ করিতে পারিল না, তখন যত দূর মহত্তর শক্তিমৎ বস্তু তাহার বুদ্ধিগম্য হইল, তাহাতেই ঈশ্বর অবলোকন করিতে লাগিল। মহত্ত্ব ও শক্তি অপেক্ষা আরো উচ্চতর গুণ লোকে যত বুঝিতে লাগিল, তত সে পূর্ব্ববৎ সেই সকল গুণ অনন্তরূপে ধারণ করিতে না পারিয়া যেখানে তাহার উচ্চতম বিকাশ অনুভব করিল, তাহাতেই ঈশ্বরকে অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া এই ব্যাপার উপস্থিত হইল সেই ভাব যখন বিলুপ্ত হইল, তখন সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তি ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইতে লাগিল। শুদ্ধ ভাবাপগমে পৌত্তলিকতা হইল তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত ভাবের মধ্যে পৌত্তলিকতা ছিল। কারণ বিশেষ বিশেষ স্থলে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়া যদি তদতিরিক্ত স্থল হইতে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্য প্রকৃতির যে অক্ষমতা পূর্ব্বে ছিল অদ্যও তাহা আছে, তবে আমরা তাহা অতিক্রম করিব কি প্রকারে? স্মরণ ও দর্শন এ দুইকে একত্রিত করিয়া। আত্মাতে ও বিশেষ বিশেষ স্থলে আমরা ঈশ্বরের সত্তা ঘনীভূতরূপে যেমন দর্শন করিব; তেমনি তিনি যে তদতিরিক্ত সকল স্থানে আছেন তাহা স্মরণে সেই সময়েই জাগ্রৎ রাখিব। হিমালয়, গঙ্গা, ঊর্দ্ধ বা অধোতে, অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যে, অসাধারণ মনুষ্য ইত্যাদিকে দেবাধিষ্ঠান স্থল বা দেবতা বলিয়া পৌত্তলিকগণ গ্রহণ করিয়াছে, এবং তত্তৎস্থলে ঈশ্বরকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষিতগণ ঐ সকলকে কুসংস্কার বলিয়া বুঝিয়াছেন কিন্তু তদ্বিনিময়ে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া একেবারে ঈশ্বরকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা সকল স্থানে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিল না সত্য, কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন স্থলে অনুভব করিয়া অন্ততঃ ধর্ম্মভাবকে জাগ্রৎ রাখিল। সুতরাং তাহাদিগের অপেক্ষাও শিক্ষিতগণের অলাভ সমধিক। ঈদৃশ বিপৎ হইতে আমাদিগকে কিরূপে রক্ষা করিতে পারি? এইরূপে পারি, আমরা আত্মাতে ও বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষরূপে ঈশ্বর সত্তা অনুভব করিব, এবং পৌত্তলিকতা হইতে আত্মরক্ষা জন্য স্মরণযোগে তাঁহাকে সর্ব্বত্র অনুভব করিব। ইহাতে ভাবের গাঢ়তা এবং হৃদয়ের প্রাশস্ত্য ও উদারতা এক সময়ে দুইই আমাদিগের লাভ হইবে। স্মরণ যত দর্শনে পরিণত হইতে থাকিবে, তত আমাদিগের অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ হইবে।

ঈশ্বরের স্বরূপসকলকে ভিন্নভিন্নরূপে অনুভব করিয়া হৃদয়ে যে ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহাকে বাহ্য আকার প্রদান করিবার জন্য শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাই পৌত্তলিকতার মূল। যদি এরূপ হইল তবে তাহা পাপ কেন? এ প্রশ্নের আমরা সহজে উত্তর দিব, কিন্তু পূর্ব্বে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার উত্থানের মূল নির্ণয় করা যাউক। বঙ্গদেশে দুর্গামূর্ত্তি সকল লোকের আনন্দবর্দ্ধক, উহাকেই আমরা দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিতে পারি। দুর্গা মূলপ্রকৃতি, সদ্রূপা, বিরাটত্বপ্রদর্শন জন্য দশভুজা। সংক্ষেপতঃ সচ্চিদানন্দ এই ব্রহ্মস্বরূপ ত্রয়ের ইনি প্রথমস্বরূপ। ঈশ্বরের সৎস্বরূপ মূল এবং একমাত্র উহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সৎস্বরূপে চিৎ ও

আনন্দ এই দুইটি সংযুক্ত থাকাতে চিৎ হইতে বিদ্যা বা সরস্বতী এবং আনন্দ বা সুখ হইতে লক্ষ্মী কল্পিত হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সুখ ও জ্ঞান যোগে জীবের সমুদায় দুর্গতি * হরণ করেন, সুতরাং দুর্গানাম ঠিক অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এখন এ স্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহাদিগের হৃদয়ে এই ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কখন নিন্দা করা যাইতে পারে না। এরূপ ভাব উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। এই ভাবকে শিল্পযোগে চিত্রিত করিয়া উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করিবার জন্য যত্নকেও আমরা একান্ত নিন্দা করিতে পারি না, কেন না কবিতা ও শিল্পের ইহাই প্রকৃত অধিকারের বিষয়। কিন্তু শিল্প যাহাকে চিত্রিত করিল তাহাকে ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করা এখানেই পৌত্তলিকতা এবং পাপ। কেন? এই জন্য যে ঈশ্বরকে এখানে শুদ্ধ আংশিক প্রকাশে আবদ্ধ করিয়া পরিমিত করা হইয়াছে তাহা নহে, তদপেক্ষা আরো এই এক ঘোর অপরাধের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে যে তাঁহার সচ্চিদ্রূপের যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভক্ত জনের নিকট নিত্য নব মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া অনন্ত কাল তাঁহাদিগের চিত্ত হরণ করিবে, তাহাকে সামান্য প্রস্তর ধাতু কাষ্ঠ বা মৃত্তিকার মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া লোকের মনকে তৎসম্বন্ধে প্রস্তর ধাতু কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা সদৃশ করিয়া ফেলা হইয়াছে। যদি কেহ আমার পিতা মাতা বা অপর গুরুজনের অতি সুন্দর মূর্ত্তি কদর্য্য বানরের মূর্ত্তিতে অনুকরণ করে এবং উহাই তাঁহারা বলে, আমার হৃদয় তাহাতে শুদ্ধ ক্লিষ্ট হয় তাহা নহে, তদ্দর্শনে পাপ এবং তাদৃশ অবমাননাকারীকে [illegible] অপরাধ বলিয়া আমার প্রতীতি হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে ঈদৃশ ব্যাপার ঘটিলে ভক্তের চিত্তে যে কি হয় এক জন অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ।

অথাচার্য্যঃ শিক্ষার্থিনাবনুশাস্তি।
বুদ্ধিযত্নানুরাগাণাং সঙ্কল্পে বিনিবিষ্টয়ে।
ব্রতাদৌ সংযমঃ সিদ্ধৌ বিভক্তং চিত্তমর্গলম্॥ ১॥

ব্রতগ্রহণাৎ পূর্ব্বং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে সংযমস্যাবশ্যকতা প্রদর্শ্যতে বুদ্ধীতি। বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিঃ যত্নঃ চেষ্টা অনুরাগঃ অনুরক্তিঃ তেষাং সঙ্কল্পে সঙ্কল্পিতবিষয়ে বিনিবিষ্টয়ে নিবেশায় ব্রতাদৌ ব্রতাৎ প্রাক্ সংযমঃ কর্ত্তব্য ইতি শেষঃ। বিভক্তং যুগপদ্বিষয়ান্তরনিবিষ্টং চিত্তং মনঃ সিদ্ধৌ অর্গলং প্রতিবন্ধঃ। স্থিরতরসঙ্কল্পৈকস্যাবিদ্যমানতায়াং দ্বিচতুঃপঞ্চসঙ্কল্পেষু ধাবিতে মনসি ন সিদ্ধেঃ সম্ভাবনেতি সঙ্কল্পৈকবিনিবেশোপদেশঃ।

আজ্ঞাং পরস্য প্রাক্ তস্যামত্বা হৃদয়মানসম্।
বুদ্ধিং শক্তিঞ্চ যত্নঞ্চ নিবেশয়তমত্র তৎ॥ ২॥

সংযমো হি পরমেশ্বরস্যাজ্ঞা, তত্র প্রাক্ চিত্তাদিনিবেশমুপদিশতি আজ্ঞামিতি। তস্মাৎ ব্রতাৎ প্রাক্ পূর্ব্বং পরস্য পরমেশ্বরস্য আজ্ঞাং মত্বা অত্র সংযমে হৃদয়মানসং হৃদয়ঞ্চ মানসঞ্চ বুদ্ধিং শক্তিং চ যত্নং চ তৎ তস্মাৎ নিবেশয়তম্।

পক্ষমেকমনুষ্ঠায় তং ব্রতগ্রহণায় ভো।
ভবতং প্রস্তুতৌ সম্যঙ্মর্য্যাদেয়ং কৃতাদিমা॥ ৩॥

সংযমসময়মাহ পক্ষমিতি। একং পক্ষং ব্যাপ্য তং সংযমং অনুষ্ঠায় অনুষ্ঠানং কৃত্বা ভো শিক্ষার্থিনৌ সম্যক্ প্রস্তুতৌ প্রতিপন্নৌ ভবতং। ইয়ং আদিমা প্রথমা মর্য্যাদা সীমা কৃতা।

দ্বএতে পরিপন্থিন্যৌ মনসঃ সংযমে স্মৃতে।
অন্যচিন্তা পাপচিন্তা প্রাবল্যমিন্দ্রিয়স্য চ॥ ৪॥

বুদ্ধেঃ স্থিরতাং সম্পাদ্য মনঃসংযোগঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র প্রতিবন্ধকমাহ দ্বএতইতি। মনসঃ সংযমে দ্বে এতে পরিপন্থিন্যৌ স্মৃতে। কে? অন্যচিন্তা বিষয়ান্তরচিন্তা পাপচিন্তা। ইন্দ্রিয়স্য প্রাবল্যং চেতি পক্ষান্তরমন্যচিন্তয়া গ্রাহ্যং দ্বাবিতি বিশেষনির্দ্দেশাৎ।

যমো বিক্ষিপ্তমনসো জ্ঞেয়শ্চৈকত্র সংগ্রহঃ।
ভক্তৌ যোগেচ জেতব্যা চিন্তা যাসৌ বিরোধিনী॥ ৫॥

একাগ্রতামুদ্দিশ্য সংযমঃ। অতস্তল্লক্ষণমাহ যম ইতি। বিক্ষিপ্তমনসঃ বিষয়ান্তরধাবিতস্য চিত্তস্য একত্র একস্মিন্ লক্ষ্যে সংগ্রহঃ বিনিবেশঃ যমঃ সংযমঃ। যা অসৌ বিরোধিনী যোগভক্তেঃ প্রতিকূলা চিন্তা সা জেতব্যা অভিভবিতব্যা। যোগভক্ত্যনুকূলে সংযমে চিত্তচাঞ্চল্যদূরীকরণমবশ্যং কর্ত্তব্যম্। উপাসনাসময়েঽন্যচিন্তাগমনং সম্ভবতি, ন তথা যোগে ভক্তৌ চ, তেন তয়োরত্যন্তব্যাহতত্বাৎ।

সাধারণজনানান্ত নেমাং পাপং বিদুর্ব্বুধাঃ।
অঙ্গীকৃতসংযমানাং সাঙ্গীকারবিলঙ্ঘনম্॥ ৬॥

কথমত্রান্যচিন্তা পাপত্বেন পরিগৃহ্যতে তদাহ সাধারণেতি। সাধারণজনানাং তু ইমাং অন্যচিন্তাং—নাত্র পাপচিন্তা গ্রহণীয়া তস্যাঃ স্বতঃ পাপজনকত্বাৎ—ন পাপং বুধাঃ বিদুঃঅঙ্গীকারনিবন্ধনাভাবাৎ। অঙ্গীকৃতঃ সংযমো যৈঃ তেষাং সা অন্যচিন্তা অঙ্গীকারবিলঙ্ঘনং। অতস্তেষাং পাপমিতি নিশ্চয়ঃ।

পাপং স্বেচ্ছাকৃতং তত্র সঙ্কল্পস্থিরতাকৃতিঃ।
সামান্যবায়ুসংযোগাদ্দীপশ্চাত্যন্তচঞ্চলঃ॥ ৭॥

---

* দুর্গ নামে অসুরকে বধ করেন, এই জন্য দুর্গা নাম প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাওয়া যায় কাম ক্রোধাদি দুঃখে দুস্তর সংসার দুর্গ শব্দের অপরার্থ। সুতরাং সংসার ভয় নিবারণ জন্য দুর্গা নাম হইয়াছে অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

অন্যচিন্তাসমাগমে তৎপরিপোষণং স্বেচ্ছাকৃতং পাপমিতি পশ্চাদ্বিশেষেণ বক্ষ্যতে। অত্রাপি তজ্জনিতমেব সঙ্কল্পাস্থৈর্য্যমিতি সংক্ষেপতঃ পুনরুক্তিঃ পাপমিতি। তত্র সংযমেঽন্যচিন্তায়াং পাপং স্বেচ্ছাকৃতং, তস্যাঃ ক্ষণকালমপ্যবস্থানানুমোদনাৎ। অনধিকৃতবিষয়চিন্তয়া কিং ভবতি তদেবাহ সঙ্কল্পস্থিরতাক্ষতিঃ সঙ্কল্পস্থিরতায়া ব্যাঘাতঃ। কথমেবং ভবতি? সামান্যবায়ুসংযোগাৎ দীপঃ অত্যন্তচঞ্চলঃ ভবতি। দীপোপমং চিত্তং সামান্যান্যচিন্তাযোগাদিরতিশয়চঞ্চলং ভবতীতি ভাবঃ।

তেজস্বিতাল্পতা দার্ঢ্যবিনাশো রাগশূন্যতা।
বিক্রতত্ত্ববিঘাতশ্চ বিক্ষেপে সম্ভবন্তি হি ॥ ৮ ॥

মনসঃ কিঞ্চিন্মাত্রং চাঞ্চল্যেঽপি কিং ভবতি তদাহ। তেজস্বিতাল্পতা মানসিকতেজোবিশেষস্য অল্পতা ন্যূনতা, অবিপ্তচিত্তে ক্রমেণ তেজোভূয়স্ত্বং দৃশ্যতে তদ্বিপরীতে বিপরীতমিতি সাধকানুভবঃ। দ্রার্ঢ্যবিনাশঃ, দৃঢ়তাব্যাঘাতঃ বিক্ষিপ্তচিত্তস্যোত্তরোত্তরং শৈথিল্যং দৃশ্যতে। রাগশূন্যতা অনুরাগবিহীনতা শৈথিল্যাদনুরাগশৈথিল্যমুপজায়তে। বিক্রতত্ত্ববিঘাতঃ আর্দ্রভাববিনাশঃ শুষ্কতেতি যাবৎ অনুভাবোঽয়ং অনুরাগশূন্যতায়া এব বিশেষবিকাশঃ। এতে বিক্ষেপে চিত্তবিক্ষেপে হি সম্ভবন্তি উৎপদ্যন্তে।

ততো বিক্ষিপ্ততা ত্যাজ্যা বিষবদ্ভক্তিযোগয়োঃ।
লক্ষ্যং রাগস্তিরোধানং ব্যবধানস্য চানয়োঃ ॥ ৯ ॥

ভক্তিযোগয়োরুদ্দেশ্যমভিদধৎ বিক্ষিপ্ততায়া অবশ্যত্যাজ্যত্বং দ্রঢ়য়তি। ততঃ তস্মাৎ বিক্ষিপ্ততা অন্যচিন্তাজনিতচিত্তবিক্ষেপঃ বিষবৎ ত্যাজ্যা। অনয়োঃ ভক্তিযোগয়োঃ লক্ষ্যঃ রাগঃ অনুরাগঃ ব্যবধানস্য চ তিরোধানং দূরীকরণম্।

সাধকেশ্বরযোর্যত্তন্মধ্যে সুমহদন্তরম্।
শত্রুত্বং তদিদং প্রোক্তমন্যচিন্তাময়ং খলু ॥ ১০ ॥

ভক্তাবনুরাগঃ যোগে ব্যবধানতিরোধানং লক্ষ্যং। অবিভক্তচিত্তং বিনা নানুরাগো জায়তে যোগশ্চ ন সম্ভবতি। অতইয়মন্যচিন্তাঽন্যভাবশ্চ পরমশত্রুঃ। তমেবার্থমাহ, সাধকেশ্বরয়োরিতি। সাধকশ্চ ঈশ্বরশ্চ তয়োঃ মধ্যে যৎ তৎ সুমহৎ অন্তরং ব্যবধানং অন্যচিন্তাময়ং তৎ ইদং খলু শত্রুত্বং প্রোক্তং। অন্যচিন্তৈব ব্যবধানং সৈব শত্রুতেতি সংক্ষেপঃ।

স্থিরে জলনিধৌ কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্তং চঞ্চলায় তৎ।
বিভক্তৌ যত্নরাগৌ চ দ্বিষ্ঠং ধাবতি মানসম্ ॥ ১১ ॥

সাদৃশ্যযোগেন তমেবার্থং বিবৃণোতি। স্থিরে নিশ্চঞ্চলে জলনিধৌ কিঞ্চিৎ নিক্ষিপ্তং তৎ চঞ্চলায় ভবতি। অন্যচিন্তয়া যত্নঃ চেষ্টা চ রাগশ্চ অনুরাগশ্চ বিভক্তৌ। দ্বিষ্ঠং দ্বিগতং মানসং ধাবতি দ্বয়োর্মার্গয়োরিতি শেষঃ। যোগভক্ত্যোস্তুল্যা এবং বিরোধিত্বং প্রদর্শিতম্। [ক্রমশঃ]

শিক্ষার্থিদ্বয়ের প্রতি আচার্য্যের ৩য় উপদেশ।

কুটীর।

১৮ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৭৯৭ শক।

কোন ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সংযম আবশ্যক। যিটি সঙ্কল্প করিয়া ব্রত গ্রহণ করা যায়, সেইটির প্রতি সমস্ত বুদ্ধি অনুরাগ সমস্ত চেষ্টা সম্বদ্ধ হয় এ জন্য সংযম আবশ্যক। এ পৃথিবীতে সিদ্ধির পক্ষে বিভক্ত মন বিশেষ প্রতিবন্ধক। একটি স্থিরতর সঙ্কল্প না থাকিলে, পাঁচটি সঙ্কল্পের দিকে মন ধাবিত হয় ইহাতে কোন দিকেই সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এ জন্য ব্রতগ্রহণের পূর্ব্বে সংযম ঈশ্বরের আদেশ। বুদ্ধি যত্ন হৃদয় মন সমুদায় শক্তি এক স্থির সঙ্কল্পের দিকে নিয়োগ কর, পরে ব্রত গ্রহণ করিবে। এক পক্ষ পরে ব্রত গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই এক পক্ষে বিশেষরূপে সংযত হইতে হইবে।

বুদ্ধি স্থির করিয়া মনঃসংযোগ কর। মনকে স্থির করিবার পক্ষে দুইটি শত্রু। ১। অন্য চিন্তা, ২। পাপ চিন্তা কিম্বা ১। অন্য চিন্তা ২। ইন্দ্রিয় প্রাবল্য। একাগ্রতা উদ্দেশে সংযম। বিক্ষিপ্ত মনকে এক দিকে নিয়োগ—সংযম। ইহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করা আবশ্যক। ভক্তিই অভিপ্রেত হউক, বা যোগই অভিপ্রেত হউক, অন্য চিন্তার উপরে জয় লাভ করিতেই হইবে। উপাসনার সময়ে এক জনের অন্য চিন্তা আসিতে পারে, কিন্তু যোগ ভক্তিতে অন্য চিন্তা আসিতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে অন্যচিন্তা করা পাপ নয়, কিন্তু সাধকের পক্ষে উহা অপরাধ। ঈশ্বর চিন্তা ৫ মিনিট করিতে না করিতে অন্যচিন্তা আসিলে ইচ্ছা পূর্ব্বক উহাকে থাকিতে দেওয়া পাপ। ইহাতে অঙ্গীকার লঙ্ঘন হয় বলিয়া পাপ। অল্পমাত্রও অনধিকার চিন্তায় সঙ্কল্পস্থিরতার ব্যাঘাত হয়। দীপ শিখার নিকটে সামান্য বায়ু আসিলেও উহা নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। মনের কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্যেও দৃঢ়তা যায়, তেজের অল্পতা এবং অনুরাগের হীনতা হয়। সুতরাং অন্যচিন্তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্যবধান দূর করা যোগের উদ্দেশ্য, এক বস্তুতে অনুরাগ ভক্তির উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে অন্য ভাব অন্য চিন্তা শত্রু, কেন না অবিভক্ত মন ভিন্ন অনুরাগ হয় না যোগ হয় না। ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে যে বিভাগ তাহাকেই পূর্ব্বে শত্রুতা বলা হইয়াছে। এ বিভাগ আর কিছু নহে অন্যচিন্তা। স্থির সমুদ্রে কিছু পড়িলেই চাঞ্চল্য আইসে। সাধকের মন এইরূপ অল্প অন্য চিন্তাতেই দুই পথে ধাবিত হয়, চেষ্টা অনুরাগ বিভক্ত হইয়া পড়ে। [ক্রমশঃ]

হজরত মহম্মদের মক্কা অধিকার।

গতবারের শেষ।

যখন হদিবিয়াতে কোরেশদিগের সঙ্গে সন্ধি হয় তখন এই স্থির হইয়াছিল যে দশ বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে বিরোধ ঘটিবে না। আরবীয় লোকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে দুই দল অঙ্গীকার সূত্রে বদ্ধ হইত, তাহাদের এক দলকে শত্রু আক্রমণ করিলে সেই আক্রমণকে নিজের প্রতি আক্রমণ বলিয়া স্বীকার করিত, সেই দল ও আক্রান্ত দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। খজা বংশীয় লোক পৌত্তলিক সত্ত্বে ও প্রাচীন কাল হইতে তাহারা মহাপুরুষ মহম্মদ ও তাঁহার সন্তান সন্ততি এবং প্রচার বন্ধুগণের সঙ্গে অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিল ও বনুবেকর বংশীয় লোকেরা কোরেশদিগের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। নিয়ত খজার দলে ও বনুবেকর দলে শত্রুতা চলিতেছিল। উক্ত হদিবিয়া সন্ধিবন্ধনের পর বনুবেকর ও খজা দলে পরস্পর বিবাদ হয় কোরেশগণ বনুবেকরদিগের সহায়তা করে। কয়েক জন কোরেশ বীরপুরুষ গোপনে ছদ্মবেশে বনুবেকরদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া অকস্মাৎ খজাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের বিশজনকে বধ করে। ওর্কার পুত্র বুদিল খজাদিগের দলপতি ছিলেন। তিনি নিজের দুরবস্থা পদ্যেতে লিখিয়া কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া মদিনায় আসিলেন এবং সেই পদ্য হজরত মহম্মদকে ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া হজরত মহম্মদের তাঁহার প্রতি দয়া হইল। তিনি বলিলেন, যদিচ তোমার ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করিলেন না, কিন্তু আমার ঈশ্বর যিনি একমাত্র ও অংশরহিত তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। তিনি বুদিলকে অনেক ভরসা ও সান্ত্বনা দানে বিদায় করিয়া সৈন্য প্রস্তুতির জন্য আদেশ করিলেন। এই ব্যাপারে মক্কাবাসী কোরেশগণ অনুতপ্ত হইল, এবং তাহাদের দলপতি আবু সুফিয়ানকে বলিল যে তুমি মদিনাতে যাইয়া নূতন সন্ধি স্থাপন এবং এ পক্ষের সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ হওয়া জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অবু সুফিয়ান ভাবিলেন যে আমার কন্যা হবিবা মহম্মদের সহধর্ম্মিণী, এই আশা করিয়া মদিনাতে আসিল। প্রথমতঃ স্বয়ং কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। হবিবা হজরত মহম্মদের ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহবাসে থাকিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জনককে দেখিয়াই মহাপুরুষ মহম্মদের শয্যা উঠাইয়া ফেলিলেন। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে! তুমি কি এই শয্যায় বসিতে আমাকে উপযুক্ত বোধ করিতেছ না? অথবা এই শয্যা আমার উপযুক্ত নহে মনে করিতেছ? হবিবা বলিলেন এই শয্যা প্রেরিত মহাপুরুষের। তুমি পৌত্তলিকতা কলঙ্কে কলঙ্কিত, তোমার লজ্জা হয় না যে কোরেশদিগের দলপতি ও একজন প্রধান বুদ্ধিমান্ হইয়া প্রস্তর সকল পূজা কর। ইহা শ্রবণে আবু সুফিয়ান ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে হজরত মহম্মদের নিকটে উপস্থিত হন, ও অভিনব সন্ধির অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাহাতে কোন ফল দর্শে না। নিরাশ ও লজ্জিত হইয়া মক্কায় প্রত্যাগমন করেন এবং কোরেশদিগকে এই ব্যাপার জানান। এদিকে হজরত মহম্মদ আম্ মকতুমের প্রতি মদিনার আধিপত্যের ভার অর্পণ করিয়া দশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা সহ মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে দিবস হজরত মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাস সপরিবারে মদিনাতে আগমন করিতেছিলেন। জোলখলিফা নামক স্থানে হজরত মহম্মদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি পরিবার মদিনায় প্রেরণ করিয়া স্বয়ং হজরত মহম্মদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। কোরেশগণ জানিত না যে হজরত মহম্মদ মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিশ্চিত জানিতেন যে হজরত তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ সত্বর আসিবেন। এজন্য হবামের পুত্র হকিমকে সঙ্গে করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিতে মক্কা হইতে নির্গত হন। এক দিনের পথ চলিয়া আসেন। হজরত মহম্মদ সসৈন্যে এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পার্শ্বে উত্তীর্ণ হইয়া রজনী যাপন করিতেছিলেন। সৈন্যদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে প্রত্যেকে স্ব স্ব আবাসের সম্মুখে অগ্নি উদ্দীপন করে। রাত্রি কালে আবু সুফিয়ান সেই পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া যখন দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রভূত সৈন্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। আবু সুফিয়ান কখন মনে করেন নাই যে হজরত মহম্মদ তাদৃশ যোদ্ধা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। প্রাতঃকালে বিশেষ অবস্থা অবগত হইবার জন্য তিনি সেই পাহাড়েই রাত্রি যাপন করিলেন। মক্কায় আব্বাসের অনেক আত্মীয় কুটুম্ব ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে কোন রূপে কোরেশগণ সংবাদ পায় ও আসিয়া শরণাপন্ন হয়, অথবা ধর্ম্মগ্রহণ করে। তিনি হঠাৎ আবু সুফিয়ানের স্বর শুনিতে পাইলেন। স্বরানুসারে পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। আবু সুফিয়ানও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আব্বাস! এ কিরূপ সৈন্য দল। আব্বাস বলিলেন কার্য্যের মীমাংসা না করিয়া হজরত মহম্মদের নিকটে উপস্থিত হইলে কোরেশদিগের বিপদ্। তখন আবু সুফিয়ান বলিলেন ভ্রাতঃ কি উপায় অবলম্বন করিব? আব্বাস বলিলেন সহচরদিগকে বিদায় করিয়া আমার অশ্বতরের পৃষ্ঠে আরোহণ কর। প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটে লইয়া গিয়া তোমার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিব। এখন আমাকে আবু সুফিয়ানের বন্ধু বলিবে। আব্বাস তাঁহাকে আপন অশ্বতরে সহারোহী করিয়া শিবিরে চলিয়া আসি-

লেন। ওমরের পটমণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ওমর আবু সুফিয়ানকে চিনিয়া তৎক্ষণাৎ কোষমুক্ত খড়্গ হস্তে গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন, এবং দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন রে ঈশ্বরের শত্রু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি তোকে করকের পাইয়াছি। আব্বাস অশ্বতরকে বেগে চালাইলেন। ওমরও অসি ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। আব্বাস দ্রুতগতিতে হজরত মহম্মদের পটমণ্ডপে যাইয়া প্রবেশ করিলেন, ওমরও পদব্রজে দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন আর্য্য! অনুমতি করুন যে এই ঈশ্বরের শত্রুর কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া লোকদিগকে ইহার অত্যাচার হইতে মুক্ত করি। আব্বাস বলিলেন প্রেরিত মহাপুরুষ! আমি ইহাকে আশ্রয় দান করিয়া আনিয়াছি। ওমর ও আব্বাসের মধ্যে ভয়ানক বাগ্বিতণ্ডা চলিল। আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বাঁচাইবার জন্য দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন হজরত মহম্মদ বলিলেন পিতৃব্য! অদ্য রজনী আপনি ইহাকে স্বীয় আবাসে রক্ষা করুন, কল্য প্রাতে উপস্থিত করিবেন। হজরত ওমর ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া নিজের আবাসে চলিয়া আসিলেন। আব্বাস আবু সুফিয়ানকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। পর দিন প্রাতে যখন আব্বাস, আবু সুফিয়ানকে হজরত মহম্মদের নিকটে উপস্থিত করিলেন তখন হজরত মহম্মদ বলিলেন আবু সুফিয়ান! তোমার অত্যন্ত দুঃখের অবস্থা, এখনও কি তোমার জানিবার সময় হয় নাই যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু প্রকৃত উপাস্য ও যথার্থ নমস্য নাই। আবু সুফিয়ান নিবেদন করিলেন তোমার দয়া গাম্ভীর্য্য নিঃসন্দেহ। তোমার সম্বন্ধে এত অপরাধ করিয়াছি, তথাপি তুমি অনুগ্রহ করিতেছ। আব্বাস বলিলেন আবু সুফিয়ান, এই মুহূর্ত্তকে শুভক্ষণ গণ্য কর, ওমরের আগমনের পূর্ব্বে মুসলমান হও, যাহাতে মুক্তি পাইবে। তখন আবু সুফিয়ান বাধ্য হইয়া এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আব্বাস নিবেদন করিলেন, প্রেরিত পুরুষ! আবু সুফিয়ান গৌরবাভিলাষী, সম্মানাকাঙ্ক্ষী লোক। ইহার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন যাহাতে ইহার গৌরবের কারণ হয়। হজরত মহম্মদ বলিলেন যে যে জন আবু সুফিয়ানের গৃহ আশ্রয় করিবে, সে নিরাপদ হইবে এবং যে কাবা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার জন্যও নিরাপদ। (ক্রমশঃ)

মহর্ষি মূষা।

যখন ইস্রাএল বংশীয়েরা মিশর দেশ হইতে যাত্রা করে তখন তাহারা অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত বাসস্থান পরিবর্ত্তন জন্য এত সংখ্যক লোক আর কখনই একত্র যাত্রা করে নাই। তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ বিধানের লোক. ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগের নেতা। কথিত আছে, তিনি নিজে রাত্রিতে আলোকের স্তম্ভ এবং দিবাভাগে ছায়ার স্তম্ভ হইয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। পৃথিবী এরূপ স্বর্গের শোভা কখনও দেখে নাই। তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ মৃত জোসেফের অস্থি তাহারা সঙ্গে লইল এবং দুই তিন দিনের আহারীয় সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল লইয়া চলিল। প্রথম দিনে তাহারা লোহিত সাগরের তটে পিবহিরথ নামক স্থানে উপনীত হইল। এদিকে ইজিপ্টাধিপতির মন কঠোর হইয়া উঠিল। এত সংখ্যক প্রজা রাজ্যত্যাগ করিলে রাজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি, ইহা ভাবিয়া তিনি ইস্রাএল বংশীয়দিগকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনা লইয়া অবিলম্বে নিজে ধাবমান হইলেন। সমুদ্রতীরে যেখানে ইস্রাএল বংশ সে রজনীতে অবস্থিতি করিতেছিল দ্রুত বেগে ইজিপ্টাধিপতি সসৈন্য তথায় উপনীত হইলেন। ইস্রাএল বংশ নেত্র উত্তোলন পূর্ব্বক আসন্ন বিপদ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয়ে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং মূষাকে বলিতে লাগিল ইজিপ্ট দেশে কি মরিবার স্থান ছিল না? আমাদিগকে এই ঘোর মরু মধ্যে আনিয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখে ফেলিলে কেন? ইজিপ্টীয়গণের দাসত্ব শ্রেয়স্কর জানিয়া আমরা পূর্ব্বেই আসিতে চাহি নাই। মূষা উত্তর করিলেন ভয় করিও না, ঈশ্বরের পরিত্রাণের আশ্চর্য্য বিধি দর্শন কর। দেখিবে ঈশ্বর তোমাদের হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তোমরা চুপ করিয়া থাক। মূষা ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর উত্তর করিলেন আমার নিকট কেন রোদন কর, অগ্রসর হও, জানিতে পারিবে আমার নাম কেমন। তৎক্ষণাৎ ইস্রাএল বংশ অগ্রসর হইল এবং কথিত আছে, অমনি লোহিত সাগরের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া দুই দিকে জলরাশি দুইটি প্রাচীর সমান হইয়া উঠিল, মধ্যে দিয়া উৎকৃষ্ট পথ প্রকাশিত হইল, ইস্রাএল সন্তানগণ নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা সকলে চলিয়া গেলে যেমন ইজিপ্টীয়েরা তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিতে গেল, অমনি জল সকল একত্রিত হইয়া পথ বিলীন করিয়া দিল। সকলে মৃত্যুর হস্তে পতিত হইল। এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে এই সমস্ত ঘটনার সকল কথা আমরা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর সহায় হইলে মনুষ্য যে ঘোর বিপদের সাগর হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পায় এই অপূর্ব্ব রূপকে সুন্দররূপে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যখন ইস্রাএল

বংশ এই রূপে সুরক্ষিত হইল, তখন তাহারা সমুদ্রের অপর পারে আসিয়া সকলে একত্র হইয়া ঈশ্বরের জয়-ধ্বনি দ্বারা মেদিনাকে কম্পিত করিতে লাগিল। মূষার ভগ্নী মিরিএম ও অপরাপর ইস্রায় কন্যাগণ সুললিত স্বরে বাদ্য যন্ত্র সহ ঈশ্বরের স্তুতিবাদে আকাশকে ভেদ করিতে লাগিলেন, এবং এই সময়ে মূষা যে একটি উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন, তাহা এত উপাদেয় যে অদ্যাবধি অনেক জাতি যুদ্ধে জয় লাভ করিলে সেই গান গাইয়া ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করে*।

ইস্রাএল বংশেরা ক্রমে সিন নামক স্থানে উপনীত হইল। মিসর দেশ হইতে যে সমস্ত আহারীয় সমগ্রী তাহারা সঙ্গে আনিয়াছিল এক্ষণে সে সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল। সম্মুখে অনাহার ও ক্ষুধা দেখিয়া তাহারা শঙ্কিত হইল। ঈশ্বর তাহাদিগকে বিশেষ বিধানের জন্য মনোনীত করিলেন কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি এমনি কঠোর ও অস্থির যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা ঈশ্বরের যে সমস্ত আশ্চর্য্য প্রেম ও পরাক্রম দেখিয়াছিল সে সকল ভুলিয়া গেল এবং পুনর্ব্বার মূষাকে বলিতে লাগিল, ঈশ্বর আমাদিগকে মিসর রাজ্যে মারিয়া ফেলিলেন না কেন, তাহা হইলে আমাদিগের এখন এই ঘোর মরু প্রদেশে অনাহারে মরিতে হইত না? আপনার লোকদের অভাব দেখিয়া বিধাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি তিনি জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশিত হইয়া মূষাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ আমার লোকদিগকে বল তাহাদের আহারের জন্য প্রতিদিন প্রাতে আমি স্বর্গ হইতে আহার্য্য বৃষ্টি করিব এবং সন্ধ্যাকালে রাজহংসসকলকে তাহাদিগের গৃহে প্রেরণ করিব। এই সমস্ত তাহারা আহার করিয়া জানিবে আমার নামের মহিমা কেমন? এই বিশ্বাসহীন লোকদিগের আহারের উপায় তো হইল কিন্তু সেই প্রস্তরময় মরু প্রান্তরে তাহারা জল কোথা পাইবে? তাহারা পুনর্ব্বার মূষাকে ভর্ৎসনা করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল। এই প্রকার তৃষ্ণায় মরিবার জন্যই কি আমাদিগকে মিসর হইতে মরু দেশে আনিয়াছ? এখন মূষা অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে ঈশ্বরের নিকট যাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন "হে ঈশ্বর এই অবিশ্বাসী বংশ এক্ষণে জলের জন্য প্রস্তর দ্বারা আমার প্রাণ নাশে উদ্যত এখন বিপদভঞ্জন কি করি বল।" ঈশ্বর উত্তর করিলেন, সম্মুখে ঐ হোরেব নামক পর্ব্বত দেখিতেছ তোমার অগ্রে অগ্রে আমি ওখানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইব, তুমি তোমার হস্তের যষ্টি মারিবামাত্র প্রস্তরময় পর্ব্বত হইতে পরিষ্কার জলের প্রস্রবণ বাহির হইবে। মূষা সেইরূপই করিলেন এবং ইস্রাএল বংশ ও তাহাদিগের গো, মহিষ গর্দ্দভ প্রভৃতি সকলে আশ্চর্য্যরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করিল। এই সময়ে মূষার শ্বশুর তাঁহার জিপরা নাম্নী স্ত্রী ও দুই পুত্র লইয়া মূষার নিকট সমাগত হইলেন। মূষা অনেকদিনের পর সেই মরু মধ্যে স্ত্রীপুত্র পাইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরের সেবা করিতে লাগিলেন।

* এই ঘটনাটীর কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটী আমাদিগের নিকটে যুক্তি-যুক্ত প্রতীত হয়। লোহিত সাগরের একটি স্বভাব এই যে, সময়ে উহার স্থানে স্থানে চড়া পড়িয়া উঠে এবং ক্ষণকাল পরে সমুদায় জলরাশিতে মগ্ন হইয়া যায়। মূষা ঈশ্বর প্রেরণায় ঠিক সেই সময়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, যে সময়ে ঈদৃশ ঘটনা ঘটিবে। তাই তিনি প্রেরণা বলে নির্ভয়ে তাঁহার সঙ্গিগণকে লইয়া অনায়াসে সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ইজিপ্টীয়গণ জলমগ্ন হইয়াছিল।

কথোপকথন।

আপনি কি সম্প্রতি হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন?

হাঁ।

আপনি কি সে স্থানে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন?

অত্যন্ত।

আপনি কি সেখানে মহাদেব দেখিয়াছিলেন?

হাঁ। কেবল দেখি নাই কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলাম।

তিনি কি আপনাকে কোন কথা বলিয়াছিলেন?

হাঁ।

সেখানে পুরাতন আর্য্য ঋষিদের মধ্যে কি কাহাকেও দেখিয়াছিলেন?

হাঁ। তাঁহারা আত্মার বেশে সকলেই সেখানে জীবিত আছেন।

আপনি কি তাঁহাদের সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন?

হাঁ। আমি তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে ভাবযোগে বদ্ধ হইয়াছিলাম।

আপনি কি তাঁহাদিগকে সশরীরে বর্ত্তমান দেখিয়াছিলেন।

না। আমি আধ্যাত্মিক চক্ষে তাঁহাদিগকে কেবল অশরীরী আত্মরূপে দর্শন করিয়াছিলাম।

বৃদ্ধ হিমালয় কি আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন?

নিশ্চয়। শুভ্রকেশ এবং সম্ভ্রান্ত হিমালয় আমার গুরু হইয়াছিলেন এবং আমাকে মহান্ মহাদেবকে দেখিতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ হিমালয় কি শত শত বৎসর কেবল নিদ্রা যান নাই?

এমনই বোধ হয় বটে; কিন্তু এক্ষণে তিনি জাগ্রৎ। স্বর্গ হইতে নাকি তাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছে এবং তাহা নাকি তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে।

কি আদেশ?

শুনিলাম ভারতের পুরাতন গিরিদেবকে পুনঃ প্রকাশ এবং গৌরবান্বিত করিবার নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুরাতন বৈদিক রীতি অনুসারে কি উহা প্রতিপালিত হইবে?

সম্পূর্ণ রূপে নহে। অধুনাতন সভ্যতা এবং পুরাকালের বৈরাগ্য দুইই নির্ব্বিবাদে মিশ্রিত হইবে।

কে আপনাকে এ সমস্ত সংবাদ দিলেন? হিমালয় এবং তাহার চারিদিকস্থ সমস্ত বস্তু। হিমালয়ের প্রতি এই গৌরবের আদেশ এবং শুভ দিনের আগমন বার্ত্তা যেন সেখানকার প্রত্যেক পদার্থই কহিতে লাগিল।

আপনার কথার তাৎপর্য্য কি? কোন নদী প্রবাহিত হইবে না কি?

হাঁ। হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে নূতন যোগ এবং নূতন প্রত্যাদেশের নদী নিম্ন ভূমিতে আসিয়া প্রবাহিত হইবে এবং অবিশ্বাস, সংসারাসক্তি, পাপ এবং দুঃখ সমস্ত ধৌত করিয়া চালিয়া যাইবে।

হে ভ্রাত! এই সুসংবাদের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ করি।

কেবল ধন্যবাদে মিটিতেছে না। তুমি সকলের মন প্রস্তুত কর। এই সমাচার দূর দূরান্তরে প্রচার কর, এবং আমাদের সকলের জন্য এই পার্ব্বতীয় প্রত্যাদেশ আসিতেছে, সে কথা প্রত্যেকজনকে বল। ভারতের সমস্ত নরনারী পর্ব্বত হইতে সমাগত এই নূতন প্রত্যাদেশ গ্রহণানন্তর গৃহস্থ যোগী হইবার নিমিত্ত আহূত হইবেন। ইহা কি সুসংবাদ নহে?

অতি হর্ষজনক। আমি আশা করি সুশিক্ষিত ভারতবাসিগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

এ দেশে যত ধর্ম্মার্থী লোক আছেন, প্রকৃত যোগ বারি পান করাইবার জন্য বৃদ্ধ হিমালয় তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

প্রকাণ্ড ব্যাপার! যথার্থই প্রকাণ্ড ব্যাপার যে জীবনপ্রদ বারি গ্রহণার্থ পিতা হিমালয়ের নিকটে সমস্ত নরনারী যাত্রিরূপে গমন করিবে। এই চিন্তা কি প্রফুল্লকর এবং স্ফূর্ত্তিজনক। এক্ষণে বিদায়; আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানগণকে এই আনন্দের সংবাদ প্রদান করিব। (মিরার)

সংবাদ।

ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি কাঁথি বালেশ্বর দাঁতন ময়ূরভঞ্জ মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া সহস্র সহস্র লোকের মন প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমে আকর্ষণ করিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের রাজা বিশেষ আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম রাজা সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মানুরাগী উড়িষ্যা দেশের মধ্যে ইনিই স্বাধীন রাজা। ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার তেজপুর পরিত্যাগ করিয়া ধুবড়ী আগমন করিয়াছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নাইনিতাল পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ কানপুর এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে কয়েক দিন থাকিয়া কলিকাতা আসিয়াছেন।

আচার্য্য মহাশয়ের নাইনিতাল হইতে প্রত্যাগমন অবধি কমল কুটীরে প্রাত্যহিক উপাসনা অতি আশ্চর্য্যরূপে হইতেছে। উপাসনায় নিত্য নূতন ভাব। সুন্দর প্রার্থনার ভিতর দিয়া স্বর্গীয় জীবন্ত সত্যসকল প্রচারিত হইতেছে।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু বলেন আমাদিগের ক্ষুদ্র প্রচারযাত্রী দল নারায়ণগঞ্জ, হুসেনপুর ময়মনসিংহ এবং মুক্তাগাছাতে জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা এবং উপদেশাদি দ্বারা নববিধানের গুপ্ত তত্ত্ব প্রচার করিয়া বিগত ১০ই আষাঢ় বুধবার এখানে আগমন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র প্রচারযাত্রীদল এক মাস কালের মধ্যে প্রায় ৩০০০ লোকের নিকট প্রচুর নামসুধা ও নববিধান তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাঁদিগের পাথেয়াদি ব্যয় নিমিত্ত [illegible] টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহাঁদিগের ভিক্ষার ঝুলিতে নগদ ৬৩ টাকা পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন যে সর্ব্বত্র প্রচার যাত্রিকগণ বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে ৩ ৪ টী বক্তৃতা হইয়াছিল। মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী এবং যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তথায় লইয়া গিয়াছিলেন, বিশেষরূপে সাহায্য ও সহানুভূতি দানে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

ভাই অমৃতলাল বসু সাহেবগঞ্জ গাজিপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে প্রচার করিয়া জব্বলপুরে গিয়াছেন। তিনি সত্বরই মান্দ্রাজ প্রদেশে বেঙ্গালোরে যাইতে উদ্যত আছেন।

আগামী ৪ ঠা শ্রাবণ আরা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হইবে।

বিজ্ঞাপন

ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতি রবিবারের বক্তৃতা তাহার পরের রবিবারে ব্রাহ্মদিগের হস্তে দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে; এবং উক্ত বক্তৃতা মফস্বলে এমন সময়ে প্রেরিত হইবে যাহাতে এক রবিবারের বক্তৃতা মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজে তাহার পরের রবিবারে পঠিত হইতে পারে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴৹ এক আনা এবং ৴১০ আধ আনা মাসুলেতে ১২ খানি করিয়া যাইতে পারে। গ্রাহক মহাশয়েরা শীঘ্র কলিকাতা ৬ নং কলেজস্কোয়ার শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরীর নিকট নাম ও মূল্য পাঠাইবেন।

ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের নিম্নলিখিত এবং অন্যান্য পুস্তকগুলিও উপরের লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

আচার্য্যের উপদেশ ১ ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত বাঁধান	২
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	৵৹
মত সার	৴১০
কতকগুলি ধর্ম্মকথা	৴১০
সুখী পরিবার	৴৹
True Faith	৵৹
Handbook of Theistic Devotion	৵০
Future Church	৷৹
God-vision in the 19th century	।৵৹

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন।

যাঁহাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য বাকি রহিয়াছে, তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য সহ সমুদায় মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। আমরা যাহাতে আগামী ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বে সমুদায় টাকা পাই এ জন্য যেন সকলে বিশেষ মনোযোগী হয়েন। ধর্ম্মতত্ত্বের ৬র মাস কাল গত হইয়া গিয়াছে এ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট অগ্রিম মূল্য পাওয়া যায় নাই।

নিবেদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা ৩রা শ্রাবণ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।	১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৮০২ শক	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
		মফস্বল ঐ	৩০

প্রার্থনা।

প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ, প্রাণপতি, তোমাকে এ সকল নাম ধরিয়া ডাকিতে, হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বড় আনন্দ হয়। তুমি আমার কে? তুমি নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম, তুমি পৃথিবীর স্বামী কিম্বা প্রভুর ন্যায় সাকার পুরুষ নহ. তুমি নিরাকার সচ্চিদানন্দ দেবতা, তথাপি তোমাকে আমার মন এত ভালবাসে কেন? তোমার এমন কি রূপ গুণ আছে যাহাতে আমার মন ভুলিল? তুমি রূপবিহীন হইয়া কিরূপে এমন রূপবান্ হইলে? নির্গুণ হইয়া কেমন করিয়া তুমি এমন বিচক্ষণ সুচতুর এবং গুণনিধি হইলে? হে অরূপ, তুমি নিরাকার হইয়াও অনন্তরূপ এবং অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াছ। হে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা, হে সৌন্দর্য্যের আকর, হে সৌন্দর্য্যের সার, তুমি অশরীরী হইয়াও ভক্তচিত্তহারী ভুবনমোহন হইয়াছ। তোমার নিরাকাররূপ আমার মন মোহিত করিয়াছে। তোমাকে দেখিয়াছি অবধি আমার মন আর কিছুতেই আসক্ত হইতে চাহে না। আমার প্রাণ-নয়নে তোমার ঐ অরূপ রূপ লাগিয়া রহিয়াছে। তোমার সৃষ্টির মধ্যে অনেক সৌন্দর্য্য দেখিলাম; কিন্তু তোমার ন্যায় পরম সুন্দর আর কাহাকেও দেখিলাম না। হে গুণধাম, হে ভুবনমোহন গুণনিধি, তোমার এই অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তোমার ভক্তেরা অনিমেষে তোমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন, এবং যদিও কোন ভক্ত হঠাৎ অন্য দিকে তাকান তিনি যে দিকে তাকান সেই দিকে তোমাকেই দেখিতে পান। তুমি তোমার ভক্তের প্রাণেশ হৃদয়রঞ্জন, তুমি তোমার ভক্তের প্রাণকান্ত, তোমার ভক্ত তোমা ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না। তিনি একান্ত মনে একাগ্রচিত্তে কেবল কোমাকেই প্রার্থনা করেন, এবং তুমিও তোমার ভক্তকে তিলার্দ্ধ কাল ছাড়িয়া একত্র থাকিতে পার না। প্রাণের প্রাণ তুমি, হৃদয়ের স্বামী, তোমাকে দেখিলে ভক্তের হৃদয় সরোবরে সহজেই ভক্তি পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হয়। বিশ্বনাথ, জগন্নাথ মন্নাথ, তুমি দুই অর্থে আমার স্বামী তুমি ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী, তুমি আমার জীবনের অধিকারী। তুমি তোমার ভক্তহৃদয় বিহারী, তুমি আমার হৃদয়ের স্বামী। জড়জগতের অধিকারী এবং ঈশ্বর তুমি, কিন্তু অচেতন জড় তোমাকে স্বামী বলিয়া ভাল বাসিতে পারে না। ভক্তেরা বলেন জীবাত্মা তোমার দাসী, তুমি জীবের স্বামী, এবং প্রভু। জীবের কর্ত্তা

তুমি। যদি স্ত্রী তাহার আপন স্বামী ভিন্ন অন্যকে স্বামী বলে, অথবা সন্তান যদি আপনার পিতা ভিন্ন অন্যকে পিতা বলে তাহার ভয়ানক পাপ হয়, সেইরূপ জীবাত্মা যদি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার স্বামী অথবা প্রভু বলিয়া স্বীকার করে তাহার অধোগতি হয়, সে ভ্রষ্ট হয়। হরি ছাড়া যে অন্যকে স্বামী বলে সে অসতী! হে ঠাকুর, এই অসতীত্ব কলঙ্ক হইতে তুমি এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর আমরা সতী স্ত্রীর ন্যায় তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিব না। আর কাহারও প্রতি তাকাইব না, আর কাহারও কথা শুনিব না। সতী যেমন পতিপ্রাণা পতির আজ্ঞা ভিন্ন আর কাহারও ইচ্ছায় চলেন না আমরাও তোমার ইচ্ছা ভিন্ন আর কাহারও ইচ্ছা পালন করিব না। তোমার ইচ্ছায় আমরা জন্মিয়াছি, তোমার ইচ্ছায় আমরা বাঁচিয়া আছি, সুতরাং প্রাণ মন দিয়া কেবল তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ করিব, তুমিই আমাদিগের একমাত্র অধিকারী, তুমিই আমাদিগের একমাত্র স্বামী। আমরা তোমারই। আমরা আর কাহারও নহি। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের সঙ্গে যত দিন তোমার ইচ্ছার যোগ দেখিব তত দিন তাঁহাদিগের ইচ্ছার মধ্যে তোমার নিগূঢ় ইচ্ছা পালন করিব। পতির ইচ্ছা সতীর প্রাণ! হে ঠাকুর! তোমার ইচ্ছা ভিন্ন আমরা নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আর রাখিব না। আমার আমিত্ব তুমি গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তুমি আমার জীবনবল্লভ এবং হৃদয় রঞ্জন হৃদয়েশ্বর হও।

ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ॥

ঈশ্বরকে আমরা সময়ে সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বলিয়া সম্বোধন করি; কিন্তু "ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী" এই নামের অর্থ কি? স্বামী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? স্বামী শব্দ দুই ভাবে ব্যবহৃত হয়। এক ভাবে স্বামী অধিকারী, আর এক ভাবে স্বামী পতি। যখন আমরা বলি অমুক ভূস্বামীর প্রচুরভূমি সম্পত্তি আছে, তাহার অর্থ এই যে সেই ব্যক্তি প্রচুর ভূমিসম্পত্তির অধিকারী। মানুষ জড় বস্তুর অধিকারী হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে জড় বস্তুর পতি বলা যায় না। অচেতন পদার্থ চৈতন্য পুরুষকে পতি বলিয়া বরণ করিতে পারে না। জড় এবং চৈতন্য এই দুইয়ের মধ্যে অধিকৃত এবং অধিকারীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পতিভক্ত এবং পতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। দুই চেতন ব্যক্তি ভিন্ন পতিভক্ত এবং পতির সম্পর্ক হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বামী শব্দ অধিকারী এবং পতি এই দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বর এই দুই অর্থেই আমাদিগের স্বামী। তিনি আমাদিগের সর্ব্বাধিকারী, তিনি আমাদিগের হৃদয়েশ্বর প্রাণপতি। আমরা তাঁহার অধিকৃত প্রজা। তিনি আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, এবং তাঁহার অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডারের অন্ন বস্ত্রাদি ব্যয় করিয়া তিনি আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, সুতরাং আমাদিগের জীবনের উপরে তাঁহার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। যিনি আমাদিগের স্রষ্টা ও পাতা তিনিই আমাদিগের অধিকারী, অন্য কেহ আমাদিগের অধিকারী স্বামী হইতে পারে না। যাঁহার অন্ন বস্ত্রে আমরা নিয়ত প্রাণ ধারণ করিতেছি, তিনি ভিন্ন আর কে আমাদিগের স্বামী, প্রভু, কর্ত্তা, অথবা অধিকারী হইতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে কেবল এই অধিকারী ও অধিকৃতের সম্পর্ক অনুভব করিয়া আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে পারে না। এই সম্পর্কে ঈশ্বর সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে উচ্চতর মিষ্টতর সম্বন্ধ সাধন করিবার জন্য লালায়িত হয়। জীবাত্মা ঈশ্বরকে কেবল অধিকারী স্বামী বলিয়া সুখী হইতে পারে না; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক আস্বাদন

করিতে যত্ন করে। যেমন সতী স্ত্রী আপনার মনের অনুরাগে নিজের মনোমত স্বামীকে হৃদয়ের মধ্যে বরণ করে এবং সেই স্বামীকে অবিভক্ত প্রেম দান করিয়া পূর্ণ সুখ শান্তি সম্ভোগ করে, সেইরূপ জীবাত্মা আপনার মনের অনুরাগে ঈশ্বরকে আপনার প্রভু, আপনার স্বামী বলিয়া চিনিয়া লয় এবং তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়, এবং তাঁহাকে সমস্ত প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া পরম সুখী হয় এবং নিত্য পুণ্যার্জ্জন করে। পতিপ্রাণা সতী যেমন আপনার পতি ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি অনুরাগ স্থাপন করাকে পাপ মনে করেন, সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমিক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি আসক্ত হওয়া ব্যভিচার এবং অপবিত্রতা মনে করেন। সতীর ধৰ্ম্মই যথার্থ ধৰ্ম্ম, সত্য ধৰ্ম্ম, পরম ধৰ্ম্ম। বাস্তবিক সতী-প্রকৃতি লাভ না করিলে কেহই ধৰ্ম্মরাজ ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়ের স্বামী, আপনার প্রাণ পতি বলিয়া চিনিতে পারে না। সাধকের মনের মধ্যে যত দিন সৃষ্ট কোন বস্তু কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে ততদিন সেই সাধক ঈশ্বরকে আপনার অধিকারী অথবা পতি বলিয়া বরণ করিতে পারে না। ঈশ্বরকে আপনার প্রভু অথবা স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে সতেজ বৈরাগ্যরূপ মার্জ্জনী দ্বারা মনের সকল জঞ্জাল দূর করিয়া দিয়া মনকে পরিষ্কার করিতে হইবে। যদি হৃদয় পাত্রকে স্বর্গের যোগানন্দরসে পূর্ণ করিতে অভিলাষ করি, তাহা হইলে অগ্রে হৃদয় পাত্রের মধ্যে বিষয়াসক্তি রূপ যে মলিন বিষাক্ত জল আছে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যতক্ষণ হৃদয়াধার পাপপঙ্কে পূর্ণ থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে নির্ম্মল পুণ্য সলিলের সমাবেশ হইতে পারে না। অতএব যদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, বিশ্বপতি ঈশ্বরকে আপনার স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে চাও তবে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত, নির্ব্বিকার এবং নির্লিপ্ত হইতে হইবে। পৃথিবীতে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং চারিদিকে আসক্তির বস্তু রহিয়াছে, এখানে দুর্ব্বল মন সর্ব্বদাই পরীক্ষিত হইতেছে, এই জন্যই পূর্ব্বতন ঈশ্বরার্থী সাধুগণ সংসার ছাড়িয়া বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া নির্জ্জন গহন বনে চলিয়া যাইতেন; কিন্তু ইহা প্রকৃত ধৰ্ম্মবীর অথবা ঈশ্বর প্রেমিকের লক্ষণ নহে। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক পতিপ্রাণা সতীর ন্যায় ঈশ্বরেতে এমনই মগ্ন যে বাহিরের রাশি রাশি প্রলোভন তাঁহাকে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রেমাস্পদ নাই। ঈশ্বর ছাড়া অন্য বস্তু কামনা করা এবং ঈশ্বরের সহবাস ভিন্ন অন্য কাহারও সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করা তিনি ভয়ানক ব্যভিচার ও অপবিত্রতা মনে করেন। পতিপ্রাণা সতী এবং ব্রহ্মভক্ত এক প্রকৃতি বিশিষ্ট। উভয়েরই প্রাণ পতিভক্তিতে পরিপূর্ণ। পতি তাঁহাদের গতি, পতি তাঁহাদের মুক্তি, পতি ভিন্ন তাঁহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বরকে এইরূপে আপনাদিগের প্রাণপতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, এবং প্রাণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই পতিপূজা, এবং সেই পতি সেবা করিয়া চির শুদ্ধ এবং সুখী হইতেছেন!!

হে ব্রাহ্ম যুবা, সাবধান হও!

যখন শিশু বড় হইয়া যুবা হন তখনও তাঁহার বাল্যকালের সরলতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। এই সরলতার সঙ্গে যৌবনের উৎসাহ মিলিত হয়। তিনি যাহা কিছু ভাল দেখেন সেই দিকেই তাঁহার মন উৎসাহের সহিত ধাবিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহার জন্যই যুবকের দল অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ইহার সত্য সকল শ্রবণ করিয়া এবং ইহার মধ্যে সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহারা যতদূর বুঝিতে পারেন বা না পারেন তাঁহাদের সরল চিত্ত ব্রাহ্মসমাজের সরল ভাবে

অত্যন্তই মুগ্ধ হয়। বিশেষতঃ যদি পিতা মাতা প্রতিবন্ধকতা না করেন বা কিঞ্চিন্মাত্র অনুকূলতা প্রদর্শন করেন তবে যুবকগণের উৎসাহের পরিসীমা থাকে না। যুবকেরা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কতই সংগীত করেন, কতই নৃত্য করেন, দীর্ঘ দীর্ঘ উপাসনাতে অম্লানবদনে যোগ দান করেন. এবং সর্ব্বদাই বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন এবং নিজেও বক্তা হন। কিন্তু শিশুর সরলতারূপ অমূল্য ধন অনেক যত্ন বিনা কখনই চিরস্থায়ী হইবার নহে। উৎসাহী যুবার হস্তপদ অল্পে অল্পে সংসার তাঁহার নিজ বন্ধনে বদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। যুবার ভিতরে রিপু সকল উত্তেজিত হইয়া মহা বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। তিনি মনে করেন একটী সামান্য পাপাচরণের বিষময় ফলকে সহজেই নিবারণ করিবেন। এইরূপে একটী পাপকে অগ্রাহ্য করিয়া আর একটী পাপ সম্বন্ধেও সেই প্রকার বিবেচনা করেন এবং ক্রমে ক্রমে আপনাকে পাপস্রোতে ভাসমান করেন। দুরন্ত সংসার যুবার পশ্চাৎ হইতে তাহার বলহীনতা দেখিয়া শেষে তাহাকে একবারে পাপহ্রদে নিমগ্ন করে। তখন যুবার সে স্ফূর্ত্তি, সে উদ্যম, সে সাহস, সে ভক্তি নয়নকে আর চরিতার্থ করে না। এই রূপে যে কত কত যুবা আপনার অসাবধানতাতে সরল পবিত্র ধর্ম্ম হারাইয়া ঘোর সংসারী, নাস্তিক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছেন তাহা বলা যায় না। অনেকে যুবাদিগের পরিণামে এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগের উপরে আর অধিক আশা ভরসা সংস্থাপন করেন না। কিন্তু আমাদের মতে যৌবন কালই ধর্ম্মাবলম্বনের যথার্থ প্রশস্ত কাল। যে ব্যক্তি বাল্যকালের সরলতাকে যৌবনকালের উৎসাহের সহিত মিশ্রিত করিতে পারে এবং অধিক বয়সের অটলভাবের সঙ্গে শেষে তাহাদিগকে সংযুক্ত করিতে সমর্থ হয় সেই যথার্থ সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। হে ব্রাহ্ম যুবা, সতর্ক হও, সাবধান হও। তুমি মনে করিও না একটী রিপু, একটু মান, একটু স্বার্থের পরবশ হইলে সংসার সাগরের ভয়ানক তরঙ্গে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি ব্রাহ্মসমাজের সরলভাবে আপনাকে মুগ্ধ হইতে দিয়াছ ভালই করিয়াছ; কিন্তু কিছুদিন প্রাণপণ যত্ন করিয়া সেই ভাবকে রক্ষা এবং পোষণ করিতে যত্ন কর। যাহা অন্যায় জানিবে করিও না। ভয়ে করিও না, লজ্জার অনুরোধেও করিও না। কিছু কাল সহিষ্ণু হও। যাক্ প্রাণ যাক্ মান। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ধর্ম্ম সাধন করিবে ঈশ্বর শেষে তাহার বিশেষ সহায় হইবেন। যে সকল সত্য এবং সরল ভাবকে তুমি এক্ষণে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবে কিছুদিন পরে তাহারাই তোমার জীবন পথে তোমার একান্ত সহায়তা করিবে। তোমার বাল্যকালের সরলতা ক্রমে স্থায়ী সরলতা হইবে, তোমার যৌবনের উৎসাহ ক্রমে স্থায়ী উৎসাহ হইবে; তোমার চিত্তের নির্ম্মলতার জন্য কতই আনন্দ বাড়িবে। এই নির্ম্মল আনন্দের বলের নিকট সকল শত্রুই পরাজিত হয়। দৃঢ় অটল ধার্ম্মিক যুবার সহায় তাহার ভক্তি তাহার বিশ্বাস, তাহার আনন্দ, স্বয়ং ঈশ্বর। যে প্রাণপণ করিয়া আপনাকে যৌবন কালে বাঁচায়, ঈশ্বর তাহার আত্মাকে কতই অমূল্য রত্ন বিতরণ করেন, তিনি তাঁহার ভাণ্ডার হইতে তাহাকে যথার্থ বিদ্যা, যথার্থ ভক্তি, যথার্থ মান সম্ভ্রম দিয়া মহাধনী এবং যশস্বী করেন। যে যুবা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর তাহাকে প্রবঞ্চিত করেন না। তিনি তাহার মাথায় প্রেম, পুণ্য ও সুখের মুকুট পরাইয়া দেন। হে ব্রাহ্ম যুবা সকল, তোমরা যথার্থ বিশ্বাসী হও, তোমরা কাহার কথা না শুনিয়া, কাহার মুখের পানে না তাকাইয়া, কোন প্রকারেই আর পাপাচরণ করিও না। কিছুকাল এইরূপে পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগকে পরিপক্ব প্রৌঢ়াবস্থায় লইয়া উত্তীর্ণ কর। তাহা হইলে তোমরাও শেষে প্রেম, পুণ্য ও সুখের মুকুট পরিধান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।

সাধু সর্ব্বগত নহেন।

এ সম্বন্ধে আমরা অনেক বার অনেক প্রবন্ধ লিখিলাম, কিন্তু মনুষ্যচিত্তের দুর্ব্বলতানিবন্ধন হউক বা স্বমতপক্ষপাতিতা বশতঃ হউক, এ বিষয়ে অনেকের মনে যে কুসংস্কার আছে, তাহা কিছুতেই তিরোহিত হইতেছে না। আমরা সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বরকে অতি নিকটে আনয়ন করিতে চাই, কিন্তু পাপপ্রবণ মনুষ্যহৃদয় তাঁহাকে দূরে রাখিয়া সাধুগণকে তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী করিতে যত্ন প্রকাশ করে। অবতারবাদ চির দিন দুর্ব্বল মানবের মন আকর্ষণ করিয়াছে এবং এ সময়ে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের কাহার কাহার মনে যে ঈদৃশ দুর্ব্বলতা একেবারে স্থান পায় না একথা আমরা বলিতে পারি না। ঈশ্বর স্বীয় অনন্ত ভাবকে খর্ব্ব করিয়া মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন ঈদৃশ স্থূল অবতারবাদ এখন কেহ বিশ্বাস করিতে না পারেন; কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় যাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে তাঁহাদিগকে জীবনের সাক্ষাৎসম্বন্ধে নেতা বলিয়া ঈশ্বরকে দূরস্থ করিতে পারেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন, মহাত্মারা ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন ইহা সত্য নহে, তাঁহারা মানবগণের বক্ষে আজও বিরাজ করিতেছেন এবং দিন দিন মনুষ্যসমাজকে প্রার্থনা বলে উন্নত করিতেছেন। মনুষ্যসমাজ তাঁহাদিগের সাহায্য বিনা ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে ঈশ্বর এবং মনুষ্য এ দুয়ের মধ্যে দেবতা বা ঈশ্বরের দূত ছিলেন, যাঁহারা অজ্ঞের পরমেশ্বরকে কথঞ্চিৎ মানবের জ্ঞেয় করিয়া দিতেন। এখন মৃত মহাত্মারা সেইস্থল অধিকার করিয়া আছেন। এখানে ঈশ্বর দূরস্থ। তিনি নিকটে থাকিয়াও নাই, কেন না মনুষ্যের কার্য্যকর সম্বন্ধ মহাত্মাদিগের সঙ্গে।

অবতারবাদে মনুষ্যের মনে আশু শান্তি হয় আমরা বুঝি, কিন্তু শান্তি হয় বলিয়া অসত্য গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার আমরা কোন অর্থ বুঝি না। মহাত্মাদিগকে এক সময়ে ইহলোক পরলোকবাসী করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্থানগত করিয়া যে বৌদ্ধমতে নিপতিত হইতে হইতেছে, ইহা কি তাঁহারা বুঝিতেছেন না? ঈশ্বর যখন শান্তি বল বুদ্ধি জ্ঞান বিবেক প্রেম পুণ্যরূপে অবতীর্ণ আছেন তখন অন্য অবতারে প্রয়োজন কি? তিনিই কি সাধকের সকল অভাব পূরণ করিতে পারেন না? তবে যদি কেহ বলেন মনুষ্য ভিন্ন মনুষ্য হৃদয়ের সর্ব্বথা চরিতার্থতা কোথায়? তাহার উত্তর এই, মনুষ্য কেবল মনুষ্য বলিয়া হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে না, কিন্তু তাহাতে দেবপ্রকৃতি প্রতিফলিত আছে বলিয়া পরিতৃপ্তি সাধন করে। ঈশ্বর সাধকের মনে উদিত হইয়া সেই দেব ভাব তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেন। এখানেই সাধক এবং মহাত্মাদিগের একতা হয় এবং তাঁহারা অভিন্ন নামে পরিচিত হন। কিন্তু ঈদৃশ মিলনের মূল মহাত্মারা নহেন, স্বয়ং ঈশ্বর।

সাধুসহবাস সাধুসঙ্গ অন্তরে। ইহা তাঁহাদিগের পরলোক হইতে ভূতলে অবতরণ বা অবস্থিতিতে নহে, কিন্তু সাধকহৃদয়ে ঈশ্বরযোগে তাঁহাদিগের চরিত্রের সঙ্গে সম্মিলনে। আমরা সময়ে সময়ে ঈশ্বরের প্রেরণা অনুসরণ করিয়া কোন কোন সাধকের সমাগমসুখ হৃদয়ে অনুভব করিতে যত্ন করিতে পারি। কিন্তু তাহা ইহা নহে যে তাঁহারা স্বয়ং আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগের চরিত্র আমাদিগের আত্মাতে প্রতিফলিত করিয়া, অল্পে অল্পে তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের একত্ব ও সম্মিলন সাধন করিতে লাগিলেন। সাধুর নাম রূপ আমাদিগের নিকট কিছু নহে, তাহা অসার অস্থায়ী। তৎসহকারে আমাদিগের যে বিচ্ছেদ হইয়াছে কল্পনাযোগে তাহা অপনয়ন করিবার জন্য যত্ন বিফল। এতদ্দ্বারা কেবল মনুষ্য এবং ঈশ্বরের মধ্যে বিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ধর্ম্মের প্রতিকূল ভাব অনুসরণ করা হয়। বিশেষ বিশেষ সাধুর বিশেষ বিশেষ ভাব, তাঁহাদিগের নামে পরিচিত হইতে পারে, কেন না সেই সেই ভাবই তাঁহারা, কিন্তু তাহা বলিয়া তদবলম্বনে তাঁহাদিগের সর্ব্বজনব্যাপিত্ব বিশ্বাস করা ইহা একান্ত সত্যবিরুদ্ধ। এতদ্দ্বারা ঈশ্বর এবং মনুষ্য এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জগৎ হইতে অন্তর্হিত করিয়া দেওয়া হয়।

অবতীর্ণ সাধু ভিন্ন যাঁহারা হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না, তাঁহারা বল শক্তি বিবেক পুণ্য প্রেম রূপে অবতীর্ণ ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অনুভব করিতে যত্ন করুন দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদিগের সে অভাব আর থাকিবে না। ঈশ্বর প্রাণের সঙ্গে অব্যবহিত ভাবে বদ্ধ, এসত্যের তুল্য আর সত্য নাই, ইহা অনুভব করিলে সাধু সহবাসও তৎসঙ্গে সঙ্গে লাভ হইবে। কেন না মূলের সঙ্গে যাহাদিগের যোগ ফল ফুল পত্রের অভাব তাহাদিগের কেন থাকিবে? সকল সাধুত্বের মূল যিনি, তাঁহার সঙ্গে চিত্ত সংযুক্ত হইলে সকল সাধুর সাধুত্ব আসিয়া হৃদয়ে উপস্থিত হইবে। তোমার আমার বিকৃত হৃদয়ের কল্পনাযোগে যে সাধু দর্শন অনুভব উহা কল্পিত ও মিথ্যা, কিন্তু যখন ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদিগকে চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়া পরিচিত করিয়া দেন, তখন তাহার মধ্যে আর কোন অসত্য ও ভ্রম থাকে না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে ভিন্নতা কি? যাহা ধর্ম্ম তাহাই বিজ্ঞান এ কথা আমরা বলি, কিন্তু সাধারণে সে ভাবে

গ্রহণ করে না। কেন করে না, অবশ্য তাহার কারণ আছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে সাধারণতঃ প্রভেদ এই, ধর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে আদিকারণ ঈশ্বরকে লইয়া ব্যাপৃত। সমুদায় ঘটনা সমুদায় ব্যাপারের মূলে উহা ঈশ্বরকে দর্শন করে, সুতরাং উঁহাতে বুদ্ধির বিশ্রাম ঈশ্বরে। উহা আর কারণান্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না। এখানে প্রতিবিধান জন্য যত্ন নাই। কেন না ঈশ্বরের বিরোধে কে আর প্রতিবিধানে যত্ন করিবে? ধর্ম্মের এই সঙ্কুচিত ভাবে সাহসী হইয়া বিজ্ঞান তদুপরি আপনার একাধিপত্য স্থাপনে সমুদ্যত। এমন কি ধর্ম্মকে তিরোহিত করিয়া দিতে প্রস্তুত। বিজ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে আদি কারণ ঈশ্বরকে লইয়া ব্যস্ত নহে, উহা জগতের অভ্যন্তরস্থ সেই আদিকারণের কার্য্যপ্রণালী মাত্র লইয়া ব্যাপৃত। সুতরাং বিজ্ঞানের কার্য্য কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দ্দেশ। এই নিয়ম জানিলে তদনুসরণ করিয়া ইচ্ছানুরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান। প্রকৃত ধর্ম্মে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে বিবাদ নাই, দুইই এক। কারণ ধর্ম্ম এক সময়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে দর্শন করে, অপর সময়ে তাঁহারই কার্য্যপ্রণালী অবলোকন করিয়া তদনুসরণ তাঁহার ইচ্ছানুসরণ বিশ্বাস করে। সুতরাং দুই এক, একই দুই, কেবল ভ্রান্ত বুদ্ধিতে উভয় ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

ভারতবর্ষে সত্য সত্যই কি ব্রাডল সাহেবের অনুগত শিষ্য এক সম্প্রদায় প্রস্তুত হইতেছে? ভারতের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য, ভারতের আর্য্যবংশের ইহা অপমান, কিন্তু সভ্যতার কপট ছদ্মবেশে যে সকল পাপ এ দেশে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন পাপাসক্ত দল প্রস্তুত হওয়া বিচিত্র নহে। সেক্‌সপিয়র লিখিত হাম্‌লেটের পরলোক সম্বন্ধীয় চিন্তায় লিখিত আছে, পরলোকের ভয়ে অনেককে ভীরু করে। তাই বুঝি অনেকে সে ভয় দূর করিয়া যথেচ্ছ জীবন কর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। যে সকল ভয়ানক ভয়ানক পাপের সংবাদ আমাদিগের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করে, এবং সেই সকল পাপের প্রবর্ত্তক লোক দলের প্রধান হইয়া ব্রাডল প্রভৃতির ন্যায় লোকের অভিনন্দন করে, ইহাতে আমাদের মনে হয় এত দিনে ঘোর কলি উপস্থিত। কলিকাল সমাগত দেখিয়া কি আমরা ভীত হইব, না সত্যকাল আসিতেছে বলিয়া আহ্লাদিত হইব? অন্ধকার আলোকের জন্য; অবিশ্বাস, অজ্ঞান, পাপ, ব্যভিচার, বিশ্বাস তত্ত্বজ্ঞান সত্য পুণ্য পবিত্রতা দ্বারা অবশ্য পরাজিত হইবে জানিয়া, আমরা এ সকল সংবাদে হতাশ্বাস হই না, কিন্তু বর্ত্তমান বংশের অবস্থা দর্শন করিয়া গোপনে অশ্রু বর্ষণ করি।

যাঁহারা বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের কার্য্যের এরূপ গতি যে তাঁহারা কার্য্য করিয়া অত্যল্প অবসর পান। যদিও বা অবসর পান তাঁহাদিগের শরীর এত দূর পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে কোন গভীর বিষয়ে মনোভিনিবেশ তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় তাঁহারা কি করেন, শয়ন বা ক্রীড়া এ দুয়ের একক আশ্রয় করেন। ইহাতে চিত্ত একান্ত লঘু হইয়া যায়, লঘুতাবশতঃ নানা বিধ পাপ হৃদয়ে প্রবেশ করিবার অবসর পায়। অনেকে এই অবস্থায় পড়িয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বর দর্শন ও নীতি সকল হইতে পরিভ্রষ্ট হন। বিষয় কর্ম্মে এত দূর ব্যাপৃতি আত্মার পক্ষ একান্ত অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু বর্ত্তমানে যে প্রকার বিষয়ের স্রোত চলিয়াছে তাহাতে সে স্রোত অবরুদ্ধ করিবার কোন উপায় হইবে আশা করা যাইতে পারে না। যদি কেহ সুচতুর হইয়া বিষয় কর্ম্মকে ধর্ম্মবহির্ভূততা হইতে রক্ষা করিয়া উহাকে ধর্ম্মে পরিণত করিতে পারেন তবেই আত্মার পক্ষে শ্রেয়, অন্যথা বিষয় কর্ম্মের গ্রাস হইতে আত্মার রক্ষা পাওয়া সম্ভবে না। পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল, অধ্যয়নকালে যুবকগণ নীতি চরিত্র ও ধর্ম্মে এত দূর অগ্রসর হইতেন যে পরিশেষে যখন তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিতেন, সংসার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে অভিভূত করিতে পারিত না। আমাদিগের বিবেচনায়, এ সময়েও যাঁহারা বিষয় কার্য্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের তৎপূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া তাহাতে প্রবেশ করা সমুচিত। যাঁহারা সেরূপে প্রস্তুত হন নাই, অথচ বিষয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সৎপরামর্শ এই যে তাঁহারা চিন্তাযোগে সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন পৃথিবীতে তাঁহারা যে কোন কার্য্য করেন, তাহা কাহার? যদি ঈশ্বরের হয় বিশ্বাস করেন ভয়ের হেতু নাই, অন্যথা কার্য্যই আত্মার বিনাশের মূল হইবে।

হজরত মহম্মদের মক্কা অধিকার।

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

তখন হজরৎ মহম্মদ আব্বাসকে বলিলেন পিতৃব্য! তুমি গিরিমূলে আবুসুফিয়ানকে লইয়া যাইয়া দণ্ডায়মান কর সে সেনাসমূহ দর্শন করুক, সেনার ভয়ে তাহার পাষণ্ডতা চূর্ণ হইবে। আব্বাস আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। যখন অস্ত্রধারী সুসজ্জিত সৈন্যগণ দলে দলে বহির্গত হইল, আব্বাস প্রত্যেক দল নির্দ্দেশ করিয়া তাহার বিবরণ এক এক করিয়া আবুসুফিয়ানকে বলিলেন, আবুসুফিয়ান দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। বলিলেন আব্বাস! এইক্ষণ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যে ঐশ্বর্য্য প্রচুর হইয়াছে। আব্বাস বলিলেন হে নির্ব্বোধ! ইহা রাজ্যৈশ্বর্য্য নহে,

প্রেরিতত্ব। প্রতিদিন তাঁহার তেজ ও প্রতাপ উন্নতি লাভ করিতেছে। তৎপর আবুসুফিয়ান সর্ব্বাগ্রে মক্কাতে পঁহুছিয়া কোরেশদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে মহম্মদ এতাধিক সৈন্য লইয়া আসিতেছেন কাহার সাধ্য নাই যে তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ আদেশ প্রচার হইয়াছে যে যে ব্যক্তি আমার গৃহে কিংবা কাবা মন্দিরে আশ্রয় লইবে সে নিরাপদ হইবে, এবং মুসলমান হইলে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে।

হজরত মহম্মদ আদেশ করিলেন যে, সেনাপতি জবির তাঁহার সৈন্যদল লইয়া অমুক পথ দিয়া এবং এবাদার পুত্র মাদ স্বায় দলবলে অমুক দিক্‌দিয়া মক্কা নগরে প্রবেশ করুন, অলিদের পত্র খালেদ অমুক পথ দিয়া গমন করুন, আক্রমণকারী ব্যতীত অন্য কাহাকে যেন কেহ হত্যা না করেন। তখন তিনি স্বয়ং উষ্ট্রোপরি আরোহণে স্বীয় সৈন্যদল সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার দক্ষিণে আবু বেকর বাম পার্শ্বে আলি চলিলেন। হজরত্‌ মহম্মদের জন্য জমুন নামক গ্রামে পটমণ্ডপ স্থাপিত হইল। এই যুদ্ধযাত্রায় হত্যাকাণ্ড হয় নাই, কেবল খালেদ যে পথ দিয়া যাইয়া নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন সেখানে আবু জোহেনের পুত্র আকর্ম্মা সদলে যাইয়া তাঁহার পথ-রোধ করিয়াছিল তজ্জন্য খালেদ পঁচিশ ত্রিশ জনকে হত্যা করিয়াছিলেন। আবুসুফিয়ান ইহা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া হজরত মহম্মদের বস্ত্রাঞ্চল অবলম্বন পূর্ব্বক কাতর ভাবে বলিলেন, অনুগ্রহ কর এই অনুগ্রহের সময়. অন্যথা কোরেশ বংশীয় কাহার জীবন রক্ষা পাইবে না। হজ্‌রত মহম্মদ ঘোষণা দ্বারা সাধারণকে অভয় দান করিলেন। তৎপর কাবা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, চতুষ্পার্শ্বে তিন শত ষাটটী দেবমূর্ত্তি ছিল, "সত্যের প্রকাশ হইয়াছে অসত্য থাকিবে না" তিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা এক এক প্রতিমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কথিত আছে তাহাতে এক এক করিয়া সমুদায় দেবমূর্ত্তি ভূপাতিত হইয়া ভগ্ন হইয়াছিল। অনন্তর তিনি বহির্গত হইয়া কাবা মন্দিরের দ্বারের শৃঙ্খল ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। সে স্থান মক্কাবাসীদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। হজরত মহম্মদ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে লোক সকল! আমার প্রতি তোমাদের কিরূপ ভাব। আমি তোমাদের সম্বন্ধে কি প্রকার আচরণ করিব?" সকলে করপুটে নিবেদন করিল "তুমি দয়ালুভ্রাতা, এবং দয়ালুর প্রেরিত; দয়ালু হইতে দয়া ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না।" হজরত মহম্মদ স্বাভাবিক দয়াগুণে বলিলেন আমার পক্ষ হইতে তোমাদিগের প্রতি কোন অনুযোগ নাই। যাও আমি সকলকে মুক্ত করিলাম। প্রাণদানের আজ্ঞা শ্রবণে বধ্য ব্যক্তির মনে যেরূপ আহ্লাদ হয় হজরত মহম্মদের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া কোরেশদিগের মনে সেরূপ আনন্দ হইল। এই কারণে অধিকাংশ মক্কানিবাসী এক দিনেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। প্রথমতঃ সহস্র সহস্র পুরুষ আসিয়া মুসলমান হইল তৎপর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই বিজয়ের পর মহম্মদ বিশজন অশ্বারোহী সহ খালেদকে পাঠাইয়া গরিদেবের মন্দির ভগ্ন করিলেন। এই প্রকার স্থানে স্থানে ধর্ম্মবন্ধুদিগকে পাঠাইয়া সওয়া ও মনাত দেবের মন্দির চূর্ণ করিলেন। লাথের মন্দিরের উপরে লাথ (পদাঘাত) হইল।

ব্রাহ্মিকালিখিত

হিমালয় শিখরে আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনার সারাংশ।

হে পর্ব্বতবাসিনি পরমেশ্বরি, আমরা কোথায়, বন্ধু বান্ধব কোথায়? এ দেশ হইতে কলিকাতা কত দূরে? পর্ব্বতে আসিয়াছি। প্রবৃত্তি আর রুচি কলিকাতার আঁস্তাকুড় হইতে আমাদের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে এত দূর আনিয়াছে। গাড়ীতে চড়িয়া হঠাৎ শরীর আসিল, কিন্তু মন আসিল না। হে হরি, দীন মনকে ডাক, গরিব আত্মাকে ডাক, সে এখানে আসিলে কাজ হইবে। সে ঋষিদেব বিষয় জানে বিজ্ঞান শাস্ত্র জানে। শরীরটা খাব খাব করে, কাপড় চাহে। শরীর লইয়া কিছুই হইবে না। কেমন কত পাহাড়ী আছে তাহারা কি ঋষি ভাব পায়? দয়াময় তুমি দয়া করিয়া দুঃখী আত্মাকে ডাক। ও মন আয়, আয় শীঘ্র আয় চলিয়া আয়। হে আত্মন্, শীঘ্র আয় পর্ব্বতের উপরে আয় এখান হইতে বৈকুণ্ঠধাম অতি নিকটে। আমি দেখিয়াছি পর্ব্বত চূড়া হইতে বৈকুণ্ঠ অধিক দূর নহে, এখানে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাওয়া যায়। এস্থানে পর্ব্বতের উপরে পর্ব্বতেশ্বরীর চরণসুধা কল্‌কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে ইহা পান করিয়া শীতল হবি, আর তৃষ্ণা দূর করিবি। আর আমরা অনেক দূরে ও উপরে আসিয়াছি এখান হইতে কলিকাতা নীচে ও দূরে। কে বা ভাবে কলিকাতার রাস্তা কেমন, বাড়ী কেমন ও বন্ধুবান্ধব কি করিতেছেন। হে প্রভু, আত্মা গুলিকে এখানকার বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখ। আত্মাকে পর্ব্বত উপরে লইয়া যাও। এখানকার পর্ব্বতকে নিঙ্‌ড়াইয়া যোগরস বাহির করিব, ঋষিদিগের সহিত মিলিব। এই পর্ব্বতে মহাদেব থাকেন, মহাদেবের সন্তান আমরা, মহাদেবের পুত্র আমরা, সুন্দর হইব। যোগ করিয়া কাল দেহকে সুন্দর করিব, স্বামী স্ত্রীতে সাধন ধ্যান যোগ করিব, আত্মায় আত্মায় মিলিয়া পরমাত্মায় ডুবিব। কলিকাতায় যাইয়া যোগেশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব; তাহারা বুঝিবে আমরা যোগেশ্বরের পুত্র কন্যা।

হে দীনবন্ধু, হে দয়াময়, তোমার সিংহাসন তলে বসিয়া এই প্রার্থনা করি; তুমি শ্রবণ কর। বিশ্বাসীর বিশ্বাস কেমন? অচল অটল। পৃথিবীর ঘটনার সঙ্গে বিশ্বাসের বিশেষ যোগ আছে। যখন যেমন ঘটনা হয় সেই প্রকারে বিশ্বাস থাকে। যদি দুঃখ ও ভয় আসে, অল্প বিশ্বাসীর বিশ্বাস অমনি চলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসীর সম্পদেও বিশ্বাস, বিপদেও বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস চক্ষে দেখেন এবং যত পরীক্ষা দুঃখ বিপদ আসে তত তিনি বলেন আমার বিশ্বাস-রথের চক্র উন্নতির দিকে যাইতেছে। কেমন করিয়া ঘটনা স্রোত আসে ও কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসী ভক্ত যিনি তিনি অটল হইয়া থাকেন। প্রাণ ছাড়িব তবু বিশ্বাস ছাড়িব না। তোমার সত্তা পাইয়াছি তাহার এক চুল কমিবে না। যদি পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, যদি ব্রহ্মাণ্ড উল্টাইয়া যায় তবু বিশ্বাস ঠিক সোজা থাকিবে। হে হরি, তুমি সহায় থাকিলে আমাদের বিপদের মেঘে কিছু করিতে পারিবে না। এই পর্ব্বতের ন্যায় অটল বিশ্বাসী কর। পৃথিবীতে বাতাস হইবে, ঝড় উঠিবে; পর্ব্বতকে কিছু করিতে পারিবে না; কিন্তু ছোট ছোট বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইবে। পৃথিবী আমাদের উৎপীড়ন করিবে না কে বলিল? কিন্তু মুখের বাতাসে ফুঁ দিয়া সকল উড়াইয়া দিব। আমরা পৃথিবীর সামান্য বিশ্বাসী নহি। কারণ আমরা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ছুঁইয়াছি, ধরিয়াছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর তোমার চরণতলে পড়িয়া বিশ্বাসী হইয়া পবিত্র সুখে সুখী হইব।

হে দীননাথ, দয়াময়, তোমার দাসের এই বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমরা আর্য্যকুলোদ্ভব আমাদের কর্ত্তব্য অনেক, দারিদ্র অনন্ত। আমাদের কপালে বড় বড় করিয়া ঋষিদের নাম লেখা রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই হিমালয়ে কত সাধন যোগ ও হোম করিয়াছেন। আমরা এখানে আসিয়া কি করিতেছি? শীতে মরি, আর কতকগুল গায়ে কাপড় দিয়া কেবল মার মার করি। আমরা নীচ, আমাদের শূকরের ন্যায় কেবল বিষ্ঠাভোজনপ্রবৃত্তি। ভবে আসিয়া কি করিলাম? আর্য্য কুলের নাম ডুবাইলাম। এ পর্ব্বতে আসিয়াও এই প্রকার? হে দয়াময়, আমরা নীচ ক্ষুদ্র কীট তুমি কীটকে স্পর্শ কর। পর্ব্বতের নীচে যত পশু থাকে; কিন্তু পর্ব্বতের মাথার উপর আমরা রহিয়াছি, যেখান হইতে লাফ দিলে স্বর্গে যাওয়া যায়। আমাদের প্রবৃত্তি গলায় দড়ি দিয়া টানিতেছে। এখানে যোগের ভিতরে মন দোকান করে ও নানা প্রকার ভাব চিন্তা করে। মন, উঠ উঠ, সময় হইয়াছে। দয়াময়, কীটকে স্পর্শ কর। তুমি স্পর্শ করিলে হিমালয় টলাইতে পারি। এমন যোগ করিব, সমস্ত হিন্দুস্থান বলিবে (৪০০০) চার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ হইয়াছিল, আবার সেই প্রকার হইতেছে। হে প্রভো, তোমার পর্ব্বত সকল শূন্য হইয়া রহিয়াছে। এই অপাত্রগণ দ্বারা আবার তুমি ঋষি যোগী কর। যোগের অগ্নি জ্বালিয়া সমস্ত শরীর ও মনের শীতলতা দূর করি।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, তুমি প্রকৃতিকে আমাদের স্বভাবের সঙ্গে যোগ করিয়া দাও। প্রকৃতিকে তুমি এত সুন্দর কেন করিলে? প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগ আছে। জ্ঞান জ্ঞানকে বাধা দেয়, বুদ্ধিকে বুদ্ধি কম্প করে। প্রকৃতি স্বর্গের দ্বার। এই দ্বার দিয়া স্বর্গের ভাব দেখা যায়। মেঘ দিয়া স্বর্গ দেখা যায়, পর্ব্বত দিয়া যোগের পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর একটি পুষ্প দিয়া স্বর্গের কত পুষ্প দেখা যায়। যে একবার বলে "প্রকৃতি জড় ও কথা বলে না" তাহার নিকট প্রকৃতি জড় হইল, কিন্তু প্রকৃতি ভক্ত ঋষির সহিত কথা বলে। পর্ব্বত বলে "আমার ভিতর যোগ পর্ব্বত দেখ, আমার মত অচল হও, আমার মধ্যে এস নির্জ্জনে যোগ কর।" সরোবর বলে "আমার উপর দিয়া ভাসিয়া যাও।" বৃক্ষ বলে "আমার শাখায় বসিয়া হরিচিন্তা কর, তাঁর গুণ গান কর।" এমন সুন্দর প্রকৃতি দেখিয়া যোগী ঋষি মোহিত হইয়া পরমার্থ রসে ডুবিতেন। হে করুণাসিন্ধু, তোমার যোগী ঋষি সন্তানেরা বলিলেন যে "হে প্রভো, জড়রাজ্য আমাদের নিকটে সুন্দর কর, আর সর্ব্বদা হাসিতে থাকুক।" তুমি তাহাই করিলে। হে কৃপাসিন্ধু তোমার প্রকৃতিকে আমাদের নিকট খুলিয়া দাও, আমরা উহার মধ্যে মাতাকে দেখি।

হে দয়াময় দীনবন্ধু, আমরা পর্ব্বতে আসিয়া যোগী বৈরাগী না সংসারী? পর্ব্বতের গোলমাল কোলাহল ও সংসার ছেলে স্ত্রী টাকা নানা প্রকার চিন্তা ইহার মধ্যে যোগ ধ্যান হয় না। পর্ব্বতের উপরে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া নির্জ্জনে যোগ করিতে হয়। যেন বিবাহ হয় নাই, স্ত্রী নাই ছেলে পিলে হয় নাই, এই ভাবে যোগ করিতে হয়। তাহা না হইয়া পর্ব্বতের উপর কোলাহল, যেন হাট বাজার বসিয়াছে। মায়া, রোগ, টাকা কড়ীর ভাবনা ও জঞ্জাল এই সমস্ত লইয়া যোগ রাজ্যে কি রূপে যাইব? কিন্তু তুমি বলিতেছ, সমস্ত সংসার ও জঞ্জাল লইয়া যোগ কর। নববিধান যোগ রাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিতেছে। মহাদেবের হুকুমে আমাদের মস্তক অবনত হইল, যাহা প্রভুর আদেশ তাহা করিতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা এই, নতুবা কেনই বা নব বিধানের পরেই পর্ব্বত উপরে আসিলাম। কি জন্য তিনি এই কয় জন সাধককে পর্ব্বতের উপর

আনিলেন? এত লোক জন সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতিকে কেন আনিলেন? রোগ শোক নানা প্রকার চিন্তা করিয়া কি করিব? এই সমস্ত লইয়া যোগশিখরে আরোহণ করি। এই পর্ব্বতে হর পার্ব্বতী নিজের সন্তান লইয়া যোগ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বলিয়া আমরা উহা তত ভাবি না। কিন্তু উনবিংশতি শতাব্দীতে এই নৈনিতালে প্রভু সাক্ষাৎ হর গৌরী লইয়া একটী কীর্ত্তি দেখাও। বিশেষ সময়ে নব বিধানে স্বামী স্ত্রী দুই জনে যোগ করুন। প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী লইয়া হর গৌরী হউন। সন্তান থাক্, সমস্ত সংসার লইয়া ইহার ভিতরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া যোগ রাজ্যে প্রবেশ করিব। দয়াময় তাঁহার চরণ দিন ও সদয় হউন।

আচার্য্যের উক্তি।

ভোজনে যেরূপ ভজনেও সেইরূপ, প্রথমে তিক্ত শেষে মিষ্ট।

এ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছ বটে, কিন্তু সে মন্দিরে তো এখনো প্রবিষ্ট হও নাই।

সাকারের এক রূপ কিন্তু নিরাকারের অসংখ্য রূপ।

শরীর বৃদ্ধ হইল কিন্তু মনের যৌবন গেল না।

যে বিষ হাতে ছিল তাহা ধৌত হইল, যে বিষ মুখে ছিল তাহা ফেলিয়া দিলাম, যে বিষ ভিতরে গিয়া রক্তের সঙ্গে মিলিয়াছে তাহা কিরূপে যাইবে?

অনেকে অন্ধকারকে ভয় করে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্ম ধন চুরি করিবার যেমন সুবিধা এমন আর কোথাও নাই।

যদি দেখ ভাল ফুল আর ফুটিতেছে না, হৃদয় বৃক্ষকে আঘাত কর।

উনবিংশ শতাব্দিতে ব্রহ্মদর্শন।

স্বর্গ।

প্রকৃতিস্থ সমুদায় জীবন্ত নিয়ামক বলের অভ্যন্তরে ঈশ্বর মূলরূপে মাতারূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন, এ সম্বন্ধে অনেক বলা হইল। কিন্তু তিনি কি কেবল আপনাকেই প্রকাশিত করেন? সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি কি একাকী? আমি এই জগদ্রূপ ঘটিকাযন্ত্রের আবরণ উন্মোচন করিতে সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছি, এবং তন্মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। হে বরণীয় পরমাত্মন্, আমি জিজ্ঞাসা করি, আর কেহ কি তোমার সঙ্গে আছেন, অথবা তুমি একাকী আপনার অদ্বিতীয় মহিমাতে বর্ত্তমান? আমার প্রতীত হয় আমি আর এক জনকে দেখিতেছি। উহা আমার ঈশা। হাঁ আমার ঈশাই সেখানে আছেন। সেখানে! কোথায়? ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে? না। ঈশ্বরের দক্ষিণ বা বাম নাই। যখন আমি বলি ঈশা সেখানে, শরীরবিশিষ্ট ঈশা কি আমার অভিপ্রেত? না, বিজ্ঞান বলিয়া দেয় মৃত্যু অন্তে শরীর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া যায়। নিশ্চয়ই শরীর কখন উত্থিত হইতে পারে না, তথাপি ঈশা সেখানে আছেন। অহো! ইনি অধ্যাত্ম ঈশা, যিনি সেখানে প্রভুর বক্ষে বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু লোকে বলে মানুষ ঈশাকে তাঁহার শত্রুগণ নিষ্ঠুরতা ও অবমাননা সহকারে ক্রুশে নিহত করিয়াছে, তাঁহার উপরে অনেক অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু বাইবেলের বিবরণে শুনিতে পাই, তিনি পরিশেষে পুনরুত্থান করিয়াছেন। তোমরা কি এ বিষয়ে নিঃসংশয়? তোমরা কি নিঃসংশয় যে, খ্রীষ্ট সমাধিস্থ হইয়া পরিশেষে স্বর্গে উত্থান করিয়াছেন? প্রমাণ কি? কাহারা প্রমাণ? আমি তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন, কারণ আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি, এবং সপ্রমাণিত করিতে প্রস্তুত যে খ্রীষ্ট সমাধি হইতে উত্থান করিয়াছেন। চক্ষে দেখিলে যাদৃশ দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে, আমি কি তেমনি বলিতেছি? হাঁ আমি তদ্রূপই বলিতেছি। যদি তোমরা মনে কর খ্রীষ্ট সমাধিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা স্বপ্ন দেখিতেছ। পৃথিবীতে তাঁহাকে কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? কোথাও নহে। মৃত ক্ষয়প্রাপ্ত খ্রীষ্ট ভ্রান্তি। উত্থিত খ্রীষ্টই যথার্থ খ্রীষ্ট। অধ্যাত্ম খ্রীষ্ট উত্থিত হইয়াছেন, এবং পিতার নিকটে প্রতিগমন করিয়াছেন। যেখানে খ্রীষ্টের দেহ রাখা হইয়া ছল সেখানে অন্বেষণ কর, সেখানে তিনি নাই। কিন্তু তিনি কোন স্থানে আছেন? স্বর্গে পিতার সঙ্গে এবং পিতাতে বসিয়া আছেন। যদি তিনি স্বর্গে নাই, কোথায়? তিনি কি মরিয়াছেন এবং চির দিনের জন্য গিয়াছেন? মধুর ঈশা, তুমি কি সত্যই নাই? তুমি কি মরিয়াছ? অহো ঈশা, অহো ঈশা, তিন বৎসরের কার্য্যের পর তোমার সুমধুর আত্মা কি চির দিনের জন্য বিনষ্ট হইয়াছে? ঈশ্বর-সন্তান, তোমার মহৎ জীবন ও শিক্ষার অল্পকাল, এই কি তোমার সমুদায় অবশেষ আছে? তোমার জীবনের মহত্তর ইতিহাস কি স্বপ্ন বা উল্কাপাত? অহো খ্রীষ্ট, তুমি আর নাই, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। নিশ্চয়ই তুমি আছ, তোমার পিতার সঙ্গে তুমি স্বর্গে আছ, তাঁহার বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আছ। তোমার আত্মা পিতার আত্মাতে। অহো ঈশা, আমি পুনরায় বলিতেছি, খ্রীষ্ট উত্থিত হইয়াছেন। ইহা ভ্রান্তি নহে, স্বপ্ন নহে, সত্য, যে সত্য তোমরা সকলেই দেখিতে এবং অবলোকন করিতে পার। প্রত্যেকে নিজে নিজে পরীক্ষা

করিয়া দেখ। খ্রীষ্ট এখন পৃথিবীতে নাই, কিন্তু এখন যেখানে থাকা সমুচিত সেখানেই আছেন। খ্রীষ্ট তাঁহার পিতা সহকারে অভেদ্য যোগে মিলিত রহিয়াছেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আজও প্রতিবিশ্বাসী আপনাতে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন, আজ কেন এই মুহূর্ত্তে। যে কোন ব্যক্তির মধ্যে খ্রীষ্টের ভাব আছে সেই স্বর্গের দিকে গতি অনুভব করিবে। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর আত্মাকে তাঁহার দিকে এবং যেখানে তিনি আছেন সেই স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে খ্রীষ্ট বাস করিতেছেন সেই উর্দ্ধস্থ স্বর্গে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উত্থিত হইবার জন্য একটি অভিলাষ আছে। কে এমন আছে, যে ইহা অনুভব করে না। যখন খ্রীষ্টরূপ বলে আমাদিগের হৃদয় আকৃষ্ট হয় তখন আমরা স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট হই, কেন না খ্রীষ্ট সমাধিস্থ নহেন তিনি উত্থান করিয়াছেন। কেবল যে তিনিই উঠিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ভাবে উচ্চতম স্বর্গে উত্থান করিতে পারেন। খ্রীষ্টকে আদর্শমনুষ্য ঠিক মনে করা হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে অধ্যাত্মবলের স্ফুলিঙ্গসদৃশ প্রত্যেক অলৌকিক পুরুষ যিনি স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন, খ্রীষ্টের ন্যায় জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ করিয়া তাঁহাতেই প্রতিগমন করিয়াছেন। মুসা কোথায়? মরিয়াছেন এবং চির দিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন! সুসংবাদলেখকগণ খ্রীষ্টের জীবনে একটি অদ্ভুত আশ্চর্য্য দৃশ্য বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মূর্ত্তিপরিবর্ত্তন অভিপ্রায় করিতেছি। নিশ্চয়ই ইটি অদ্ভুত দর্শন! ঈশা যখন উচ্চ পর্ব্বতে দণ্ডায়মান ছিলেন তখন তাঁহার উভয় পার্শ্বে মুসা এবং ইলিয়াস এবং তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ উজ্জ্বল হিমানীর ন্যায় অতিমাত্র শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। এই ছবির উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আত্মা বিস্ময়ে নিমগ্ন হয়। কথিত আছে এই ঘটনা কয়েকজন সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়াছিলেন। এ সকলের অর্থ কি? আমাদিগকে কি বিশ্বাস করিতে হইবে, অত শতাব্দীর পর মুসা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন? নূতন বিধানের অলৌকিক পুরুষ খ্রীষ্ট ঈশাকে সম্মান প্রদর্শন জন্য প্রাচীন বিধানের অলৌকিক পুরুষ তাঁহার স্বর্গস্থ গৃহ হইতে অত দূর কি চলিয়া আসিয়াছিলেন? তিনি কি যথার্থই ঈশার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন? দুজন অলৌকিক পুরুষ তাঁহাদিগের মধ্যস্থিত প্রধান পুরুষকে সম্মান করিতেছেন এ ছবি কি কল্পনার চক্ষে আমাদিগের সম্মুখে দর্শন করি? না ইটি বাস্তবিক। আমি এখানে মাংস দেখিতেছি না, অস্থি দেখিতেছি না, কিন্তু পাশাপাশি তিনটি আত্মা, তিনটি মহদাত্মা পরস্পরের যোগ অনুভব করিতেছেন। এ ঘটনা আমাদিগের এই পৃথিবীতে ঘটিয়াছিল। আশ্চর্য্য, নিশ্চয় অতি আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে মুসা আসিয়াছিলেন, যথার্থ মুসা, প্রকৃত মুসা এবং তিনি ঈশার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। তিনটি আত্মা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক নিকটসম্পর্ক অবলোকন কর! তোমরা কি বিশ্বাস কর না যে যথার্থ আত্মা সকলের পরস্পরের নিকটসম্পর্ক আছে জ্ঞাতিত্ব আছে। তাঁহারা সর্ব্বদা প্রভু ঈশ্বরেতে একত্র বাস করেন এবং একত্র স্বর্গে জীবনের অন্ন ভোজন ও আনন্দামৃত পান করেন। তবে আর আশ্চর্য্য কি যে যেখানে খ্রীষ্টের আত্মা ছিল, সেখানে মুসা ও ইলিয়াস বিদ্যমান ছিলেন এবং গভীর যোগে তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। ইটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক সাক্ষাৎকার, অধ্যাত্ম জগতে তিনটি মহদাত্মার একত্র সম্মিলন। মহর্ষি এবং অলৌকিক পুরুষগণের সমগ্র পরীবার অবলোকন কর, পরস্পর একত্র ঈশ্বরে মিলিত। সেখানে কেবল খ্রীষ্ট নহেন, কিন্তু মুসা ইলিয়াস এবং প্রাচীনকালের সমুদায় য়িহুদীয় অলৌকিক পুরুষগণ, পল এবং অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণও আছেন। ভারতবর্ষের অলোকসামান্য চৈতন্য, অমর শাক্য মুনি এবং কনফিউসস্ এবং জোরেস্তারও আছেন। সেখানে আমাদের সমুদায় গুরুগোষ্ঠী একত্রিত। সেই মহান্ পরমাত্মার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিংহাসনে তাঁহারা বসিয়া আছেন, যাঁহার মহিমা তাঁহাদিগেতে এবং যাঁহার মহিমাতে তাঁহারা বাস করেন। অহো ধন্য শরীরবিমুক্ত আত্মসমাজ। কেমন তাঁহারা মধ্যগত সূর্য্যের আলোকে আলোকিত এবং তাঁহার মহিমা প্রতিফলিত করিতেছেন। স্বর্গীয় অধ্যাত্মবলসকল মহান্ আত্মাকর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত। কেহ পৃথক্ বাস করেন না, কেহ ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বাস করিতে পারেন না। তাঁহাতেই তাঁহারা জীবিত, তাঁহাতেই তাঁহারা গতিবিশিষ্ট, তাঁহাতেই তাঁহারা অবস্থিত। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্রের জীবন নাই। যেমন এখানে পার্থিব এবং জড় বলসকল, তেমনি উর্দ্ধে সমুদায় স্বর্গীয় নৈতিকবলসকল—যাঁহাদিগকে আমরা অলোকসামান্য পুরুষ বলি—তাঁহারা সেই আদিম নৈতিক বলে জীবন প্রাপ্ত। ইটি ভ্রান্তি নহে। ঋষি পরীবারের এই ছবি বাস্তবিক। এই মহর্ষিসকল যদি এ পৃথিবী হইতে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উর্দ্ধে গমন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সিংহাসন বেষ্টন করিয়া আছেন। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রবল তাহার মাননীয় সংস্থাপকগণ স্বর্গে একত্র মিলিত। সেখানে তাঁহাদের অনৈক্য নাই, তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করেন না, কিন্তু তাঁহারা সকলে ঈশ্বরেতে এক। তাঁহাদিগের অনুগামিগণের মধ্যে এখানে যে কোন মতভেদ থাকুক, উর্দ্ধে তাঁহারা কোন অমিল জানেন না, স্বর্গে তাঁহারা সকলে এক পরী-

বার। খ্রীষ্ট-বল মূসা-বল মূলবল ঈশ্বরে অভেদ্য যোগে মিলিত। এইরূপে স্বর্গ—ইহলোক হইতে প্রস্থিত মহর্ষি এবং অলোকসামান্য জনগণের বাসস্থল—ব্রহ্ম দর্শনের অন্তর্ভূত। যথার্থ দর্শনে আমরা জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গুণমাত্র একাকী ঈশ্বর দর্শন করি না, কিন্তু একটি জীবন্তবল যাহাতে সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ নৈতিক বলসকল একত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। সমুদায় অলোকসামান্য মহাজনগণ ঈশ্বরে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক পোষণ-সামগ্রী দৈবোচ্ছ্বাস তাঁহা হইতে আকর্ষণ করিতেছেন। পিতাতে যে সত্যের ভাব আছে, প্রেম এবং জ্ঞানের ভাব আছে, তাহা হইতে ঈশাকে কখন বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না। কারণ ঈশার পবিত্রতা ঈশ্বরের পবিত্রতা, তাঁহার জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞান। মনুষ্য সন্তানের আপনার কোন সামর্থ্য ছিল না। যদি পার ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টকে বিচ্ছিন্ন করিতে যত্ন কর। হে বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানাভিমানিগণ, যদি পার প্রমাণ কর যে খ্রীষ্ট-বল ঈশ্বর-বল হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া খ্রীষ্ট হইতে পারেন না। সত্য সত্যই পুত্র পিতাতে, দ্বিতীয় বল আদিম বলে বাস করেন, উভয় একত্বে মিলিত।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় আরা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে এক দিন হিন্দিতে উৎসাহপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণে হিন্দুস্থানী লোকেরা বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি ৮।১০ দিন তথায় প্রচার করিয়া গয়ায় একটী বন্ধুর পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে গমন করেন। পরে বাঁকিপুরে একবেলা উপাসনার কার্য্য করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

ভাই অমৃতলাল বসু মান্দ্রাজ প্রদেশে বেঙ্গালোর নগরে উপনীত হইয়াছেন। তথাকার ব্রাহ্মগণ ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, ভাই অমৃতলাল শকট হইতে নামিবা মাত্র এক ছড়া সুন্দর ফুলের মালা তাঁহার গলায় এবং হাতে নেবু দিয়া আদর করেন। পরে সমাজের সম্পাদক মালা ও নেবু দিয়া অভ্যর্থনা করেন। ঠিক বরের মত তাঁহাকে সকলে সঙ্গে করিয়া শকটারোহণে সমাজগৃহে উপস্থিত হন। দয়াময়ের কৃপায় তিনি সেখানে প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র লাভ করিয়াছেন। বেঙ্গালোরবাসীদিগের ধর্ম্মানুরাগ ও উৎসাহ অত্যন্ত আহ্লাদজনক।

ভাই দীননাথ মজুমদার আসাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আসিবার কালে রঙ্গপুরে ও সদ্যপুষ্করিণীতে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া নববিধানের শুভ সংবাদ প্রচার করিয়াছেন।

আগামী ৭ই ভাদ্র রবিবার ভাদ্রোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে বিদেশস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে, তাঁহারা আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিবেন।

এক জন সিন্ধু দেশীয় ভৃত্য প্রচারকদিগের গৃহনির্ম্মাণের সাহায্যার্থ দশ টাকা দান করিয়াছে। এই লোকটী ভাণ্ডারীর কার্য্য করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করে তাহাই সৎকার্য্যে উৎসর্গ করে। একবার চারি শত কি পাঁচ শত টাকা ধর্ম্মোদ্দেশে একযোগে ব্যয় করিয়াছিল। তাহার এক টাকা দান অন্যের এক শত টাকা দানের অপেক্ষা মূল্যবান্। সম্প্রতি এক চাকরাণীর সদাশয়তা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের এক জন দরিদ্র ব্রাহ্ম বন্ধু দশ টাকা পাথেয়ের অভাবে কর্ম্ম স্থানে যাইতে পারিতেছিলেন না। তজ্জন্য তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুর এক জন দাসী ইহা জানিতে পাইয়া স্বীয় তৈজস বন্ধক রাখিয়া তাঁহাকে টাকা আনিয়া দেয়। সামান্য স্ত্রীলোকের এরূপ উচ্চ ভাব, অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এত দিন বালেশ্বর ব্রাহ্ম সমাজের গৃহ না থাকায় উপাসকদিগের উপাসনার বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছিল দেখিয়া তথাকার ব্রাহ্মগণ সম্প্রতি একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন। সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮০০ শত টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেখানে প্রায় হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এখন বিদেশীয় সহৃদয় ব্রাহ্মগণ যদি অর্থ সাহায্য করেন তাহা হইলে গৃহটী নির্ম্মাণ হইতে পারে। বালেশ্বর সমাজের অবস্থা বড় মন্দ নহে। প্রায় ৩০।৩৫ জন সভ্য। ইহার অন্তর্গত এক খানি উড়িয়া ভাষায় সংবাদ পত্র ও একটি বিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যালয়ে মাইনর ছাত্রবৃত্তির পাঠ পড়ান হইয়া থাকে। গত বৎসরের পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়টি বালেশ্বর বিভাগের মধ্যে প্রথম হইয়াছিল। টাকা পাঠাইতে হইলে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক কিংবা কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে ইহাঁদের নামে পাঠাইলে হইতে পারে।

গত রবিবার আচার্য্য মহাশয়ের পঞ্চম কন্যার নামকরণ হইয়াছে। নবকুমারী "সুজাতা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আগামী ২৫এ শ্রাবণ রবিবার ঈশা সম্মিলন হইবে।

প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল গয়া নিবাসী আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বসু পর লোক গমন করিয়াছেন। ইনি গয়াসমাজের এক জন পুরাতন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাঁর

ঈশ্বরানুভবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঈশান বাবুর মৃত্যুতে আমরা হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়াছি এবং এক জন বিনয়ী ভক্ত ব্রাহ্মকে হারাইয়াছি। তিনি ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য আমরা প্রার্থনা করি, দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে শুদ্ধ ও সুখী করুন!

বিগত আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশনে এই স্থির হয় যে স্ত্রীলোকের ব্রতাচরণ আবশ্যক কি না, আবশ্যক হইলে কিরূপ নিয়ম ও প্রণালীতে ব্রতাচরণ করিলে জীবনে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে এ বিষয়ে প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে আর্য্যনারীসমাজের কয়েক জন সভ্য একটি প্রবন্ধ লিখিবেন এবং প্রাচীন আর্য্যনারীদিগে জীবনের উচ্চ ভাব ও দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের উপদেশ বাক্য সকল সংগ্রহ করিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য কোচবিহারের মহারাণী দশ টাকা করিয়া বিশ টাকা দান করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে তিনিই এই টাকা পাইবেন। এই অধিবেশনে আচার্য্য মহাশয় যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ এই—ঈশ্বরের সঙ্গে যাহাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাঁহার সঙ্গে কোন রূপ দূরতা না থাকে, কয়েক বৎসর হইতে উপাসনা প্রার্থনা উপদেশাদিতে সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এইক্ষণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ যাহাতে উজ্জ্বলরূপে অন্তরে উপলব্ধি হয় ব্রহ্মদর্শন উজ্জ্বল হয় উপদেশ বক্তৃতাদিতে তাহারই গূঢ় আলোচনা হইতেছে। ব্রহ্মের জীবনে তাহা কত দূর সফল হইতেছে ও ব্রাহ্মিকারা কিরূপ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা জানি না। সত্যের সাধন না করিলে শুদ্ধ শ্রবণ দ্বারা কিছুই ফল হয় না। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মন বড় চঞ্চল, তাঁহারা উপাসনা করিতে বসিয়া সংসার ভাবেন, দুই মিনিটও অনেকের মন স্থির হয় না। উপাসনা করিতে অনেকে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন, উপাসনা ছাড়িয়া যাইতে পারিলে আরাম বোধ করিয়া থাকেন, উপাসনা করিয়া যাহার মুখে বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও নির্ম্মল আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পায় না, তাহার উপাসনা উপাসনাই নহে। সে আনন্দস্বরূপ হৃদয়বন্ধু ঈশ্বরের সহবাস বিন্দুমাত্র লাভ করে নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর দর্শনে হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, মুখমণ্ডল প্রফুল্লতার শ্রী ধারণ করে। উপাসনা করিয়া নারীদিগের কাহারও সে রূপ আনন্দ হয় আমি ইহা বুঝিতে পারি না। কিঞ্চিৎ অধিকক্ষণ উপাসনা করিতে অনেকের মুখে বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পায়, ঈশ্বর কি দানব দৈত্য, না স্নেহময়ী জননী, মার নিকটে থাকিতে সন্তানের কষ্ট বোধ হইবে কেন? প্রকৃত সাধনের অভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে অতএব অদ্য এই বিশেষ প্রস্তাব করা যাইতেছে যে এই ক্ষণ হইতে সকল নিয়মিত রূপে সাধনা অবলম্বন করিবেন। এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহাতে সকলে ছাদের উপর বা অন্যকোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নির্জ্জন সাধন করিবেন; আমি উপস্থিত থাকিব, যখন যাহার মন বিচলিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবে আমি মন স্থির করিবার উপায় বলিয়া দিব। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই মন্ত্রকে বার বার উচ্চারণ করিতে হইবে। একটী বিশেষ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধন না করিলে কিছুই ধরিতে না পাইয়া মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া থাকে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তরে এই স্বরূপ গুলি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইবে। ক্রমে ক্রমে মন তাহাতে মগ্ন ও সমাহিত হইবে।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন।

যাঁহাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য বাকি রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য সহ সমুদায় মূল্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। আমরা যাহাতে আগামী ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বে সমুদায় টাকা পাই এ জন্য যেন সকলে বিশেষ মনোযোগী হয়েন। ধর্ম্মতত্ত্বের ৬য় মাস কাল গত হইয়া গিয়াছে এ পর্য্যন্ত অনেকের নিকট অগ্রিম মূল্য পাওয়া যায় নাই। নিবেদক।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নংকলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা ২৩শে শ্রাবণ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১৪ ভাগ । ১৫ সংখ্যা । — ১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৮০২ শক . — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩॥০

প্রার্থনা ।

হে নিরবয়ব পরমেশ্বর ! আমি তোমাকে নিরবয়ব দেখি বলিয়া কি তুমি আমার নিকটে দৃশ্যমান বস্তু অপেক্ষা কম সত্য ? কি ! তুমি সকলের মূল সকলের আদি হইয়া আমার নিকটে অস্থির ক্ষণস্থায়ী নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বস্তুজাত হইতে অল্প সত্য হইবে ? বরং আমি মায়াবাদিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জগৎকে মায়াবিলসিত বলিতে প্রস্তুত, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া এ জগৎ ক্ষণোৎপাদবিনাশ বিজ্ঞানোৎপন্ন ভ্রান্তিমাত্র বলিতে অগ্রসর, তথাপি আমি তোমা অপেক্ষা দৃশ্যমান জগৎকে সত্য বলিব না । শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য নিরবয়ব জগতের মূল উপাদান হইল অসত্য, আর জগৎ হইল সত্য ! যে শক্তি এই জগৎকে প্রসব করিল এবং প্রসব করিয়া নিজের স্তন্যযোগে ইহার লালন পালন পরিবর্দ্ধন করিতেছে, সেই শক্তিকে অসত্য বলিয়া তদ্বিরহে যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না, তাহাকে একমাত্র সত্য বলিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়াইব ? হে হরে ! চক্ষু নিমীলন করিলে যে মহাকাশ নিজ অনন্ত বিস্তৃতি সম্মুখে উপস্থিত করে, তৎসিংহাসনে ভদাকারে সচ্চিদানন্দঘন হইয়া তুমি প্রকাশিত হও, সেই তোমার অরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া কে না মুগ্ধ হয় ? আত্মা যখন সেই মহাকাশে বিচরণ করে, তখন এ সংসার সেখানে সাধকের সঙ্গে যাইতে পারে না। সেখানে অনন্ত রত্নখনি সাধকের নিকটে প্রকাশিত হয়। কত সত্য কত জ্ঞান কত প্রেম কত পুণ্য ! ঋষি, মহর্ষি, ভক্ত মহাজনগণের সমাগমে কেমন সে স্থান পূর্ণ ! সে পুণ্যভূমিতে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না । সেখানে যাহার চিত্ত আরোহণ করিল, সে সংসারের মলিন দূষিত বায়ু ছাড়িয়া দিব্য গন্ধপূর্ণ দিব্য লোকে গিয়া উপস্থিত হইল । একবার সেখানে গেলে কি এ লোকে আর বাস করিতে ইচ্ছা হয়, না ইহলোকের বস্তুজাত আর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে ? হে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর পরমেশ্বর ! প্রাণ একবার তোমার নীরূপ রূপসাগরে নিমগ্ন হইলে আর কি সাকার বস্তুতে সে আসক্ত হইতে পারে ? কিসের সঙ্গে বল তোমার তুলনা দিব ? জগতের যত সুন্দর বস্তু তাহা তোমার জ্ঞান প্রেমপুণ্য সত্যের সৌন্দর্য্যের নিকট নিতান্ত মলিন এবং হীনপ্রভ। আমি দেবদুর্ল্লভ বস্তু ছাড়িয়া কি প্রকারে সাকারে আসক্ত হই। অতএব হে নাথ, তোমার নিকটে প্রার্থনা এই,

তোমার নিরাকার শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যে আমাকে একান্ত নিমগ্ন কর; দৃশ্য অনিত্য সমুদায় পদার্থ হইতে চিত্ত বিরত কর। আমার জীবনের কৃতার্থতা এই, ইহা পাইলেই আমার সমুদায় জীবন সফল হয়।

বিদিত ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম অবিদিত, জ্ঞানের অতীত, ইহা লোকে প্রসিদ্ধ। বিদিত ব্রহ্ম ব্রহ্ম নহেন, ইহা দার্শনিকগণের মত। ব্রহ্ম বিদিত এবং অবিদিত উভয়ই, যোগী মহর্ষিগণের ইহা অপরোক্ষানুভব। এই তিন মতে সত্য আছে, ইহা আমরা সকলেই জানি। ব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয় অংশ চির দিনই আমাদিগের কৌতূহল অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিবে। আমরা যত দূর কেন তাঁহাকে না জানি, অজ্ঞেয়াংশ অনন্তকাল আমাদিগের ক্ষুদ্রত্ব স্মরণ করিয়া দিবে। ব্রহ্মের সহিত জীবের এরূপ সম্বন্ধ নিত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া সে তৎসম্বন্ধে যাহা জানিতে পারে, আমরা তাহাকে কিছুতেই লঘু করিতে পারি না, কেন না সে জ্ঞান সেই অজ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতেই আমাদিগকে সুখী কৃতার্থ এবং সাধু করিবার জন্য সমাগত হয়। ঈশ্বরকে আমরা কিছুই জানি না একথা কোনরূপে সিদ্ধ পায় না। যাহারা বলে জানি না, তাহারাই তদ্দ্বারা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ জানে সপ্রমাণ করে! অন্যথা অজ্ঞেয় শক্তি অজ্ঞেয় আদি কারণ ইত্যাদি বিশেষণ কোনরূপে সংলগ্ন হয় না। সে যাহা হউক, আমরা বিদিত ব্রহ্ম বলিয়া যে অদ্য প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার।

ঈশ্বর আমাদিগের দেহ মন প্রাণের শক্তি, এরূপে অনুভব করিতে গিয়া যে কোন ব্যক্তি প্রতি নিঃশ্বাসে প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে, প্রতি চিন্তায় তাঁহাকে জ্ঞাত হয়, কিন্তু তিনি যে তদপেক্ষায় আরো স্পষ্ট বিদিত আমরা তাহাই দেখাইতে চাই। শক্তিরূপে অনুভব সাধন সাপেক্ষ্য, কেন না সাধারণ লোকে দেহাতিরিক্ত শক্তি সূক্ষ্মত্বনিবন্ধন অনুভব করিয়াও স্বতন্ত্র করিতে পারে না। একটি বিষয়ে অতি সাধারণ লোকে ঈশ্বরের বিদিতত্বের প্রমাণ দেয়, সেটি আর কিছু নহে পাপকর্ম্মের সময়ে অন্তরে তন্নিবর্ত্তক প্রতিষেধ। ঈশ্বর আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াও বাণীকে কিছুতেই প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন না, কেন না তৎসহ তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। অত্যন্ত মূর্খ অজ্ঞ কৃষকও এই বাণী হৃদয়ে অনুভব করিয়া অনেক সময়ে পাপে উদ্যত হইয়া নিবৃত্ত হয়। হৃদয়ে এই যে একটি নিয়ামকের অনুভব, ইহা সকলেতেই আছে, এবং এখানেই ঈশ্বর আমাদিগের নিকট অতি প্রথম হইতে বিদিত।

শক্তি অনুভব করিয়াও মনুষ্য যেমন তাহাকে দেহাদি হইতে সর্ব্বপ্রথমে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, বাণী সম্বন্ধে স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ হয় না। সপ্তম বর্ষীয় শিশু পার্কারের জীবন পাঠ কর, দেখিবে যে বাণী তাহার অভ্যন্তর হইতে সমাগত হইল, শিশুত্বনিবন্ধন তাহাকে তিনি অন্য কোথা হইতে সমাগত অনুভব করিলেন। প্রাচীন গ্রন্থে দৈববাণী আকাশবাণী অশরীরী বাক্ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই, তাহা যে এই শ্রেণীর ইহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সরল কৃষক যখন হৃদয়ে এরূপ অনুভব করে, তখন সে এই কথা বলে, কে যেন আমায় নিষেধ করিল। মহাত্মা সক্রেটিস এই নিষেধ বাণীকে অতি প্রথম হইতে সুদৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার জীবন এতৎসম্বন্ধে আদর্শ হইয়া আছে। কিন্তু ইটি সর্ব্বসাধারণের অবশ্য অনুভূত ব্যাপার ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা একবার বাণী শুনিয়া চির জীবন তদনুসরণ ও তচ্ছ্রবণে বিরত হন নাই।

শিশু, কৃষক, সরল প্রকৃতির সন্তান মহাত্মালোক, ইঁহাদিগেতে এই বাণী স্পষ্ট স্বতন্ত্রানুভূত;

কিন্তু মনুষ্য যখন সহজাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া চিন্তার অবস্থাতে উপস্থিত হয়, তখন এই বাণীকে আত্মবৃত্তিরূপে স্থির করিতে প্রবৃত্ত হয়। অন্যান্য মানসিক বৃত্তি মধ্যে এইরূপে ইটী একটী বৃত্তি হইয়া গিয়াছে। এই বৃত্তির নাম বিবেক অর্পণ করিয়া মানবীয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। ফলতঃ মানব এবং ঈশ্বর এ দুয়ের যোগ এই স্থলেই।

নরে বিবেকো নরদেবরূপ-
স্তদ্বৃত্তিরূপেণ কৃতাবতারঃ।
গুরো সুবাণী নৃহরিস্ত্বমেব
শ্রুতের্মুখস্যাস্তু ময়ীহ যোগঃ॥

মনুষ্যের বিবেক নরদেবরূপ অর্থাৎ মনুষ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ। কেন না ঈশ্বরই মনুষ্যের বৃত্তিরূপে তাহাতে অবতরণ করিয়াছেন। হে গুরো! তুমি সুবাণী, তুমিই নৃহরি অর্থাৎ মনুষ্যে ঈশ্বর। আমাতে শ্রুতি ও মুখ এ দুইয়ের যোগ হউক, অর্থাৎ বিবেককর্ণ ও তোমার মুখ (বাণী) এক হউক।

মনুষ্য যখন বিবেককে বৃত্তিরূপে অবধারণ করে, তখন ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার যোগ বাণীশ্রবণে কর্ণরূপে হইয়া থাকে। এই কর্ণ এবং ঈশ্বরের বাণী এ দুইয়ের যোগ অনুভব করিতে করিতে কর্ণ ও মুখ এ দুইয়ের বিবেকে একীভূততা উপস্থিত হয়। বাণী ও তচ্ছ্রবণ এ দুই এমনি মিলিত ভাবে হইয়া থাকে যে লোকে এদুইকে কিছুতে বিভিন্ন করিতে পারে না। সুতরাং বিবেক মনুষ্য ও ঈশ্বর এ দুয়ের অভেদ্য যোগসূত্র হইয়া মনুষ্যে ঈশ্বরের অবতার অনুভব করাইয়া থাকে। যদি অবতারবাদ মনুষ্যের হৃদয়কে পরিতুষ্ট করে, তবে এতদপেক্ষা ঘনিষ্ঠ অবতারবাদ আর কিছু হইতে পারে না। এই সত্য অবতারবাদে বিশ্বাস করিলে;

"বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ *॥"

এই শ্লোকে নররূপে অবতীর্ণ হওয়াতে সাক্ষাৎ তুমি বিদিত হইলে এই যে লিখিত হইয়াছে, এরূপ আর কাহাকেও বলিতে হয় না। কেন না তাদৃশ দর্শন ব্যবহিত, এই দর্শনই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, আমার মধ্যে পরমাত্মাকারে বিরাজ করিতেছেন, ইহা যে অনুভব করিল তাহার আর কি অবশেষে থাকিল। ব্রহ্ম এরূপে বিদিত হইয়াও অবিশ্বাসী মনুষ্যের নিকটে অবিদিত। আকাশ হইতে কথা আসিল আকাশে বিলীন হইল, এরূপ মোহে নিপতিত হইয়া কাহার মুখ হইতে বাণী নিঃসৃত হইল লোকে তাহার অনুসন্ধান করে না, তাই বিদিত ব্রহ্ম এত কাল অবিদিত হইয়া রহিয়াছেন। বালসুলভ সরলতাতে প্রহ্লাদ যেরূপ বলিয়াছেন,

"কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ॥

হে অসুরবালকগণ! হৃদয়ে আকাশের ন্যায় বিদ্যমান আত্মার আত্মা আত্মার সখা হরির উপাসনায় কি আর অতিশয় প্রয়াস? বিষয়োপার্জ্জনতো সকলেই করিয়া থাকে, তাহাতে তোমাদের প্রয়োজন কি? সরলতা থাকিলে একথা সকলেই বলিতে পারেন।

* অহো বিদিতোঽসি। কথং বিদিতোঽস্মি? ভবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষ ইতি। ননু কিমত্রাশ্চর্য্যং পুরুষস্য প্রকৃতেরন্যত্বাদেবেত্যত আহ, সাক্ষাদিতি প্রত্যক্ষত ইত্যর্থ। নন্বক্ষিসন্নিকৃষ্টং প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে কিং চিত্রমিত্যত আহ কেবলেতি।—কেবলশ্চাসৌ অনুভবশ্চ আনন্দশ্চ তদেব স্বরূপং যস্য সঃ, কিঞ্চ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ নহোবংভূতো দৃশ্যো ভবতীত্যর্থঃ।

অহো তুমি বিদিত হইলে। কিরূপে বিদিত হইলাম? তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ এইরূপে। ইটি আর একটি আশ্চর্য্য কি? পুরুষের প্রকৃতি হইতে ভিন্নতাতেই তাহা হইতেছে। আশ্চর্য্য এই যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিদিত হইলে। যে বস্তু চক্ষুর সম্মুখে তাহাকে আর কে না প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া থাকে? তোমাকে যে সাধক কেবল আনন্দমাত্র অনুভব করিয়া থাকেন, তুমি যে সকলের বুদ্ধির দ্রষ্টা, তুমি কখন এরূপে দৃশ্য হওনা।

নরাবতার বিবেক সকলেরই নিকটে। তিনি দূরে নহেন, তিনি সকলের আত্মাতে অবতীর্ণ। আত্মানুরূপ অবতার অন্বেষণ করিবার জন্য মনুষ্যকে অন্যত্র যাইতে হয় না। আত্মাতে ঈশ্বর নিত্য অবতীর্ণ থাকিয়া স্বসন্তানগণের সংসার পথে পদচালনা নিয়মিত করিতেছেন। রিপুগণের কোলাহলে, কুপ্রবৃত্তিজনিত তুমুল রবে তাঁহার প্রতি তুমি উপেক্ষা করিতে পার, কিন্তু জানিও তুমি তোমার কর্ণকে চিরবধির করিয়া রাখিতে পার না। তোমার পাপের মধ্যে তোমাকে এক দিন তাঁহার বাণী এমনি ধরিয়া ফেলিবে যে ভীত তটস্থ এবং সঙ্কুচিত হইয়া একেবারে তোমায় বিপরীত গতি অবরুদ্ধ করিতে হইবে। অনেক পাপীর সম্বন্ধে এরূপ ঘটিয়াছে, তোমার সম্বন্ধেও এরূপ ঘটিবে নিঃসংশয়। যদি তুমি শুনিয়াও না শুনিয়া থাক, তুমি শুনিতে বাধ্য হইবে।

ঈশ্বর নিষেধ করেন, আমরা ইহাই বলিয়াছি। নিষেধে আরম্ভ বিধিতে পর্য্যবসান, ইহা সাধকগণ নিত্য প্রত্যক্ষ করেন। ইহা করিও না উহা করিও না প্রথমতঃ ইত্যাকারে নিষেধ সকল অবতীর্ণ হয়। কিন্তু যখন এই নিষেধ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করা হয়, ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মনুষ্যের পরিচয় জন্মে, তখন ইহা কর উহা কর ঈদৃশ বিধি মনুষ্য প্রতিনিমেষে শুনিতে পায়। এ সময়ে সাধকের সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ যোগ এবং ক্রমে ইহা নিগূঢ় সখ্য ভাবে পরিণত হইয়া এক অন্যেতে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। ঈশার ন্যায় মহাত্মা এইরূপে আপনাকে সম্যক্ ঈশ্বরে নিমগ্ন করিয়া বলিয়াছেন, আমি ভাল নই, একমাত্র তিনিই ভাল, আমি এবং আমার পিতা এক, আমি কাজ করি না, আমার মধ্যে আমার পিতা কার্য্য করেন। ঈদৃশ অবস্থা সকলের লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্য সাধনে মনুষ্যে ঈশ্বরাবতরণ পূর্ণতা লাভ করে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে ব্রহ্ম অবিদিত নহেন। তিনি তত টুকু আমাদিগের নিকটে বিদিত, যত টুকু বিদিত হওয়া আমাদিগের জীবন, পরিত্রাণ, সুখ ও পবিত্রতা সম্বন্ধে একান্ত প্রয়োজন। আমরা তাঁহাকে সম্যক্ ধারণ করিতে পারি না তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি, যদি আমাদিগের জীবনের ক্রমেকোন্নতির পক্ষে যত টুকু এক একবারে প্রয়োজন তত টুকু আমরা জানিলাম। বরং ইহাতে আমাদিগের এই সুমহান্ আহ্লাদ যে ঈশ্বর অনন্তকাল এইরূপে আমাদিগের আত্মার উপজীবিকা হইয়া অবস্থিতি করিবেন। প্রাপ্য বস্তু যদি অনন্তকালের উপার্জ্জনের বিষয় হয়, এবং তন্মধ্যবর্ত্তী কালে আমরা যত টুকু উপার্জ্জন করি তাহা যদি আমাদিগের জীবনের সুখ শান্তি পবিত্রতার কারণ হয়, তবে আমাদিগের চাই কি? বিদিত ব্রহ্ম আমাদিগের জীবনের উপজীবিকা, অবিদিত ব্রহ্ম আমাদিগের অনন্তকালের আশা, সুতরাং বিদিত অবিদিত এ দুইকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া যেন নিয়তকাল আমরা জীবনপথে সুখে ও আনন্দে অগ্রসর হই।

দিব্যচক্ষুঃ।

আমরা উপরে বলিয়াছি, শক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, কিন্তু দেহাদি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রহণ করা সাধনসাপেক্ষ্য। এ রূপ বলিবার আমাদিগের কারণ আছে। মনুষ্য অতি অসভ্যাবস্থাতে আদি কারণকে স্বভাবের অনুরোধে দর্শন করিয়াছে, অন্যথা ধর্ম্ম পৃথিবীতে কখন অভ্যুদিত হইত না। মনুষ্যের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মূল এই স্বাভাবিক সময়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অতি প্রথমাবস্থায় আদি কারণকে মনুষ্য শক্তিরূপে অনুভব করিয়াছে সন্দেহ নাই, অন্যথা শক্তিমান্ পদার্থসমূহ পূজার বিষয় হইত না। কিন্তু আমরা এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, মনুষ্য সেই শক্তিকে বিকাশস্থল হইতে জ্ঞানের অল্পতানিবন্ধন স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ঈশ্বরের বাণীসম্বন্ধে আমরা এরূপ প্রমাণ দেখিতে পাই না। সে যাহা হউক মনুষ্যের যে চক্ষু আদিমাবস্থায় সেই শক্তিকে অবলোকন করিয়াছে, অথচ সামর্থ্যের অল্পতানিবন্ধন তাহাকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট গ্রহণ করিতে পারে নাই, অপ-

রের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছে, সেই চক্ষুকে সাধন দ্বারা নির্ম্মল ও সুতীক্ষ্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। আন্তরিক চক্ষু এবং বাহ্য চক্ষু এ দুয়ের উন্নতিসম্বন্ধে একই নিয়ম। বাহিরের চক্ষু প্রথমাবস্থায় বস্তুসমূহ যথাযথ গ্রহণ করিতে না পারিয়া একেকে অপরের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ফেলে। দূরত্বসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা বশতঃ বাহ্য জগতের বস্তুসম্বন্ধে চক্ষুর ঈদৃশ ব্যতিক্রম ঘটে, আন্তরিক চক্ষুর সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। শক্তি এবং তদরিক্ত বস্তুর সীমা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া দুই এক হইয়া যায়। বাহ্য চক্ষু স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পরিশেষে যেমন বস্তুসমূহের জ্ঞান যথাযথ লাভ করে, নিমীলিত নয়নে শক্তিকে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করিবার যত্নে তেমনি শক্তিকে স্পর্শ করিয়া আন্তরিক চক্ষু নিঃসন্দিগ্ধ হয়। সাধন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ের আলোচনা বাহ্য জগৎসম্বন্ধে যেমন প্রয়োজন অন্তর্জগৎসম্বন্ধেও তেমনি। একটি অতি শৈশবে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহার কোন সংবাদ লই না, কিন্তু অধ্যাত্ম জগৎসম্বন্ধে আমাদিগের শৈশবাবস্থা এখনও ঘোচে নাই, ইহা মনে থাকিলে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

অধ্যাত্ম বিষয়ে সাধন দ্বারা বস্তু উপলব্ধি করাতে অনেকে সন্দেহ করেন বলিয়া আমরা যুক্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিকে স্ববিষয়ের উপরে নিপতিত না করিলে নয়নলাভ সম্ভবে না। প্রথম বারেই যে চক্ষু যথাযথ বস্তু গ্রহণ করিবে ইহা কেহ আশা করিতে পারেন না। বাহ্য চক্ষু যেমন প্রথমতঃ ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখে বস্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারে না, অন্তশ্চক্ষুসম্বন্ধেও তাহাই। ঈশ্বর আছেন, নিকটে আছেন, শক্তিরূপে আছেন, ইহা নিশ্চয় কথা। আত্মা বুঝিতেছে, অথচ স্পষ্ট গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, আস্তি নাস্তির মধ্যে কেবলই দোলায়মান হইতেছে। এ স্থলে আমরা কি করিব, নাস্তি ছাড়িয়া অস্তিতে পুনঃ পুনঃ অন্তশ্চক্ষুকে স্থির করিতে যত্ন করিব। এইরূপ করিতে করিতে আত্মা সেই পরমশক্তিকে বারংবার স্পর্শ করিতে করিতে তৎসম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হইবে। যখন অন্তশ্চক্ষু একবার তাঁহাকে ধরিবে, তখন তাঁহার অপরাপর ক্রিয়াসম্বন্ধেও সংশয় থাকিবে না।

ঈশ্বরকে স্পষ্ট দর্শন ইহা দিব্য নয়ন দ্বারা সাধিত হয়। নয়ন যখন তাঁহাকে দেখে, নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় কখন তাঁহাকে দর্শন করে না, কিন্তু অনন্তশক্তিরূপে সমুদায় বিশ্ব এবং তাহার ঘটনাবলিকে পরিচালিত করিতেছেন, এইরূপে অবলোকন করে। যাঁহার অন্তশ্চক্ষুর নিকট ঈশ্বরের অবিশ্রান্ত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সাধারণ লোকের নিকটে প্রকৃতি যে প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে সেরূপে কখন তিনি উহাকে অবলোকন করেন না। পুষ্প লতা উপবন, জলচর মৎস্য, আকাশবিহারী পক্ষী, ভূচর বিবিধ জীব ও মানবসমাজ সকলই তাঁহার নিকটে জীবন্ত উপদেশ পূর্ণ? কেন না দিব্য চক্ষে তিনি তাহার মধ্য জগন্নিয়ন্তার ক্রিয়া অবলোকন করিতেছেন, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অপূর্ব্ব শিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন। স্থলপদ্ম এবং আকাশগামী বিহঙ্গগণের নিকটে কে বৈরাগ্য কে নিশ্চিন্ততা শিক্ষা করিতে পারে? যাহার দিব্য চক্ষু নাই, তাহার নিকটে এ সকল গণনার বস্তু নহে। এমন যে বিচিত্র আকাশ আমাদিগের মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে, যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রেমিক হৃদয় কোন প্রকারে উচ্ছ্বাস নিবারণ করিতে পারে না, সাধনভজনবিরহিত ভাবশূন্য হৃদয়ের নিকটে উহা অর্থশূন্য, অতি সাধারণ ব্যাপার। ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে জীবিত এই জগৎকে কে যথাযথ পাঠ করিতে পারে? কেবল তিনিই পারেন, যিনি দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত শত শত ঘটনা ঘটিতেছে কে তাহার সংবাদ লয়? যেন এ জগতের সমুদায় ব্যাপার অসম্বদ্ধ, কাহার সঙ্গে কাহার যোগ নাই, সমুদায় হঠাৎ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞান মনুষ্যজাতির এই ভ্রান্তি হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া অল্প দিনের মধ্যে সুবহু উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমরা জানি না কবে সাধন দ্বারা সকলের দিব্য চক্ষু খুলিবে এবং সর্ব্বত্র সকল ঘটনায় সকল বস্তুতে বিশ্বস্রষ্টার ক্রিয়া দর্শন করিয়া তাহা হইতে নিত্য নূতন শিক্ষা সংগ্রহ করিবে।

সাধারণ এবং বিশেষ লোক এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই দিব্য নয়ন দ্বারা হইয়া থাকে। সাধারণ লোক যাহাকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে করিয়া তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোভিনিবেশ করে না, নিজ নিজ জীবিকা সংগ্রহে কেবল ব্যস্ত থাকে, এবং তাহাই তাহাদিগের জীবনের সার কর্ম্ম মনে করে, অসাধারণ লোক জীবিকাবিষয়ে বিহঙ্গগণের ন্যায় নিশ্চিন্তমনা হইয়া সেই তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয় হইতে এমন অদ্ভুত অলৌকিক সত্য বাহির করেন যে সকলে দেবতা বলিয়া তাঁহাদিগের পদানত হয়। কেবল এক চক্ষুতে ঈদৃশ ইতর বিশেষ করিয়া দেয়। বিজ্ঞানবিদ্গণের বিজ্ঞানচক্ষু যেমন প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়মরাজি বহির্গত করে, এবং অলৌকিক কর্ম্মসকল সম্পন্ন করে, অধ্যাত্ম চক্ষুতে চক্ষুমান্ ব্যক্তিও সেইরূপ ঈশ্বরের অত্যদ্ভুত লীলা আবিষ্কার করিয়া মানবীয় জীবন দেবজীবন করিয়া তুলেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা নিঃসংশয় নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ঈদৃশ চক্ষুমত্তা লাভ করিবার জন্য একান্ত সাধনে নিরত। ধন্য তাঁহার যাঁহারা বিচিত্র নট ঈশ্বরের জগদ্রূপ বিচিত্র নাট্যাভিনয়ে আপনাদিগকে এক এক জন তন্নির্দ্দিষ্ট অভিনেতা জানিয়া, স্ব স্ব অভিনেয় বিষয়ের যথোপযুক্ত

অভিনয় করিবার জন্য দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছেন এবং সুখ দুঃখ আপদ্ সম্পদ্ সকলি সেই অভিনয়ের অংশ জানিয়া নির্ব্বিকার চিত্ত হইয়াছেন।

আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ।

মনুষ্যের জন্মসহকারে মাতা পিতা সহোদর প্রভৃতি সম্বন্ধ সংক্রমণ করে। এ সকল কাল্পনিক বলিয়া কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, কেন না যে কোন শব্দে কেন এই সকল সম্বন্ধ উক্ত হউক না, স্বভাবের অভ্যন্তরে যে উহা নিহিত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জন্ম সহকারে যে সমুদায় সম্বন্ধ আমাদিগেতে সংক্রামিত হয়, আমরা কেহ তাহা অস্বীকার করি না. কিন্তু জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইতে যে সমুদায় নিত্য নূতন সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকেও আমরা মনুষ্যকল্পিত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। পরিণয় জীবনে একটি গুরুতর ব্যাপার। অনেকে ইহাকে সামাজিক অনুষ্ঠান বলিয়া লঘু করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় নরনারীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল প্রকৃতিতে নিহিত আছে। পরে হইল বলিয়া উহা স্বাভাবিক নহে, ইহা সুযুক্তি নহে। পূর্ব্বে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল পরে তাহা প্রকট হইল, ইহাতে স্বাভাবিকতা অপনীত হয় না।

আমরা পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। একধর্ম্মিত্ব ভ্রাতৃত্বের মূল, চির দিন মনুষ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে। আত্মার একতা এখানে ভ্রাতৃত্বের মূল সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু এতদপেক্ষাও ইহার যে গভীরতর মূল আছে, তাহা দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। মানসিক একতাতে বন্ধুত্ব সমুপস্থিত হয় কেন? এখানে আকর্ষণ কি? উভয়ের সৌসাদৃশ্য কি এতই মনোহর? হৃদয়ের একতাতে সৌহৃদ্য ইহা একটি সম্বন্ধের আরম্ভ; কিন্তু ইহার মূলে যে সোদরত্ব আছে ইহা অল্প লোকেই অনুভব করিয়া থাকে। মনুষ্যের জীবন পশুত্বে আরম্ভ হয়। সে সময়ে কেবল মাংস শোণিতের সম্বন্ধ থাকে। এই মাংস শোণিতের সম্বন্ধই পৃথিবীতে সম্বন্ধের মূল বলিয়া সকল লোক কর্ত্তৃক সমাদৃত হয়। মনের একতানিবন্ধন বন্ধুতা মনুষ্যসমাজে আছে, এবং অনেক সময়ে এই সম্বন্ধ অপরাপর সম্বন্ধকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে; কিন্তু তথাপি সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ নয় বলিয়া অল্প কারণে উহা বিনষ্ট হয়, এবং যেখানে পূর্ব্বে বন্ধুতা ছিল, হয়তো সেখানে শত্রুতা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। স্বাভাবিক সম্বন্ধে ঘোরতর শত্রুতা উপস্থিত হইলেও রক্ত মাংসের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এখানে তাহা হয় না এই বিশেষ। রাগদ্বেষাদিতে মনুষ্যের মন যখন দূষিত হয়, তখন আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতর মিলের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তাই লোকের ঈদৃশ ভ্রান্তি সমুপস্থিত হয়। ফলতঃ একতার ভূমি চির দিনের জন্য এখানে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, ইহা কেহ বলিতে পারে না।

মনুষ্যসমাজে ধর্ম্মের একতা ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সুদৃঢ় হেতু। এখানে আত্মার একত ক্রমে উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং সমুদায় মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব যুগপৎ প্রকাশিত হয়। এক পিতা মাতা হইতে সমুৎপন্ন সন্তানগণের একশোণিতত্ব একমাংসত্ব অবয়বাদির সৌসাদৃশ্য সোদরত্বসম্বন্ধনিবন্ধনের মূল। এ সকল ঐক্য পিতা মাতা হইতে সন্তানগণে সংক্রামিত হয়। প্রতি আত্মা সম্বন্ধও এই সম্বন্ধ নিত্যকাল অবস্থিতি করিতেছে, ধর্ম্ম কেবল তাহা প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। জ্ঞান প্রেম পুণ্য সত্য দয়া বিনয় প্রতি আত্মার মধ্যে অবস্থিতি করে। ঈশ্বরে উহা অনন্ত, মনুষ্যে উহা ক্ষুদ্রপরিমাণ। পরিমাণের তারতম্য অনন্তগুণিত হউক তাহাতে কি আইসে যায়, ক্ষুদ্রাধারে পিতামাতার সম্যক্ গুণ কি প্রকারে সমাবিষ্ট হইবে? কিন্তু সোদরত্ব অর্থাৎ আমরা এক পিতামাতার সন্তান ইহার মূল এখানেই আমরা লাভ করি। ধর্ম্মে যে ভ্রাতৃত্বের কথা উল্লিখিত হয়, উহা কোন্ প্রকারের ভ্রাতৃত্ব? এ ভ্রাতৃত্ব সোদরত্ব। এ সম্বন্ধ দিন দিন প্রস্ফুটিত এবং বদ্ধমূল হয়। মনুষ্য একতাতে সম্বন্ধ আরম্ভ করে কিন্তু তখনও জানে না, একতা চিত্ত এরূপে আকর্ষণ করে কেন? যে পরিমাণে মনুষ্য আপনার পিতা ও মাতা ঈশ্বরকে চিনিতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহার পিতৃমাতৃত্বের প্রতিকৃতি তাঁহার সন্তানসকলেতে অবলোকন করিয়া তাহারদিগের সঙ্গে সোদরত্বসম্বন্ধে বিশ্বাসী ব্যক্তি আবদ্ধ হন। রক্তমাংসের সহিত সম্বন্ধ রক্ত মাংসের সঙ্গে বিলুপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বে যে সোদরত্ব সম্বন্ধ ইহা অনন্তকাল স্থায়ী, স্বর্গে সোদরগণের একত্র বাস, সেখানে সোদর ভিন্ন অপরের সমাগম নাই।

"একামিষপ্রভব" ভয়ঙ্কর শত্রুতার মূল, ইহা যেমন প্রসিদ্ধ আছে, এক ধর্ম্মগণের মধ্যেও আমরা প্রবল শত্রুতা দেখিতে পাই। বরং পূর্ব্বটি অপেক্ষা ইটি যেমন মহত্তর তেমনি ইহার শত্রুতাও গুরুতর। স্বার্থে অন্ধ হইয়া মনুষ্য যেমন সোদরত্ব ভুলিয়া যায়, তেমনি মতান্ধতা বশতঃ মনুষ্য ধর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত সোদরত্ব বিস্মৃত হয়। আমরা ইহাকে বিকার ভিন্ন প্রকৃতি কখন বলিতে পারি না। ফলতঃ প্রেমপুণ্যাদি প্রস্ফুটিত হইয়া সোদরত্ব প্রকাশিত হয়, যেখানে তাহার অভাব, সেখানে সে সম্বন্ধ অনুভব করাও সুকঠিন। পশুত্বের তিরোধান না হইলে আধ্যাত্মিক সোদরত্ব মনুষ্য কিরূপে অনুভব করিবে? একতাদ্বারা

সোদরত্ব অনাম্য হয়, উহা অনেক দিন অপরিজ্ঞাত থাকিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। সোদরত্বের চিহ্ন সকল যেখানে পশুত্বের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকিল সেখানে লোকে উহা অনুভব করিবে কি প্রকারে? সুতরাং সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলেও উহাকে অনুভবগোচর করিতে সাধনের প্রয়োজন। উপাসনা সাধন ভজন প্রভৃতি এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। যেখানে একপিতৃমাতৃত্বসম্বন্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া তদ্যোতক চিহ্ন প্রতিজনের মুখে প্রতিফলিত না হয়, সেখানে সাধনাদি যথাযথ হইতেছে বলা যাইতে পারে না। যে সম্বন্ধ অনন্তকালের সম্বন্ধ যদ্দ্বারা ভাবী স্বর্গ গঠিত, তাহা যদি অপ্রকাশিত থাকিল, তবে আর কি হইল? পৃথিবীতে যদি স্বর্গ আনয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে সোদরত্ব প্রস্ফুটিত না করিয়া তাহা একেবারে অসম্ভব।

পৃথিবীতে সেই দিন সুখের দিন হইবে, যে দিন নরনারীর মুখে ঈশ্বরের ছবি প্রতিফলিত দেখিয়া আমরা আর তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পাপাচরণ করিতে পারিব না। যত দিন ইহা না হইতেছে, আমরা এক বিশ্বাস বলে সোদরত্ব সম্বন্ধ সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে জীবনে সিদ্ধ করিতে যেন যত্ন করি। এই সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে আমাদিগের পরস্পরের নিত্য সম্মিলন জানিয়া ইহাকে সর্ব্বোচ্চ সাধনের বিষয় যেন সর্ব্বদা বিশ্বাস করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কোন প্রকার অভ্যাস দৃঢ়মূল হইয়া গেলে, তাহাকে অল্পে অল্পে যত্ন করিয়া উচ্ছেদ করা অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে আমরা প্রত্যক্ষ কি অনুভব করিয়াছি ইহা যদি প্রকাশ করিতে হয়, তবে এই বলিতে হয়, যাহার উচ্ছেদ প্রবল বেগে মুহূর্ত্তের মধ্যে হইল, তাহার উচ্ছেদ হইল, অন্যথা তাহা থাকিয়া গেল। যে কোন বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে, তাহা ভোগ দ্বারা নিবৃত্ত হইবে এ আশা দুরাশা। ছাড়িব অথচ ভোগ করিব এ দুই একত্র সংযুক্ত করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা সাধক মাত্রেই বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন। যাহা ত্যাজ্য তাহা একেবারে ত্যাজ্য, রহিয়া বসিয়া ত্যাগ হয় না। কেন হয় না? মানসিক আবেগের অল্পতা-নিবন্ধন। মানসিক আবাগের অল্পতা কেন হয়? ত্যাজ্য বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে তাহা ভোগে পাপ হইবে এই বোধের অল্পতানিবন্ধন। যেখানে পাপবোধের অল্পতা সেখানে ত্যাগে আবেগ হয় না। বিনা তীব্র আবেগে কে কোথায় আসক্তি পরিহার করিতে সক্ষম হইয়াছে? যে সকল ভোগের বিষয় স্বয়ং পাপজনক নয়, সে সকল এক জনের পক্ষে ত্যাগার্হ হইলে, তাহা ত্যাগ না করাতেই পাপ। এই পাপবোধ প্রবল না হইলে সে তাহা কি প্রকারে ত্যাগ করিবে? মনে কর মিষ্ট দ্রব্য স্বাভাবিক খাদ্য, উহা স্বয়ং পাপজনক কে বলিতে সাহসিক হইবে? কিন্তু আমার শরীর মনের মধ্যে এমন কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে যে জন্য সেই মিষ্ট দ্রব্য আমার স্পর্শ করা পাপ। আমার সম্বন্ধে মিষ্ট দ্রব্য ত্যাগার্হ, যদি লোভবশতঃ আমি ত্যাগ করিতে না পারি, তজ্জন্য আমি নিশ্চয়ই সাপরাধ হইব। যদি এ স্থলে পাপবোধ প্রবলতর না হয়, কোন্ বলে উহা ত্যাগ করিব? যে সকল স্থলে বিষয়ে আসক্তি থাকিবে না, অথচ কর্ত্তব্যবোধে ভোগ করিতে হইবে, সেখানে বিষম সমস্যা। যাঁহারা সাধনভজনে অগ্রসর তাঁহারাও এস্থলে কাঠিন্য অনুভব করেন। ইঙ্গিত ও প্রেরণার অধীন হইয়া ভোগ, অন্যথা নহে, এ বিষয়ে যাঁহার তৎপরতা নাই, তিনি এখানে পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত।

পল্লীগ্রামের অল্পবিত্তস্বামী অভিমানে পূর্ণ। কি জন্য না তিনি আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পান না। প্রচুর বিত্তের অধিপতিও মহানগরীতে আপনাকে তাদৃশ অভিমানে স্ফীত করিতে পারেন না, যেন না তিনি সমকক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত। বৃহদ্বৃক্ষের অন্তরালে ক্ষুদ্র বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, এই যুক্তিতে অনেকে মহদ্ব্যক্তির আশ্রয়ে বাস করিতে চায় না, কিন্তু তাহারা জানে না যে তাহারা অল্পবিত্তভোগী পল্লীগ্রামবাসী লোকসদৃশ ব্যক্তিকে মহান্ বলিতেছে, ফলতঃ সে ব্যক্তি মহান্ নহে। রাগ দ্বেষ হিংসা ক্রোধ মৎসরতা প্রভৃতি ক্ষুদ্রত্ব দ্বারা যাহারা আক্রান্ত তাহারা লতাপ্রতানের ন্যায় বৃহদ্বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবনের পরীক্ষারূপ প্রখর রবির উত্তাপ কিছুতেই বহন করিতে পারে না। এই বৃহদ্বৃক্ষ লতাপ্রতানের গতিরোধ করে না, বরং আপনাকে অনেক সময়ে তদ্দ্বারা এত দূর আচ্ছন্ন হইতে দেয় যে নিজের প্রকাণ্ড দেহ তদভ্যন্তরে সম্যক্ লুক্কায়িত হইয়া যায়। ইনি মহানগরীস্থ প্রচুরবিত্তসম্পন্ন নিরভিমান ধনী মহাজন। তাই বলিতে হয়, ক্ষুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিও না, তাহারা স্বাধীনতার নামে তোমার স্বাধীন গতি অবরোধ করিবে, এবং তোমাদ্বারা আপনাকে গ্রস্ত হইতে না দিয়া তোমাকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অল্পবিত্তভোগী অপরের সামান্য বিত্ত শোষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতে যেমন তৎপর এমন আর কে আছে?

ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মগণ সাধন ভজনে প্রবৃত্ত, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে একশ্রেণী সাধকও হইয়াছেন। ব্রাহ্মিকাগণ প্রতিদিন উপাসনা করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা

বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এ কথা বলা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ যদি এ সম্বন্ধে অভাব পূরণ না করেন, তবে অপূর্ণতানিবন্ধন বহু দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। এখন নির্দ্ধারণের সময় আসিয়াছে, স্ত্রী জাতির পক্ষে কি প্রকার সাধন বিহিত। ব্রত নিয়মাদির প্রতি স্ত্রী জাতির প্রবৃত্তি এ দেশে আজও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় নাই; এ প্রবৃত্তি যাহাতে তিরোহিত না হইয়া কুসংস্কার, ভয়, এবং অমূলকত্ব বর্জ্জিত হইয়া যথোচিত বৃদ্ধি লাভ করে, তৎপক্ষে যত্ন করা সমুচিত। স্ত্রী জাতির চিত্ত স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ, ভক্তিতে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে সহজ, কিন্তু এই ভক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক সময়ে মূলশূন্য হইয়া উপস্থিত হয়। যাঁহার প্রতি তাঁহারা ভক্তি করেন তাঁহাকে যথাযথ না জানিয়া উদ্দেশে বা কল্পিত বস্তুতে ভক্তি করিয়া থাকেন। এ দোষ কেবল যোগাভ্যাস দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে। যোগ দ্বারা বস্তু স্থির করিয়া তৎপ্রতি চিত্তের ভক্তি অনুরাগ সংস্থাপন করিলে সর্ব্ববিধ ভয় কুসংস্কার অমূলকত্ব তিরোহিত হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ ভাব প্রধান হৃদয়ে অনেক প্রকার বিকারের সম্ভাবনা। যোগাভ্যাস এই সকল বিকার অবরুদ্ধ করে। কারণ চিত্তের নির্ম্মলতাসাধন ব্যতীত যোগ হয় না। চরিত্রের দৃঢ়তা যোগের অবশ্যম্ভাবি ফল। যোগ এ জন্য স্ত্রীজাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে যাহার যাহা স্বাভাবিক তাহার তাহা অল্পায়াসসাধ্য। যিটি যাহাকে অর্জ্জন রিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে তাহাব বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। যোগ স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রয়াসসাধ্য। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সাধনে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। বিশেষ প্রয়াস স্ত্রীজাতির পক্ষে অনুকূল নহে, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। কেন না ভারতের ইতিহাসে যে সকল স্ত্রীর নাম প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহারা যোগাবলম্বন করিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মিকাগণ যদি ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে চান তবে তাঁহাদিগকে সেই আর্য্যকুলশ্রেষ্ঠ নারীগণের পদবী অনুসরণ করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ মধ্যে যোগ সাধন আরম্ভ হইয়াছে।

আচার্য্যের প্রার্থনার সার।

২৪শে শ্রাবণ শনিবার।

হে দীনবন্ধু পবিত্র ঈশ্বর! তোমার সন্তান ঈশা যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন, তিনি স্বর্গেতে উচ্চ স্থানে পবিত্রতার মুকুট পরিয়া উচ্চ ভক্ত এবং বিশ্বাসীদের সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, তিনি কেন আমাদের নিকট আসিবেন, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের কীট আমরা তাঁহার নিকটে যাইব, অর্থাৎ কি না আমরা তাঁহার চরিত্রের উচ্চতা তাঁহার বৈরাগ্য তাঁহার শুদ্ধতা লাভ করিব। হে দয়াময়, বলিয়া দাও, ঈশার জীবনে আর কি আছে, যাহা যাত্রিকেরা প্রাপ্ত হইতে পারে। ঈশার নাম করিলে কোন আকার তো স্মরণ হয় না; কিন্তু যেন আমরা আকাশে উড়িতে আরম্ভ করি। বিশ্বাস লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, বিশ্বাসের জগতে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। বিশ্বাসের আকাশে তিনি উড়িতেন, বিশ্বাস আহার করিতেন, বিশ্বাস পান করিতেন। তাঁহার দেহ কেবল খোসার ন্যায় উপলক্ষ মাত্র ছিল। তুমি তাঁহাকে বিশ্বাসের চক্ষু দিয়া এই অবিশ্বাসের স্থান পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলে, তাঁহাকে বিশ্বাসের কর্ণ দিলে, তিনি এখানে আসিয়া অন্যে যাহা দেখিতে পায় না তাহা দেখিলেন, অন্যে যাহা শুনিতে পায় না তাহা শুনিলেন। গ্যালিলী দেশে হ্রদের তটে পর্ব্বত উপরে যখন তিনি ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার চক্ষু বিশ্বাসজগতের শোভা দেখিত, তাঁহার কর্ণ বিশ্বাসের সমাচার শুনিত। তিনি জন কতক বিশ্বাসী লইয়া আপনার রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া গেলেন। স্বর্গের রাজা তুমি, তিনি পৃথিবীতে তোমার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি দীন হইয়াও রাজা কেন? না তিনি বিশ্বাসী। পদ্মফুলের দিকে চক্ষু মেলিয়া তাহার ভিতর সলিমানের পরিচ্ছদ অপেক্ষা তিনি যে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ দেখিয়াছিলেন তাহা কি? তাহা পবিত্রতার উৎকৃষ্ট বস্ত্র। ঈশা আত্মা স্বরূপ ছিলেন তিনি কেবল আত্মাই দেখিতেন, সকল বস্তুতে তোমাকে দেখিতেন। দেখিয়া প্রকৃতির মধ্যস্থলে নিগূঢ় স্থলে উপনীত হইতেন। তাঁহার গৃহ ছিল না, তাঁহার গৃহের প্রয়োজন কি? বিশ্বাসরাজ্য আত্মারাজ্যই তাহার গৃহ। তিনি গোলাপের দিকে দৃষ্টি করিলে সে তাঁহার মস্তককে ছত্র দিয়া রৌদ্র হইতে রক্ষা করিত। তিনি পদ্মের দিকে দৃষ্টি করিলে সে নিজ বক্ষের মধ্যে তাঁহার জন্য আরাম শয্যা প্রস্তুত করিত। তিনি জড় রাজ্যে থাকিতেন না, বিশ্বাস বলে চৈতন্য রাজ্যে বাস করিতেন। আমাদের চক্ষু স্থূল ও জড়, এ সমস্ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা বলি প্রকৃতি আপনার বলে ও নিয়মে আপনি বাড়িতেছে, তিনি বিশ্বাসের চক্ষে প্রকৃতির ভিতর প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার আত্মাকে দেখিতে পাইতেন। তিনি বৃক্ষেতে, পুষ্পেতে, আকাশেতে, মেঘেতে, পক্ষীতে, আত্মা রাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপারসকল দর্শন করিতেন। তিনি পৃথিবীর গুরুত্ব এক দিনের জন্যও প্রার্থনা করেন নাই। তিনি আপনাকে গুরু বলিয়া অন্যকে ছোট বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইতে চান নাই। তিনি আপনাকে বৃক্ষরূপ বন্ধুদিগকে শাখারূপে দেখিতেন। মূল হইতে যে জীবন ও রস আক-

র্পণ করিতেন তাহা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া পড়িত। মূল হইতে ছিন্ন হইয়া কেহ রসও পাইত না ধর্ম্মও পাইত না জীবনও পাইত না। তাঁহার নিকট পরোলোক মতের বিষয় ছিল না। তিনি পরকাল দেখিতে পাইতেন। তিনি যখন তাঁহার পিতার গৃহের কথা বলিতেন, এবং সেখানে অনেক ঘর আছে, সকলেরই জন্য স্থান আছে, এই অঙ্গীকার করিতেন তখন তিনি মতের কথা কি বুদ্ধির কথা বলিতেন না। স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই কথাই বলিতেন। লোক যখন তাঁহাকে অত্যাচার করিত তখন তিনি পলায়ন করিয়া সেই ঘরের আশ্রয় লইতেন। যখন তিনি কাহাকে বলিতেন তোমার পাপ ক্ষমা হইল, তিনি তো অপরাধীর বাহিরের মূর্ত্তি দেখিতেন না তাহার আত্মার অবস্থা দেখিতেন। তিনি পাপ সহ্য করিতে পারিতেন ও ঘোরতর অপরাধীদিগকেও নিকটে আসিতে দিতেন; কিন্তু অবিশ্বাস সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা লোকের বাহ্যিক চেহারা দেখি। আমাদিগের রাগ পড়িয়া গেলেই অপরাধীদিগকে ক্ষমা করি। তাদের আত্মার অবস্থা দেখি না, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর বিচার করিতে পারি না। তিনি অবিশ্বাসীদিগকে কালসর্পের বংশ বলিয়া তাড়না করিতেন এবং বিশ্বাসীদিগকে আরাম শান্তি দিবার জন্য নিকটে ডাকিতেন। তিনি লোকদিগকে বিশ্বাসের নিকটে লইয়া যাইতেন; বিশ্বাসতত্ত্ব শিখাইতেন। বিজ্ঞান অনুসারে কথা কহিতেন, প্রকৃতির ভিতর দিয়া মনুষ্যকে তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর যে তুমি তোমার নিকটে লইয়া আসিতেন। তিনি জানিতেন বিশ্বাস জগতে প্রবেশ করিলে মানুষের আত্মা মন শরীর প্রত্যেকটি আপনার কার্য্য করে। সুতরাং প্রার্থনার বিষয় কখন অলব্ধ থাকে না। তোমার ক্রোড়ে, হে জগদ্ধাত্রি, তিনি সকল জীবকে স্থাপিত দেখিয়া কাহারও অন্নপান বিষয়ে নিরাশ হইতেন না। এ জগৎ তোমার বিশ্বাসীদিগের জন্য; ধনীদের জন্য নয়, পাষণ্ডদের জন্য নয়, তিনি ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। সুতরাং অন্ন বস্ত্রের জন্য কখন ভিক্ষা করিতেন না, কখন চেষ্টা করিতেন না, কখন ভাবিতেন না, কেবল স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিতেন, লোকের নিকট স্বর্গরাজ্য আবিষ্কার করিতেন, আত্মার মধ্যে স্বর্গরাজ্য দর্শন করিতেন। বিশ্বাসী যেখানে থাকেন, পৃথিবী তাঁহার জন্য অন্ন বস্ত্র লইয়া যায়, গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করে, গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হয়। আমরা বিশ্বাস করিলাম না, সেই জন্য আমাদের অভাব পূর্ণ হইল না। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশ্বাস করিলেন, তাঁহাদের পুণ্যবলে এখনও আমাদের গৃহ পরিবার রক্ষিত হইতেছে। হে বিশ্বাসরাজ্যের রাজা, এই অবিশ্বাসী জগতে মহাত্মা ঈশারূপ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত প্রেরণ করিয়া তুমি যে মহান্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবে মনে করিয়াছিলে তাহা যেন আমাদিগের জীবন ও চরিত্রে সফলতা লাভ করে। ঈশার বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা তাঁহার শিষ্যগণ ভাল বুঝিতে পারিলেন না এই দেখিয়া তুমি বর্ত্তমান বিধানের মধ্যে পুনর্ব্বার ঈশা চরিত্রকে আনয়ন করিলে। আমরা যেন তাঁহার নিকট গমন করিয়া বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করি।

ব্রহ্মোগীতোপনিষৎ।

অন্যচিন্তা হি লোকে ন পাপমিত্যনুমন্যতে।
সংযমোপাসনাধ্যানভক্ত্যর্থসময়াদৃতে ॥ ১২ ॥

অন্যচিন্তায়াঃ পাপত্বং কুত্র তদেবাহ অন্যচিন্তেতি। সংযমোপাসনাধ্যানভক্ত্যর্থসময়াৎ সংযমঃ চিত্তনিঃগ্রহঃ উপাসনা ঈশ্বরারাধনং ধ্যানং ঈশ্বরে চিত্তনিবেশঃ ভক্তিঃ তস্মিন্ননুরাগঃ তদর্থাৎ সময়াৎ ঋতে বিনা লোকে অন্যচিন্তা হি পাপং ইতি ন অনুমন্যতে। অতঃ সংযমাদিষু তস্যাঃ পাপত্বমায়াতম্।

সচ্চিন্তা ধর্ম্ম্যচিন্তা বা ত্যাজ্যাঽভ্যর্থনমিচ্ছয়া।
তস্যাস্তত্রাপরাধোঽথ ভাবযোগৈস্তু পোষণম্ ॥ ১৩ ॥

পাপজনকচিন্তায়াঃ সর্ব্বেষামবশ্যপরিহার্য্যত্বজ্ঞানসত্ত্বাত্তদনুক্ত্বা সচ্চিন্তাধর্ম্মানুষ্ঠানচিন্তয়োর্দোষাবহত্বশঙ্কাভাবাৎ তয়োরেব ত্যাজ্যত্বমাহ সচ্চিন্তেতি। সচ্চিন্তা সাধ্বী চিন্তা ধর্ম্ম্যচিন্তা ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মাদনপেতা ধর্ম্মানুষ্ঠানসম্বন্ধিনীতি যাবৎ চিন্তা বা ত্যাজ্যা পরিহার্য্যা। তস্যাঃ চিন্তায়াঃ তত্র সংযমে ইচ্ছয়া ইচ্ছাপূর্ব্বকং অভ্যর্থনং আগমনানুমোদনং অপরাধঃ। অথ ভাবযোগৈস্তু তস্যাঃ পোষণং অপরাধঃ। ভাবযোগৈঃ সমাগতায়াশ্চিন্তায়া আগমনমাত্রং নাপরাধকারণং পোষণন্তু অপরাধজনকমিতি ভাবঃ। সচ্চিন্তায়া আহূয়াবকাশদানমপরাধ ইতি বিশেষঃ।

দুষ্করস্তন্নিরোধোঽথাপ্যেকং বর্ষং দৃঢ়ব্রতৌ।
তং করিষ্যাব ইত্যেতাং কৃতবন্তৌ প্রতিশ্রুতিং ॥ ১৪ ॥

দুষ্করত্বেঽপি তন্নিবারণস্যাবশ্যকর্ত্তব্যতামাহ দুষ্করইতি। তস্যাঃ চিন্তায়াঃ নিরোধঃ দুষ্করঃ দুঃসাধ্যঃ, অথাপি অথচ একং বর্ষং দৃঢ়ব্রতৌ সন্তৌ তং চিন্তানিরোধং করিষ্যাব ইতি এতাং সঙ্কল্পরূপাং প্রতিশ্রুতিং অঙ্গীকারং কৃতবন্তৌ।

যুবযোর্নাধিকারোঽতঃ সত্যলঙ্ঘনমাপতেৎ।
অঙ্গীকৃত্য পুনস্তস্যৈ চেদ্যচ্ছথোঽধিকারিতাম্ ॥ ১৫ ॥

যুবযোরিতি। যতঃ প্রতিশ্রুতিং কৃতবন্তৌ অতঃ অতএব যুবয়োঃ ন অধিকারঃ অন্য চিন্তায়ামিতি। চেৎ যদি অঙ্গীকৃত্য পুনঃ তস্যৈ চিন্তায়ৈ অধিকারিতাং যচ্ছথঃ দত্থঃ সত্যলঙ্ঘনং আপতেৎ ভবেৎ।

অবিভক্তৌ ভক্তিযোগৌ ন স্যাতাং মনসঃ পুনঃ।
সাধনাসিদ্ধিরেষাতঃ সঙ্কল্পব্যাহতিশ্চ তৎ ॥ ১৬ ॥

সত্যলঙ্ঘনস্যাসৎ ফলমুদ্দিশ্যানাচিন্তায়াঃ ফলমাহ অবিভক্তাবিতি। মনসঃ চিত্তস্য অবিভক্তৌ ভক্তিযোগৌ ন স্যাতাং পুনঃ সাধনাসিদ্ধিঃ সাধনস্য অসিদ্ধিঃ অনিষ্পত্তিঃ। অতঃ অতএব এষা অন্যচিন্তা পাপচিন্তা বা সঙ্কল্পব্যাহতিঃ সঙ্কল্পব্যাঘাতঃ তৎ সত্যলঙ্ঘনং চ।

নিসর্গতো মনো হ্যল্পাধিকং চঞ্চলমস্থিরম্।

ক্রিয়াশীলমতশ্চিন্তা তস্মিন্নতিশয়া খলু॥ ১৭॥

কথমেবং চাঞ্চল্যং ভবতি তদেবাহ। নিসর্গতঃ স্বভাবতঃ মনো হি অল্পাধিকং চঞ্চলং চলং। অস্থিরং বস্তুতো বস্ত্বন্তরগামী। ক্রিয়াশীলং কর্ম্মানুবৃত্তং মনঃ অত অতএব তস্মিন্ মনসি খলু নিশ্চিতং চিন্তা অতিশয়া অধিকা।

ন সংযতং হি যস্যৈতৎ সোঽন্যচিন্তাপ্রিয়োঽস্য চ।

সংযমো ব্যাপিনা কালেনাভ্যাসেন ভবত্যহো॥ ১৮॥

কস্যৈবং ভবতি তদপেক্ষয়াহ, ন সংযতমিতি। যস্য এতৎ মনঃ ন হি সংযতং, সঃ অন্যচিন্তাপ্রিয়ঃ। অহো অস্য চ মনসঃ সংযমঃ ব্যাপিনা দীর্ঘেণ কালেন অভ্যাসেন ভবতি।

মুহূর্ত্তমাত্রমপ্যন্যাং পরমেশপরায়ণাঃ।

চিন্তাং কুর্ব্বন্তি চেত্তেষাং পাপং স্তেয়োপমং হিতৎ॥১৯॥

ঈশ্বরপরায়ণস্যান্যচিন্তনমল্পমপি মহত্তরপাপমিত্যাহ মুহূর্ত্তেতি। পরমেশপরায়ণাঃ চেৎ যদি মুহূর্ত্তমাত্রমপি অন্যাং চিন্তাং কুর্ব্বন্তি, তৎ অন্যচিন্তাকরণং হি তেষাং পরমেশপরায়ণানাং স্তেয়োপমং চৌর্য্যসদৃশং পাপম্। অপরে চৌর্য্যেণ যথাপরাধিনো ভবন্তি তথেশ্বরপরায়ণাঃ মুহূর্ত্তমাত্রমপ্যন্যচিন্তনেনেতি নির্গলিতোঽর্থঃ।

যুবয়োর্ন তথেদানীমাদর্শ এষ সন্নিধিম্।

প্রাপ্তমস্য যতেথাং সা তৎক্ষণাদপসার্য্যতাম্॥ ২০॥

যদুক্তং তন্ন সাধনপ্রবৃত্তয়োরিত্যাহ যুবয়োরিতি। ইদানীং সম্প্রতি যুবয়োঃ ন তথা। এষ আদর্শঃ। অস্য আদর্শস্য সান্নিধ্যং প্রাপ্তুং যতেথাং যত্নং কুর্ব্বাথাম্। সা সঙ্কল্পবহির্ভূতা চিন্তা তৎক্ষণাৎ চিত্তে প্রবেশমাত্রাং অপসার্য্যতাং দূরমপনীয়তাং যুবাভ্যামিতি শেষঃ।

অবস্থায়াং সাধনস্য তামুৎসারয়িতুং যদি।

কৃতোত্থানোঽপরাধী ন বাধী চোৎস্রিয়তামিতি॥ ২১॥

সাধনাবস্থায়াং কথমীশ্বরসন্নিধৌ নিরপরাধী তদেবাহ অবস্থায়ামিতি। সাধনস্য অবস্থায়াং যদি তাং চিন্তাং উৎসারয়িতুং দূরমপনেতুং কৃতোত্থানঃ দণ্ডায়মানঃ ন অপরাধী। উৎস্রিয়তাং দূরং গম্যতাং ইতি বাদী চ নাপরাধীশ্বরসন্নিধাবিতি শেষঃ।

বিধিরেষ পালনীয়ো দূরস্তবেতি তেজসা।

উচ্চার্য্যমিতি সাফল্যং তস্য দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতৌ॥ ২২॥

নিরপরাধীতি পরিগণিতে দূরস্তবেত্যুচ্চারণবিধেরবশ্যপালনীয়ত্বমায়াতি তমেব বিধিমাহ বিধিরিতি। তেজসা পৌরুষেণ দূরং ভব ইতি উচ্চার্য্যং উচ্চারণং কর্ত্তব্যং ইতি এষ বিধিঃ পালনীয়ঃ অবশ্যপরিপাল্যঃ। তস্য বিধেঃ সাফল্যং সফলতাং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতৌ ভবিষ্যথ ইতি শেষঃ।

গাম্ভীর্য্যেণ চ সারল্যেণোচ্চার্য্যস্তম্বলং মহৎ।

অস্ত্যত্র নিহিতং সাক্ষাদীক্ষ্যতে সাধকৈঃ খলু॥ ২৩॥

তদুচ্চারণস্য নিয়মমাহ গাম্ভীর্য্যেণেতি। গাম্ভীর্য্যেণ সারল্যেণ চ তৎ উচ্চার্য্যম্। এবমুচ্চারণেন কিং ভবতি? অত্র উচ্চারণে মহৎ বলং নিহিতং অস্তি খলু নিশ্চিতং সাধকৈঃ সাক্ষাৎ ঈক্ষ্যতে অবলোক্যতে।

বিশত্যেষা সাধনেষু ভাবেষু কিংস্বরূপকা।

ন বিচার্য্যাপসার্য্যেয়ং বিক্ষেপপরিমাণতঃ॥ ২৪॥

চিন্তায়াঃ সর্ব্বত্র প্রসরমুক্ত্বা বিক্ষেপশক্তিবশাদস্যা অপসার্য্যত্বমাহ বিশতীতি সাধনেষু আরাধনাধ্যানপ্রার্থনানির্জ্জনচিন্তাদিষু ভাবেষু প্রেমাদিকৃতনিমগ্নাবস্থাসু এষা চিন্তা বিশতি সাধকমিতি শেষঃ। ইয়ং চিন্তা কিংস্বরূপকা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়া অপরাধসম্বন্ধীয়া বা ন বিচার্য্যা বিচারণীয়া বিক্ষেপপরিমাণতঃ বিক্ষেপজনকত্বানুসারেণ অপসার্য্যা দূরমপনেয়া পূর্ব্বোক্তেন দূরং ভবেতি মন্ত্রোচ্চারণেনেতি শেষঃ। (ক্রমশঃ)

শিক্ষার্থি দ্বয়ের প্রতি আচার্য্যের ৩ য় উপদেশ।

কুটীর।

(গত প্রকাশিতের পর।)

অন্যচিন্তাকে লোকে পাপ মনে করে না। কিন্তু কোন্ সময়ে ইহা পাপ বলিয়া গণ্য? ধ্যান উপাসনা ভক্তি ও সংযম সময়ে। এ সময়ে যদি সচ্চিন্তা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পর্কীয় চিন্তাও আইসে তাহাও পরিত্যাজ্য। কারণ চিন্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করা যায় তাহাতেই নিশ্চয় অপরাধ। যদি কোন চিন্তা ভাবযোগের নিয়মানুসারে আইসে, উহা পোষণ করা পাপ। ভাল চিন্তাও আহ্বান করিয়া আনিয়া মুহূর্ত্তমাত্র রক্ষা করাও অপরাধ। এ সাধন দুরূহ হইলেও বৎসর ব্যাপিয়া আত্মাকে আয়ত্ত করিবে বলিয়া যখন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ সেই সময়েই অঙ্গীকার করিয়াছ যে, তোমাদিগের আর অন্যচিন্তায় অধিকার নাই। এরূপ অঙ্গীকার করিয়া অন্যচিন্তাকে অধিকার দেওয়া সত্যলঙ্ঘন। বিশেষতঃ এরূপ হইতে দিলে মনের অবিভক্ত ভক্তি যোগ জন্মিবে না, এবং তদ্ভিন্ন তোমাদিগের সাধনও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং স্থির হইল অন্যচিন্তা পাপচিন্তা ১। সত্য লঙ্ঘন, ২। সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যাঘাত।

মন বিশেষতঃ অল্পাধিক স্বভাবতঃ চঞ্চল। মন কর্ম্মশীল, সুতরাং উহাতে চিন্তা অধিক। যে মন সংযম করে নাই, সে অন্যচিন্তাপ্রিয়। এই মনকে সংযম করিতে

বহু অভ্যাস বহুকালের অভ্যাস চাই। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি যদি ১ মিনিট অন্য চিন্তা করেন, অন্যের পক্ষে চুরী করা যেমন পাপ, তাঁহার পক্ষে সেই ১ মিনিটের চিন্তা তেমনি পাপ। তোমাদের এখনকার অবস্থা এরূপ নহে। তোমাদিগকে এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে। সঙ্কল্প-বহির্ভূত চিন্তা আসিবা মাত্র তাহাকে দূর করিয়া দিবে। সাধনের অবস্থায় চিন্তা আসিবা মাত্র দূর করিয়া দিতে দণ্ডায়মান থাকা এবং দূর দূর বলিয়া তাড়াইয়া দেওয়াতে ঈশ্বর তাহাকে নিরপরাধিরূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং এ বিধি অবশ্যপালনীয়। অন্যচিন্তা আসিবা মাত্র আত্মা অতি গম্ভীর ভাবে দূর হ শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহার সুফল দেখিয়া তোমরা অবাক্ হইবে। এ কথা উচ্চারণে সরলতা এবং গাম্ভীর্য্য চাই। সরল গম্ভীর ভাবে একথা উচ্চারণ করিলে দেখিতে পাইবে, এ কথার মধ্যে বল আছে। আরাধনা ধ্যান প্রার্থনার সময়ে নির্জ্জন সাধনের সময়ে, প্রেম ভাবের মধ্যে চিন্তামগ্ন যোগের অবস্থাতে অন্য চিন্তা আসিতে পারে। ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা আসিল কি অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা আসিল বিচার করিও না। যে পরিমাণে উহা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিল সেই পরিমাণে উহা শত্রু উহা অপরাধ। এই বিধি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। যখনি কোন বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনি "দূর হ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহাকে দূর করিয়া দিবে।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আগামী রবিবার ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে অদ্য হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইবে। এবং অপরাহ্ন ৬টার সময় এক ঘণ্টা কমলকুটীরে যোগ শিক্ষা হইবে।

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে দিন দিন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

গত কল্য মাসিক সমাজে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঘোর দুঃখ বিপদে আত্মরক্ষা বিষয়ে করুণরসাত্মক গভীর উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তাহাতে মহর্ষি ঈশার প্রতি শত্রুদিগের নিদারুণ অত্যাচার ও অপমান এবং দুঃসহ যন্ত্রণায় তাঁহার মৃত্যু, এবং সেই কঠোর উৎপীড়ন ও অপমানের মধ্যে তাঁহার স্বর্গীয় প্রশান্ত ভাব ও প্রহারকারী শত্রুদিগের প্রতি অনুপম দয়া ও প্রেম অতি চমৎকার রূপে বিবৃত হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে।

কিঞ্চিৎ অধিক এক মাসের মধ্যে ঈশ্বরের নিম্ন লিখিত ত্রয়স্ত্রিংশটি স্বরূপ একটি একটি করিয়া এক এক দিনের উপাসনায় বিবৃত হইয়াছে। বিরাটমূর্ত্তি, চিত্তহারীতস্কর, নির্ব্বাণ, বিধাতা, উন্মত্ত, সন্তানবিচ্ছেদকাতরা মাতা, পুরস্কর্ত্তা, দাতা, বক্তা, বাগ্দেবী, স্বামী, প্রলোভন, ঐন্দ্রজালিক, যন্ত্রী, নয়নাঞ্জন, অনাসক্ত সংসারী, চিকিৎসক, কর্ণধার, সর্ব্বাধার নির্জ্জনতাপ্রিয়, ধীবর, সহাস্যবদন, ভুবনমোহন, বালক, সুধাদেবী, সন্ন্যাসী, মৃত্যুঞ্জয়, রসস্বরূপ, কৃষক, কল্পতরু, আদ্যাশক্তি, লক্ষ্মী আকাশ। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পাঁচজন মহাপুরুষের সমাগম সাধন হইয়াছে। মুসা, সক্রেটিস, শাক্যসিংহ, আর্য্যমহর্ষি, ঈশা।

ভাই অমৃতলাল বসু বেঙ্গালোর নগরে প্রথম দিনে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে প্রায় সাত শত লোক দ্বিতীয় দিবস আট শত লোক উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তথা হইতে মন্দ্রাজে গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এক বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছেন সেই পত্র হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "বেঙ্গালোরের লোকেরা আমাকে খুব সন্তুষ্ট করিয়াছেন। বিশে জুলাই হইতে ৯ ই আগষ্ট অবধি এক দিন বৈ ছুটি দেন নাই। নিজেরাও খুব খাটিয়াছেন এবং যথেষ্ট যোগ দিয়াছেন। মাঠে হলে ময়দানে বক্তৃতা উপাসনার ছড়াছড়ি হইয়াছিল। শেষ দিন উৎসব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সেই দিন ঈশা প্রাণাধিকের ভবনে যাত্রায় আপনারা মাতিয়াছিলেন। আমিও উৎসব করিতে করিতে যতটুক পারিয়াছি যোগ রাখিয়াছিলাম। বেঙ্গালোরে এবার যেরূপ ধূমধাম হইল ইচ্ছা ছিল একবার আপনাকে আনিয়া দেখাই। * * একবার আসিলে লোকগুলা হয়তো পাগল হইয়া উঠিতে পারে। গোঁড়া হিন্দুরা আমাকে ব্রাহ্মসমাজের লোক মনে না করিয়া ব্যাস প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মধ্যে গণ্য করিয়াছে। হায়! নরকের কীটের কপালে এত ছিল। মহাপুরুষের পায়ের একটু ধূলা গায়ে থাকিলে এত হয়। মহাশয় গো বিদায় কালে যে কাণ্ডটা করিয়াছিল তাহাতে আমি মরমে মরিয়াছি। ৫০।৫৫।৬০ বৎসরের বুড়গুলা পর্য্যন্ত লম্বা হয়ে পায়ে ধরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত!! আমায় ভগবান্ এমন করিয়া নরকের কীটের মত অহঙ্কার শূন্য নিজত্ব ভুলিয়া থাকিতে শিক্ষা দিলেন। বিদায় কালে ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রায় এক শত লোক ঘটা করিয়া যাইয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিল। বেঙ্গালোরে এক শত সেওয়াশত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ উৎসাহী।

গাজীপুরের বন্ধু হইতে ভাই অমৃতলাল বসুর তত্রত্য প্রচার বিবরণ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"গত ১৫ই আষাঢ় শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় একটী বন্ধু সমভিব্যাহারে গাজিপুরে উপস্থিত হন। তাহার পর দিবস হইতে ২৬শে তারিখ

পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রামে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া এখানে নববিধানের সত্যসকল প্রচার করেন। অমৃত বাবুর শরীর অসুস্থ ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি যে রূপ তেজ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া অনেকে স্তম্ভিত হন। বাস্তবিক আজ কাল যে ভাবে প্রচার হইতেছে তাহাতে সকল সম্প্রদায়েরই লোক আকৃষ্ট হয়। তিন দিন স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উপদেশ হয়, তাহাতে "জগজ্জননী নারীর বক্ষে মাতৃরূপে প্রকাশিত" ও "যোগ বল থাকিলে নারী কখন বিধবা হন না" এই দুইটী সত্য বিশেষরূপে বিবৃত হয়। এক দিন বৈকালে এখানকার পাকা ঘাট নামে বিখ্যাত গঙ্গার ঘাটে "নিরাকার ঈশ্বরকে ব্যাকুলতার সহিত ডাকিলে অন্তরে দেখা যায়" এই বিষয়ে হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতা শেষ হইলে সন্ধ্যার পর মশাল জ্বালিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ঘাট হইতে আসা হয়। অনেক লোক সঙ্গে ছিলেন। অমৃত বাবু একা একশত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা কখন হা করেন নাই তাঁহারাও যোগ দিলেন। যাঁহারা পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করায় লজ্জা বোধ করিতেন তাঁহারা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। ইহার পর এক দিন গঙ্গার বক্ষে বোটের উপরে হরিনাম কীর্ত্তিত হয়। এক দিন বঙ্গভাষায় বক্তৃতাও হয়, তাহাতে এখানকার অনেক বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। অনেকে বক্তৃতা শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত অমৃত বাবু মন্দিরে ও বন্ধুদিগের বাড়ীতে উপাসনাদির দ্বারা এখনকার জীবন্ত উপাসনার ভাব অনেকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া এখান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করেন।"

আচার্য্য মহাশয়ের সাপ্তাহিক উপদেশ প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত তাহার প্রায় সাড়ে তিন শত নিয়মিত গ্রাহক হইয়াছে। পুরাতন উপদেশগুলিও ক্রমশঃ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে।

বিগত ২৫ শে শ্রাবণ রবিবার প্রাতে কমলকুটীরে ঈশাসম্মিলন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। প্রার্থনাতে মহর্ষি ঈশার পবিত্র জীবনের যে সকল গূঢ় গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য ও নূতন। এই সুন্দর প্রার্থনাটী স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হইবার কথা। তৎপূর্ব্ব সোমবার হইতেই প্রতিদিন প্রার্থনায় মহাত্মা ঈশার জীবনের এক একটি ভাবের বিশেষ রূপে আলোচনা হইয়াছে। সোমবার ঈশার বৈরাগ্য, মঙ্গলবার ক্ষমা, বুধবার বাল্যভাব, বৃহস্পতিবার আত্মবিনাশ, শুক্রবার জগতের পাপের জন্য দুঃখ, শনিবার বিশ্বাস। এই কয়েক দিনের প্রার্থনার মধ্যে ঈশার স্বর্গীয় জীবনের গভীর তত্ত্বসকল যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এমত আর কিছুতেই হয় নাই। অনেক শিক্ষা লাভ করা গিয়াছে। ঈশার মধুর চরিত্রে জীবনকে সজ্জিত করিতে না পারিলে সকলই বৃথা। ঈশার চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র হওয়াই প্রকৃত ঈশাসম্মিলন। তাহা বহু সাধন সাপেক্ষ। শনিবার দিনের প্রার্থনার সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত করা গেল। ঈশাসমাগম লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ব রবিবার বিবেক বিষয়ে গভীর প্রার্থনা হইয়াছিল, তাহা আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আচার্য্য মহাশয়ের নাইনিতাল গমনাবধি কয়েক মাস ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত ছিল। এইক্ষণ তাহা পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৪ শে শ্রাবণ শনিবার শ্রীযুক্ত ডল সাহেব ইয়ুনিটেরিয়ান খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহ পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

ঢাকা নূতন যন্ত্র হইতে পিল্‌গ্রিম্‌স্ জর্নাল নামক এক খানি ধর্ম্মবিষয়ক ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। আমরা চারিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ঢাকাস্থ এক জন ব্রাহ্মবন্ধু তাহা সম্পাদন করিতেছেন। ইংরেজি ও বাঙ্গলাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংবাদ ও সঙ্গীতাদি প্রকাশিত হইতেছে। ধর্ম্মের নব নব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া লোকের মনে মূল নীতি ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিয়া দেওয়া এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। ঈশ্বর ইহাকে উন্নতিশীল দীর্ঘজীবী করিয়া লোকের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের "সঙ্গীতহার" নামক সঙ্গীত পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তকে অতি উৎকৃষ্ট ও মধুর ভাবের অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত আছে। তাহাতে উচ্চ অঙ্গের ও উচ্চতান মান ও রাগ রাগিণীর সঙ্কীর্ত্তন সকল আছে। পুস্তক খানির মুদ্রাঙ্কন ও বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে।

তেজপুর হইতে শ্রীযুক্ত অভিমুক্তেশ্বর সিংহ ভাই দীননাথ মজুমদারের আসাম প্রদেশের প্রচার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গত বারে আমরা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এ বিষয় পূর্ব্বে দুই একবার উল্লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ আর তাহার পুনরুল্লেখের উপযুক্ত সময় নহে।

ভাদ্রোৎসব।

	প্রচারিত	সময়
সঙ্গীত	৭॥	৮
প্রাতঃকালীন উপাসনা ...	৮	১১
মধ্যাহ্ন উপাসনা ও সঙ্গীত ...	১	২
ব্রহ্মযোগোপনিষৎ পাঠ ...	২	২॥
ধর্ম্মালোচনা	২॥	৩॥
সাধু ফকীরের জীবন	৩॥	৪
ধ্যান ও যোগসাধন	৪	৫
প্রার্থনা ও সঙ্গীত	৫	৬
সঙ্কীর্ত্তন	৬	৭
সায়ংকালীন উপাসনা	৭	৯॥

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা ৩রা ভাদ্র মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ১৬ সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে জগদীশ, তুমি যুগে যুগে তোমার এক এক বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাক, সেই বিশেষ স্বরূপ তোমার সেই যুগের মূর্ত্তি, সেই যুগের লোকেরা তোমাকে সেই প্রকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ধর্ম্মের ইতিহাসে তুমি এইরূপে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছ দেখিতে পাই। বল বর্ত্তমান যুগে কোন্ স্বরূপঘটিত মূর্ত্তি তোমার সাধকগণের নিকটে প্রকাশ করিতেছ? মহদ্ব্রহ্মমূর্ত্তি, যে মূর্ত্তির মধ্যে সকল মূর্ত্তিই অবস্থিতি করিতেছে। হে পরমেশ্বর, যদি অবতারী অরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি এ যুগের বিশেষ মূর্ত্তি করিলে, এবং সেই মূর্ত্তির মধ্যে চিন্ময় নিরাকার অনন্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে, তবে কি প্রকারে তোমার সেই মূর্ত্তির পূজা করিব শিখাইয়া দাও। এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় তোমাকে এক এক রূপে এক এক ভাবে পূজা করিয়াছে, তোমার অমূর্ত্ত বৃহদ্ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া যখন সকলগুলিকে তোমার অন্তর্ভূত করিয়া লইলে, তখন সকল ভাবে তোমাকে পূজা না করিলে তো তোমার পূজা হইল না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ভাবের বিকাশ হইয়াছে, সে সকল একাধারে সমাবেশ কেহ কি আপন গুণে করিতে পারে? তুমি এ যুগে মানবহৃদয়ে সর্ব্বসমাবেশ আপনি করিয়া দিয়াছ, কিন্তু উপযুক্ত সাধন ভজন আনুগত্য স্বীকারের অভাবে তাহা বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। যাহাতে সমাবিষ্ট ভাবরাজি বিকাশ লাভ করে, হে গুরো, তাহার উপায় বলিয়া দাও। উপায় আর কি হইবে, উপায় ও উদ্দেশ্য তুমিই। তুমি যদি তোমার ব্রহ্মমূর্ত্তি ক্রমান্বয়ে এক এক মূর্ত্তি করিয়া অনন্তকাল সাধকের হৃদয়ে প্রকাশ কর, তবে তৎসহকারে এক এক ভাব বিকাশ লাভ করিয়া তৎসমন্বয় হইতে পারে, অন্যথা একান্ত অসম্ভব। আমি তোমার যুগধর্ম্মের অধীন হইয়া তোমার যুগমূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিব আর পূজা করিব এই বাসনা। যদি তোমার যুগমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে পারি তোমার যুগধর্ম্মাক্রান্ত সাধকগণের সঙ্গে নিতান্তই একতা লাভ করিব। যাহারা একই ঈশ্বরের পূজা করে তাহাদিগের মধ্যে যে কোন প্রকারের অসম্মিলন থাকিতে পারে না। যত অসম্মিলন ভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভাবাক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ঈশ্বরের পূজা করাতে ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রার্থনা তুমি তোমার যুগমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া ভাবরাজির একত্র সমাবেশ কর যে আমি কৃতার্থ

হই এবং তোমার যুগধর্ম্ম জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করি।

একাদশ ভাদ্রোৎসব।

ভাদ্রোৎসব সাধকদিগের আনন্দবর্দ্ধন। গভীর আধ্যাত্মিকতা দ্বারা ইহা পরিচিহ্নিত। মাঘোৎসবান্তে নূতনবিধ সাধন আরম্ভ হয়, ভাদ্রোৎসবে তাহা ঘনীভূত অবস্থা ধারণ করে। এই সময় নূতন অমূল্য সাধনসম্পর্কীয় সত্যসকল বৎসরে বৎসরে প্রকাশিত হয়। সাধনপ্রিয় ব্রাহ্মগণ এজন্য এই উৎসবে আসিতে একান্ত উৎসুক। ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বে স্বর্গীয় সাধুগণের নিকট যাত্রা বিশেষ সাধনের বিষয় ছিল। ক্রমান্বয়ে পাঁচটি সাধুসমাগম হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত শেষ তাহা নহে আরো হইবে। প্রথমতঃ মূষা, তৎপর সক্রেটিস্, তৎপর বুদ্ধ, তৎপর আর্য্যমহর্ষিগণ, তৎপর ঈশা, এই পাঁচটি মহাত্মার সমাগমান্তে উৎসব হইয়াছিল। সুতরাং এ উৎসব যোগপ্রধান। মূষাতে শ্রবণযোগ, সক্রেটিসে অধ্যাত্মযোগ, শাক্যসিংহে নিবৃত্তিযোগ, আর্য্যমহর্ষিগণে ব্রহ্মযোগ, মহর্ষি ঈশাতে ইচ্ছাযোগ। উৎসবের প্রারম্ভিক সপ্তাহে যোগশিক্ষার্থীর প্রতি যোগের উপদেশ হয়। প্রথম দিবসে যোগের পাত্র কে তাহা নির্দ্ধারিত হয়। ইহাতে আত্মা ও পরমাত্মার যোগ নিত্য, স্বাভাবিক, এবং উভয়ের যোগস্থল এমনি ঘনিষ্ঠ যে এককে অপর হইতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না প্রদর্শিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবসে দেশ নিরূপিত হয়। পৃথিবীতে বসিয়া যোগ হয় না, যোগ করিতে পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আসন স্থাপন করিতে হয়, চক্ষু নিমীলন করিলে কেবলই আকাশ, সেই আকাশের উচ্চতম স্থান যেখানে পৃথিবীর কোলাহল প্রবেশ করিতে পারে না সেখানে আসন সংস্থাপন করিতে হইবে নির্ণীত হয়। তৃতীয় দিবসে কাল নিরূপিত হয়। ঘোরান্ধকার যোগের অনুকূল। সুতরাং নিশীথ—যখন সমুদায় পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন, একটি লোকের দৃষ্টিও যোগীকে দেখিতে পায় না,—যোগের অনুকূল সময়। কাল দেশ পাত্র এই তিন নির্দ্ধারণের পর চতুর্থ দিবস নিবৃত্তিযোগের বিষয় উপদেশ হয়। প্রবৃত্তির নির্ব্বাণ ভিন্ন যোগের ভূমি পরিষ্কৃত হয় না, মনে যোগজনিত শান্তি উপস্থিত হয় না, এজন্য বৌদ্ধধর্ম্মের নিবৃত্তিভূমি নির্ণীত হয়। পঞ্চম দিবসে নিবৃত্তির পর প্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। যখন নীচবাসনাজনিত প্রবৃত্তির নির্ব্বাণ হইল, তখন স্বর্গীয় প্রবৃত্তি পূর্ব্ব স্থান অধিকার না করিলে যোগের পূর্ণতা লাভ হয় না; এজন্য স্বর্গীয় প্রবৃত্তি উপদিষ্ট হয়। ষষ্ঠ দিবসে চতুর্ব্বিধ যোগ নির্দ্ধারিত হয়। যথা জ্ঞানযোগ, শক্তি ইচ্ছা বা পুণ্যযোগ, প্রেমযোগ এবং আনন্দযোগ। এই সকল যোগের উপদেশ সংস্কৃতে নিবদ্ধ হইয়া "ব্রহ্মযোগোপনিষৎ" নামে উপনিষৎ হইয়াছে।

ঈশ্বরের মাতৃত্বসম্বন্ধবিকাশে এ বৎসর অতীত হইতেছে। যে বৎসর যোগপ্রধান, সে বৎসরে মাতৃভাব কেন বিকাশ লাভ করিল? সুকোমল মাতৃভাবের সঙ্গে কঠোর যোগের সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা এ বিকাশের মর্ম্ম বৎসরের মধ্যেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। মাতার সন্তানের প্রতি স্নেহ যেমন তাহাকে আত্মসাৎ করে এমন আর কিছুতেই পারে না। সুতরাং মাতৃভাবে ঈশ্বর সহ যোগ পূর্ণতা লাভ করে। অন্যদিকে পাপনিবৃত্তি ভিন্ন যোগের সম্ভাবনা নাই। এ পাপ নিবৃত্তির মূলও সেই মাতৃস্নেহের মধ্যে অবস্থিত করিতেছে। পৌত্তলিকগণ মাতৃভাবে কালী বা দুর্গার পূজা করিয়া থাকে। অসুরবধের সঙ্গে এ দুই মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠ যোগ। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, সন্তানের প্রাণবধসাধক পাপাসুরের প্রতি মাতার স্বভাবতঃ ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি। এই মাতৃভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের সঙ্গে সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে আমরা স্বভাবের ক্রিয়া স্পষ্ট দেখিতেছি। মাতা সর্ব্বদা সন্তানপরিবেষ্টিত,

মাতাকে দেখিতে গেলেই তাঁহার ক্রোড়ে তাঁহার সন্তানগণকে দেখিতে হইবেই।

উৎসবের প্রাতঃকালে সকলেই আশাপূর্ণ হৃদয়ে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ক্ষুদ্র পুষ্পাবৃক্ষ, চিরহরিৎ ক্ষুদ্রতরু ও শাখাতে পরিশোভিত বেদী ও মন্দির প্রকৃতির দেবতাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। মন্দিরের সকল দিক্ যোগোচিত গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ; সকলে যোগেশ্বরের অধিষ্ঠানের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট। প্রাতঃকালের উপাসনা ৮ টার সময় আরম্ভ হইয়া ১ টার সময়ে ভঙ্গ হয়। এই ৫ ঘণ্টার উপাসনা কাহার নিকটে সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয় নাই। উপদেশ ঈশ্বরের মাতৃত্ব লইয়া আরম্ভ হয়। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে গ্রহণ করিতে গিয়া তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ যাহা প্রতি সপ্তাহে মন্দিরে বিবৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অনেকে মনে করিয়া থাকিবেন, আচার্য্য তাঁহার মনঃকল্পিত ভাব দ্বারা উপাসকমণ্ডলীকে কল্পনাজালে কেবলই আচ্ছন্ন করিয়াছেন, এই আশঙ্কায় আচার্য্য বলিলেন, তিনি যাঁহাকে মাতা বলিয়া অর্চ্চনা করেন, যদি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাকে মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হন, তিনি তাঁহাকে শুদ্ধ আপনার মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তথাপি যাঁহাকে তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাকে তিনি স্বকীয় মনঃকল্পিত বলিয়া বিদায় করিয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। যত দিন সকলে তাঁহাকে নিঃসংশয় হৃদয়ে মাতা বলিয়া গ্রহণ না করিতেছেন, তত দিন আচার্য্য তাঁহাকে নিজের মাতা বলিয়া প্রচার করিবেন। মাতা অনেকবার পরীক্ষিত হইয়াছেন আজ পরীক্ষিত হইবার জন্য উৎসব স্থলে উপস্থিত। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখুন ইনি যথার্থ মাতা কি না। আমাদিগের মাতা মৃত নহেন জীবন্ত; সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে সাধকের নিকট নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়। এই নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশ তাঁহার এক একটি রূপ। সুতরাং তিনি এক হইয়াও অসংখ্য রূপে প্রকাশিত। তাঁহার সন্তানগণও বিভিন্ন বর্ণের। কাহার যোগের বর্ণ, কাহার ভক্তির বর্ণ, এক এক সন্তান মাতার এক এক বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। মাতা এত দিন আমাদিগের মধ্যে নিত্য নূতন রূপ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন; কিন্তু কেবল আমাদিগের পুরাতন জীর্ণ রূপ দেখিবার প্রতিজ্ঞা জন্য তাহা হইতে পারিল না। আমরা এক কল্পিত মৃত মাকে প্রতি দিন অর্চ্চনা করিয়া থাকি। আজ মৃত মাতা নহেন, জীবন্ত মাতা উৎসবে তাঁহার সন্তানগণকে লইয়া উপস্থিত। এ উৎসব যে আমরা করিতেছি তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের সাধুমণ্ডলী উৎসব করিতেছেন, আমরা সৌভাগ্যক্রমে তাহাতে যোগ দিতেছি। পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বহু ব্যবধান ছিল, এখন সেই ব্যবধানকে মাতা স্বয়ং অপনীত করিয়াছেন। এখন আমরা যোগবলে পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে বসিয়া নিত্য উৎসব করিব, তাহার পথ পরিস্কৃত হইয়াছে,। আমরা মাতার পাপিষ্ঠ সন্তান, পাপে কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহারা নির্ম্মল বিশুদ্ধ এবং শুভ্রকায়, হইলে কি হয়। মাতা উভয়বিধ সন্তান নিজ ক্রোড়ের উভয় পার্শ্বে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে কখন উপেক্ষা করিতে পারেন না। আজ মা যখন স্বয়ং উপস্থিত, তখন তিনি আপনি প্রতি সন্তানের নিকটে দাঁড়াইয়া বলুন "বৎস, ধ্রুব প্রহ্লাদ ঈশা মূষা আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছে তোমার মা কেমন সৌন্দর্য্য ও প্রতাপ পূর্ণ দেখ। তোমার মাতা বিদ্যাতে সরস্বতী, ধন ধান্যে লক্ষ্মী। যেরূপ দেখিয়া ত্রিভুবন মোহিত হইয়াছে, সেরূপ দেখিয়া তুমি কেন মোহিত হইবে না?" মার অনুরোধে আমরা সকলে তাঁহার হাতে ধরা দি। তাঁহার সহাস্য মুখ দেখিয়া আমরা সুখী হই। যদি একবার সেই সহাস্য মুখের মাধুর্য্য আমরা অনুভব করি, জন্মে আর তাঁহাকে আমরা ভুলিতে

পারিব না; আমাদিগের প্রমত্ততা কোন দিন ঘুচিবে না। কোটিরূপের সার রূপ এই হাস্য মূর্ত্তি। সকলে সহাস্যবদনা মাকে দেখিয়া বালকের মত খেলা কর। আর আমাদের মাকে বিচার ও পরীক্ষা করা হইবে না কিন্তু চিরকাল বিশ্বস্ত মনে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বিচরণ করিব।

একটার পর সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া ১॥০ টার সময়ে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মধ্যাহ্ন উপাসনা করেন। তদনন্তর উপাধ্যায় ব্রহ্মযোগোপনিষতের এক অধ্যায় পাঠ করেন। আমরা নিম্নে পঠিত শ্লোক এবং মূল উপদেশ অর্পণ করিতেছি।

যোগেশ্বরং ত্বং যোগার্থিন্নাদৌ ভক্ত্যা নমস্কুরু।
মহেশ্বরস্য মহতো দেবস্য চরণং শ্রয় ॥ ১ ॥

হে যোগশিক্ষার্থী, যোগেশ্বরের চরণে প্রণাম কর, গম্ভীর মহাদেব মহেশ্বরের চরণে ভাল করিয়া প্রণাম কর।

ঋষয়ো যোগিনঃ শুদ্ধাঃ পরলোকনিবাসিনঃ।
যাবন্তো মুনয়ো যোগধামস্থাস্তান্ নমস্কুরু ॥ ২ ॥

পরলোকবাসী যোগধামবাসী যত মুনি যত যোগী সকলের চরণে নমস্কার কর।

তিষ্ঠন্তু যত্র তত্রৈতে প্রণতো ভব পশ্য সঃ।
গম্ভীরমূর্ত্তিরেতানানীয়াস্তে পুরতো মহান্ ॥ ৩ ॥

যেখানে তাঁহারা থাকুন প্রত্যেক যোগী প্রত্যেক ঋষির চরণে মস্তক অবনত কর। বিশ্বাস নয়ন খুলিয়া দেখ গম্ভীরমূর্ত্তি যোগেশ আপনার যোগী ঋষি সন্তানদিগকে লইয়া বসিয়াছেন।

শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈর্নিখিলৈর্ব্বিদ্যমানো মহেশ্বরঃ।
তদাবির্ভাবযোগেনাবাসোঽয়ং ঘোরতাং গতঃ ॥ ৪ ॥

মহেশ্বর শিষ্য প্রশিষ্য সকলকে লইয়া তোমার কাছে। তাঁহার আবির্ভাবযোগে এই ঘর ঘোরাল ঘন।

যোগেশ্বরো ভারতস্য ত্বাং দৃষ্ট্বানন্দিতো গুরুঃ।
যোগধর্ম্মাদরং পশ্যন্নল্পমপ্যতিতোষবান্ ॥ ৫ ॥

হিন্দুস্থানের যোগেশ্বর তোমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। যোগধর্ম্মের প্রতি একটু আদর দেখিলে সদ্গুরু পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন।

ত্বমাদৃতঃ পরেশেন স্মর তৎ তৎপ্রমাণতঃ।
যোগতত্ত্বং গুরুতরং ত্বয্যারোপয়তি প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

তুমি ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছ স্মরণ করিও, যে পরিমাণে আদর সেই পরিমাণে গুরুতর যোগতত্ত্ব চাপাইবেন।

তস্য রাগোপযুক্তস্তত্ত্ব ত্বং তত্ত্বসাধনম্।
কুরু তত্ত্বজ্ঞানমাত্রেণ ন বিশ্রাম্য কদাচন ॥ ৭ ॥

মহেশ্বরের ভালবাসার উপযুক্ত হইবে, তত্ত্বসাধন করিবে, তত্ত্ব বুঝিয়া কেবল ক্ষান্ত হইবে না।

তস্মিন্ সিদ্ধঃ স্বদেশেঽস্মিন্ যোগং নিত্যং প্রচারয়।
সদ্গুরোরেষ আদেশো নত্বা শৃণ্বনুশাসনম্ ॥ ৮ ॥

সিদ্ধ হইয়া তুমি তোমার দেশে যোগ প্রচার কর, তোমার সদ্গুরু ঈশ্বরের তোমার প্রতি এই আজ্ঞা। অতএব তাঁহাকে প্রণাম কর, ভক্তির সহিত যোগধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ কর।

কস্ত্বং জানীহি যোগার্থিন্ ত্বমাত্মা স চ কঃ পুনঃ।
জানীহি সৃষ্ট এষোঽয়ং সন্ততিঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

তুমি কে, জান। তুমি আত্মা। আত্মা কে, জান। পরমাত্মার সৃষ্ট পরমাত্মার সন্তান।

কস্ত্বং কল্যাণ জীবাত্মা কেন যোগং ত্বমিচ্ছসি।
তেন পরাত্মনা কিং স বিদ্যতে বা ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥

তুমি কে? জীবাত্মা। কার সঙ্গে যোগ চাও? পরমাত্মার সঙ্গে। যোগ আছে কি হইবে?

চিরং যোগোঽস্তি জীবস্তং স্বীকরোতি ন জাতুচিৎ।
ন সাধয়তি গম্ভীরপ্রকৃতিস্ত্বন্তু সাধয় ॥ ১১ ॥

আছে যোগ চির দিন, জীব তাহা মানে না, জীব তাহা সাধন করে না, গম্ভীরপ্রকৃতি সাধক তুমি তাহা সাধন কর।

ক্ষুদ্রজীবেন মহতঃ স মহেশস্য কৃৎকৃতিম্।
যচ্ছ বুদ্ধেস্ত্বমালোকং নির্ব্বাপয় তমো মহৎ ॥ ১২ ॥

ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে প্রকাণ্ড মহেশের যোগ। বুদ্ধির আলোক নির্ব্বাণ কর। ফুঁ দাও, অন্ধকার।

শৃণু তত্র যদস্ত্যঙ্গ ব্রবীমি পশ্য শোভন।
পদার্থোঽসিত এষোঽসি ক্ষুদ্রোঽন্ধতমসাবৃতঃ ॥ ১৩ ॥

লৌহোঽয়ং স ত্বনস্যাত্র বিদেহাত্মা স্ববক্ষসি।
অয়স্বাৎ কঠিনঃ কালঃ তমোভূতঃ স পাপ্মনা ॥ ১৪ ॥

অন্ধকারের ভিতর যাহা আছে বলি শুন। একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখ। গভীর ঘন অন্ধকার চারি দিকে, ইহার ভিতরে তুমি ক্ষুদ্রাকৃতি অত্যন্ত ছোট লৌহের ন্যায় একটি পদার্থ। শরীর নয়, তুমি তোমার আত্মা। দেখ তাকাইয়া, তোমার বুকের ভিতরে এই যে আত্মা লৌহের মত শক্ত অর্থাৎ বস্তু পদার্থ। আরও দেখ, সমস্ত কাল, খুব কাল, পার্থিব বলিয়া পাপদূষিত বলিয়া কাল। জীবাত্মা কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় অন্ধকারে অন্ধকারে মিশিয়াছে।

আত্মানং ধৃতবানত্র স্বমত্র ত্বং নিবদ্ধবান্।
বিশ্বাসচক্ষুষা পশ্য তদূর্দ্ধং স্বর্ণমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

ধরিলে আপনাকে বাঁধিলে? বিশ্বাসনয়নে আরও দেখ, ঐ বস্তুর উরিভাগে সুবর্ণ—উত্তমবর্ণ স্বর্ণ।

অধো লৌহঃ কৃষ্ণবর্ণঃ সুবর্ণং স্বর্ণমুচ্চকৈঃ।
একস্য বস্তুনো নিম্নোপরিভাগবিভেদতঃ ॥ ১৬ ॥

•নীচে লৌহ এবং কাল, উপরে স্বর্ণ এবং সুবর্ণ; খুব উপরে তাকাও খুব উজ্জ্বল। এক বস্তুর দুই ভাব,—স্বর্ণ, নীচে লৌহের ন্যায় রং। দুই না এক? এক পদার্থ।

আলোকয়োর্দ্ধং নিম্নে চারোহাবরোহণৈরয়ঃ।
স্বর্ণকারস্তুশেষৌ চ ন লক্ষ্যেতে তয়োঃ পুনঃ॥ ১৭ ॥
তয়োঃ সম্মিলনং কুত্র জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ন জানামীতি সুস্পষ্টমুপদেষ্টা বদত্যহো॥ ১৮ ॥

এক বস্তুর উপরে স্বর্ণ নীচে লৌহ। চক্ষু উপরে আরোহণ করুক স্বর্ণ, চক্ষু অবতরণ করুক লৌহ। আরও আরোহণ করুক আরও স্বর্ণের মত। ঈশ্বরের শেষ কোথায় জীবের আরম্ভ কোথায়? উপদেষ্টা বলেন আমি জানি না।

জানাতি ব্রহ্ম জীবোন প্রচ্ছন্নং জীবসন্নিধৌ।
ঈষৎ সুবর্ণতাং প্রাপ্তঃ ক্রমশো দৃশ্যতেঽসিতঃ॥ ১৯ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন কোথায়? জানেন কেবল ব্রহ্ম, জীব জানে না, জীবের নিকটে উহা সঙ্গোপন। এক মলিন অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ জীবাত্মা, সেই জীবাত্মা হইতে অল্প অল্প ঈষৎ সুবর্ণ দেখাইবে।

কস্ত্বং প্রবুদ্ধো জীবাত্মন্ ত্বয়ি যুক্তং হি ব্রহ্ম তৎ।
চিংশক্তির্দেহশক্তিশ্চ ত্বদুৎপন্না হি নিম্নতঃ॥ ২০ ॥
আশ্রিতস্য তু সৃষ্টস্য কৃষ্ণা সোচ্চগতা পুনঃ।
স্বর্ণবর্ণা শলাকায়া ঊর্দ্ধাধো বর্ণভিন্নতা॥ ২১ ॥
শক্তিঃ সর্ব্ববিধা নিম্ননিষ্ঠা কৃষ্ণা ক্রমোজ্জ্বলম্।
ভজতে স্বর্ণরূপং সা যথোর্দ্ধগতমুল্লতম্॥ ২২ ॥

ওহে জীবাত্মন্, তুমি কি বুঝলে? তোমাতে ব্রহ্ম সংযুক্ত। চেতনশক্তি দেহশক্তি নীচে তোমা হইতে উৎপন্ন। সৃষ্ট আশ্রিত শক্তি কাল। এই শক্তির উপরে স্বর্ণ রং। কাল কাটীর উপরে কেন সোণার রং? জ্ঞানশক্তি দেহশক্তি নীচে কাল কেন না তোমার শক্তি, উপরে সোণার বর্ণ কেন না উহা পরমাত্মার। সমুদায় উপরে উজ্জ্বল।

জীবাত্মেতি যমেবাহুঃ পরমাত্মেতি তং পুনঃ।
পৃথক্ কর্ত্তুং ক্ষমঃ কোপি নাস্তি বাঢ়ং বদেন তু॥ ২৩ ॥

যাহাকে জীবাত্মা বলি, তাহাকে পরমাত্মা বলি। বলপূর্ব্বক বলিতেছি কেহ পৃথক্ করিতে পারে না।

শলাকোপরি রক্ষ ত্বমঙ্গুলিং স্বর্ণমুত্তমম্।
এতাবল্লৌহ এতাবানিতি নির্দ্দেষ্টুমুৎসুকঃ॥ ২৪ ॥
লৌহময্যাং সুবর্ণঞ্চ পশ্যন্ যদানুমন্যসে।
শুদ্ধেয়ং ব্রহ্মশক্তিস্তান্নিম্নাবতরণং কুরু॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মান্যোন্যাং মানবীয়াং পার্থিবীং শক্তিমেতয়োঃ।
কথং সম্মিলনং জানে নেতি ভক্তো বুধোঽবদৎ॥ ২৬ ॥

ঐ কাটীর উপরে অঙ্গুলি রাখ। বল এত খানি লোহা এত খানি সোণা। মনে কর কেবল একটু লৌহ শলাকা, তাহার ভিতরে কেন সোণার রঙ্গ দেখিলে? মনে কর কেবল ব্রহ্মশক্তি। ঐ শক্তির নিম্নে চলিয়া যাও, পার্থিবশক্তি মানবশক্তি। বিদ্বান্ ভক্ত সুপণ্ডিত ভাবুক সকলে বলিল ঈশ্বরে মানবে কিরূপে মিল হইয়াছে জানি না।

প্রাচীনং মতমেতন্ন শ্রুতং যদ্ধারয়াঞ্জসা।
যদ্বস্তু ত্বং ত্বয়ি ব্রহ্ম শলাকা ভিন্নবর্ণকা॥ ২৭ ॥

ইটি প্রাচীন মত নহে। আজ যাহা শুনিতেছ, দৃঢ়রূপে ধর। তুমি যে বস্তু, তোমারই ভিতরে ব্রহ্ম। একটি ছোট লৌহদণ্ডের মত শলাকার এক দিকে জরদ্ রং, এক দিকে কাল।

নৃহরিঃ কিং হরিনরো বাঢ়মেবং পরোঽপরে।
অপরঃ পর উচ্চে স পরো নিম্নেঽপরঃস্মৃতঃ॥ ২৮ ॥
অধশ্চ জীব ঊর্দ্ধং চিদ্‌ব্রহ্মশক্তিস্ততোঽস্য চ।
জীবেঽবতীর্ণা তচ্ছক্তিঃ পিতা পুত্রোঽত্র দৃশ্যতে॥ ২৯ ॥
পুত্রঃ পিতরি পুত্রোঽয়ং পিত্রাশ্রিতস্তয়োর্নমু।
পশ্য সাধক সান্নিধ্যং পরং জীবপরাত্মনোঃ॥ ৩০ ॥
নৈতৎ চিত্রার্পিতং বস্তু সে হ্যমাসং পুনস্ত্বসৌ।
মুষ্টৌ জীবঃ পরোঽস্ত একত্র বসতঃ সমম্॥ ৩১ ॥

নরহরি হরিনর? হাঁ, হরিনর। পরমাত্মাতে জীব, জীবে পরমাত্মা, নীচে জীব উপরে পরমাত্মা। নীচে চিৎ জীব, উপরে চিৎ ব্রহ্ম। উপর হইতে দেবশক্তি, নীচে আসিয়া জীবশক্তি। পিতা উপরে পুত্র নীচে। পিতার ভিতরে পুত্র, পুত্র পিতাতে আশ্রিত। কি দেখিতেছ সাধক, কত কাছে দেখ জীব ও পরমাত্মা। ছবি নহে, বস্তু। এই যে আমি ছিলাম, এই যে মুটোর ভিতরে জীব ছিল। কি হাতের ভিতরে ব্রহ্ম! জীব ব্রহ্মে একত্র বাস।

তয়োঃ পার্থক্যনির্দ্দেশঃ কর্ত্তুং শক্যো ন মানবৈঃ।
অদ্ভুতা সৃষ্টিরেষেচ্ছা ভূমন্নেবংবিধা তব॥ ৩২ ॥

নরের সাধ্য নাই যে জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে। ইহা পরমাত্মারই অদ্ভুত সৃষ্টি। ভূমা, তব ইচ্ছা এতদ্রূপ।

স্বাতন্ত্র্যেচ্ছা ততো নাত্র বর্ত্ততে বেৎসি কেবলম্।
অভিপ্রায়স্তবৈকত্র ভূমন্ বসসি নিশ্চয়ঃ॥ ৩৩ ॥

স্বতন্ত্র আকারে থাকিবার আর ইচ্ছা নাই। কি অভিপ্রায়ে জান কেবল তুমি। হে ভূমা, তুমি একত্র আছ।

জীবেশ্বরপ্রান্তভূমী ননু জানীমহে বয়ম্।
ন তু যোগং পুরা প্রোক্তঃ পশ্য সাধক তং প্রিয়া॥ ৩৪ ॥
অয়ং শেষো হি পুত্রস্য পিতৃশেষোঽয়মীদৃশম্।
বদ পাপাধমস্যান্তং পুণ্যোত্তমস্য তং পুনঃ॥ ৩৫ ॥
সামর্থ্যমস্তি চেৎ শেষং হিরণ্যস্যায়সো বদ।
যোগস্থানে বিযুক্তং চেৎ শাস্ত্রং মিথ্যাকৃতং খলু॥ ৩৬ ॥

এই যে শেষ ভাগ জীবাত্মা, আমি ইহা বুঝি; ঐ যে শেষ ভাগ ঈশ্বরশক্তি, আমি বুঝি, কিন্তু দুয়ের যোগ বুঝি না। ওহে সাধক তুমি যোগ কি দেখ। বল পুত্রের শেষ এই, পিতার শেষ ঐ। বল পাপী নরাধমের এই

খানে শেষ পুণ্যাত্মা পুরুষোত্তমের ঐ খানে শেষ। যদি সাধ্য থাকে বল, আমি দেখিলাম যোগ স্থলে এই পর্য্যন্ত লৌহ এই পর্য্যন্ত স্বর্ণ। যোগশাস্ত্র মিথ্যা হইবে যদি বিযুক্ত করিতে পার।

> সভ্যাভিমান প্রাধান্যে কালে বচ্মি য এষ হি।
> জীবাত্মাস্তীতি বাদীত্থং পরাত্মাস্তীতি সোঽবদৎ ॥ ৩৭ ॥

আমি এই সভ্যতার সময়ে বলি, যে বলিল জীবাত্মা আছে সেই বলিল পরমাত্মা আছে।

> নাস্তিক্যাসম্ভবশ্চৈবং শৃণু লীলাং হরেঃ শুভাম্।
> স্বর্গে সংস্থাপ্য চাত্মানং মর্ত্ত্যে মানবমন্তিম্ ॥ ৩৮ ॥
> তয়োর্যোগং সমাধত্ত লোকবুদ্ধ্যাদ্যগোচরম্।
> লৌকিকৈর্ননু দৃষ্টান্তৈর্বুদ্ধ্যস্ব নিবোধ ভো ॥ ৩৯ ॥

এই জন্যই নাস্তিকতা অসম্ভব। হরিলীলা শুন। পরমাত্মা স্বর্গে আপনাকে রাখিলেন, পৃথিবীতে মানুষকে রাখিলেন, মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। এই যোগ বুঝা যায় না দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝ।

> শর্ব্বরীশেষযামে ত্বং প্রারম্ভমুষসো যদি।
> প্রতীক্ষসে ন নির্দ্দেষ্টুং শক্নোষি ক্রমশঃক্ষয়াৎ ॥ ৪০ ॥
> দিবা দ্বিপ্রহরঃ কিন্তু নিশীথঃ পরিলক্ষ্যতে।
> পূর্ণং ব্রহ্ম তথা পূর্ণো জীবোঽয়ং দৃষ্টিগোচরঃ ॥ ৪১ ॥
> শক্রচাপে বিভিন্নাহি বর্ণা দৃষ্টা জনৈর্ননু।
> তেষাং সূক্ষ্মতমঃ সন্ধিঃ শক্যো নির্দ্দেষ্টুমীদৃশঃ ॥ ৪২ ॥
> যোগো যত্রোভয়োর্বুদ্ধির্গভীরাপি পরীক্ষিতা।
> জানন্ ভিন্নত্বমপ্যত্র মেলনং ন তু পশ্যতি ॥ ৪৩ ॥

সাধক, উষা—প্রাতঃকাল কখন হয়? বল এই মিনিটে রাত্রির শেষ এই মিনিটে দিবারম্ভ। বলিতে পার না। এমনি নিগূঢ় ভাবে দিবস রজনীতে প্রবিষ্ট যে কেহ বলিতে পারে না। কখন রাত্রি শেষ হয় জান? চারিটার সময় গাত্রোত্থান কর, দেখ গভীর রজনীতে আস্তে আস্তে অন্ধকার তরল হইতেছে; কিঞ্চিৎ আলোক প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আরও আলোক। দ্বিপ্রহর দিবা ও দ্বিপ্রহর রজনী তুমি জান, কিন্তু দিবা ও রজনীর সন্ধিস্থল তুমি জান না। পূর্ণ ব্রহ্ম এবং পূর্ণ জীব তুমি জান; যোগ, পিতা পুত্রের মিলন, স্বর্গ পৃথিবীর ঐক্য তুমি জান না। ইন্দ্রধনু অনেক বর্ণ, কিন্তু বর্ণের সন্ধি কেহ জানে না। দুই বর্ণের সম্মিলন স্থান কে বলিতে পারে? সকল বিষয়ের যোগ অতি গভীর, উহা গভীর বুদ্ধিকেও পরীক্ষা করে। দুই বস্তু বিভিন্ন, সকলেই জানে দুই পৃথক্, কিন্তু যেখানে মিলন সেখানে কেহ পৃথক্ বুঝিতে পারে না।

> যোগশিক্ষাসুযোগস্ত্বদ্যোগোঽস্তি স্বর্ণমুজ্জ্বলম্।
> জীবাভিমুখমানীয় লৌহং স্বর্ণং করিষ্যসি ॥ ৪৪ ॥
> যোগোঽয়ং যোগসিদ্ধিশ্চ তেন নৈসর্গিকেন হি।
> যদেব মানবং বক্তি পবস্তুতাবিভাগভাক্ ॥ ৪৫ ॥
> ইতো হরিরিতঃ সোঽহং কস্ত্বং কো বা স এব হি।
> জ্ঞাতুং ন শক্যতে মগ্নো যোগানন্দে নরোঽসকৃৎ ॥ ৪৬ ॥

অতএব সাধক তোমার যোগশিক্ষার সুযোগ হইল। যোগ আছে। সোণাকে ধরিয়া জীবের দিকে লইয়া যাইবে, লোহাকে সোনা করিবে এই যোগ! স্বাভাবিক যোগের সঙ্গে সাধনসিদ্ধ যোগ। এক বস্তু যাহাকে তুমি মনুষ্য বলিতেছ, তাহারই মধ্যে ঈশ্বর এমনি ভাবে রহিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না, ঐ দিকে হরি; এই দিকে আমি। কোনটি তিনি কোনটি আমি চিনিতে পারে কে? যোগানন্দে ডুবিয়া গিয়া এরূপ হয়।

> অদ্বৈতবাদরূপাত্র ভ্রান্তিঃ সমুপজায়তে।
> সঙ্কেতো যোগস্য চ স্থানস্যানির্দ্দেশ্যাক্রিয়া শুভ ॥ ৪৭ ॥
> তস্মিন্নহমসৌ নিত্যং ময়ি বোধোঽস্তি সাগরে।
> জলবিন্দুর্নিমগ্নোঽত্র মধুরানন্দসংপ্লবঃ ॥ ৪৮ ॥
> হরেলীলাশ্চর্যময়ী লৌহে স্বর্ণং মমেশ্বরে।
> ময়ি তস্য হরির্যাতঃ স্বর্গেঽহন্দম উদ্যতি ॥ ৪৯ ॥
> অধো মানব ঊর্দ্ধং স শিরঃপাদোপমান্বিতঃ।
> মধ্যে যোগঃ সদৈবৈবং জানীহি যোগসিদ্ধয়ে ॥ ৫০ ॥
> যদেকং কৃতবান্ স্রষ্টা মানবস্তৎস্বতন্ত্রতাম্।
> ন কদাপি করোত্যেব বিধির্যোগে চিরন্তনঃ ॥ ৫১ ॥

এই স্থানেই ভ্রান্তি বশতঃ অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি, কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব কোথায়? সন্ধিস্থলে যোগস্থলে। লোহার ভিতরে যেখানে সাক্ষাৎ সোণা দেখিবে। তিনি আমাকে আমি তাঁহাতে, এই ব্যাপারে তাঁহার না আমার কিছুই বুঝি না। এখানে একাকার, ভূমাসাগরে জলবিন্দু মিশিল। অহো যোগানন্দ কি সুমিষ্ট! হরিলীলা কি আশ্চর্য্য! লোহাতে সোণা দেখিলে। হরিতে আমার খানিক, আমাতে হরির খানিক, আমি গাছ খানিক উঠিতে উঠিতে হরি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নীচে মানুষ উপরে ঈশ্বর মধ্যে যোগ বুঝে লও সাধক। মানুষ স্বতন্ত্র করে না যেন তাহা যাহা ঈশ্বর একত্র করিয়াছেন।

ইতি শ্রী যোগোপনিষৎসু যোগশাস্ত্রে পাত্রনিরূপণং নাম প্রথমানুশাসনম্।

যোগোপনিষৎ পাঠানন্তর ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহর্ষি ঈশার জীবন চরিত পাঠ করেন। আমরা তাঁহার পঠিত প্রবন্ধ হইতে উক্ত মহর্ষির কতকগুলি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তুমি নরকাগ্নির বীজ বপন করিয়া স্বর্গভোগের আশা কর ইহা অপেক্ষা আর নির্ব্বুদ্ধিতা নাই।

অনুতাপান্তে একটি পাপ, অনুতাপের পূর্ব্বে সত্তরটি পাপ অপেক্ষা গুরুতর।

বিশ্বাসীর পাপ ভয় ও আশা এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া দুই ব্যাঘ্রের মধ্যস্থিত হরিণের ন্যায় নিরুপায় হয়।

যে রোগের ভয়ে ভোজনে ক্ষান্ত থাকে, আশ্চর্য্য সে শাস্তির ভয়ে পাপ হইতে নিরস্ত হয় না।

সংসার শয়তানের দোকান, সাবধান! তাহার দোকান হইতে কোন বস্তু হরণ করিও না, সে তোমার পশ্চাতে যাইয়া তাহার বিনিময়ে ধর্ম্মধন কাড়িয়া লইবে।

সংসার শয়তানের সুরা। যে ব্যক্তি এই সুরাপানে মত্ত হয়, সে পরলোকে অনুতাপ ও আত্মগ্লানির কঠোর যন্ত্রণা না পাইয়া চৈতন্য লাভ করেনা।

সংসার নবযুবতী। যে ব্যক্তি তাহার প্রার্থী সে তাহাকে বেশভূষা দান করে এবং যিনি বৈরাগী তিনি তাহার কেশ উৎপাটন করেন, ও মুখে কালী মাখিয়া দেন।

সংসারী ব্যক্তির সংসারে শোক ও চিন্তা, পরলোকে শাস্তি ও যাতনা। তাহার শান্তি কৈ।

ঈশ্বর বলিতেছেন তোমরা আমার অখ্যাতি করিয়া থাক। বল ইহাকি তোমাদের নিকটে প্রার্থনীয় নহে যে স্বর্গমর্ত্তের অধীশ্বর হইয়া আমি তোমাদেরই।

সংসার উপার্জ্জনে জীবনের অবনতি, স্বর্গ উপার্জ্জনে উন্নতি। যে বস্তু ক্ষণছায়ী তাহা লাভ করিতে যে সকল লোক অবনতি ও দুর্গতি স্বীকার করে তাহাদের বিষয় ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত।

সংসারের অনিষ্টকারিতা এত দূর যে তুমি তাহার কামনা করিলেই সে তোমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যাইবে। তাহাকে লাভ করিলে কি ঘটিবে বুঝিতেই পার।

তিন জন লোক বুদ্ধিমান্ যেজন সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, যে জন গোরে যাইবার পূর্ব্বে গোর নির্ম্মাণ করিয়াছে, যে জন পূর্ব্বেই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে।

তিন প্রকার সাধক। এক বিরাগী, দ্বিতীয় অনুরাগী তৃতীয় যোগী। বিরাগীর সম্বল সহিষ্ণুতা, অনুরাগীর সম্বল কৃতজ্ঞতা, যোগীর সম্বল বন্ধুতা।

সাধকের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার কি? বিরোধীর সঙ্গ করা।

নির্জ্জনে নিজের প্রেম পরীক্ষা কর, তোমার প্রীতি নির্জ্জনতার প্রতি, না, ঈশ্বরের প্রতি। যদি নির্জনতার প্রতি প্রীতি হয়, তথা হইতে বহির্গত হইলেই প্রীতি প্রস্থান করিবে। যদি ঈশ্বরের প্রতি তোমার প্রীতি হয়, পর্ব্বত প্রান্তর অরণ্য সকল স্থান তোমার সম্বন্ধে তুল্য।

শুদ্ধাত্মা প্রেমিকদিগের সঙ্গে নির্জ্জনতা নিত্য বাস করে।

বিপদ্ কালে ধৈর্য্যের সত্যতা ঈশ্বরানুগত্যের সততা প্রকাশিত হয়।

আসক্তিযোগে ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, বৈরাগ্যে স্থায়ী হইয়া থাকে।

এক সর্ষপকণার ন্যায় প্রেম আমার নিকটে সত্তর বৎসরের প্রেমশূন্য তপস্যা অপেক্ষা প্রীতিকর।

অনুষ্ঠানের তিনটি মূল চাই, জ্ঞান, সঙ্কল্প, প্রেম।

নির্ভরযোগে সংসারের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, প্রেমে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, ঈশ্বরের বিধিতে সম্মত হইলে আনন্দে আনন্দিত হওয়া যায়।

ধর্ম্মের তিন অঙ্গ। ভয়, আশা, ও প্রেম। ভয়ের ভিতরে পাপ ত্যাগ, আশার ভিতরে সাধনাযোগে স্বর্গ ও উন্নতি অন্বেষণ, প্রেমের ভিতরে ক্লেশ অসন্তোষকে বহন করা।

তিনিই মুনি, ঈশ্বর মনন ব্যতীত যাঁহার প্রিয়তর বস্তু অন্য কিছুই নাই।

ভয় অন্তরে বৃক্ষবিশেষ, তাহার ফল প্রার্থনা ও আর্ত্তনাদ। ভয়শীল হইলে সমুদায় অবয়ব সাধনাতে প্রবৃত্ত ও পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়।

উপাসনা ঈশ্বরের ভাণ্ডার প্রার্থনা তাহার কুঞ্চিকা।

ঈশ্বরের একত্বজ্ঞান জ্যোতি, অনেকত্বজ্ঞান অগ্নি। একত্বের জ্যোতি সমুদায় পাপাগ্নিকে দগ্ধ করে এবং অনেকত্বের অনল অনেকেশ্বরবাদীদিগের সমুদায় গুণ ভস্মীভূত করে।

যে ব্যক্তি নির্ভরকে অগ্রাহ্য করে, সে ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করে।

অনতো পতিত হওয়াই মনুষ্যের পদস্খলন।

সাধক যখন বহু ভোজনে প্রবৃত্ত হন, তখন দেবগণ ক্রন্দন করেন। লোভ যাহাকে আহারে প্রবর্ত্তিত করে সত্বরই সে প্রবৃত্তির অনলে দগ্ধ হয়।

নির্জ্জনতার ভূমি ও ভোগবিরাগ ঈশ্বর প্রদত্ত আহার এই আহারে বিশ্বাসিগণ শক্তিশালী হয়।

বিষয় সঞ্চয়ে বিষয়ী যেরূপ অনুরাগী, বিষয়ত্যাগে সেইরূপ অনুরাগী যিনি তিনিই বিষয়বিরাগী।

প্রশ্ন। নির্ভরের ভূমিতে কখন উপনীত হইব, বৈরাগ্যের বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিব; এবং বৈরাগীদিগের সঙ্গে একাসনে বসিব?

উত্তর। যখন গূঢ়রূপে আত্মসংযম করিবে, এরূপ আত্মসংযম যে ঈশ্বর তিন দিন জীবিকা প্রদান না করিলে মনে অবসাদ প্রস্তুত হইবে না, ঈদৃশী অবস্থা না হইলে বৈরাগীদিগের আসনে উপবেশন করা তোমার মূঢ়তা।

প্রশ্নোত্তর। কল্য কে নির্ভয় হইবে? অদ্য যে ঈশ্বরকে অধিকতর ভয় করে। নির্ভর কখন লাভ করিব? যখন তোমার ভারগ্রহণে ঈশ্বরকে তুমি সম্মতি দান করিবে।

ধনী কে? যিনি ঈশ্বরেতে অভয় লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরদর্শী কে? যিনি আছেন অথচ নাই। দানতা কি? জগতের সমুদায় বস্তু ছাড়িয়া স্বীয় প্রভুতে ধনী হওয়া। মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যে দৃঢ়তর? যাহার বিশ্বাস অধিকতর। প্রেমের লক্ষণ কি? হিতানুষ্ঠানে বৃদ্ধি হয় না, অহিতাচরণে হ্রাস হয় না।

ঈশ্বর প্রেমিকদিগের তিনটি স্বভাব। সকল বস্তুতে ঈশ্বর বিদ্যমান বিশ্বাস করা, সকল বস্তু হইতে বাসনার নিবৃত্তি, সকল বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরে প্রত্যাবৃত্তি।

সংসারী লোকদিগকে দাস দাসী সেবা করে, পারলৌকিক লোকদিগকে সাধু বৈরাগী ও মহাজনেরা সেবা করেন।

মনুষ্যের সঙ্গে কথা অল্প বলিবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অধিক বলিবে।

ঈশ্বরে যাহার সম্পদ্ তিনি সম্পৎশালী, বিষয় বাণিজ্যে যাহার সম্পদ্ সে চিরদরিদ্র।

যে সৎকর্ম্ম অহঙ্কারী করে তাহা অপেক্ষা যে পাপ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল করে শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বরের সঙ্গে যাহার বন্ধুতা নিজের সঙ্গে তাহার শত্রুতা।

অনন্তর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বিধানভারতের কতক অংশ পাঠ করেন। বিধানোদয়ের পূর্ব্বে যুগবিপর্য্যয় প্রদর্শক নিম্নলিখিত অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভীষণ দর্শন যুগপ্রলয় লক্ষণ,
অলৌকিক অতি, যেন বিধি পুনরপি
সৃষ্টি আরম্ভিলা। ঘন ঘন বজ্রনাদে
কাঁপিল মেদিনী, কর্ণ ফাটিতে লাগিল;
আকুল হইল প্রাণ ত্রাসে; দশ দিক্
জল স্থল, আঁধারিল, কাল মেঘজালে।
অকস্মাৎ ঘন ঘটা নীরব আকাশে,
ভীমবল প্রভঞ্জন ধায় দ্রুত গতি,
উখাড়ি পর্ব্বতসহ মহাক্রমে; ভাঙ্গে
গিরিচূড়া মড় মড় রবে। উদ্বেলিত
সিন্ধু, সুবিশালবক্ষ, গরজে গম্ভীর
নাদে, ধরি রুদ্র বেশ ভয়ঙ্কর; করে
আস্ফালন, মহাকোপে, পবন তাড়নে;
গ্রাসিতে অনন্ত ব্যোম, উঠে বীরমদে,
উর্দ্ধশিরে, ফেনপুঞ্জ বমন করিয়া;
প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনি হয় উপকূলে,
সিংহের বিক্রম যথা ভূধর কন্দরে।
মহাবেগে পড়ে খসি গিরীন্দ্র শিখর
তদুপরি, হেঁটমুণ্ডে, প্রভূত নির্ঘোষে।
বিঘূর্ণিত মহীতল অসীম বিমানে;
উগারে অনল রাশি, ধবল অচল,
অভ্রভেদী, দ্রব ধাতুপিণ্ড ছুড়ি ফেলে
চারি ভিতে; ভূমিকম্পে টলে বিশ্বধাম
মুহুঃ মুহুঃ। নিরখিয়া যুগান্তর চিহ্ন,
মহাপ্রলয়ের কাল, উঠিল জাগিয়া
সচকিত নেত্রে, যত নিদ্রাগত প্রাণী,
মোহনিদ্রাবশে মৃত প্রায় ছিল যারা।
ঘূর্ণবায়ু ধূলিপুঞ্জ লইয়া মস্তকে
পশি নদীগর্ভে, দৈত্য দানব যেমতি,
বিরচিল চক্রগতি গভীর আবর্ত্ত,
জলস্তম্ভ শত শত। বিদ্যুতের শিখা,
ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, অযুত অশনি,
অগণ্য তারকা সবে ছুটিল গগনে,
তীরবেগে, চমকিয়া আকাশ অবনী;
দাবাগ্নি-কণিকা রাশি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
নিবিড়ান্ধকার ভীম ভৈরব মুরতি
পলাইছে ডরে, মহা সাগর লঙ্ঘিয়া,
ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ি; তার পাছে ধায়
তপন প্রচণ্ড, টঙ্কারিয়া ইন্দ্রধনু,
মার! মার! বলি, ক্রোধে লোহিত লোচন।
বিদীর্ণ করিয়া তার কনক ললাট
বাহির হইল চন্দ্র, রজত রঞ্জন,
ঢালিতে অমৃত, বসুধার দীপ্ত শিরে।
বিস্ফারিত অম্বুনিধি পরশে গগন,
প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেন হিমানি মণ্ডিত;
গিরিরাজি মিলাইয়া গেল রসাতলে।
ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি স্রোতস্বিনী নীরে;
ফুটিল বাড়বানল ভেদিয়া ভূস্তর,
নানা দিকে, মেঘে মেঘে করে ঘোর রণ;
নাচে ক্ষণপ্রভা শত জিহ্বা বিস্তারিয়া।
প্রকৃতির গর্ভ বিলোড়িত আন্দোলনে,
বিষম বিপ্লবে, যুগপ্রলয়সংঘাতে।
কালকূট সম তেজস্বিনী সুরা যথা,
ফেনময় রূপ ধরি উছলিয়া উঠে,
ভাঙ্গে অলক্ষিতে, পুরাতন জীর্ণ পাত্র;
সর্ব্বগত ব্রহ্মতেজঃ প্রচ্ছন্ন অনল
জাগিল তেমনি যুগধর্ম্মের নিয়মে।
দেবদেব মহাদেব, জ্বলন্ত নিশ্বাসে,
ন্যায়দণ্ডাঘাতে ভব সাগর মথিয়া,
করিলেন মৃত দেহে অমৃত সঞ্চার।
সমাধি মন্দির দ্বার ফেলি উঘাড়িয়া
শব অস্থি,—(পুরাতন ইতিহাসে ছিল

ঘুমাইয়া, বহুকাল, আঁধার গহ্বরে)
উঠিয়া হুঙ্কারি, ধরি জীবন্ত আকার;
বাহিরিল দলে দলে হরি হরি বলে।

অনন্তর ভাই উমানাথ গুপ্ত তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ সমাপন করিলে ধ্যানের সময় উপস্থিত হয়। নিম্নলিখিত মত আচার্য্য মহাশয় যোগ ধ্যানের উদ্বোধন করিলে সকলে নিঃস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে যোগ ধ্যানে প্রবৃত্ত হন।

"পক্ষীর বাসা বৃক্ষের উপরে, তেমনি জীবাত্মার বাসা দেহতরুতে। পক্ষী যেমন বাসা ছাড়িল, পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল, আত্মা তেমনি এই দেহতরুকে সামান্য মনে করিয়া আপনার যোগপক্ষ বিস্তার করিয়া ক্রমে চিদাকাশে উড়িতে লাগিল। দুই পক্ষ দুই দিকে সংযুক্ত। চিদাকাশে উড়িল, ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে উড়িল। পক্ষী ক্রমে ছোট হইল। যখন অনেক উপরে উঠিল, অতি সামান্য সর্ষপকণার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই পাখী আরো দেখিল, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হইতেছে। যে পাখীর কাছে মানুষ রাজধানী কত বড় ছিল, পাখী যখন পৃথিবীতে ছিল ভয়ে মরিত, ঐ একজন প্রকাণ্ড ব্যাধ বধ করিতে আসিল মনে করিত, যখন উপরে উঠিল সেই মানুষকে মহানগরীকে ক্ষুদ্র দেখিল। পাখী যখন মেঘের কাছে গেল, পৃথিবী তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর হইল। মানসপাখী যখন চিদাকাশে গেল তাহার পক্ষেও সংসার এইরূপ। শত্রু আজ মারিবে, শত্রু আজ কটূক্তি করিবে, আজ পাপরূপ মৃত্যু আসিয়া অধিকার করিবে, ক্ষুদ্র মানস-পক্ষী এ সকল ভয়ে কম্পিত। অন্ধকারে কোন ব্যাধ আসিয়া মারিবে নিরাশ্রয় পাখীর সর্ব্বদা এই ভয়। সংসারে বাসা করিয়া সে সদা ভীত, কিন্তু যখন একবার যোগপক্ষ অবলম্বন করিয়া উড়িল, এক একবার ডানা উল্টাইয়া খেলা করিতে লাগিল, কত প্রকার গতি কত প্রকার ক্রীড়া! পিঞ্জরমুক্ত পাখী কত সুখী। আর কি সংসারব্যাধ তাহাকে তাহার জালে বদ্ধ করিতে পারে? ব্রাহ্ম, যখন আত্মা মহাদেবকে ধ্যান করে তখন তাহার অবস্থা ঠিক এইরূপ হয়। যখন দেহপিঞ্জর হইতে ক্ষুদ্র বিহঙ্গ উপরে উড়িতে লাগিল, চিদাকাশ ব্রহ্মাকাশ অনন্তা কাশে পাখী উড়িতে লাগিল, কিন্তু আবার খাইবার জন্য রাত্রি কাটাইবার জন্য বাসায় আসিবে। পরে যখন বাসা ভাঙ্গিবে, মৃত্যুর পর অনন্তকাল আকাশে উড়িবে। আজ ব্রহ্মাকাশে উড়িব, আজ ব্রহ্মাকাশে খেলা করিব। আজ এই ব্রহ্মমন্দির হইতে সমুদায় কপোতদল ছাড়িয়া দিব। সংসার তুমি থাক, তুমি আমাদিগের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। ধনবাসনা, পুত্রকামনা, সন্তানবাৎসল্য, পড়িয়া থাক। আত্মা পাখী উড়িতে লাগিল। তার পর যখন আরও উড়িবে তখন পৃথিবী দেখা যাইবে না, তখন পাখী মহাকাশে পড়িয়া স্থির হইয়া সেই আকাশে থাকিবে। একেবারে নিবৃত্তি, প্রশান্ত নিবৃত্তি। পাখী সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়া গভীর নিবৃত্তি সাধন করে। ছোট পাখী উড়িতে উড়িতে ব্রহ্মহস্ত লাভ করে, ছোট ঘর ছাড়িয়া আপনার পিতার ঘরে গিয়া বসে। সেই সপ্তম স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মের আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে ক্রীড়া করে। আর সংসার দেখে না সংসার চায় না, ব্রহ্মকে চায়, ব্রহ্মমুখ দর্শন করে। চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে পাখী আনন্দে গান করে, সেই গানে ব্রহ্ম আকৃষ্ট হইয়া পাখীকে ধরেন।

"মন আমার তুমি পাখী হইয়া একবার উড় দেখি। এখন ধ্যানের সময়, পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত তেজে উড়িয়া যাও। ঘোর আকাশের ভিতরে গিয়া পড়। আছ মন এখানে? কোথায় চলিয়া গেলে মানসপক্ষী? আর চক্ষু তোমাকে দেখিতে পায় না। গভীর ধ্যান আমাদিগকে আচ্ছন্ন করুক। যেখানে পদার্থ নাই সেই আকাশে বসিয়া সমুদায় বাসনা নিবৃত্তি করি, ঈশ্বরকে ধ্যান করি, দর্শন করি। কৃপাসিন্ধু একটি বার দর্শন দিয়া আমাদিগের প্রতি জনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন।

"ক্রমে ধ্যান ঘনতর হইয়া যোগে পরিণত হইল। জীব আর ব্রহ্ম এক হওয়া যোগ। লৌহ স্বর্ণ হইতে লাগিল, দেবত্ব লাভ করিতে লাগিল। মিশিল আত্মা পরমাত্মার ভিতরে গিয়া। কত খানি আমি, কত খানি ব্রহ্ম, আর আমরা অনুভব করিতে পারি না। শক্তি রক্ত জ্ঞান বুদ্ধি কত খানি আমার কত খানি ব্রহ্মের কিছুই নির্দ্ধারণ হয় না। সন্দেহের বিরাম হইল যখন এক হইল। জলে তেলে প্রথমে মেশে না পরে এক হয়। ব্রহ্মভাব আমাদের ভাব হইল। শরীর মন ব্রহ্মময়, ক্রমে গা কাঁটা দিয়া উঠিল। মন প্রাণ হরিয়া লইলেন হরি। পিতা লইলেন আপনার সন্তানকে বুকের ভিতরে। ব্রহ্মশক্তিতে জীবশক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে জীবজ্ঞান মিশিয়া গেল। চিদ্‌ঘন আর চিৎতরল এক হইল। মন তুমি আর ব্রহ্ম কোন্ খানে? আগা গোড়া সোণা দেখিতেছি। সোণা দিয়া কে তোমাকে মুড়িল। সর্ষপকণার মত লবণ পড়িল মহাসমুদ্রে। কোথায় আমাদের লবণ, কোথায় সমুদ্রের লবণ? আর কি প্রভেদ বুঝা যায়? যাহা কিছু আমাদের তাঁহার হইয়া গেল। জীব ব্রহ্মে মিশিতে লাগিল। এ গেল ওর ভিতরে। আমার ভিতরে তিনি তাঁহার ভিতরে আমি। এই ভাবিতে ভাবিতে যোগ ঘন হইতে লাগিল। মন এই ভাবে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ যোগানন্দ সম্ভোগ কর।"

সমুদায় মন্দির নিঃস্তব্ধ গম্ভীর। ক্রমে সায়ং সমাগত, যোগ ঘনীভূত। এই সময়ে যোগ হইতে অবতরণসূচক ঘটাধ্বনি হইল। যোগানুরক্ত চিত্ত কষ্টে নিম্নে অবতরণ করিল, সুতরাং ঘণ্টাধ্বনি ও অবতরণ যুগপৎ হইল না। যোগধ্যানে লব্ধবল হইয়া ভক্তগণ সায়ং সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের গভীর নিনাদে, সঙ্কীর্ত্তয়িতৃগণের প্রমত্তোৎসাহে মন্দির টলমল করিতে লাগিল। ভক্তিপ্রবাহের কেমন অপ্রতিহত আবেগ এই দৃশ্যে সকলের হৃদয়ে বিলক্ষণ মুদ্রিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনে উচ্ছ্বসিতহৃদয় হইয়া আচার্য্যের মুখ হইতে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী বিনিঃসৃত হয়।

"মা তুমি চিরকালের জন্য আমাদের হইলে আমরা চিরকালের জন্য তোমার হইলাম। তোমার নামরস পান করিয়া লোকে পাগল হয় আগে জানিতাম না। উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; উহার শিখা স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। অল্পবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারিল না। এস ভাই দেশ দেশান্তর হইতে এস, দেখিয়া যাও মার প্রেমে ভক্তগণ কেমন মগ্ন হইয়াছে। এখন আর বক্তৃতার সময় নাই। এখন মার রূপ নিজে দেখিব আর দেখাইব। শুভ সূর্য্য উদিত হইল। তোমরা নিরাকার জানিয়াও কেন মা বলিয়া পাগল। জননি, তুমি রূপবিহীন হইয়াও রূপধারিণী। তুমি মা হইয়া প্রাণকে অধিক পাগল কর। যদি পৃথিবীতে নিরাকারের মত প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি সাকার পূজা উঠিয়া যায়, সকলে যদি নিরাকারকে মা বলে, আমরা মা তোমার অঞ্চল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, অনুরোধ করি, উত্তর দিয়া এই ভগবদ্ভক্তদিগের মনোরঞ্জন কর, সে দিন কি প্রাণকুসুম শুষ্ক হইবে? আমরা এই আকাশকে মা বলিয়া ডাকিতেছি। তোমার অঙ্গ নাই জানিয়াও তোমাকে প্রেমময়ী বলিয়া ডাকিতেছি, প্রেমে মূর্চ্ছিত হইতেছি। সাকার ভাবিব কেন? নিরাকারের বেগ যে আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। হরি, দিন দিন বড় জোর হইতেছে। হরি, তুমি নিজে আস্ফালন কর বলিতে পারি; দেখরে নগর টলমল করিল। যদি নিরাকারের প্রবল বল না হয় তবে কেন বঙ্গদেশে এমন প্রবল দৃষ্টান্ত। মা, এই সভ্যতার মধ্যে নববিধানের কি খেলা দেখাও। এখনও কি কল্পনা স্বপ্ন লইয়া আমোদ করিতেছি? একি হরিসভা নহে? ঈশা মূসা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কেন এত শতাব্দীর পর আসিলেন? স্বর্গের দেবতার পৃথিবীতে আসিবার কথা নহে। নিরাকার হরির সঙ্গে কথা কহিতেছি। হরি, তোমাকে সাকার ভাবিব না। মা তোমার সুন্দর হস্ত ধরে যে তাহার কপালে অপার আনন্দ না দুঃখ? এই আমার হরি, এই হরিসভা, বৈকুণ্ঠ, পরকাল, কল্পতরু, ভক্তিসরোবর, শান্তিসরোবর। ভক্তসকল ইহাতে মীনরূপে খেলা করিতেছেন। এইতো সেই স্বর্গ। তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্বর্গ, তোমার পদপ্রান্তে আমাদিগের স্বর্গ। স্বর্গের শোভা দেখিতেছি। সমস্ত প্রাণের ভাই আজ কাছে আসিয়াছেন। এখন চক্ষু সাক্ষী মার রূপ আছে কি না? নয়নাঞ্জন, চক্ষুকে ভুলাইয়াছ। স্বর্গের রাণী ভূমণ্ডলে আসিয়া যেরূপ দেখাইলেন দেখিয়া প্রাণ পড়িয়া রহিল। চিত্তচোর, তোমার সন্তানদিগের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়া যাও। তুমি কত মোহিত কর, তাহা কি আর জানিতে বাকি আছে? দীন হইয়া মার সুন্দর মুখ দেখিলাম এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইলাম। আর যেন কোন ভক্ত রূপের কথা বলিতে কুণ্ঠিত না হন। 'আমরা দেখেছি গোপনে বলিব বাজায়ে ভেরী'। সুদিন আনিয়া দেও, দেখি পৃথিবী বড় না হরি বড়, যম বড় না হরি বড়। হরিকে পাইলে রাজার মত সুখী হয় না ধন পাইলে? প্রাণের বন্ধুগণ, হরি তোমাদিগকে রূপ দেখাইলেন, তোমাদিগের সঙ্গে কথা কহিলেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এখন মার কাছে দাঁড়াইয়াছি, মা আপনার নাম আপনি করিবেন, উন্মত্তকারিণী জননী শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে পথে যাইবেন। পৃথিবীতে হরি নামের বায়ু উড়িবে। বড় বড় সাধুগণ সংবাদ দিবার জন্য পৃথিবীতে আসিবেন, মার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইল। আহা হরি, কি আনন্দের সমাচার; নূতন যন্ত্রে নূতন আকারে মুদ্রিত? মা স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ কর, না এখানে হইতে? মা, লক্ষ্মীশ্রী তোমার নাম। মা তোমার অনুরাগপূর্ণ নয়ন দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়। মা অত্যন্ত স্নেহময়ী তাই আমাদিগকে তাঁহার মুখ দেখান। ঈশা মূসা শাক্য চৈতন্য যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির জননী তোমাকে প্রণাম করি।"

ঘোর বাত্যা ও ঝটিকা অন্তে যে প্রকার স্থিরতার সমাগম হয়, ব্রহ্মমন্দির পুনরায় তাদৃশ অবস্থা ধারণ করিলে পুনর্ব্বার সায়ঙ্কালের উপাসনা আরম্ভ হয়। উপদেশ প্রাতঃকালের গভীর বাণীর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিল। মহাত্মা সাধুগণ সময়ে সময়ে প্রেরিত হন যোগ ভক্তি বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য। তাঁহারা কোথায় মাতা ও সন্তানের মিলন দেখাইলেন, আর দুর্ব্বোধ মনুষ্য মাতা ও সন্তানগণ মধ্যে ঘোর অসম্মিলন উপস্থিত করিল। ঈশ্বর নিজে

ঈশ্বরভক্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না, তাই সন্তানের প্রয়োজন হইল, মনুষ্য তাহা না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে প্রেরয়িতার সিংহাসনে বসাইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে এ অসম্মিলনের অবসর নাই। ব্রাহ্মগণ মাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়াছেন, সন্তানের ভিতর দিয়া মাকে দেখেন নাই। তাঁহারা কোন সন্তানকে বিশেষরূপে চিনিতেন না। তুমি যাহা করাইবে তাহা করিব, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেখানে যাইব, তুমি যাঁহাদিগকে দেখাইবে তাঁহাদিগকে দেখিব, তুমি যাঁহাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিতে বলিবে তাঁহাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিব বলাতে, তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকট লইয়া গেলেন পরিচিত করিয়া দিলেন। আপনার কোন্ কোন্ গুণ লইয়া কোন্ কোন্ সন্তানকে তিনি গঠন করিয়াছেন তাহা তিনি আপনি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি এক এক সাধুকে এক এক স্বরূপের অবতার রূপে দেখাইলেন। একের গুণ অপরে নাই, সকলে স্বতন্ত্র, যাঁহারা একাধারে সমুদায় সমাবেশ করিতে চান তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহার এক এক শক্তি হইতে এক এক সাধু উৎপন্ন। যিনি যে শক্তি হইতে উৎপন্ন তিনি সেই শক্তির পূজা করেন এবং সেই শক্তির মহিমা মহীয়ান্ করেন। মা আপনি অনুগত সন্তানকে সেই সকল মহাত্মার ভবনে লইয়া যান ইহাতেই সময়ে সময়ে ব্রাহ্মগণের তীর্থ যাত্রা হয়। যাঁহারা যে রূপ প্রদর্শন করেন আমরা তাঁহাদিগকে তাহারই জন্য সমাদর করিব। মার ইচ্ছা নয় যে আমরা কোন সাধুর বিরোধী হই, এ জন্য তিনি নববিধান প্রেরণ করিলেন। এখানে সকলের মিলন সমাদর এবং সামঞ্জস্য। আমরা সাধু বিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারি না কাহারও অগৌরব করিতে পারি না। এক জন পথের ভিখারীও আমাদের অনাদরের পাত্র নহেন, কেন না তাহাতে মার বৈরাগ্য অনাদৃত হয়। সর্ব্বসম্মিলন মার ইচ্ছা, তাহাই আমাদিগের মধ্যে পূর্ণ হউক

ধর্ম্মতত্ত্ব।

১৭৯৭ শকে ধর্ম্মতত্ত্বে অদৃষ্টবাদসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তন্মধ্যে লিখিত ছিল, "অগ্রে চিন্তা পশ্চাৎ কার্য্য, ইহা অপূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ, ঈশ্বরে ইহা কদাপি অবস্থিতি করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা যেমন নূতন সৃষ্টি, তেমনি তাহার জীবন ঈশ্বর এবং সেই ব্যক্তির নিত্য ক্রিয়া হইতে সমুদ্ভূত। পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না। অনুষ্ঠান এবং তদনুসারে নূতন নূতন অবস্থাদির যোজনা যেমন চিরকাল চলিতে থাকিবে, জীবনও সেইরূপ অগ্রসর হইবে।" ১৮০০ শকে সৃষ্টিবীজ বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশে কথিত হয়, "পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মবিধান হইয়াছে এবং হইবে, এ সমুদায় সৃষ্টিবীজের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। মঙ্গলময় ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে কি দুর্ঘটনা সকল হইবে তাহা পূর্ব্বেই জানিয়া তৎপ্রতিবিধানের উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। যিনি শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহার জননীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া রাখেন, সেই বিধাতা সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ অথবা ভয়ানক পাপ এবং নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইবে ইহা জানিয়া পূর্ব্বেই এ সকলের প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এমনই অলৌকিক এবং অসীম শক্তি যে তিনি মনুষ্যের পাপ হইতে পুণ্য এবং দুঃখ হইতে সুখের উৎপত্তি করেন।" এ দুই উক্তি পরস্পর বিবদমান বলিয়া সে সময়ে কোন বন্ধু মীমাংসা করিতে অনুরোধ করেন। আমরা সে সময়ে ক্রমাগত যে মীমাংসা করি, ঘটনাক্রমে তাহা পত্রস্থ হয় নাই। এবার "বিধাতার লেখা" সম্বন্ধে যে উপদেশ হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে, যাঁহারা তাহা মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দুয়ের সামঞ্জস্য কোথায় স্পষ্ট বুঝিতে সক্ষম হইবেন। "আমরা পরিষ্কার চক্ষে দেখিতেছি, ঈশ্বর কেবল আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু তিনি প্রত্যেক শুভ কার্য্যের কর্ত্তা হইয়া নিত্য আমাদের সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন এবং প্রত্যেক শুভ ঘটনা স্বয়ং সংঘটন করিতেছেন। * * * ক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে মানিতে হইলে পুরাতন অদৃষ্টবাদ অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি দূরস্থ অথবা অবর্ত্তমান তিনিই লিখিয়া দেন, কিন্তু যিনি প্রাণের মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান তিনি কেন লিখিবেন।" তবে দুর্ঘটনা দুঃখ নিবারণ সম্বন্ধে সুদৃঢ়তা সহকারে পূর্ব্বে যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বিধান নিবদ্ধ থাকার বিষয়

Registered No. 66.

বলা হইয়াছিল তাহার অর্থ কি? অর্থ এই। "বিধাতার লেখা কেহ কখন খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু বিধাতা কাহারও কপালে পাপ লেখেন না। পুণ্যময় বিধাতা কেবল পুণ্যই লেখেন। পুণ্যহস্ত কিরূপে পাপ লিখিবে? পাপ মানুষ লেখে, মানুষ করে। বিধাতার সঙ্গে পাপের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্রব নাই। সুতরাং যাহা বিধাতা লেখেন না তাহা অনতিক্রমণীয় নহে। ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ অনিবার্য্য হইতে পারে না। যেখানে পুণ্যের তেজ, যেখানে বিশ্বাস ভক্তি ও বল, সেখানেই বিধির অখণ্ড্য লেখা। পাপ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। উহা যে হইতেই হইবে এমন কিছু বিধি নাই।" যেখানে বিধি, ঈশ্বরের কার্য্য, উহা অনন্তকাল তাঁহাতে আছে। তিনি অমঙ্গল হইতে মঙ্গল আনয়ন করিবেন, ইহা তাঁহার স্বভাব। সুতরাং তদুপরি নির্ভর করিয়া "সৃষ্টিবীজে" লিখিত কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। স্রষ্টা সৃষ্টের অপূর্ণ স্বভাব জানেন, সুতরাং দুর্ভিক্ষাদি তাঁহার জ্ঞানের বিষয় বলাতে কিছু পূর্ব্বাপরের অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে না।

"বিধানভারত" নামক বিধান মাহাত্ম্যসূচক কাব্য উৎসব মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। উৎসবের বিবরণ মধ্যে আমরা উহার যে অংশ প্রকাশ করিলাম পাঠকবর্গ তাহাতে উহার রচনার বিচিত্রতা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। এবার আমাদিগের এমন স্থান নাই যে কোন কোন অংশ উর্দ্ধৃত করিয়া তৎসহ আমাদিগের বলিবার বিষয় বলি। আমাদিগের সেরূপ অবসর হইবার পূর্ব্বেই আমরা ভরসা করি পাঠকবর্গ স্বয়ং গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব মত স্থির করিবেন।

ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সময়ে আমরা একটি বিষয় লইয়া খেদ প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু এ খেদের কারণ কি আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি না। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সময়ে মতভেদ নিতান্ত প্রবলতর হয়। পুরাতন দলের সঙ্গে নূতন দলের মতভেদ তো হইবেই; নূতন দলের মধ্যেই আমরা শত প্রকারের মতের ভিন্নতা দেখিতে পাই। যাঁহারা এক অচ্ছেদ্য বিধিসূত্রে বদ্ধ, তাঁহাদেরও একের অপরের সঙ্গে সকল বিষয়ে মিলন হয় না। অনেক সময়ে এই ভেদনিবন্ধন গুরুতর মনঃপীড়া পর্য্যন্ত পাইতে হয়। এরূপ হয় কেন? যাঁহারা অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন এখানেও নূতন ও পুরাতনের বিবাদ। মনুষ্য সহজে পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। যাহা কিছু নূতন আইসে, পুরাতন চক্ষে তাহা দৃষ্ট হইয়া, নূতনের উপরে পুরাতনের ছায়া নিপতিত হয়। যাঁহারা যে পরিমাণে প্রাচীন সংস্কারের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নূতনকে নূতনরূপে সেই পরিমাণে দর্শন করেন। অপরে তাঁহাদিগের সঙ্গে এক বিধিতে বদ্ধ হইয়াও এস্থলে সংস্কার দোষে একমত হইতে পারেন না। ভূতকালে যখন এরূপ হইয়াছে বর্ত্তমানে তদপেক্ষা ভিন্নতা দৃষ্ট হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কেন না এবারকার বিধি বহুমুখবিশিষ্ট। ইহার যে মুখের দিকে যিনি আপনাকে বসাইবেন, তিনি সেইরূপ সমুদায় দেখিবেন। এক সময়ে সমস্ত মুখকে সম্মুখে রাখিবেন এরূপ লোক অল্প, সুতরাং এবার পূর্ব্বাপেক্ষা ভিন্নতা ও অনৈক্য বহুল হইলেও কারণ অবগত হইয়া আমরা কিছুতেই ভীত হইব না। বরং ইহাতে বিধানের মাহাত্ম্য অবলোকন করিয়া আমরা সুখী হইব। তবে বন্ধুতে বন্ধুতে অনৈক্য দেখিয়া কষ্ট হয়, হইলেও তাহা বিশেষ শিক্ষার স্থল জানিয়া আমরা তাহা যেন ধীরতার সহিত বহন করি। যথাসময় সকল অনৈক্য চলিয়া গেলে সহিষ্ণুতার পরিমাণে আমরা সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

সংবাদ।

ধর্ম্মতত্ত্বগ্রাহক মহাশয়দিগকে স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইবার জন্য আমরা বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি। টাকার অভাবেই পত্রিকা ঠিক সময়ে বাহির হইতেছে না। হাল, বকেয়া, অনেক গুলিন টাকা অনাদায় রহিয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বের অধিকাংশ গ্রাহককেই আমরা একধর্ম্মাক্রান্ত লোক বলিয়াই জানি, তাঁহাদের দ্বারায় আমরা কষ্ট পাইব, এরূপ মনে করিতেও লজ্জা বোধ হয়। বোধ করি অনেকে সামান্য মূল্য বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এই কারণেই মূল্য বাকি পড়িয়াছে।

ঢাকাহইতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সবান্ধবে আসিয়া ভাদ্রোৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী হইতে, রামপুরহাট, মোকামা, বর্দ্ধমান, চন্দননগর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আসিয়াছিলেন। উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

ভাই অমৃতলাল বসু উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ নগরে তিনি তিন দিন মাত্র ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ইংরেজিতে পাঁচটী বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। মান্দ্রাজনিবাসী ভদ্র সম্রান্ত ও ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক তিনি বিশেষ আদর ও উৎসাহের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য দেশীয় ইয়ুরোপীয় সাত আট শত লোক উপস্থিত হইত।

বিগত ৩০শে শ্রাবণ আর্য্যনারী সমাজে যোগ সাধন বিষয়ে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় গভীর উপদেশ দান করিয়াছেন। সভায় অনেক সভ্য যোগ শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

ঢাকাস্থ উপাসকমণ্ডলীসভার সভ্যগণ আচার্য্য মহাশয়কে সদলে তথায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

শিমলা পর্ব্বত হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ভাই অমৃতলাল বসুকে তথায় যাইবার জন্য তারযোগে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা ২২শে ভাদ্র মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ১৬ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রাণারাম পরমেশ্বর! আমি তোমাতে নিমগ্ন হইতে গিয়া কি দেখিলাম তুমি অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশ করিলে। শুনিয়াছিলাম তুমি একাকী অসঙ্গ উদাসীন হইয়া আপনাতে আপনি অবস্থিতি কর, কৈ সে মূর্ত্তি তুমি কোথায় লুকাইলে? তোমার চিন্ময় ক্রোড়ে চিন্ময় সন্ততিশ্রেণী শোভা পাইতেছে। বল এ যুগে তোমার এরূপ কেন? অরূপ তোমার অবতারী ব্রহ্মরূপের মধ্যে এ আবার কি দেখিতেছি? তোমার পিতৃমূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি অনন্ত কোটি মূর্ত্তির মধ্যে দেখিতে পাই। এ বুঝি তাহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তির বিলাস। বল তোমার এ মূর্ত্তি পূজা করিতে কি প্রকার উপচারের প্রয়োজন? পূজাতো আর কাহাকেও করিতে পারি না, কেন না তোমার অদ্বিতীয় মূর্ত্তি সমুদায় পূজা অর্চ্চনা স্বয়ং অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এই যে সকল তোমার সন্তান নিমীলিত নয়নে তোমার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্য পান করিতেছেন, ইহাঁদিগের সম্বন্ধে আমার কি কর্ত্তব্য বলিয়া দাও। ইহাঁরা আমার জ্যেষ্ঠ আমি জানি। কি প্রকারে তোমার আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়, কি প্রকারে তোমাকে ভাল বাসিতে হয়, কি প্রকার তোমার জন্য প্রাণ দিতে হয়, এ সকল ইহাঁরা আমাকে শিক্ষা দেন, আমি স্বীকার করি। ইহাঁরা তোমার এক এক স্বরূপে নিবিষ্ট হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, ইহাঁদের আপনার কিছু নাই একান্ত অকিঞ্চন, এ কথাও বিস্মৃত হইতে পারি না। ইহাঁদিগের নিকট মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি দাস্য ও আনুগত্য বিষয়ে শিখিবার অনেক আছে, ইহা আমি কি প্রকারে অস্বীকার করিব? কিন্তু মাতঃ! বলিয়া দাও, কি উপায়ে আমি আমার অবিভক্ত হৃদয় তোমাকে অর্পণ করিয়াও তোমার সন্তানদিগের সম্মাননে তোমাকে সন্তুষ্ট করিব? এ দেশের ভক্ত সম্প্রদায় তোমার অনন্ত গুণের মধ্যে "কৃতজ্ঞতা" একটি গুণ স্বীকার করেন, আপাততঃ শুনিতে এ গুণটি তোমাতে আরোপ করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু মা তুমি যেমন কৃত বিষয় স্বীকার কর এমন তো আর আমি কাহাকেও দেখিলাম না। সুতরাং তুমি কৃতজ্ঞ নও একথা কি প্রকারে বলি? যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমার এই সন্তানগণ তোমার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, এ কথা প্রাণ যাইতেও আমি বলিতে পারি না। বুঝিয়াছি বক্ষে সন্তানগণকে লইয়া মাতৃরূপে প্রকাশ

তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। হে গৌরবান্বিতা মাতঃ! বল আমি কিরূপে তোমার সন্তানগণকে গৌরব দিব? মুখে তাঁহাদিগের নাম লইয়া? ইহাতেই কি তুমি সন্তুষ্ট? কখনই নও। তোমার সঙ্গে কোন সন্তান একত্ব লাভ না করিলে যখন তুমি সন্তুষ্ট নও, তখন তোমার সন্তানগণের সঙ্গে একত্ব লাভ না করিয়া মুখে তাঁহাদিগের নাম করিলে কেনই বা তুমি সন্তুষ্ট হইবে? বল কি উপায়ে তাঁহাদিগের সঙ্গে এক হইয়া তোমার পূজা করিব? আমি যে তাঁহাদিগের পদরেণু স্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নই। তবে আশা আছে, যদি আত্মানুরূপ তোমার সঙ্গে এক হইতে পারি, তবে ভাবানুরূপ তাঁহাদিগের সঙ্গেও এক হইতে পারিব। দাস্য ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া তোমার সঙ্গে যখন একত্ব হয়, তখন আমাকে দাসানুদাস করিয়া দাও যে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে এক হইতে পারি। মাতঃ! আমার আর কিছু চাহিবার নাই এই চাই যে আমাতে তাঁহাদিগেতে এক হইয়া আমরা সকলে তোমাতে এক হইয়া যাই।

অবতারী ব্রহ্ম।

মহান্ অনন্ত ঈশ্বর সমুদায়কে আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়, সে তৎকর্ত্তৃক সম্যক্ অধিকৃত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়। ভূমা অনন্ত ঈশ্বর এই জন্য কোন দিন কাহার কর্ত্তৃক অধিকৃত হন নাই। সেখানে সকলেই আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ব্রহ্ম অনন্ত হইয়া এইরূপে দুর্জ্ঞেয় হইলেন, তিনি ক্ষুদ্র জীবের নিকটে স্বীয় বিচিত্র স্বরূপনিচয় প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যের দিকে চক্ষু কেহ স্থির রাখিতে পারে না, এজন্য জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে গ্রহণাদির সময়ে লোকে অবলোকন করে। যখন অনন্ত ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি উত্থিত হইয়া মনুষ্যের চক্ষু স্থির থাকিতে পারিল না, তখন ব্রহ্ম হইতে তাঁহার সৃষ্টিতে চক্ষু অবতরণ করিল। অবিষহ সূর্য্য কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইলে তাহা যেমন আর নেত্রের ক্লেশ উৎপাদন করে না, তেমনি অনন্ত ঈশ্বরকে যখন মনুষ্য পরিমিত জগতের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিল, তখন তাহাদিগের অসীম অপরিমেয় ধারণের ক্লেশ নিবৃত্ত হইল। মহান্ ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ নয়ন একেবারে ক্ষুদ্র বস্তুতে অবতরণ করিতে পারিল না, তাই জগতের বৃহত্তম মহান্ পদার্থে অবতরণ করিয়া সেই অনবতীর্ণ ব্রহ্মকে তত্তদ্ভাবে অবতীর্ণ অবলোকন করিল।

মনুষ্যের মনের ক্ষুদ্রতা হইতে অবতারবাদ উপস্থিত হইয়া জড় হইতে চেতনে উহা পুনরুত্থিত হইল। মহৎ অনন্ত ব্রহ্মকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীপূর্ণ অসীম আকাশে দর্শন করিয়া "আকাশোহ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম হইতে মন আকাশে অবতরণ করিল, কিন্তু আকাশের অসীমত্বনিবন্ধন সেখানে স্থিরতর থাকিতে না পারিয়া দিবা রাত্রি সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতিতে অল্পে অল্পে নামিয়া আসিল। সর্ব্বত্র ঈশ্বরের মহত্ত্ব এখনও মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনন্ত শক্তির বিন্দুমাত্র এই সকলেতে প্রতিফলিত, এজন্য কেবল শক্তিজ্ঞানে যে সকল অনুষ্ঠান হইতে পারে মনুষ্যগণ মধ্যে এ সময়ে সেই সকল অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। বলি হোম ক্রিয়াকাণ্ড যুদ্ধবিগ্রহ এ সময়ে প্রধান। এরূপ হয় কেন? কেন না প্রকৃতির মধ্যে ঝটিকা বাত্যা মৃত্যু প্রভৃতি শক্তির বিকাশ নিয়ত মনুষ্যের চক্ষু আকর্ষণ করে। ক্রমে অসাধারণ মনুষ্যসকল মনুষ্যসমাজে উদিত হইতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা সমরনিপুণতা প্রভৃতিতে অসাধারণ তাঁহারা প্রকৃতিশক্তির অন্তর্ভূত হইয়া গেলেন, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারিলেন না, কিন্তু যাঁহাদিগের মধ্যে দয়া প্রেম পুণ্য জ্ঞান প্রভৃতি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া লোকের চক্ষুর্গোচর হইল, তাঁহারা ঈশ্বরের তত্তদ্রূপে অব-

তরণের মূল হইলেন। ব্রহ্ম এত দিন দুর্জ্ঞেয় ছিলেন, তিনি শক্তিরূপে প্রকৃতিতে, প্রেম পুণ্য জ্ঞানরূপে অসাধারণ লোকেতে লোকের নিকটে বিদিত হইলেন। অনবতীর্ণ ব্রহ্ম এইরূপে অবতারের বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যের জ্ঞানের বিষয় হইলেন।

মনুষ্যের মন ক্ষুদ্রতানিবন্ধন যেমন স্বয়ং ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া অবতারে অবস্থরণ করিল, তেমনি আবার ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া তত্তদবতারের বিষয়কে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। এখানে অবতারবাদের বিকার উপস্থিত। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মগুণ কথঞ্চিৎ তাঁহার সৃষ্টিতে প্রকাশিত, এবং উহা ব্রহ্মকে জানিবার পক্ষে বাস্তবিকই সহায়। মন ক্রমে স্বয়ং ব্রহ্মে উত্থান করিবে ইহা স্বাভাবিক। কেন না পরোক্ষ অপরোক্ষ জ্ঞানভেদে আমরা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের মধ্যেও কথঞ্চিৎ এ ক্রম দেখিতে পাই। সে যাহা হউক, ব্রহ্ম এবং তাঁহার বিকাশ এ দুয়ের বিচার করিলে আমরা প্রাচীন মতে ব্রহ্মকে অবতারী এবং জগতে প্রতিফলিত তাঁহার বিকাশকে অবতার বলিতে পারি।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সংভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ॥"

লোক সৃজন করিবার অভিলাষে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এই সকল লইয়া ভগবান্ পৌরুষরূপ গ্রহণ করিলেন। এই পৌরুষরূপ নানা অবতারের বিকাশ ও গূঢ়ভাবে অবস্থিতির স্থান। দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি ইহারই অংশাংশে সৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই প্রাচীন মতে ভগবান্ অবতারী। তাঁহা হইতে যখন সৃষ্টি বিকাশ লাভ করিল, তখন তিনি সেই সমুদায় সহকারে বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই বিরাট্ মূর্ত্তি হইতে ভিন্ন ভিন্ন অবতার প্রকট হইয়া সময়ে তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হয়। আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দেখিতে পাই, অনন্ত মহান্ ভূমা পরমেশ্বর মনুষ্যবুদ্ধিকে চির দিন আকুলিত করিয়াছেন, মনুষ্যচিত্ত তাঁহাকে ধারণ করিতে না পারিয়া সৃষ্টিতে যত টুকু তাঁহার শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। যে সকল মহত্তম বৃহত্তম বস্তু ঈশ্বরের শক্তিকে মনুষ্যের ক্ষীণ বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত করিল, বলিতে পারা যায় তাহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া মনুষ্যসন্তানের নিকটে যথা কথঞ্চিৎ তাঁহাকে দেখাইল। এইরূপে এক এক ধর্ম্মবিধির সঙ্গে সংযুক্ত এক এক মহাপুরুষ জ্ঞান বা প্রেম প্রেম বা পুণ্যের প্রতিনিধি হইয়া ঈশ্বরের ঐ সকল স্বরূপ তাঁহারই নিয়োগে মানববুদ্ধিগোচর করিলেন। লোকে তাঁহাদিগকে অবতার বলিল। কেন না অবতারী ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের নিকট উহা প্রকাশ করিলেন। যিনি অবতারী তিনি অবতরণ করিলেন না, কিন্তু স্বীয় অপ্রকাশিত স্বরূপরাজি তত্তৎ স্বরূপের উপাসক সৃষ্ট মহাত্মাদিগের মধ্য দিয়া লোকের বুদ্ধিগম্য করিলেন। এ সকল স্বরূপ তৎপূর্ব্বে স্বাভাবিক বুদ্ধির নিকটে একেবারে প্রকাশ পায় নাই বলা যায় না, কিন্তু এই বলা যায় যে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান অতি ক্ষীণ ছিল। মহাত্মাদিগেতে তাহা অতি ঘনীভূত অবস্থা ধারণ করিয়া জগতের নিকটে বিদিত হইয়াছে। শুদ্ধ বিদিত হইয়াছে তাহা নহে মনুষ্যবুদ্ধির ক্ষীণতানিবন্ধন তাঁহারা ঈশ্বররূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বয়ং অবতারী ব্রহ্ম লইয়া প্রতিষ্ঠিত। উহা আপনাকে অবতারে বদ্ধ না করিয়া যেখান হইতে অবতারের উৎপত্তি সেইখানে আপনাকে উপস্থিত করিয়াছে। ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত মহৎ ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানাতীত, সৃষ্টি আবার তাঁহাকে শত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা সৃষ্টির মধ্য দিয়া ব্রহ্মের নিকট গমন করেন তাঁহারা আবৃত ব্রহ্মকে অনুভব করেন, স্বয়ং ব্রহ্ম তাঁহাদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন। এত কাল মনুষ্যসমাজের অবস্থা

আবৃত ব্রহ্ম অনুভব করিবার উপযুক্ত ছিল, যথাসময় উহা সে অবস্থাকে অতিক্রম করিবার পদবীতে আরোহণ করিতেছে। এ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে নববিধানের পতাকা উত্থিত হইয়াছে। কি জন্য? সৃষ্টির শত আবরণ ভেদ করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মের নিকটে লোকদিগকে উপস্থিত কবিবার জন্য। যিনি অজ্ঞেয় ছিলেন, যাঁহাতে কেহ কোন দিন সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয়ের অনুরাগ সংস্থাপন করিতে পারে নাই, নববিধান তাঁহাকে হাটে ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে লোকমণ্ডলীতে আনয়ন করিল, জগতে শুভ সংবাদ প্রচার করিল যে তৃষ্ণানিবারণ জন্য আর প্রবাহের নিকটে কাহাকেও গমন করিতে হইবে না, একেবারে উৎস সকলের নিকটে আবিষ্কৃত, সকলে সেই নির্ম্মল উৎস হইতে নব জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হউন। এখন আর স্বরূপে স্বরূপে বিবাদ উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর আপনার বিরোধী আপনি রহিলেন না, কিন্তু এক সময়ে উদাসীন ও সংসারী শাস্তা ও মাতা হইয়া লোকমণ্ডলীতে আপনাকে প্রকাশিত করিলেন। তিনিই যোগেশ্বরী হইয়া যোগরাজ্যে উদাসীন নিষ্ক্রিয়প্রায় আপনাতে আপনি নিমগ্ন রহিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্মীরূপে সংসারের সমুদায় অভাব প্রয়োজন স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেছেন। যোগনয়নে যোগেশ্বরীকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন করিয়া তাঁহাকেই যোগী সংসারে সর্ব্বত্র মাতারূপে অবলোকন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য সমুদায় এক স্থানে আনয়ন করিয়া ঈশ্বরে সেই সকলের অনুরূপ স্বরূপরাজির সামঞ্জস্য দর্শন করিল, সুতরাং আর তাহাকে অবতারনিচয়ের নিকট গমন করিতে হইল না, অবতারীতেই তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইল। যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহারা এই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। আমরা নিয়ত যেন এই লক্ষণানুরূপ জীবন প্রকাশ করিতে পারি।

সাম্যে বৈষম্য।

আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে বৈষম্যে সাম্য প্রদর্শন করিয়াছি, অদ্য সাম্যে বৈষম্য প্রদর্শন করিব। বৈষম্যে সাম্য মানবসমাজসম্ভূত, সাম্যে বৈষম্য অধ্যাত্মবিষয়গত। শুনিতে পরস্পর বিপরীত, কিন্তু মনুষ্যসম্বন্ধে এ দুয়েরই উপযোগিতা আছে। বৃথা অভিমান বা মূঢ়তা দ্বারা হৃদয় আচ্ছন্ন না হয়, এ জন্য বৈষম্যে সাম্য সাম্যে বৈষম্য অবলোকন করা সমুচিত। উচ্চ ভাব কার্য্য বা পদবী দ্বারা যখন আমরা বৃথাভিমানে স্ফীত হই, এবং অপর লোককে তুচ্ছ মনে করি, তখন বৈষম্যে সাম্যের আলোক হস্তে ধারণ করিয়া অভিমানজনিত অন্ধকার বিদূরিত করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার যখন সাম্য অবলোকন করিয়া সমতা জ্ঞানে পূজ্যপূজকত্ব মান্যমানকত্ব ভাব মন হইতে তিরোহিত হয়, তখন সাম্যে বৈষম্য দেখিয়া মোহজনিত নিবিড়ান্ধকার নিরসন করা কর্ত্তব্য।

সাম্যে বৈষম্য কোথায়? আত্মাতে ঈশ্বরে, আত্মাতে মহাত্মাতে। উপাস্য এবং উপাসক এ দুয়ের মধ্যে সাধারণ সম্মিলনের ভূমি না থাকিলে এক অপরের উপরে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। সদৃশ বস্তু সদৃশ বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ। এমন কি দেহ এবং আহার এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃতিসাম্য আছে বলিয়া ক্ষুদ্র কীটও আহার্য্য বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তদ্‌গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একতা এবং অদ্বৈতত্ব। এই অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করিয়া উপাস্য উপাসকের পূজ্যপূজকত্ব ভাব ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ঈশ্বর এবং জীব এ দুয়ের একমাত্র সাম্যের ভূমি সমুদায় দৃষ্টিকে অধিকার করাতে এখানে মোহ উপস্থিত হইয়াছে। সাম্যের মধ্যে এখানে ঘোর বৈষম্য অবস্থিত। যদি তাহা দৃষ্টির নিকটে বিদ্যমান থাকিত পূজ্যপূজকত্ব

ভাব কখন তিরোহিত হইত না। জীবে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রবিষ্ট হইয়া একভাব ধারণ করিল এবং অদ্বৈতত্ব উপস্থিত হইল, কিন্তু কে বলিবে অনন্ত ঈশ্বরের সমগ্রস্বরূপ জীব তৎকালে আয়ত্ত করিয়া একত্ব লাভ করিয়াছে? ক্ষুদ্র কাটের মুখে অণুমাত্র পার্থিবাংশ নিপতিত হইল বলিয়া সমুদায় পৃথিবী কিছু তাহার অন্তরস্থ হইল না। একত্বের বাহিরে যে অসীম অনন্ত রহিয়া যায় তাহা স্মরণে না থাকিলে অদ্বৈতবাদের মহা মোহ আসিয়া জীব বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করত "অহং ব্রহ্ম" মত উৎপাদন করে। যেখানে ক্ষুদ্র ও মহতের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় সেখানে পূজ্যপূজকত্ব থাকিবে কি প্রকারে? যোগে নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গেলাম, তখন যদি নিজ ক্ষুদ্রতা এবং ঈশ্বরের অনন্তত্ব স্মৃতিপথে বিদ্যমান না থাকে ভক্তি যোগের সঙ্গে কখন সম্মিলিত হইতে পারে না। জীবস্বভাব মলিন, ব্রহ্মস্বভাব নির্ম্মল। ব্রহ্মের নৈর্ম্মল্য জীবে প্রতিফলিত হইয়া উহা বিমল হইয়াছে, ইহা যদি উহার মনে না থাকে তবে এ অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদ মনকে মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ভক্তি ও নীতিকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। সাম্যে বৈষম্যের আলোক যদি হস্তে থাকে, ঈদৃশ দুরবস্থা আমাদিগের উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বরে সাম্যে বৈষম্য অবলোকন সহজ অথচ ইহাতে যখন ঘোরতর ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে, তখন একপ্রকৃতি মহাত্মাদিগের সঙ্গে একত্বে যে মান্য ও মানকত্বের ভাব তিরোহিত হইবে ইহা আর অসম্ভব কি? মহাত্মাদিগের সঙ্গে মানবীয় ভাবে আমাদিগের একত্ব এবং অদ্বৈতত্ব। তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের একত্ব এবং অভিন্নত্ব না থাকিলে আমরা তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারি না। ঈশা, মুষা, চৈতন্য, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আমাদিগের আত্মার সহিত এক না হইলে তাঁহাদিগের ঈশ্বরানুরাগ যোগ নিবৃত্তি দাস্য প্রভৃতি আমাদিগের হইতে পারে না। তাঁহারা নিজ নিজ ভাবের কোরকাবস্থায় আজও অবস্থিতি করিতেছেন কে বলিবে? অনন্তের দিকে ধাবিত ভাবরাজি অনন্ত বিকাশের বিষয়। আমাতে অঙ্কুরিত ভাব একেবারে তাঁহাদিগের ক্রমোন্নত সমগ্র বিকাশ লাভ করিয়াছে এরূপ মোহ আমি কি প্রকারে পোষণ করিব? সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, একই সময়ে আমার সঙ্গে তাঁহাদের একত্ব এবং ভিন্নত্ব অবস্থিতি করিতেছে। একত্ব সাক্ষাৎ জ্ঞানের ভিন্নত্ব পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু তাহা বলিয়া আমি দ্বিতীয়টিকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কেন না তদুপরি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মান্য মানকত্ব সম্বন্ধ নির্ভর করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারি না।

উন্নত যোগের অবস্থায় সাধকে অদ্বৈতভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে না আসিলে উন্নতির দ্বার খুলিয়া যায় না। যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদিগের ইচ্ছার বিবাদ চলিতেছে, সেখানে উন্নতিলাভ সুদূরপরাহত। পুষ্পসকল কালে প্রস্ফুটিত হয়, সৌগন্ধ্য বিস্তার করে, কেন না তাহারা প্রকৃতিস্থ। আমাদিগের জীবনকুসুম কি প্রকারে বিকশিত হইবে, যদি যাঁহার ক্রিয়াতে উহার বিকাশ তাঁহারই সঙ্গে আমাদিগের বিচ্ছেদ থাকিল। আত্মা যখন পরমাত্মার বক্ষে প্রবিষ্ট হইল, তাঁহার স্বভাবে সমগ্ররূপে আচ্ছাদিত হইল, আপনার বলিবার কিছু না রাখিয়া সমুদায় তাঁহাতে বিলীন করিল, ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহার ইচ্ছা, ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাহার অভিপ্রায় হইল, তখন তাহার জীবন পুষ্পের বিকাশ কি আর অবরুদ্ধ থাকিতে পারে? ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি পুণ্য প্রেম তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সে দেবত্ব লাভ করিল কিন্তু এখানে তাহার উন্নতির

শেষ হইল না, অনন্ত ঈশ্বরের আশ্রয়ে অনন্ত উন্নতির দিকে সে ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিল।

অদ্বৈতভাব যদি এত উচ্চ, তবে পৃথিবীতে এতদ্দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপুণ্য প্রেম ভক্তি উন্নতি কেন তিরোহিত হইয়াছে? ইহার উত্তর, সাম্যে বৈষম্য অদর্শনে। সাম্য সত্ত্বেও বৈষম্য আছে, ইহা যদি সকলের মনে থাকিত, ধর্ম্ম অধর্ম্ম পুণ্য অপুণ্যের প্রভেদ বিলুপ্ত হইত না, প্রেম ভক্তি উন্নতি অনন্তকালের আশ্রয় স্থান লাভ করিত। অভিন্নভাবে স্থিতি আত্মার উচ্ছ্বাস, উহা প্রাপ্ত না হইলে তাহার শান্তি নাই সুখ নাই। এই ব্যগ্রতা চরিতার্থ করিবার জন্য ভেদ সত্ত্বেও মত ও চিন্তা দ্বারা অভেদ আনয়ন করিতে যত্ন হইয়াছে। মনুষ্য বহু যত্নে পাপ ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারিল না; করে কি, পরিশেষে যুক্তিতর্ক যোগে উহারা কিছুই নয় স্থির করিয়া উহাদিগের ভেদকত্ব গুণ বিলোপ করিতে প্রয়াস করিল। যত ক্ষণ বাস্তবিক ভেদ আছে, কুযুক্তিযোগে তাহা অস্বীকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। কেন না ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উভয়ের প্রতি অনাস্থা ইহার মূলে নিহিত রহিয়াছে। যদিও বা কোথাও বিশুদ্ধ চরিত্রের সঙ্গে অদ্বৈত-বাদের মিলন হয়, সেখানে সাম্যে বৈষম্য দৃষ্টির অভাবে পূজ্যপূজকত্ব ভাব বিলুপ্ত হয় এবং প্রেম পুণ্য অনুরাগের ক্রমিকোন্নতি অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

মহাত্মাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যে সাম্য অবস্থিতি করিতেছে, কেবল যদি তাহারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মান্যমানকত্বের ভাব তিরো-হিত হইয়া সেখানেই যে আমরা স্থিতি করিব তাহা নহে, পরিশেষে মিথ্যাজ্ঞানজনিত এমনি বৃথাভিমান আমাদিগের মধ্যে অঙ্কুরিত হইবে যে দোষদৃষ্টি সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া বসিবে। এ সকল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি, সুতরাং সকলে সাম্যে বৈষ-ম্যের মত ভাল করিয়া বিচারের বিষয় করুন।

ঈশার শৈশব।

য়ুডিয়া দেশের অন্তর্গত গ্যালিলি বিভাগে ন্যাজেরথ গ্রামে মহাপুরুষ ঈশা জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে কোন প্রকাশ্য কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার মাতা পিতা বিথ্‌লেহেম্ নামক নগরে গমন করেন, তথায় একটি ক্ষুদ্র অশ্বালয়ে ঈশার জন্ম হয়। এই প্রবাদের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু দৈব ঘটনাবশতঃ যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হউন ন্যাজেরথ গ্রাম ঈশার জন্ম স্থান বলিয়া চিরকাল উক্ত হইবে। ঈশার একটি বিশেষ নাম ন্যাজারীন, অর্থাৎ ন্যাজেরথবাসী। য়িহুদি এবং মুসলমানদিগের মধ্যে তিনি এই নামেই পরিচিত। তিনি ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া মধ্যে মধ্যে ন্যাজেরথ গ্রামেই ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার জাতি কুটুম্ব আত্মীয় সকলে সেখানেই বাস করিত। ঈশার পিতার নাম জোসেফ্, তাঁহার মাতার নাম মেরী। ইহাঁদিগের অবস্থা ভাল ছিল না। জোসেফ্ ব্যবসায়ে সূত্রধর ছিলেন, সুতরাং অল্প বয়সে ঈশাকে অনেক প্রকার সাংসারিক কষ্টের পরীক্ষা বহন করিতে হইয়াছিল। এই কারণবশতই বোধ হয় চিরজীবন দরিদ্রদিগের সঙ্গে তাঁহার গভীর সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশার চারিটি ভ্রাতা এবং কতক গুলি ভগ্নীর বিষয়েও কিছু কিছু শ্রুত হওয়া যায়। রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ কেশর অগষ্টসের রাজত্বকালে ঈশার জন্ম হয়। তৎকালে য়ুডিয়া দেশ তিন চারি অংশে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক বিভা-গের রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য ভার এক এক জন প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদত্ত হইত। ধরিতে গেলে কার্য্যতঃ তিনিই সেই বিভাগের রাজা বলিলে অন্যায় হয় না। ঈশার জন্মকালে রাজা হেরড গ্যালিলি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। কথিত আছে এই ব্যক্তি কোন ঘটনাক্রমে রোমীয় রাজ্যের স্থায়িত্ববিষয়ে ভীত হইয়া তৎকালীন বেথ্লেহেম ও তন্নিকটবর্ত্তী সমুদায় স্থানের সদ্যপ্রসূত শিশু হত্যার আদেশ প্রচার করেন, এবং তদনুসারে অনেক য়িহুদি মাতার ক্রোড় শূন্য হয়। কিন্তু ঈশার পিতা দৈবাৎ এই রাজাজ্ঞার সমাচার কিয়ৎপূর্ব্বে অবগত হইয়া সসন্তান মিসর দেশে পলায়ন করেন। যত দিন দুরন্ত হেরড জীবিত ছিল, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর জোসেফ সপরিবারে ন্যাজেরথ গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। এই জনশ্রুতি কি পরিমাণে সত্য মিথ্যা বলা যায় না, তবে দেখিতে পাওয়া যায় অনেক মহাপুরুষ সম্বন্ধেই এরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। মুসার জন্মকালে মিসরাধিপতি ফেরো এই প্রকার শিশু হত্যার আদেশ প্রচার করেন; শ্রীকৃষ্ণ

যখন ভূমিষ্ঠ হয়েন মথুরাধিপতি কংস এই প্রকার রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। সে যাহা হউক ঈশার শৈশব কালীন ইতিবৃত্ত প্রায় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। তিনি কাহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা পাইলেন, অতাল্প বয়সে তাঁহার স্বভাব রীতি কিরূপ ছিল, তাঁহার বাল্যবন্ধু কে কে ছিল; তিনি কি প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদি লাভ করিয়াছিলেন, কোন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কি না, এই সমস্ত বিষয় জানিতে পাঠক মাত্রেরই হৃদয়ে গভীর অভিলাষ জন্মে। কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় কৌশলে তাহা পৃথিবীর নিকট চিরপ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। হঠাৎ গভীর রজনীর গর্ভ হইতে দ্বিপ্রহর দিবার প্রচণ্ড সূর্য্য উদয় হইয়া পৃথিবীকে আলোকিত ও বিস্ময়াপন্ন করিলে যাহা হয়, অজ্ঞাত কুলশীল এই মহাপুরুষ তদ্রূপ পৃথিবীর রঙ্গভূমিতে হঠাৎ অবতীর্ণ হইয়া আপনার চরিত্রের মহাজ্যোতিতে সকল দিক আলোকিত করিলেন, এবং হঠাৎ অন্ধকার ও মৃত্যুর ঘন মেঘ মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া গেলেন। কেবল এই মাত্র শ্রবণ করা যায় শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; তাহার আত্মা বৃদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করিল, এবং গভীর তত্ত্বে পূর্ণ হইতে লাগিল; ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাহার মস্তকোপরি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর তখনকার একটী মাত্র ঘটনা বিবৃত দেখা যায়। কোন একটি প্রকাশ্য উৎসব উপলক্ষে ঈশার মাতা পিতা তাঁহাকে সমভিব্যবহারে লইয়া ন্যাজেরেথ হইতে যেরুশেলম গমন করেন। যেরুশেলম য়িহুদিদিগের রাজধানী এবং প্রধান তীর্থক্ষেত্র। উৎসব উপলক্ষে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইত এবং নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। আমাদের দেশে পুরুষোত্তম ও বারাণসী যে প্রকার য়িহুদি জাতি মধ্যে যেরুশেলম তাহাই ছিল। যোসেফ এবং মেরী সেই জনকোলাহল পূর্ণ নগরে আপনাদিগের তাবৎ অনুষ্ঠেয় কার্য্য শেষ করিয়া অন্যান্য ন্যাজেরানদিগের সঙ্গে ভয়ানক ভিড়ের মধ্য দিয়া নগর বাহিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের সংস্কার ছিল বালক ঈশা তাঁহাদের দলের মধ্যেই আছে, কিন্তু এক দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলে পর সন্ধান করিয়া দেখেন বালক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে নাই। উভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নিকটস্থ সকল স্থলে, ও সকল দলের মধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত হইলেন, ও ভাবিলেন ঈশা একাকী যেরুশলেমে পড়িয়া আছেন। নগরে প্রত্যাগমন করিয়া তিন দিন সন্ধান করিতে করিতে দেখেন এক প্রকাশ্য ধর্ম্মমন্দির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞ ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে দ্বাদশবর্ষীয় শিশু একাকী উপবেশন করত নিবিষ্ট মনে সেই বর্ষীয়ানদিগের মুখে শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতেছে, ও নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। বৃদ্ধ আচার্য্যগণ বালকের অসাধারণ ধর্ম্মস্পৃহা ও জ্ঞান প্রাখর্য্য দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। মেরী ঈদৃশ অবস্থায় সন্তানকে দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বৎস, একি! আমাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে কেন? তিন দিন তোমাকে হারাইয়া আমি এবং তোমার পিতা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, ও শোকসাগর মধ্যে মগ্ন আছি।" ঈশা উত্তর করিলেন "আমাকে অকারণ খুজিয়া বেড়াইলে কেন, তোমরা কি জানিতে না আমি আমার পিতার কার্য্যে নিযুক্ত আছি?" মেরী তখন সন্তানের বাক্য তত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু এই কথা তাঁহার মনে মনে বিদ্ধ হইয়া রহিল। ঈশা মাতা পিতার সঙ্গে আবার যেরুশেলমে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তাঁহার বাল্যজীবনের গভীর পরিচয় লাভ করা যাইতেছে। প্রকৃত পিতৃকার্য্য কি শিশু তখন হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল, সংসারিক মাতা পিতা ও স্বর্গীয় মাতা পিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে অশ্রেষ্ঠ কে সে বিষয়েও মনে সন্দেহ ছিল না। যোসেফ ও মেরী মাতার চিত্তে তাঁহার অদর্শনে গভীর উদ্বেগ হইয়াছিল হইতেই পারে, কিন্তু জনাকীর্ণ নগরে পিতা মাতার অদর্শনে শিশুর মনে নিজের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কোন চিন্তা কোন ভয়ই জন্মে নাই, তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে পুনর্ম্মিলনেও কোন বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই। ঈশা এত অল্প বয়সে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী থাকিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর সম্পূর্ণরূপে স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। য়িহুদিদিগের মধ্যে সকল বালকই দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিত, কিয়ৎ পরিমাণে চিকিৎসাও অভ্যাস করিত। গেলেলী প্রদেশ বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় দ্বারা সেই সময় পূর্ণ ছিল। আন্দোলন, ধর্ম্মচর্চ্চা, কঠোর ব্রত, ব্রহ্মচর্য্যাদিও তৎকালে বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। গ্রীক, রোমীয়, ও য়িহুদী এই জাতিত্রয়ের সংযোগে নানাবিধ নূতন ভাব তখন স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। সেই সমস্ত অবস্থার মধ্যে ঈশার বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত হয়। ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মভাবের সংগঠন বিষয়ে যে ঈদৃশ অবস্থা তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি কোন সম্প্রদায়েতেই যোগ দেন নাই, নিজের চিত্তের পবিত্র স্ফূর্ত্তিতেই নিরাকার চিন্ময় আত্মার পরিচয় ও অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। গেলিলী প্রদেশ উচ্চ পর্ব্বতময়, সেই পর্ব্বতের উপরে শোভাময় নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল নভোমণ্ডল, গেলিলী দেশের গিরি উপত্যকায় নানাজাতীয় ঘননিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ফল পুষ্প, গেলিলী ক্ষেত্রে গভীর নীল বর্ণ সাগরতুল্য হ্রদ, যাহার কূলে জলপক্ষিকুল কেলি করিত, ধীবরগণ নৌকা বদ্ধ করিত

গিরিশৃঙ্গে শীতল বায়ুহিল্লোল প্রাতঃসন্ধ্যা প্রবাহিত হইত, এবং সেখান হইতে দূরস্থিত উচ্চতর গিরিশৃঙ্গ নগর ও প্রান্তর নয়নগোচর হইত। এই স্বর্গতুল্য স্বাভাবিক শোভা মধ্যে সেই বিচিত্র বালক পিতৃব্য পুত্রদিগের সঙ্গে বাল্য সহচরদিগের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন; বন, নদী, আকাশ, গিরিশৃঙ্গ, পদ্মপুষ্প, ও পক্ষিদল আচার্য্য হইয়া ঈশ্বরচরিত্র তাঁহাকে শিক্ষা দিত; তিনি আবার সেই চরিত্র পৃথিবীতে শিক্ষা দিয়া গেলেন। এখনও সেই গেলিলীর পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেরূপ বিচিত্র শৈশব ও বাল্যজীবন পৃথিবী হইতে বহু দিন হইল অস্তমিত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আজ কাল "মূর্ত্তি" "রূপ" এই সকল শব্দের অতিমাত্র ব্যবহার হইতেছে। অরূপ রূপ নিরাকার মূর্ত্তি এ সকল কথা সকলের কাণে ভাল লাগে না। অনেকে মনে করেন, যদিও বর্ত্তমানে এতদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, ভবিষ্যতে এই সকল শব্দের জালে নিপতিত হইয়া লোকের ঘোর অনিষ্ট উপস্থিত হইবে। আমরা ভবিষ্যতের বিষয় ভাবি না, কেন না ভাষা মনুষ্যসমাজের উন্নতির অধীন। পূর্ব্বার্থ পরিত্যাগ নূতনার্থ গ্রহণ ভাষার স্বভাব। সে যাহা হউক, ঈশ্বরের গুণ রূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ আকার, ঘনীভূতরূপে অনুভূত ঈশ্বরের স্বরূপ মূর্ত্তি, ঈদৃশ অর্থে এই সকল শব্দ ব্যবহারে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাকারবাদিগণ এই সকল শব্দ কিরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা এ সকল শব্দ প্রধানতঃ বর্ত্তমান অর্থের অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

"মূর্ত্তত্বং প্রতিপত্তব্যং চিৎসুখস্যৈব রাগবৎ।
বিজ্ঞানঘনশব্দাদিকীর্ত্তনাচ্চাপি তস্য তৎ॥
দেহদেহিভিদা নাস্ত্যেতেনৈবোপদর্শিতম্॥"

"ভৈরবাদি রাগকে মূর্ত্তিমান্ বলিয়া যেরূপ স্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে সেমনি চিৎস্বরূপ সুখস্বরূপের মূর্ত্তত্ব বুঝিতে হইবে। এজন্যই শাস্ত্রে বিজ্ঞানঘন শব্দাদি উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারাই (চিৎস্বরূপ সুখস্বরূপের ঘনত্ব দ্বারাই) ঈশ্বরের দেহদেহিভেদ নাই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।" তাঁহাদিগের মতে রূপশব্দের যে প্রধানতঃ স্বরূপার্থ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

"বৈলক্ষণ্যং চোচ্যতে রূপস্য বিজ্ঞানানন্দমাত্রত্ব 'মেকাত্মপ্রত্যয় সার'মিতি।"

'এক আত্মপ্রত্যয়সার' বলিয়া রূপের বিজ্ঞান আনন্দ মাত্রত্ব (ভৌতিক রূপ হইতে) বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে।" গুণ যে স্বরূপ তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

"বয়ঃসৌন্দর্য্যরূপাণি কারিকা মৃদুতাদয়ঃ।
গুণাঃ স্বরূপমেবাস্য কার্য্যকামাং যদাপামী॥"

আকারও যে স্বরূপ ভিন্ন কিছু নহে আমরা ইহাও দেখিতে পাই।

"আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা॥"

তবে সাকারবাদিগণ কি বস্তুতঃ নিরাকারবাদী? দর্শনে তদ্রূপই বটে কিন্তু কার্য্যকালে তাহা নহে। এই যে এক "আনন্দঘন" "বিজ্ঞানঘন" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। "আনন্দঘন" "বিজ্ঞানঘনকে" "সৈন্ধবঘনের" ন্যায় করিয়া একেবারে মনুষ্যাকারে পরিণত করা হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে দর্শন ও বিশ্বাসে বিরোধ নাই, সুতরাং সাকারবাদিগণের দর্শন ও বিশ্বাসের ভিন্নতা আমাদিগের মধ্যে লক্ষিত হইবে কি প্রকারে?

গত বারে ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য "নৃত্য" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। নৃত্য কি? আনন্দের উচ্ছ্বাস। বালকগণ যখন কোন অভিমত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা নৃত্য করিতে থাকে। সমুদায় প্রকৃতিতে এই নৃত্য আমরা দেখিতে পাই। এমন কি, বলিতে পারা যায় চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ সকলেই নৃত্য করিতেছে। সমুদায় বিশ্ব নৃত্যপরায়ণ। শুদ্ধ ভক্তেরাই নৃত্য করেন তাহা নহে, যোগীরাও আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। যোগিপ্রধান মহাদেব যখন ব্রহ্মানন্দে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, বর্ণিত আছে, তখন তাঁহার পদভরে ত্রিভুবন কম্পিত হইত। এই উদ্ধত নৃত্য তাণ্ডব নামে আখ্যাত হইয়াছে। সরল বালক নৃত্য করে, বৃদ্ধ নৃত্যবিমুখ। বালক প্রকৃতির সন্তান, বৃদ্ধ বিকৃতির হস্তগত। যেখানে আনন্দ সেখানে নৃত্য। গণিত এত শুষ্ক, অথচ তাহাতেও গণিতজ্ঞ প্রমত্ত হইয়া রাজপথে দিগম্বর হইয়া দৌড়িয়াছেন। বাহিরের পদবিক্ষেপ অঙ্গভঙ্গী নৃত্য নহে, নৃত্য হৃদয়ে গভীর আনন্দের উচ্ছ্বাস। যোগিগণ যখন ধ্যানস্তিমিতলোচন তখন তাঁহাদিগের নৃত্য অদৃশ্য নিরাকার, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা নৃত্য নহে, কাহার বলিবার অধিকার নাই। যে ব্যক্তি নৃত্যবিমুখ সে পাষণ্ড, আমরা যোগীর নৃত্য লক্ষ্য করিয়া এ কথা নিঃসংশয় বলিতে পারি।

এক জন গৌড় বৈষ্ণব নিত্যানন্দলাভাকাঙ্ক্ষায় একচক্রাগ্রামে যাত্রা করেন। যখন তিনি সেই গ্রামের সীমায় পদার্পণ করিলেন দেখিলেন, প্রবেশপথে এক অপূর্ব্ব সুরালয়। সুরাদাতা অতিমনোজ্ঞবেশ। তিনি সমাগত বৈষ্ণবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অহো সৌম্যমূর্ত্তি পথিক, তোমাকে দেখিয়া প্রতীত হইতেছে, তুমি নিত্যানন্দলাভাকাঙ্ক্ষী।

যদি এই গ্রামে তোমার প্রবেশ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে আমার নিকটে সুরা গ্রহণ কর। যে কেহ এই সুরা পান না করে তাহার এ গ্রামে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। বৈষ্ণব বলিয়া এ সুরাকে ঘৃণা করিও না। নিত্যানন্দ স্বয়ং বলদেব। তাঁহার নয়নদ্বয় সর্ব্বদা এই সুরাপানে ঘূর্ণমান। বলদেবের পানীয় সুরা পান না করিয়া এমন বল লাভ করিবে কোথায় যে একচক্রাগ্রামে প্রবেশ করিবে?" নিত্যানন্দ বলদেবের নামশ্রবণ মাত্র বৈষ্ণবের সংস্কার পরিবর্ত্তন হইল, তিনি সুরাদাতার হস্ত হইতে সুরাপাত্র গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লবদনে পান করিলেন। পান করিবামাত্র তাঁহার দেহে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল, সমুদায় একচক্রা গ্রামকে তিনি ঘূর্ণমান অনুভব করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই চক্র কর্ত্তৃক তিনি আকৃষ্ট হইলেন। চক্র তাঁহাকে স্বীয় পরিধির উপরে তুলিয়া লইল, কখন আকাশে কখন মর্ত্তে ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে ঘুরাইতে লাগিল। দৃশ্য সমুদায় তাঁহার নিকটে দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি এখন যাহা দেখেন পর ক্ষণে আর তাহা দেখিতে পান না, আবার ঘুরিয়া আসিয়া দেখেন যে সেই পূর্ব্বের দৃশ্য নূতন বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দৃশ্যের অল্প অংশ তাঁহার বিদিত, অধিকাংশ অবিদিত। বিদিত অংশ তাঁহাকে সুখী করিল, অবিদিত অংশও তাঁহাকে সুখী করিল। অপূর্ব্ব সুরাপানে তিনি এমনি প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে অবিদিত অংশ তাঁহার পানানন্দ হরণ করিতে পারিল না। বৈষ্ণব তখন যোড় হস্তে সুরাদাতাকে এই বলিয়া স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন "হে পানপাত্র দাতা! অপূর্ব্ব তোমার সুরার সামর্থ্য। আমাকে যে চক্রে তুমি ঘুরাইতেছ, কখন কোন্ দৃশ্য আমার নিকটে উপস্থিত করিতেছ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যাহা বুঝিতে পারিতেছি দেখিতেছি তদপেক্ষা আমার না বুঝিতে পারার ভাগ অধিক। কিন্তু হে পানপাত্র দাতা, তুমি আমাকে অদ্ভুত সুরার গুণে না বুঝার ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়াছ, আমার এখন বুঝিয়াও আনন্দ না বুঝিয়াও আনন্দ। ঘুরাও আমাকে নিয়ত তোমার চক্রে ঘুরাও। বুঝি আর না বুঝি আমি যেন দিনান্তে এক বার তোমার পানপাত্র লাভ করিতে পারি।" পাঠকগণ গৌড় বৈষ্ণবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, আপনাদের এ চক্রে ঘুরিতে কি অভিলাষ আছে?

হিমালয় শিখরে আচার্য্যের প্রার্থনার সার।

হে দয়াময় জগদীশ্বর! মনুষ্যের ভাব অনেক প্রকার। নিরাশ হইব বলিলেই নিরাশ হয়, আশা করিব ভাবিলেই আশা করে। হাতে সোণা রহিয়াছে কিন্তু দূর দূর বলিয়া মাটী জ্ঞানে তাহাকে ফেলিয়া দেয়, আবার মাটী হাতে করিয়া ভাবে সোণা। হে হরি, মানুষের ভাব কিছু বুঝা যায় না। বিধানের গাড়ী গড় গড় করিয়া যাইতেছে সে বলে কিছুই নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম, বিধান এ আবার কি? চারি দিকে উন্নতি হইতেছে দেখিয়াও যদি পাঁচ জন লোক ক্রমাগত বলে "ও সকল কিছুই নহে, সকলই মিথ্যা" তবে তাহাদের নিকটে সে সকল কিছুই নহে। এক জন বুদ্ধিমান্ নাস্তিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া বলে যে ঈশ্বর নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, নব বিধান নাই, তাহা হইলে তাহার অবিশ্বাসে যাহা কিছু দেখিবে সকলই উড়াইয়া দিবে। হে দীনবন্ধু হরি! আমাদের জীবনতরী অবিশ্বাসের তুফানের নিকটে পড়িয়াছে। আমরা শীঘ্র শীঘ্র এইবার তরী ফিরাইয়া লই। কি জানি মানুষের এক রাত্রের মধ্যে সমস্ত বিশ্বাস চলিয়া যাইতে পারে। কত লোকে পর্ব্বতের মধ্যে থাকিয়া দেখে স্বর্গ আসিতেছে, নব বিধান সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যসমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইতেছে; কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা স্বর্গ আসিতেছে দেখিয়াও বলিতেছে "নরকের অন্ধকার ভিন্ন আমরা আর কিছুই দেখিতেছি না।" হে হরি! এমন কথা তাহাদিগকে আর বলিতে দিও না। হে দয়াময় আমরা কত সময় কত কথা বলি কত অবিশ্বাস করি, আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। আমাদের ভিতরে কুটিল বুদ্ধি ও অবিশ্বাস আসিতে দিও না। আমরা খুব বিশ্বাসী হইব। এই পর্ব্বতের মত আমাদের বিশ্বাস যেন অটল ও স্থির হয়। যদি পৃথিবী উল্টিয়া যায় তবুও আমরা অবিশ্বাসী হইব না। হে দয়ার সাগর! আশীর্ব্বাদ কর যেন সদা সর্ব্বক্ষণ আমরা তোমার শ্রীচরণ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিশ্বাস নয়নে দেখি। দেখিব যেন জগন্মাতা ভগবতী আসিয়া নিজ সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। যদি কেহ উল্টা বুঝাইতে আসে বুঝিব না, কেবল সোজা দেখিব। কেবল শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া থাকিব ও চারি দিকে হরি দেখিব। শত্রু মুখে হরি দেখিব, মিত্র মুখে হরি দেখিব।

হে দয়াময় দীনবন্ধু! তুমি মানুষ নও কিন্তু তোমাকে মানুষের মতন করিয়া ভাবিতে হইবে। তুমি এক জন পুরাতন সূক্ষ্ম পুরুষরূপে আছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। তুমি অতি নিকটে আছ; যেমন পিতা ও পুত্রের মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ। তোমার স্নেহ পিতা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে অধিক, মাতা অপেক্ষা তোমার ভালবাসা অনন্ত। তোমাকে নিকটে দেখিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করাই জীবনের কার্য্য। শিশু যেমন মাতাকে যত নিকটে দেখে ও নিকটে যায় ততই মাতাকে আলিঙ্গন করিতে ও মাতার ক্রোড়ে বসিবার

জন্য ব্যস্ত হয়, তেমনি হে জগজ্জননী তোমার সাধু পুত্রগণ তোমার ক্রোড়ে থাকিতে ভাল বাসেন। হে কৃপাসিন্ধু! কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন ভক্তি ও বিশ্বাস দাও যে তোমাকে খুব নিকটে দেখিতে পারি। এখন দূর হইতে হরি হরি ব'লয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। তোমাকে শিশু ভাবিয়া ভাল বাসিব, তোমাকে বৃদ্ধ জানিয়া ভক্তি করিব, মাতা জানিয়া তোমার চরণ পূজা করিব। হে দয়াময়ি! এমন ভক্তি ও বিশ্বাস আমাদিগকে দাও।

হে দীনবন্ধু! হে দয়াময়, আমাদিগকে যদি তুমি দুঃখী কর তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম কেহ লইবে না। আমাদের সন্তানেরা খাইতে পায় না, স্ত্রীর মুখে দুঃখের কালী, দুঃখের ক্রন্দন আমাদের সংসারে সারাদিন উঠিতেছে, তাহা হইলে পৃথিবীর লোকে বলিবে যে ইহারা বড় ধ্যান করে ধর্ম্ম করে, তাই ইহাদের এত দুঃখ ও এমন দুঃখ। আবার আমরা যদি অনেক বিলাসসুখের উপরে বসিয়া থাকি, অনেক টাকা কড়ী যত্ন করিয়া সিন্ধুকের মধ্যে রাখি, কিছু দুঃখ না লইয়া মজা করিয়া শরীরের সেবা করি, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে ইহাদের কাছে ধর্ম্ম নাই। এখানে আসিয়াও যদি টাকা উপায় করা হয় তবেত সংসারে থাকিলেই হয়। দেখ জগদীশ্বর! বৈরাগী না হইলে কেহ তোমাকে কখন পায় নাই। হিন্দু ধর্ম্মে তোমার কত সন্তান সর্ব্বত্যাগী হইয়া সংসার ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, কত লোক তাঁহাদিগকে নেতা করিয়া তাঁহাদের পথ ধরিয়াছিল। হে দয়াময়! দুঃখী না হইলে তোমাকে কেহ পায় না। দেখ আমরা কেমন করিয়া তোমাকে চাহিতেছি। এক দিকে সুখ সম্পদ ধন স্ত্রীপুত্র, আর এক দিকে জননীর কৃপা পাইবার জন্য ধ্যান ধারণা সাধন ভজন। আমরা তোমার আদেশে ও দুয়ের একটিও ছাড়িতে পারি না। এখন যাহাতে সংসারে বৈরাগ্য প্রবিষ্ট হইয়া আমরা সংসারে থাকিয়াও অসংসারী হইতে পারি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

সাধ্যসাধনোপনিষৎ।

সহোবাচাচার্য্যো জিতেন্দ্রিয়ো জিতাসনো যোগারূঢ়ো গৈরিকবস্ত্রং বসানশ্চৈকতন্ত্রীকরস্তরুলতাগুল্মাবেষ্টিতবেদ্যামাসীনো যোগপক্ষিন্! ছিন্ধি সংসারবন্ধমুৎপত ময়া যোগান্তরীক্ষে, নিমীল্য নেত্রে সম্পাদয়াস্য শূন্যত্বং তত্ত্বচিন্তয়া। কিমত্র পশ্যসি? ন সংসারো ন বন্ধুর্ন চিজ্ জড়ং বা, দেহো বিলুপ্তঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয়ঃ, প্রাণা আকাশগ্রস্তা, মনস্তস্মিন্ বিলীনং, কিঞ্চনাত্র ন বিদ্যতে। ভীতিস্তে পলায়িতা, বাসনাস্তে ছিন্না, সর্ব্বথা নিবৃত্তিমধিতিষ্ঠ। চিরং বৃদ্ধবন্নিবৃত্তো মা স্থাঃ। ব্রহ্মণা বিদ্ধো ব্রহ্মণা প্রেরিতঃ শুদ্ধসত্ত্বাং প্রবৃত্তিমনুসর। তেনেরিতঃ সর্ব্বাসু ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তস্ব।

শূন্যায়মানানি বিধায় সর্ব্বা-
ণ্যহো নিবৃত্তিং গতবান্ স যোগী।
পরাত্মনঃ প্রেরণয়া ক্রিয়াসু
ভবত্বয়ং নিত্যপ্রবর্ত্তমানঃ॥ ইতি।

২২শে ভাদ্র সোমবার ১৮০২ শক।

জিতেন্দ্রিয় জিতাসন যোগারূঢ় গৈরিকবস্ত্রপরিহিত একতন্ত্রীকর তরুলতাগুল্মবেষ্টিত বেদীতে আসীন আচার্য্য বলিলেন, যোগ পক্ষী, সংসার বন্ধন ছেদন কর, আমার সঙ্গে যোগান্তরীক্ষে উড়, নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া তত্ত্বচিন্তায় এই বিশ্বের শূন্যত্ব সম্পাদন কর। এখানে কি দেখিতেছ? এখানে সংসার নাই, বন্ধু নাই, চৈতন্য নাই, জড় নাই, দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় সহকারে বিলুপ্ত হইয়াছে, আকাশ প্রাণকে গ্রাস করিয়াছে, মন তাহাতে বিলীন হইয়াছে, এখানে আর কিছুই নাই। তোমার ভয় পলায়ন করিয়াছে, বাসনা ছিন্ন হইয়াছে, এখন সর্ব্বথা নিবৃত্তিতে অবস্থান কর। বৃদ্ধের ন্যায় চিরকাল নিবৃত্তিতে অবস্থিতি করিও না। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বা প্রবৃত্তির অনুসরণ কর। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সমুদায় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হও।

সমুদায়কে শূন্যায়মান করিয়া যোগী নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এখন পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিত্যকাল ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হউন। (ক্রমশঃ)

আর্য্য নারী সমাজ।

১৯শে ভাদ্র শুক্রবার।

আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ।

প্রার্থনানন্তর আচার্য্য মহাশয় যে উপদেশ দান করেন তাহার সারাংশ এই—ব্রহ্ম অজড় নিরাকার, তাঁহার কোন বাহ্য আকার নাই, তিনি মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট নহেন। অথচ তাঁহার রূপ আছে, তাঁহার গুণই রূপ, তাঁহার স্বরূপই আকার। ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ সরস্বতী। সকল দেশেই পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব। বহু সঙ্খ্যক লোক সাকার দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? এই পৌত্তলিকতার সৃষ্টি কিরূপে হইল? ব্রহ্মের এক এক স্বরূপ হইতে এক এক সাকার দেবদেবী কল্পিত হইয়াছে। সাধারণ লোক ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপ ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া সুবিধার জন্য বা ভ্রমবশতঃ তাহাকে একটি সাকার দেব বা দেবী কল্পনা করিয়াছে। ব্রহ্ম কখন জড় নহেন, তিনি এক ভিন্ন বহু নহেন কিন্তু তিনি এক হইলেও তাঁহার তেত্রিশ কোটি

রূপ, অর্থাৎ অসঙ্খ্য রূপ। তাঁহার একটি রূপ জ্ঞান, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানকে আলোক বলা হইয়া থাকে, অজ্ঞানকে অন্ধকার। আলোক শুভ্র, আলোককে ঘন কর আরও ঘন কর খুব ঘন কর, তাহাতে ঘন শুভ্রবর্ণ উৎপন্ন হইবে। কল্পনা বলে সেই ঘন জ্ঞানালোকে হস্তপদাদি যোগ করিয়া মূর্ত্তিতে পরিণত করিলেই সরস্বতী হইল। পৌত্তলিকেরা এই রূপে কল্পনা বলে ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ হইতে শুভ্র সরস্বতী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আমরা এই সাকার সরস্বতী স্বীকার করি না। আমাদের সরস্বতী পরিমিত ও ক্ষুদ্র নহে, অনন্ত নিরাকার ঈশ্বরের শুভ্র জ্ঞানস্বরূপ। যে গৃহে সুশৃঙ্খলা সুনিয়ম আছে, ধন ধান্যাদির অপ্রতুলতা নাই, কুশল কল্যাণ। শান্তি বিরাজমান, সেই গৃহে লক্ষ্মীশ্রী আছে সকলে বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী পরমা সুন্দরী, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপই লক্ষ্মী, মঙ্গলই সুন্দর। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য কল্যাণ ঈশ্বরের যে স্বরূপ জগতে শান্তি কুশল শ্রী সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, নর নারীকে সুখ সৌভাগ্য দান করে, আমরা তাহাকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকি। আমাদের লক্ষ্মী নিরাকার অনন্ত। আমরা সাকার লক্ষ্মী স্বীকার করি না। ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণস্বরূপ আমাদের লক্ষ্মী। গভীর সমুদ্রের জল ঘন কৃষ্ণবর্ণ। যত ঘনত্বের বিরলতা তত শ্বেতবর্ণ। যত জল গভীর তত কৃষ্ণবর্ণ. অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্রের জলরাশি ঘোর কাল। এইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিসমুদ্রকে ঘন কর, আরও ঘন কর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ব্রহ্মের শক্তির ঘনত্বেই কালী মূর্ত্তির সৃষ্টি। ঘন শক্তিস্বরূপে কল্পনা বলে হস্ত পদাদির প্রয়োগ করিয়াই হিন্দুরা কালী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা এই কালী মানি না, নিরাকার অনন্ত শক্তিস্বরূপ কালীকে বিশ্বাস করি। এই রূপ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অসঙ্খ্য স্বরূপে ও গুণে অসঙ্খ্য রূপ ধারণ করিয়া সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন।

ধ্যান শব্দের অর্থ ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করা, এক একটী স্বরূপকে ধরাই ধ্যান। তিনি নিরাকার, অতএব তাঁহাকে ধরা যায় না এরূপ ফাঁকি দিলে চলিবে না। তাঁহার গুণই রূপ, তাঁহার দয়া রূপ, পুণ্য রূপ, আনন্দরূপ ইত্যাদি অসঙ্খ্য রূপ। ধ্যানে এই এক একটি রূপকে ধারণ করিতে হইবে। ধ্যানে কোনরূপ জড় নাক কাণ চোখ ভাবিতে হইবে না, কেবল গুণ ভাবিতে হইবে। কোনরূপ জড় ভাবিবে না। লক্ষ্মী ভাবিতে কোন মূর্ত্তি মনে করিবে না, লক্ষ্মীর ভাব শান্ত কুশল সুব্যবস্থা। ধ্যানে প্রথমতঃ গুণ পাতলা দেখাইবে, ক্রমে ক্রমে ধ্যানের গাঢ়তায় তাহা ঘোর ঘনতররূপে প্রকাশিত হইবে। সেই গুণ ধ্যানের স্তূপ ও শিকল দ্বারা অন্তরে শক্ত করিয়া বদ্ধ করিবে। এক একটি রূপের অনেক বিভাগ আছে। যেমন মূল গুণ ভালবাসা, তাহা হইতে, বিপদ্‌ভঞ্জন দীন বৎসল মাতা পিতা প্রভৃতি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আকাশের ন্যায় অনন্ত ভাল বাসার প্রকাণ্ড রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মের ভাল বাসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, হৃদয়ে আনন্দ ধারণ করিতে পারিবে না। এক যোগে অনেক গুলি গুণ ভাবিবে না, তাহাতে গোল হইবে। এক একবারে এক একটি স্বরূপের ধ্যান করিবে। প্রেমস্বরূপ আয়ত্ত হইলে, পুণ্যস্বরূপ ভাবিবে। যে স্বরূপের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা হইবে তদনুরূপ জীবন উন্নত হইবে। ধ্যানেতেই প্রকৃতরূপে ধর্ম্ম জীবন সঙ্গঠিত হয়, ধ্যানেতেই ধর্ম্মের সার ও গভীরতা উপলব্ধি হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হয়।—এই প্রকার উপদেশানন্তর সকলে যোগ শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।

গাজিপুরের সন্ন্যাসী।

অনেক দিন হইল দুই একবার সংবাদস্তম্ভে আমরা গাজিপুরের সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ করিয়াছি, এবার তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া লিখিতেছি। এই পুণ্যাত্মা এক জন অসাধারণ লোক, ইঁহাকে মূর্ত্তিমান্ বিনয় ও ভক্তি বলা যাইতে পারে। চিরকাল অন্ধকারময় গুফার ভিতরে অবস্থিতি করেন, মাসের মধ্যে দুই তিন দিনের অধিক গর্ত্ত হইতে বহির্গত হয়েন না। তিনি বাহির হইয়াছেন সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র, দলে দলে নগরের স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিতে যায়। ইনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি সহাস্যবদন, অতিশয় মধুরভাষী। বয়ঃক্রম ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজালে আবৃত, একটী নেত্রহীন। আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ইনি আপনাকে তৃণবৎ অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। যে সে লোকের নিকটে ভূমিতলে মস্তক নত করিয়া প্রণত হন। নিজেকে দাস বলিয়া থাকেন, দাস কিছুই নয় কিছুই জানে না তাঁহার মুখে এই কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর প্রসঙ্গ হইলে ইনি ভাবে গদ্‌গদ হন। দিবা রজনী অন্ধকার গুফার ভিতরে বাস করিয়া যোগ সাধন করেন। কিন্তু ইনি বলেন যে ছুঁচো ইন্দুর শৃগাল যেমন গর্ত্তে থাকে আমি তদ্রূপ থাকি। আমি তাহাদের অপেক্ষা কিছুতেই শ্রেষ্ঠ নহি। সামান্য লোকের বিশ্বাস ইনি কিছুই আহার করেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং এ কথার প্রতিবাদ করেন। শ্রুত আছি গোল আলু ও গুড় মাত্র ভক্ষণ করেন। ইঁহার জন্মভূমি জৈনপুর। ১২।১৩ বৎসর যাবৎ গাজিপুরে এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অন্য কোথাও গমন করেন না। গুফার মুখ একটি ক্ষুদ্র দেবালয়ের ভিতরে, সেই দেবালয়ে কয়েকটী বিগ্রহ আছে,

সেই সকল বিগ্রহের উপর টানা পাকা টাঙ্গান আছে। গুফার বাহির হইলেই তিনি দ্বারে বসিয়া সেই পাখা টানিয়া থাকেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম কালে একটি স্থুল কম্বলে তাঁহার গাত্র আবৃত থাকে। শুনিলাম একবার গুফার ভিতরে তাঁহাকে সর্পে দংশনে করিয়াছিল, তাহাতে নাকি তিন দিন অচেতন ভাবে পড়িয়াছিলেন। আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে একবার তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তাঁহার মুখে যোগ ভক্তি বিনয়ের গভীর তত্ত্বসকল শুনিতে পাওয়া যায়, আমরা বাবাজির কয়েকটী উক্তির সারাংশ এ স্থানে প্রকাশ করিলাম।

বাবাজির উক্তি।

১। অহঙ্কার বড় বাবাজী, ইঁহার নিকট সকলেই পরাস্ত। তবে কি ঈশ্বরও পরাস্ত হন? না। আমিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ চাই, কিন্তু সেবক আমির যেন কখন বিনাশ না হয়।

২। কি করি, বড় বিপদে পড়িয়াছি,—সমুদ্রের না এ পারে আসিতে না ও পারে যাইতে পারি।

৩। পিপাসা দুই প্রকার। সংসারের পিপাসার নিবৃত্তি প্রার্থনীয়, কিন্তু ধর্ম্ম পিপাসার যেন কখন নিবৃত্তি না হয়।

৪। হরি নামের কাছে যাগ যজ্ঞ যোগ তপস্যা কিছুই লাগে না, তাহাতে মুক্তি। কিন্তু জলের যেমন দাম নাই বলিয়া লোকে তাহা গ্রাহ্য করে না, নামটিও দুই অক্ষরের বলিয়া লোকের নিকট অগ্রাহ্য। লোকে চায় বেদ বেদান্ত।

৫। সমুদ্রে বাতাস উঠিলে যেমন লহরী উঠে হরিভক্তের হৃদয়সমুদ্রে প্রেমের বায়ু উঠিলে নামরূপ লহরী উত্থিত হয়।

৬। ভক্ত ভগবান্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কেন না ভগবান্ ভক্তাধীন।

৭। সৎস্বরূপ ঈশ্বরেতে সকল সাধু বাস করিতেছেন।

৮। বাস্তবিক অদ্বৈতবাদ পৃথিবীতে নাই।

৯। অনুকূল অবস্থা আবশ্যক। ধ্রুবের ঠিক অবস্থায় ঔষধ পড়িয়াছিল।

১০। ধ্রুবের মন দৃঢ় করিবার জন্য পরীক্ষার ছলে নারদ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১১। গহ্বরের ভিতরে থাকিলেই যোগী হয় না। শৃগালও গর্ত্তের ভিতরে থাকে। অন্তরে যে গহ্বর আছে তাহার ভিতরে প্রবেশ করা চাই। বাহিরে যোগীর বেশ ধারণ করা সহজ।

১২। ভগবানের লীলার মধ্য দিয়া যাইলে বিরাটরূপ দর্শন হয়।

সংবাদ।

ভাই অমৃতলাল বসু শিমলায় গিয়াছেন।

পঞ্জাবে এক জন প্রচারক কিছুদিনের জন্য স্থায়িরূপে থাকিবার প্রস্তাব হইতেছে, লাহোর নগরে তাঁহার অবস্থান করিবার কথা।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে গত ৭ই ভাদ্র নববিধান, সাতাশে ভাদ্র শক্তিচক্রবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত ২৮ শে ভাদ্র রবিবারে ঢাকাস্থ উপাসকমণ্ডলীর ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ উপলক্ষে ব্রহ্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ২। ৩ দিন ব্যাপিয়া নগর সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি ও অনেক উৎসাহ প্রেমের ব্যাপার হইয়াছে।

মফস্বলস্থ এক জন বন্ধু বিধানভারত পাঠে মগ্ন আহ্লাদিত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে কয়েক খান বস্ত্র উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিগত সপ্তাহ ব্যাপিয়া কমলকুটিরে যোগসাধন হইয়াছে। ১ম দিবস নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সাধন, ২য় দিবস শক্তিযোগ, তৃতীয় দিবস জ্ঞানযোগ, চতুর্থ দিবস বৈরাগ্যযোগ, পঞ্চম দিবস বিবেক যোগ, ষষ্ঠ দিবস সৌন্দর্য্য যোগ সাধন হইয়াছে। সাধন প্রণালীর সারাংশ সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবার কিয়দংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি ডাক্তার ইভেন্স সাহেব প্রচারক পরিবারের বস্ত্রের জন্য ১০৲ প্রচারকদিগের গৃহের জন্য ১০৲ দান করিয়াছেন।

বালুচর নিবাসী শ্রীযুক্তধানসিংহ বয়েদ এক কালীন প্রায় তিন শত টাকার ব্রহ্মসঙ্গীত দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য ক্রয় করিয়াছেন। সঙ্গীত রচয়িতাদিগকে উৎসাহ দান করাই ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। দুই একটি ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার মনে বিশেষ ভাবের উদয় হয়, তাহাতেই তিনি উৎসাহী হইয়া বিতরণার্থ অতগুলি পুস্তক একবারে ক্রয় করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার কমলকুটিরে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল চৈতন্যের সন্ন্যাসের কথকতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছিলেন। ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যের ভাবোন্মত্ততা, পাপীর দুঃখে খেদ, দুঃখিনী জননী শচী দেবী ও পতিপ্রাণা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং পারিষদবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য কাটোওয়ার কেশব ভারতীর নিকটে প্রস্থান, সন্ন্যাস গ্রহণ ও ভাবাবেশাদি এবং শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ও পারিষদবর্গের খেদ যেরূপ চমৎকার রূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহা শ্রবণে সকলের মন বিগলিত হইয়াছিল। সঙ্গীতগুলি অতি মধুর হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে কথকতার এই প্রথম সৃষ্টি। কথক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আগামী রবিবার মহাপুরুষ মহম্মদের সঙ্গে সম্মিলন হইবে।

কমলকুটিরে বুধবার একটী সভা হইতেছে। সেই সভাতে কলেজের কতিপয় যুবা ছাত্র আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস এবং নব বিধানের গূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইতেছেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ।
১৭ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৮০২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩০

প্রার্থনা।

হে জগদীশ, তুমি আমার প্রলোভন হও। এত বৎসরের পর আজও যদি বাহিরের বিষয় মনকে আকৃষ্ট করিল, তবে সাধন ভজন সকলই বিফল হইল। তুমি আমার প্রকৃতির মধ্যে এমন উপাদান রাখিয়াছ যাহার স্বভাব আকৃষ্ট হওয়া। আমি সহস্র যত্ন করিলেও উহাকে লোপ করিতে পারি না, কিন্তু বিষয়ান্তরে নিয়োগ করিতে পারি। বিষয়টি এমন হওয়া চাই যে, উহাকে উহা স্বীয় সৌন্দর্য্যে একেবারে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। তোমা ভিন্ন, হে পরমেশ্বর, এমন সামগ্রী আর কোথায় পাইব? আমি তত দিন দুর্ব্বল পাপপ্রবণ, যত দিন আমার বাহিরে প্রলোভনের সামগ্রী। যদি আমি আপনাতে আপনি আনন্দিত হইতে না পারি, যদি তজ্জন্য আমাকে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে আমার জীবন যে শুদ্ধ ও পবিত্র হইবে, ইহার আশা কোথায়? হে পরম দেব, তুমি আমার হৃদয়কে নারীপ্রকৃতিতে বিভূষিত কর। আমার পুরুষপ্রকৃতির অভ্যন্তরে যদি নারীপ্রকৃতি দেখিতে পাই, তবে আমার সমুদায় চিত্তের বিকার ঘুচিয়া যাইবে। তুমি আমার ধন সম্পত্তি হও যে পৃথিবীর ধন সম্পত্তি আমার চিত্তকে কদাপি আকর্ষণ করিতে না পারে। প্রভো, তুমি আমাকে আকৃষ্ট হইবার প্রকৃতি এ জন্য দেও নাই যে আমি বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আত্মবিনাশ করিব, কিন্তু ঈদৃশ স্বভাব আমাকে অনন্তকালের জন্য অনন্ত সুখ সম্ভোগে সক্ষম করিবে এই জন্য অর্পণ করিয়াছ। তাহারা একান্ত মূর্খ যাহারা তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আত্মবিনাশের বীজ বপন করে। "আপনাতে আপনি থাক যেও না মন কারু কাছে।" কেন? "কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।" এতো সহজ কথা। তবে কেন, হে পরমেশ্বর, এমন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে আপনাকে বিষয়জালে বদ্ধ করিয়া মনুষ্য আপনার দুঃখের কারণ আপনি হয়? এ দুর্ব্বল অধমের যাহাতে তাদৃশ দুর্দ্দশা উপস্থিত না হয় এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। তোমার ভক্ত সন্তানগণ নিরাপদ, কেন না তাঁহারা তোমাকে পাইয়া আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত, সুখের জন্য তোমাকে ভিন্ন তাঁহাদিগের আর কিছু চাই না। লোকে বলে তাঁহারা অমুক অমুক বিষয় ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহারা জানে না, তাঁহারা কিছুরই অণুমাত্র ত্যাগ করেন নাই। বাহে যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, অন্তরে তাহা সকলই তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। যে পায় নাই, সে

বস্তুতঃ ত্যাগ করে নাই। অকিঞ্চন দরিদ্র একটী ভগ্ন বরাটিকা কোন্ প্রাণে ত্যাগ করিবে, যদি অমূল্য কাঞ্চন তাহার হস্তগত না হয়। আমরা সংসারের সুখ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব যদি তদ্বিনিময়ে আপনাতে আপনি সুখ প্রাপ্ত না হই। হে দেব, এ জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আপনি পরম প্রলোভন হইয়া আমার চিত্তকে আকর্ষণ কর যে আমার প্রকৃতি বাহিরে যাহাতে যাহাতে আকৃষ্ট হয় অন্তরে তদপেক্ষা আকর্ষণ সামগ্রী দেখিতে পাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। এরূপ না হইলে আমার পরিত্রাণ অসম্ভব বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। অতএব হে প্রাণের ঈশ্বর, তোমার অনুগত দীনের এই বিনীত প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ কর।

আবরণ উন্মোচন।

পৌত্তলিকগণ স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার পূজার সময়ে আবরণ দেবতার পূজা করিয়া থাকে; এ পদ্ধতি মন্দ নহে। যে কোন প্রকারে আবরণ উন্মোচন করিতে না পারিলে, কে স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারে? উহারা পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করতঃ আবরণ বিমুক্ত করে, আমরা তত্ত্বচিন্তা দ্বারা আবরণ ভেদ করিব, ইহা স্বাভাবিক। ব্রহ্মের আবরণ কি? স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ জগৎ। এ দুই বাস্তবিক আছে। ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া আমরা উহাদিগকে উড়াইয়া দিতে চাই না; কিন্তু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া উহাদের স্থিতির মূল বাহির করতঃ অন্তঃসার শূন্য করিয়া উহাদিগকে দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে যত্নশীল। আমাদিগের সম্মুখে জগৎ থাকিবে না তাহা নহে, কিন্তু উহা ব্রহ্মদর্শনে কোন প্রকারে ব্যাঘাত হইবে না, বরং সহায় হইবে। আমি অমুক ব্যক্তিকে দেখিতেছি যখন বলি, তখন তাহার দেহাদি চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান নাই তাহা নহে, অথচ যিনি ব্যক্তিপদের বাচ্য তিনি আমার প্রত্যক্ষ হইলেন, ইহা যে প্রকার অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি, তেমনি স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ আমার অন্তশ্চক্ষুর গোচর থাকিলেও আমি নিঃশঙ্ক মনে বলিতে পারিব, এই যে আমার ঈশ্বর আমার সম্মুখে বিদ্যমান। দেহাদি অতিক্রম করিয়া একেবারে আমরা যেমন ব্যক্তিতে গিয়া পঁহুছিয়া থাকি, এখানে স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ অতিক্রম করিয়া একেবারে সমুদায় অস্তিত্বের মূল ঈশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইব।

অদ্বৈতবাদ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ মানুষকে যে প্রকারে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। সাধারণ মনুষ্যগণ দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলে ঐ যে অমুক ব্যক্তি, প্রকৃত ব্যক্তি আত্মার বিষয় তাহারা অল্পই ভাবে। এখানে যে ভ্রম, অদ্বৈতবাদেও সেই ভ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা ভ্রমশূন্য হইব, অথচ সাক্ষাদ্দর্শনের সুখ হইতে কিছুতেই বঞ্চিত হইব না। প্রত্যেক দর্শনের সঙ্গে তত্ত্বচিন্তন বিদ্যমান থাকিলে, দর্শনসুখের ব্যাঘাত হয়। এ জন্য যাহাতে দর্শন হইতেছে, তাহার চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিয়া একেবারে স্বয়ং ঈশ্বরকে লইয়া ব্যাপৃত হওয়া প্রয়োজন। প্রাতঃ সন্ধ্যায় যে সুন্দর মেঘরাজি আকাশপ্রান্তে নয়নগোচর হয়, তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে গিয়া কেহ যদি মেঘোৎপত্তি স্থিতির তত্ত্বচিন্তনে প্রবৃত্ত হয়; তবে সূক্ষ্ম বাষ্পরাশিতে গিয়া মন একেবারে উপস্থিত হয়। ইহাতে হিরণ্ময় নানাবর্ণ নানাকারে পরিণত মেঘদর্শনের সুখ চিত্ত অনুভব করিতে পারে না। যে বস্তু বা ব্যক্তিতে ঈশ্বরের ক্রিয়া দর্শন করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিব; তত্ত্বচিন্তা দ্বারা বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া, তন্মূল, এই সকল নির্দ্ধারণ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে অনুভব করিতে গেলে আর দর্শনসুখ থাকিবে না, দর্শন চিন্তাতে পরিণত হইয়া উহা

অপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া পড়িবে। দর্শনকে সহজ করিবার জন্য যদি অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় আমরা সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বর করিয়া ফেলি, তবে অসত্য আশ্রয় করিয়া আমরা আমাদিগের মূল ধর্ম্মকেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। সুতরাং সহজ বলিয়া আমরা তাহার অনুসরণ করিতে পারি না। অগ্রে যাহা কঠিন কিন্তু সাধন দ্বারা পশ্চাৎ সহজে অনুভূত হয়, তাহাই আমাদিগের একান্ত অনুসরণীয়।

অদ্বৈতবাদিগণ নাম রূপকে স্বপ্ন ও মায়াতে পরিণত করিয়া ঈশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইতে যত্ন করিয়াছেন। নাম রূপ যে ঘোর আবরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পৌত্তলিকতা এই নামরূপ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সুবর্ণঃ" ইত্যাদি।

এ সকল স্থলে আদিত্যাদি মধ্যে পুরুষদর্শন করিতে গিয়া নূতন প্রকারের কল্পিত মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আদিত্য মধ্যে যদি অরূপ পুরুষ পরমেশ্বরকে দর্শন করা হইত কখন মনুষ্যের দুর্ব্বলচিত্তঘটিত পৌত্তলিকতা উপস্থিত হইতে পারিত না। অদ্বৈতবাদ পৌত্তলিকতা এ দুইকে বিদায় করিয়া দিয়া ঈশ্বরকে নিয়ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। কিন্তু যে আবরণে ব্রহ্ম আবৃত, তাহা উন্মোচন করে কে? যদি সকলই মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও, কৃতকার্য্য হইবে না। নিয়তেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবিষয়সকল কার্য্যকালে চিরকালের জন্য আবরণ হইয়া থাকিবে, কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যাহা দেখি তাহ স্বপ্ন, চিন্তাযোগে এরূপ সিদ্ধতা লাভ করিলে, তাহা মানসিক বিকার ভিন্ন প্রকৃতিস্থতা কিছুতেই বলা যায় না। মন নিতান্ত উদ্দীপ্ত হইলে নিমেষের মধ্যে ঈদৃশ বিকার মস্তিষ্ককে অধিকার করে ইহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তৎপ্রতি আমাদিগের কিছুমাত্র সমাদর নাই। দেহ এবং আত্মাকে অভিন্নরূপে পরিগ্রহ করিয়া ব্যক্তিরূপে গ্রহণ তাহাও আমাদিগের অভিমত নহে, যদি দেহেতে আত্মভ্রম হয়। দেহেতে যদি আত্মার অস্তিত্ব মাত্র পরিগ্রহ করিয়া ব্যক্তি গ্রহণ করা হয়, তবে আমাদিগের এতদ্দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। কেন না স্থূল সূক্ষ্ম জগতে উন্মীলিত নিমীলিত নয়নে এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিগ্রহ করা দর্শনের প্রথম ও চরম অবস্থা।

আত্মাকে আমরা কি রূপে পরিগ্রহ করি? শক্তিরূপে। শক্তি বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অথচ মানসপ্রত্যক্ষ। যদি বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য তবে স্বাতিরিক্ত স্থলে উহা কিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে? ক্রিয়া দ্বারা। ক্রিয়াই শক্তিকে আমাদিগের বুদ্ধিগোচর করে। আত্মশক্তিবোধ আত্মক্রিয়া হইতে সমুদ্ভূত, স্থূল সূক্ষ্ম জগতে মহতী শক্তির ক্রিয়া, সেই মহান্ ঈশ্বরকে লোকের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া যেমন আত্মার বিশেষ বিশেষ স্বরূপের পরিচয় দেয়, তেমনি স্থূল সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ অনুভূত হয়। আত্মানুভব ঈশ্বরানুভব এ জন্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। একটি যে অনুভব করিয়াছে, অপরটিকে সে অনুভব না করিয়া কদাপি থাকিতে পারে না। নাস্তিকতা তাহাদিগেরই যাহারা আত্মচিন্তাবিবর্জ্জিত।

এত সকল বলিয়া মূল বিষয়ের কি হইল? বিলক্ষণ হইয়াছে। মন কি দেখে? কেবল শক্তি;—জড়শক্তি, আত্মশক্তি, মূল (ঈশ্বর) শক্তি। মন এক সময়ে অসামর্থ্যনিবন্ধন তিনটীকে গ্রহণ করিতে পারে না, এ জন্য কখন জড়শক্তিতে, কখন আত্মশক্তিতে, কখন মূলশক্তিতে বিশ্রাম লাভ করিয়া তদিতর শক্তিদ্বয়কে জ্ঞানভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া দেয়। তিনকে একত্র পরিগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়াই

জগতে একদেশ মতের এত প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যখন বুঝিতে পারিতেছি, মূল ঈশ্বরশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জড়শক্তি আত্মশক্তি অবস্থিতি করিতেছে, তখন সর্ব্বোপরি মূল ঈশ্বরশক্তিকে সর্ব্বদা দর্শনের বিষয় করিতে যত্ন করিব, অপর দুই শক্তিকে পশ্চাদ্ভূমিতে রাখিয়া দিব। জড়শক্তিতে ঈশ্বরশক্তি অনুভব করার বাধা অল্প, কেন না জড়শক্তি ঈশ্বরশক্তির একান্ত অধীন। আত্মশক্তিতে ঈশ্বরশক্তি অনুভবে কাঠিন্য উপস্থিত হয়, কেন না স্বতন্ত্রক্রিয়াকারিত্ব থাকাতে অনেক সময়ে উহাতে অশক্তিজ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। কিন্তু এরূপ আত্মা কোথাও নাই যে নিরবচ্ছিন্ন অশক্তিজ রাগ দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বরং অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরশক্তিতে পরিচালিত। ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে হইলে অশক্তিজ ক্রিয়া ভিন্ন সমুদায় শক্তিজ ক্রিয়াতে মূল ঈশ্বরশক্তি অবলোকন করিতে অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। এইরূপে আবরণ বিমুক্ত হইয়া যাইবে, এবং প্রকৃত সত্য আমাদিগের চক্ষুর নিকটে সর্ব্বদা প্রতিভাত হইবে।

আবরণের প্রকৃত ব্যবহার।

আবরণ উন্মোচন একান্ত প্রয়োজন, ইহা আমরা কখন অস্বীকার করিতে পারি না। আবরণ যে মনের প্রকৃতাবস্থার সময়ে ঈশ্বর দর্শনে সহায় ইহাই বা কি প্রকারে অস্বীকৃত হইবে। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে, আবরণ কোন্ সময়ে আবরণ এবং কোন্ সময়ে সহায়। উহা যখন আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায় তখন আবরণ, ইহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি, কিন্তু সহায় কোন্ সময়ে ইহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। বিজ্ঞান প্রকৃতির হৃদয় বিদারণ করিয়া তন্মধ্যে নিয়মরাজি বহির্গত করে। ইহাতে উহা জ্ঞানময় নিয়ন্তা দর্শনে সহায়। কিন্তু অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, নিয়মনিচয় মনকে এত দূর আকৃষ্ট করিয়া ফেলে যে উহা নিয়ম অতিক্রম করিয়া নিয়ন্তাতে পঁহুছিতে অবসর পায় না। সুতরাং বলিতে পারা যায় সহায় হইয়াও উহারা আবরণের কার্য্য করে। যে সকল মহাত্মা ঈশ্বরকে স্বীয় চরিত্র দ্বারা মানব হৃদয়ের নিকটস্থ করেন, তাঁহারা সহায় হইয়াও আবরণ হন। সুতরাং আবরণকে প্রকৃত নয়নে দর্শন করিতে অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রস্তাবে আমরা তাহারই বিষয় আলোচনা করিব।

সময় আসিয়াছে, যে সময়ে আশা করা যাইতে পারে মনুষ্য আর প্রাকৃতিক পদার্থসকলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে না। কিন্তু অদ্বৈতবাদযোগে উহারা যে মনুষ্যমনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবে না, এ কথা তত দূর সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের চিত্তবৃত্তি পাঠ করিলে অনেক সময়ে এই দিকে গতি দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত বিদ্বান্ পণ্ডিতেরাও অদ্বৈতবাদচক্রে নিপতিত হইয়া মনুষ্যপূজার দিকে ধাবিত হইতেছেন। এত কাল মনুষ্যসমাজ এই সোপানে আবদ্ধ ছিল, হঠাৎ তাহা অতিক্রম করিবে, ইহার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং এই স্থলে বিপদের সম্ভাবনা। কিরূপে মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরের পূর্ণ একত্ব রক্ষা পায় ইহাই দেখা আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজন। ইটি নির্দ্ধারণ হইলে আবরণের প্রকৃত ব্যবহার আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব।

ঈশ্বর এবং প্রেরিত মহাত্মা এ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি? নিশ্চয় প্রভু ও অনুগতের সম্বন্ধ। কেহ যদি কোন প্রকারে এ সম্বন্ধ বিলোপ করে, নিশ্চয় সে পৌত্তলিকতায় নিপতিত হইবে। এই সম্বন্ধ যদি আমরা সর্ব্বদা নয়নের সম্মুখে রাখি একের অপরের মধ্যে

কখনই অন্তর্ভূত করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইব না। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি? আমরা শুনিয়াছি, লৌহ এবং স্বর্ণের। মহাত্মা ব্যক্তি জীব, সুতরাং তিনি লৌহস্থানীয়। ঈশ্বরস্বর্ণকে তিনি মস্তক ধারণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার মাহাত্ম্য। শুদ্ধ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন তাহা নহে, স্বর্ণকে আপনাতে একেবারে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দিয়াছেন; আপনি তন্মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াছেন। যদি এরূপ হইল, তবে প্রভুত্ব ও আনুগত্য কি চলিয়া গেল? কখনই নহে, বরং উহা আরও ঘনীভূত হইল। ঈদৃশ অনুপ্রবেশ অনুভব করিয়া উভয়কে যে এক করিয়া ফেলে, সে ঘোরতর ভ্রম ও অপরাধে নিপতিত হয়। অনুপ্রবেশ হউক, একত্ব হউক, জীব জীব, ঈশ্বর ঈশ্বর। ঈশ্বর চির দিন স্বনামে পরিচিত কখন অপরের নামে নহেন। জীবের নাম ঈশ্বরে আরোপ করিয়া মনুষ্য তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, সদোষ এবং সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পৌত্তলিকতার উৎপত্তি কোথা হইতে? এই স্থল হইতে। রাম কৃষ্ণ খ্রীষ্ট প্রভৃতি নামে ঈশ্বর আবদ্ধ হইয়া এইরূপে ঈশ্বরত্ব হারাইয়াছেন।

অনুবর্ত্তিগণ প্রেরিত মহাত্মা হইতে সুমহদুপকার লাভ করেন সন্দেহ কি? কিন্তু সে উপকার কোথা হইতে আইসে? স্বয়ং ঈশ্বর হইতে, না সেই মহাত্মা হইতে? নিঃসংশয় ঈশ্বর হইতে। তবে সেই উপকার ঈশ্বরের নামে ঘোষণা না করিয়া প্রকাশস্থল মহাত্মার উপরে কেন আরোপিত হইবে। দাসে প্রভুত্ব আরোপ, ইহাতে দাস কি কখন সন্তুষ্ট হইতে পারেন? মহাত্মা ঈশা সর্ব্বপ্রথমে প্রেরয়িতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বলিলেন, তৎপরে তিনি যে প্রেরিত তাহাতে বিশ্বাস করিতে উপদেশ দিলেন, সর্ব্বশেষে তিনি যে সকল কার্য্য করিতেছেন তাহা আপনি করিতেছেন না স্বয়ং ঈশ্বর করিতেছেন শিষ্যবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন। ঈশা এত দূর বলিয়াছেন, তিনি আপনি কিছু করেন না ঈশ্বরকে যাহা করিতে দেখেন তাহাই করেন। যে কারণে অনুযায়িবর্গ তাঁহাকে ঈশ্বর করিল, সেই কারণই যথার্থ দৃষ্টির নিকটে তাঁহার মনুষ্যত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে। যদি ঈশ্বর মহাত্মাদিগের মহত্ত্বের মূল হইলেন, তবে গৌরব আর কাহারও নহে তাঁহারই প্রাপ্য।

এক জন মহাত্মা এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গ এ দুয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিয়া ঈশ্বর হইতে তাঁহাদিগকে দূরস্থ করিয়া ফেলা ইহাও সত্যের অনুমোদিত নহে। কারণ ঈশার বাক্যেতেই আমরা দেখিতে পাই "অতএব প্রত্যেক মনুষ্য যাহারা পিতা হইতে শ্রবণ করে এবং শিক্ষা লাভ করে, তাহারা আমার নিকটে আইসে।" ফল কথা এই, মহাত্মাতে যে ভাবসমষ্টিতে থাকে, অনুযায়িগণের এক এক জনে তাহার এক একটি থাকে। সুতরাং তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সেই মহাত্মার সঙ্গে এক। প্রেরিত মহাত্মা তত্তদ্ভাবযোগে বিধানসম্বন্ধীয় সমুদায় তত্ত্ব ঈশ্বর হইতে লাভ করেন, অনুযায়িগণের সাক্ষাৎ শ্রবণ ও শিক্ষা স্বস্বভাবানুসারে। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সেই মহাত্মার অভ্যন্তরে এমন উচ্চ বিষয়সকল থাকে, যাহা ভাবের অপরিপকাবস্থায় ধারণ করা যাইতে পারে না। এ জন্যই ঈশা তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন, আমার বলিবার অনেক অবশেষ থাকিল তোমরা এখন তাহা ধারণ করিতে পারিবে না, পবিত্রাত্মা লাভ করিলে ঐ সকল তোমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক বিধানে একটি দুর্ভাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অনুযায়িগণ নিজের বিশেষ ভাবকে প্রবল এবং অপরের ভাবকে বিধানবিরোধী বলিয়া প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছেন; প্রত্যেকে অপর সকলের ভাব আত্মস্থ করিয়া প্রেরিত মহাত্মার এবং তাঁহার প্রেরয়িতার সঙ্গে সম্যক্ মিলিত হন নাই।

আমরা দেখাইলাম, মহাত্মাদিগের আপনার কিছুই নাই, সকলই ঈশ্বরের। আবার

ইহাও দেখাইলাম তাঁহার অনুযায়িবর্গের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ভেদ নাই, বরং একতা আছে। এখন জিজ্ঞাস্য প্রেরিত মহাত্মাদিগের তবে মহত্ত্ব কোথায়? তাঁহারা কি জন্য এত সম্মান লাভ করেন? ইহার উত্তর এই, তাঁহারা আপনাতে মনুষ্যসমাজের অভাব দর্শন করেন এবং সেই অভাব পূরণ করিবার উপযুক্ত উপাদান ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরের নিয়োগ তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয় করিয়াছে প্রভুর মহত্ত্ব এবং মাননীয়ত্বে তাঁহাদিগের মহত্ত্ব এবং মাননীয়ত্ব। যদি কেহ তাঁহাদিগের অবমাননা করে তাহাতে তাঁহাদিগের অবমাননা না হইয়া প্রেরয়িতা ঈশ্বরের অবমাননা হয়। সুতরাং এখানে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারেন না। ঈশ্বর যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে কার্য্য ক্ষুদ্র বা মহৎ হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না, রাজনিযুক্ত একজন পদাতিককে তাহার নিয়োগের কার্য্যে অবমাননা করিলে তাহাতে নিয়োগকর্ত্তার প্রতিই অবমাননা হয়।

ঈশ্বরের প্রধান আবরণ মহাত্মাদিগকে আমর ত্রিবিধ দৃষ্টিতে দেখিলাম। প্রথম তাঁহারা ঈশ্বরের অনুগত, আপনার বলিবার তাঁহাদিগের কিছু নাই; দ্বিতীয় উচ্চতা সত্ত্বেও অনুযায়িবর্গ সহ ভাবে অভিন্নতা; তৃতীয় তাঁহারা নিয়োগবলে মাননীয়। এখন দেখা যাউক প্রধান আবরণের প্রকৃত ব্যবহার কি? প্রকৃত ব্যবহার তাঁহাদিগের সঙ্গে নিয়োগের বিষয়ে একত্ব লাভ করা। এই একত্বলাভ কিরূপে সম্ভবে? অন্ধভাবে অনুসরণে? কখনই নহে। অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে কেহ তাঁহাদিগকে বুঝিতেই পারে না। তাঁহারা এবং যাঁহারা অনুসরণ করিবেন এক ভূমিতে দণ্ডায়মান না হইলে সমুদয় যত্ন বিফল হইবে। তাঁহারা যে প্রকার ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া স্বীয় ভূমিতে দণ্ডায়মান, তেমনি ঈশ্বরপ্রেরণা ভিন্ন তাঁহাদিগের ভূমিতে উত্থিত হইয়া কেহ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগকে লইয়া না গেলে এখানে নিরুপায়। আমাদিগের প্রতিজনের হৃদয়ে ভাবরূপে সমুদয় মহাত্মা বাস করিতেছেন। ঈশ্বর আপনি সেই ভাবকলিকাসকল প্রস্ফুটিত করেন, এবং তত্তৎসময়ে তাঁহার সাধকগণের নিকটে তত্তদনুরূপ সন্তানসকলকে প্রকাশ করেন। যত সেই সকল সন্তান এইরূপে প্রকাশিত হন, তত তাঁহাদিগকে অন্তরস্থ করিবার সদুপায় হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সদুপায় লাভ করিয়া তাহার প্রকৃত ব্যবহার করেন।

শক্তিচক্র।

বিশ্বসৃষ্টি একখানি দুই চক্রযুক্ত রথস্বরূপ। এই চক্রদ্বয়কে যদি চিন্তাপটে চিত্রিত করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টির গতি ও গূঢ়তত্ত্ব অনুভূত হয়। প্রথম চক্রের মধ্যে সমুদয় প্রকার নৈসর্গিক জড়শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, তাপ, তাড়িত, রসায়নশক্তি, জীবনী শক্তি, এই সমস্তকে সমষ্টি করিয়া উক্ত রথচক্রটি রচিত হইয়াছে; অর্থাৎ জড় জগতের তাবৎ ঘটনা, কার্য্য কারণ, নিয়ম শৃঙ্খলা, জন্ম মৃত্যু, উন্নতি বিকৃতি, হ্রাস বৃদ্ধির ভিতরে যে সকল শক্তির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই গুলিকে একত্র করিয়া একটি প্রকাণ্ড চক্ররূপে বর্ণনা করা হইতেছে। এই শক্তিচক্রকে কি পৃথিবী অতিক্রম করিতে পারে? এই শক্তির সাহায্য না লইয়া কি কোন পদার্থের সৃষ্টি, কোন জীবের জীবন সম্ভব হয়? সংসারে এমন কোন বস্তু কি দেখা যায় যাহার মধ্যে এই সকল শক্তির কোন না কোনটী নিয়ত কার্য্য করিতেছে না? বিশ্বসৃষ্টি বিচিত্র শক্তিময়। শক্তিচক্রকে অবলম্বন করিয়া সংসার ক্রমাগত কালক্ষেত্রে ঘূর্ণমান রহিয়াছে। এই শক্তি কি বিস্ময়কর! সমুদয় পদার্থের আরম্ভ এবং নাশ আছে। শক্তির আদি অন্ত কোথায়? কত কত জাতি সংসার রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিল, অভিনয় শেষ করিয়া কিছু কালের মধ্যেই বুদ্বুদের ন্যায় অদৃষ্টসাগরে মিশাইয়া গেল। কত পর্ব্বত সমভূমি হইল, কত সাগর শুষ্ক হইল, কত কত দ্বীপ সাগর মধ্যে মগ্ন হইল, কত কত মরুভূমি নগর হইল, নগর উজাড় হইল, ভূমি বিদীর্ণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইল, ভীষণাকার জীবজাতি ধ্বংস হইল, তাহাদিগের প্রকাণ্ড কঙ্কাল মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত হইল, কত প্রকার নূতন জীব জন্তু সৃষ্ট

হইল; কিন্তু সেই এই পরমাশ্চর্য্য শক্তিচক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে। সকলই অস্থায়ী, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, সমুদয়ই জন্ম মৃত্যুর অধীন, কেবল এই শক্তিচক্র নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অজাত, অক্ষয়। ইহার উপর যুগের অধিকার নাই, শতাব্দীর অধিকার নাই, ঘটনার অধিকার নাই; সকলের উপর ইহার অধিকার। শোভা, সৌন্দর্য্য, সুসম্মিলন, সামঞ্জস্য, সঙ্গীত, সুমিষ্টতা, বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য, লতা, কুসুম, বিহঙ্গ, মেঘ, বায়ু, ঋতুপর্য্যায়, সুখ দুঃখ বৈধব্য, বিবাহ, সমুদয়ই এই শক্তিচক্রে ঘুরিতেছে; হইতেছে, যাইতেছে, শক্তির শাসন স্বীকার করিতেছে।

এই শক্তি কি, কাহার, কিসের মধ্যে স্থিতি করে? আধার না থাকিলে কি শক্তি থাকিতে পারে? জড়সৃষ্টিকে শাসন ও চালনা করিতেছে যে শক্তি, সুতরাং যাহা সৃষ্টির অতীত, তাহার আধার কে? এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় চক্রের বিষয় আলোচনা করা যাউক। চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা, ভাব, চরিত্র, জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি যে এক জাতীয় নৈসর্গিক শক্তি, যদ্দ্বারা মহাব্যাপারসকল সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই সকলেরই নাম মানসিক শক্তি এবং ইহার সমষ্টি লইয়াই দ্বিতীয় চক্র রচিত হইয়াছে। জ্ঞানশক্তির নিকট সমস্ত পৃথিবী পরাজিত হয়। সিংহ শার্দ্দূল হস্তী প্রভৃতি প্রবল জীব জ্ঞানশক্তির দাস। এই শক্তির প্রভাবে আকাশ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাটিত হইয়া মানবসমাজের সেবা করে, এই বুদ্ধিশক্তি অগ্নি হইতে ধূমকে পৃথক্ করিয়া মনুষ্যের গতি এবং উপার্জ্জন বৃদ্ধি করে। ইহা সাগরকে কর্ষণ করে, গ্রহতারাদিগকে গণনা করে, পৃথিবীতে স্বীয় রাজ্য সংস্থাপন করে। জড়শক্তি ইহার হস্তে যন্ত্র মাত্র, সেবক মাত্র। জড়শক্তি ইহার অধীনতা স্বীকার করে। শক্তিই বা কি আশ্চর্য্য! ইহাতে সমস্ত জীব জগৎ একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। জড়ের পক্ষে যোগাকর্ষণ যাহা, জীবের পক্ষে প্রেমাকর্ষণ তাহা। ইহার শক্তিতেই সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধে দাম্পত্য, পিতৃভক্তি, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুতা, পরোপকার প্রভৃতি সমুৎপন্ন ও সংরচিত হয়। স্নেহের শক্তি জড়ের বাধাকে অগ্রাহ্য করে, দেশকালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উপর আপনার কর্তৃত্ব সংস্থাপন করে। হৃদয়ের পরাক্রম অজেয়। ইচ্ছার এবং চরিত্রের পরাক্রমও সেইরূপ। যে ক্ষমতা এবং বীরত্ব রাজাদিগের হস্তে দেখিতে পাওয়া যায় না, যে শাসনশক্তি যোদ্ধাদিগের নাই, সেই বীরত্ব ও সেই প্রতাপ সুচরিত্র ব্যক্তির হস্তে অবস্থিতি করে। অতএব এই দ্বিতীয় শক্তিচক্রের প্রভাব জড়শক্তি অপেক্ষা অধিক বই আর ন্যূন নহে। কবিগণ কবিতা সমাপ্ত করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন, পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানক্ষেত্রকে আবিষ্কার করিয়া সংসার হইতে প্রস্থান করিলেন, পরোপকারী ধার্ম্মিকগণ সুনীতি এবং সুচরিত্রতা প্রদর্শন করিয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের আত্মনিহিত শক্তি জগতে রহিয়া গেল।

জ্ঞানীদিগের জন্ম হয় মৃত্যু হয়, মহাত্মাদিগের আবির্ভাব হয় ও তিরোভাব হয়, মানবীয় মহত্ত্বের হ্রাস হয় বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সংসারে জ্ঞান প্রেম ভাব ও বিবেকশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞানশক্তি, প্রেমশক্তি, নীতিশক্তি, বিধি, ব্যবস্থা, বিদ্যা, হিতৈষণা, ধর্ম্ম, ইহারা নিত্য, অক্ষয় ও সর্ব্বকালব্যাপী। এই শক্তিসকল চক্রাকারে ক্রমাগত ঘুরিতেছে। জড়ময়ী শক্তি চক্র ও চিন্ময়ী শক্তি চক্র এই চক্রদ্বয়ের উপরে বিশ্ব সংসার আরোহণ করিয়া কাল ও আকাশ সাগরকে পরিক্রমণ করিতেছে। যদি জড়ের অতীত জড় শক্তি হইল, তবে মনুষ্যের অতীত কি মানসিক শক্তি নহে? সকল লোকেই স্বীকার করিবে যে মানুষের দেহ মনের বহির্ভূত কোন একটী প্রবল ভয়ঙ্কর শক্তি মানবজীবনকে চালিত করিতেছে। কেহ কেহ ইহাকে অদৃষ্টশক্তি বলে, কেহ বা ইহাকে দৈবশক্তি বলে, কেহ বা নৈসর্গিক শক্তি বলে। ইহার নিকট মানুষের দেহ মন উভয়েই পরাস্ত। এই শক্তির উপর প্রতিজনের নির্ভর করিতে হয়, সকলের সুখ দুঃখ ইহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। তবে এই মনোতীত মানসিক শক্তি কি? ইহা কোন্ আধারে কাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে? যে দুইটি শক্তিচক্রের কথা উল্লেখ করা গেল, ইহারা কি বাস্তবিক পৃথক্? শক্তি কাহাকে বলে? যাহার প্রভাবে কোন কার্য্য হয় তাহাকে শক্তি বলা যায়। শক্তি এক প্রকার, তাহার প্রকাশ সহস্র প্রকার। এক অগ্নির দাহিকা শক্তি অসংখ্য প্রকারে সংসারে কার্য্য করিতেছে। ইহাতে শরীর উষ্ণ থাকে, রক্ত পরিষ্কার হয়, পরিপাককার্য্য চলে, সূর্য্য উত্তাপ দেয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে। এক বুদ্ধিশক্তি দ্বারা জগতে অগণ্য প্রকার কার্য্য সাধিত হয়। শক্তি বহু প্রকার নহে, এক প্রকার, বহু প্রকার উপকরণসংযোগে ইহা বহুরূপ ধারণ করে। সমুদয় পদার্থবিদ্যা জড়শক্তিকে একীভূত করিতেছে; এবং যখন মনুষ্যের মন এই একীভূত জড়শক্তির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে চেষ্টা করে, তখন দেখে জড়ের মধ্যে জ্ঞান; প্রাণশূন্য প্রকৃতির মধ্যে শোভা, সৌন্দর্য্য, সম্মিলন, প্রেম, বিধি, নিয়ম, শৃঙ্খলা ও মঙ্গল ভাব। মন নিজের লক্ষণ সমস্ত জড় সৃষ্টির মধ্যে দেখিয়া স্তব্ধ হয়। জড়ের নৈসর্গিক শক্তি এক প্রকাণ্ড চিন্ময়ী শক্তিতে পরিণত হয়। বহির্জগতের কৌশল কৌশলী মানবচিত্তের নিকট স্বীয় পরিচয় দেয়। সৃষ্টির বিশাল বিচিত্র প্রেম মানবের কোমল হৃদয়ের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। বাহিরের শোভা

ভিতরের শোভা এক হইয়া যায়। সৃষ্টির নিয়ম বিবেক-স্থিত ধর্ম্মনিয়মে পরিণত হয়। মনুষ্য নিজের প্রকৃতির ভিতর যে অদ্ভুত শক্তির হস্তাক্ষর দেখে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের ললাটে সেই শক্তিরই হস্তাক্ষর দেখে, মনুষ্যাত্মা তাবৎ জড় প্রকৃতিকে ভগ্নী সম্বন্ধে সম্বোধন করে; পর্ব্বত, নদী, উদ্যান, আকাশকে আত্মীয়রূপে চিনিতে পারে ও ইহাদের সকলের সঙ্গে কথোপকথন করে, সকলের পদতলে বসিয়া জ্ঞান ও প্রীতিতে ধর্ম্ম শিক্ষা করে। এক অপার শক্তি প্রসারিত হইয়া জড় চৈতন্য সকলকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, এবং সকলের ধাত্রী ও মাতৃস্বরূপে পূজিত হয়েন। সমুদয় সৃষ্টি এই অসীম, অপার, নিরাকার চিন্ময়ী শক্তির ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করিতেছে। শক্তিচক্র আর কিছুই নহে কেবল ঈশ্বরের ক্রোড়চক্র।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

১লা আশ্বিন হইতে সাত দিন মহম্মদ সমাগমের জন্য অতিবাহিত হয়। এতৎসম্বন্ধীয় তিনটী প্রার্থনা যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। এতদুপলক্ষে আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে প্রচারকসভায় যে আলাপ হয় তাহাতে যথেষ্ট সাধুভক্তি সত্ত্বেও নববিধানধর্ম্ম কত দূর অপৌত্তলিক, ইহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কোন পদার্থ বা ব্যক্তি পরিশেষে ঈশ্বরের গৌরবের অণুমাত্রও বা হরণ করে, এই ভয়ে আমাদিগকে কি প্রকার সর্ব্বদা সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে, ইহা তিনি সকলকে অতি সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। কোন প্রকার ব্যবহার করিয়া আমরা নিজে অপৌত্তলিক অকুসংস্কারী থাকিতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যদি তাহার ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া কুসংস্কার বা পৌত্তলিকতায় নিপতিত হয়, সে জন্য আমরা দায়ী ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে। যে কোন মনুষ্য হউন না কেন, আমরা তাঁহার প্রতি এমন অযথাভক্তি কথায় বা ব্যবহারে প্রকাশ করিব না যদ্দ্বারা তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইতে পারে। যদি পত্রাবশেষভোজন বা অন্য কোন প্রকারের তজ্জাতীয় উপায় দ্বারা আমরা স্বয়ং উপকৃত হই, তথাপি সে সকলের অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিব, কেন না আমরা উপকারবাদী বা ক্ষণিক ফললাভে ব্যগ্র নহি। যদি কেহ কোন দিন আন্তরিক প্রেরণায় ঈদৃশ কিছু অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি একবার বই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। কারণ যে জন্য তিনি তাহা করিলেন, এক বারে যদি তাহা সিদ্ধ না হয়, তবে তাহা ভ্রম এবং কুসংস্কার। এসকল কথায় অনেকের মনে আশঙ্কা হইতে পারে, এত নিষ্পীড়নে পরিশেষে সাধুভক্তি উড়িয়া যাইবে। যাঁহারা মহম্মদ এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গের ব্যবহার দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না।

৮ই আশ্বিন হইতে সাত দিন চৈতন্যসমাগমে অতিবাহিত হয়। এ সময়ে অতি গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ চৈতন্যের সন্ন্যাস। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি স্বীয় নববিবাহিতা দ্বিতীয়া বনিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চৈতন্য যদি ভক্তাবতার হয়েন, প্রেমে যদি গৌরতনু গঠিত, তবে ঈদৃশ কঠোর ব্যবহার কি প্রকারে তাঁহাতে ভাবসঙ্গত হয়। চৈতন্য যে কঠোরভাবে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন নাই ইহা আমরা তাঁহার ব্যবহারে বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। তিনি সন্ন্যাস করিবেন স্থির করিয়াও স্ত্রীর সঙ্গে যে প্রকার মধুর ব্যবহারে দিন অতিবাহিত করেন, এমন কি সন্ন্যাসের জন্য গমনের রাত্রিতেও তাঁহার যে প্রকার স্ত্রীর প্রতি অপূর্ব্ব মধুর ব্যবহার প্রকাশ পায়, তাহাতে তাঁহার বৈরাগ্য যে শুষ্ক বৈরাগ্য নহে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি অবধূত নিতাইকে সংসারী করিয়া দিলেন, সংসারী হরিপ্রেমাসক্ত ভক্তগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তবে এ ত্যাগের অর্থ কি? অর্থ ত্যাগ নহে, অন্তরে স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রয়। তাঁহাতে নরভাব এবং নারীভাব এ উভয়ের একত্র মিলন হইয়াছিল। চৈতন্যের বিধানের এই বিশেষ ভাব। কৃষ্ণের ব্রজবাসিনীগণ সহ কামগন্ধশূন্য নিঃস্বার্থ প্রেম উভয়কে ভিন্ন রাখিয়াছিল, ইহাতে অধিকাংশ লোক পাপ ব্যভিচারে নিপতিত হইয়াছে। চৈতন্য নরনারীকে আপনাতে এক করিয়া পাপ ব্যভিচারের পথ একবারে অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। স্বভাবতঃ নর নারীর প্রতি নারী নরের প্রতি আকৃষ্ট। যত দিন উভয় জাতির এই আকর্ষণ উভয় প্রকৃতি এক হইয়া আত্মস্থ না হয়, তত দিন পাপ ব্যভিচার নিবারণ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ মণ্ডলীবন্ধন। এদেশে মণ্ডলীবদ্ধ হওয়া পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রত্যেক সাধক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধন করিতেন। চৈতন্য তদ্বিপরীতে এমন একটী মণ্ডলী সংস্থাপন করেন যে উহা ভক্তি প্রেমেতে এক হইয়া গিয়াছে। মণ্ডলী মধ্যে কাহার সঙ্গে কাহার বিবাদ নাই অসম্মিলন নাই, সকলে এক, সকলে সমষ্টিতে পরিচিত। তালমধ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বীজ থাকে, এবং প্রথমাবস্থায় তাহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে শাঁস স্বতন্ত্র বর্দ্ধিত হয়, পরিশেষে সমুদয় স্বতন্ত্র শাঁস তিরোহিত হইয়া একতালকে সুরসাল সরস করে, বিধানমণ্ডলীর সেই প্রকার ভাব। বিধানের এক এক ব্যক্তি এক একটি তালবীজ, বর্দ্ধিত হইবার সময়ে স্বতন্ত্রাকারে বর্দ্ধিত হন কিন্তু যখন পরিপক্ব হন তখন বিধানতালকে সুরসাল ও সুমিষ্ট করিয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব পরিহার করেন।

মহম্মদ সমাগমোপলক্ষে আচার্য্যের প্রার্থনার সারাংশ।

১ লা আশ্বিন।

জননি, তোমার সন্তান ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ বিশেষ বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হইয়া বিশেষ বিশেষ পুষ্পের ন্যায় জগতে শোভা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের অশেষ আদরের পাত্র। মহম্মদ তোমার প্রেরিত মহাপুরুষদিগের এক জন। তিনি দেখিলেন লোকের মনে সংসারাসক্তি বিলাসবাসনা ও পাপপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, শুদ্ধ একবারের উপাসনায় তাহার নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই, এজন্য তিনি প্রতিদিন পাঁচবার উপাসনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। নমাজের ঘণ্টা বাজিবামাত্র সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতেই হইবে, কি বাদশা ও আমির কি দোকানদার, পাহারাওয়ালা ও নৌকার মাঝি, মুটে, কি জ্ঞানী কি মুর্খ সকল মুসলমানকে প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ বার নমাজ পড়িতেই হইবে, এই বিধি তিনি দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। ইহা পাপ হইতে বাঁচিবার একটি প্রধান উপায়। এই কঠিন উপাসনার নিয়ম দ্বারাই তিনি দুর্দ্দান্ত বদ্ওয়ি আরবীয় জাতিকে শাসিত রাখিয়াছিলেন। বার বার উপাসনা করিতে হইলে—ঈশ্বরের নিকটে যাইতে হইলে পাপ করিবার সুযোগ অল্প হয়, কুপ্রবৃত্তি সকল সঙ্কুচিত থাকে। বার বার স্নান করিলে যেমন শরীরে ময়লা বসিতে পারে না, বার বার উপাসনা করিলে তদ্রূপ অন্তরে মলিনতা থাকিতে পারে না। ক্রোধ অহঙ্কার সাংসারিকতা ও বিলাসিতায় আমরাও সেই বদ্ওয়ি আরবদিগের তুল্য। সেই মহাত্মার প্রবর্ত্তিত বারংবার উপাসনা করার নিয়ম আমাদিগের ও অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আমরা রক্ষা পাইব না। হরি, আমরা যেন একবার মাত্র তোমার উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত না হই, বার বার যেন তোমাকে ডাকি, তুমি আমাদিগকে এরূপ সুমতি দান কর।

২ রা আশ্বিন।

জননি! মহম্মদ তোমার সিংহাসনে অন্য কাহাকেও বসিতে দেন নাই এবং তোমার তুল্য বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করেন নাই। তিনি মূর্ত্তি পূজা ও অবতারবাদের ঘোর শত্রু ছিলেন, তোমার ঈশ্বরত্বের কোনরূপ বিভাগকে তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তুমি অদ্বিতীয় অংশবিহীন বলিয়া তিনি বীরপরাক্রমে জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি কোন সাধু মহাজনকে তোমার প্রাপ্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করেন নাই, তাহা করা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি সাধু মহাজনদিগকে তোমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। কোনরূপে তিনি তাঁহাদিগকে তোমার সিংহাসনের পার্শ্বে বসিতে তোমার সঙ্গে একীভূত হইতে দেন নাই, সকলকে তোমার চরণতলে বসাইয়াছেন। তাঁহারা তোমার প্রেরিত এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তোমার প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা কোনরূপে কখন তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন নাই। প্রাণপণে তিনি তোমার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে লোকে সাধু মহাজনদিগকে তোমার তুল্য করিতে গিয়া ও তোমার অবতার স্বীকার করিয়া জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। মহাপুরুষ মহম্মদ এই ভয়ানক অসত্য ও কুসংস্কার হইতে আপন সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তকে অপমান করিলে আমরা কোনরূপে সহ্য করিব না কিন্তু ভক্তকে গৌরব দিতে আমরা জানি না; তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে তুমিই জান। আমরা গৌরবান্বিত করিতে গিয়া হয়তো তাঁহাকে তোমার সিংহাসনে বসাইব। হরি, আমাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিও। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী অবতার পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরত্ব বিভাগের নাম গন্ধ নাই। তাহারা তাহা কখন সহ্য করিতে পারে না, অবতারের নামের বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্র ধারণ করে। ভক্ত মহম্মদ জীবনে ইহা প্রচার করিয়া তোমার প্রতি কেমন আশ্চর্য্য ভক্তি নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদের প্রচারিত এই বিশুদ্ধ মত আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের মত। মা! আমরাও কাহাকে তোমার সিংহাসন স্পর্শ করিতে দিব না। সকল ভক্ত সকল মহাপুরুষ তোমার চরণতলে বসিবেন। তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়। আমরা কোন প্রকার অবতার ও পৌত্তলিকতা আসিতে দিব না আমরা তোমার গৃহ মুসলমান সিপাই দ্বারা রক্ষা করিব। তুমি অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্ম, কোন সৃষ্ট জীব তোমার তুল্য হইবে, তোমার এই অপমান কখন আমরা সহ্য করিব না। এ বিষয়ে আমরা মুসলমান। বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতা নাই, উকিল মোক্তার নাই, প্রত্যেক ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার নিকটে যাইবে ও তোমার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিবে। জননি! ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেন কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতা ও পৌত্তলিকতা স্থান না পায়। এ বিষয়ে তুমি বিশ্বাসী মহম্মদের ন্যায় আমাদিগকে দৃঢ় কর, পৌত্তলিকতা ও মধ্যবর্ত্তিতার উচ্ছেদসাধনে আমাদিগকে সক্ষম কর।

---

৩ রা আশ্বিন।

জননি! তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাহার শত্রুতা, যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রশ্রয় দেয় সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে

ভালবাসে না। যাহাতে তোমার রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তোমার প্রেরিত নব বিধানের আশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে কোন রূপে ক্ষমা করিতে পারি না। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে, যোগ ভক্তি বাতুলতা বিধান কিছুই নহে, ঈশ্বর দর্শন ও প্রত্যাদেশ কেবল কথার কথা, এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষসপ্রকৃতি লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত ভাই ভগিনীর গলায় ছুরিকার আঘাত করিতেছে ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীরকে স্পর্শ করিব না, আক্কেলকে কাটিব। এই সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে ও তাহাদিগকে সাজ্ঘাতিক বিষ খাওয়াইতেছে। নারীজাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক সুখ ব্যভিচার ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এই সকল নরাসুর উপাসনা ও ধর্ম্মের নাম দিয়া তোমার পুত্র কন্যাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদিগের গলায় ছুরি দিতেছে, ভক্তি বিশ্বাসের পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, ঘোর সংসারী বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, দেশময় সংশয় নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মা! তোমার ভক্ত মহম্মদ কাফেরদিগকে কখন ক্ষমা করেন নাই, তিনি ঈশ্বরের শত্রু রাখিব না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কেমন বীর পরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। "মহম্মদ বাঁচিয়া থাকিতে কে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইতে দিবে না, কোন্ দুরাত্মা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, অগ্রসর হউক" তাঁহার এই বাক্য ছিল, তাঁহার সিংহপ্রতাপে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তিনি কাফেরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কাফেরকে তিনি কোনরূপে প্রশ্রয় দেন নাই। মা! কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলে আমরা ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে তখন কি তোমার সন্তান হইয়া আমরা তাহা ক্ষমা করিতে পারি? তুমি স্বয়ং অপমানিত ও অত্যাচারিত হইয়া কাহাকে কিছু বল না। আমরাও নিজের সম্বন্ধে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিব; কিন্তু তোমার প্রতি কাফেরদিগের অত্যাচার ও অপমান আমরা প্রাণে সহ্য করিতে পারি না। তাহারা তোমার হাত কাটিতে চায়, জিহ্বা কাটিতে চায়, তোমাকে মারিয়া ফেলিতে চায়, কোনরূপে জীবন্ত রাখিতে চায় না, তাহাদের রুচি ও বুদ্ধির অনুরূপ এক মৃত দেবতা গড়িয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিতে চায়। তোমার ভক্তদিগকে মারিতে চায় প্রাণ থাকিতে ইহা আমরা কেমন করিয়া সহ্য করিব? কাঁদিব। নরদানবদের বিরুদ্ধে ক্রন্দনই আমাদের প্রধান অস্ত্র। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম আধ্যাত্মিক, কোনরূপ বাহ্যিক নহে। ইহারাও অনেক সৎকার্য্য করিতেছে; ইহাদের মধ্যে অনেক ভাল লোক আছে; সত্য বটে ইহারা মার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, অনেক ভাই ভগিনীকে গলা টিপিয়া মারিতেছে, অবিশ্বাস নাস্তিকতা দেশময় ছড়াইতেছে এ সকল আমাদের দেখিয়া শুনিবার প্রয়োজন নাই; এই সকল কথা যাহারা বলে ও তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেয় ও তাহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করে ও ধন দিয়া ও অন্যরূপ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দান করে তাহারা বিধানবিদ্বেষী, তাহারাও তোমার শত্রু। হা! আমরা তোমার সন্তান হইয়া কি তোমার শত্রুদিগকে প্রশ্রয় দিব, তোমার অপমান সহ্য করিব? মা বিশ্বাসী ভাই মহম্মদের ন্যায় আমাদিগকে কাফের বিরোধী কর। দৈত্যেরা মার বিরুদ্ধে দুটা কথা বলিল যোগ ভক্তি কাটিল দেশকে ডুবাইল নানা কৌশলে স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট করিল ক্ষতি কি, আমরা এইক্ষণ নিদ্রা যাই, আমোদ প্রমোদ করি, আমাদের যেন এরূপ দুর্ম্মতি না হয়। তোমার অপমানে স্বদেশের দুর্গতিতে যেন রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমরা তোমাকে ভাল বাসিব ও তোমার শত্রুকেও ভালবাসিব ইহা হইয়া উঠিবে না। তোমার শত্রু আমাদের শত্রু।

ব্রহ্মোগীতোপনিষৎ।

সদ্যোবাচার্য্যো যোগার্থিনমেবমসো সংযতমনাঃ প্রণিধত্তে।—অহমশক্তিরহং প্রকৃতিদুর্ব্বলঃ পাপেনানুবিদ্ধো ন সংগ্রামকুশলো নিত্যমনিমিত্তকোপগতঃ। দেব! ত্বং শক্তির্ব্বলং বিক্রমশ্চ। করাবিমৌ ত্বচ্ছক্ত্যা শক্তিমন্তৌ, প্রাণাস্ত্বচ্ছক্ত্যা প্রাণবন্তঃ, শ্বাসশোণিতপ্রবাহৌ ত্বচ্ছক্তেঃ স্থিতৌ। ন কিঞ্চন ময়ি বিদ্যতে, যদহো ত্বচ্ছক্তিমৃতে সত্তামাপন্নম্।

আত্মনি শূন্যে ঘটে আবির্ভূতেয়ং ময়ি পরা শক্তিঃ। তয়াহমদ্য তেজস্বী শক্তিমান্ বীরপ্রকৃতিঃ সঞ্জাতঃ। পাপপিশাচং বজ্রমুষ্টিনা পিনষ্মি, ক্রোধাদীনোজসা বিদ্রাবয়ামি। শক্তেঃ সন্ততিরহং শক্তিমান্। নাহং দুর্ব্বলো ভীরুরক্ষমঃ কাপুরুষো বা। সএব পাপপ্রসবো যো নাহংক্ষমবাদী।

> অশক্তিদৌর্ব্বল্যনিপীড়িতোহহং
> ত্বং শক্তিরূপো ময়ি পাপযুক্তে।
> সংক্রাময়ং স্বাং মম শক্তিমত্তাং
> দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিধেহি॥

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

১২ ভাদ্র মঙ্গলবার।—আচার্য্য বলিলেন যোগার্থী সংযত-মনা হইয়া এইরূপে প্রণিধান কর।—আমি অশক্তি, আমি প্রকৃতিদুর্ব্বল, পাপবিদ্ধ, সংগ্রাম কুশল নই, নিরন্ত শত্রুকরগত। দেব, তুমি শক্তি বল বিক্রম। এ কণ্ঠস্বর তোমারই শক্তিতে শক্তিমান্, প্রাণ তোমারই শক্তিতে প্রাণবান্, শ্বাস ও শোণিত প্রবাহ তোমারই শক্তিতে প্রেরিত। আমাতে কিছুই নাই যাহা তোমার শক্তি বিনা সত্তা লাভ করে।

আত্মারূপ শূন্য ঘট আমাতে এই পরা শক্তি আবির্ভূত হইলেন। তদ্দ্বারা আমি অদ্য তেজস্বী শক্তিমান্ বীর-প্রকৃতি হইলাম। পাপপিশাচকে বজ্রমুষ্টিতে পেষণ করিব, ক্রোধাদিকে সবলে বিদূরিত করিয়া দিব। আমি শক্তির সন্তান শক্তিমান্। আমি দুর্ব্বল নই ভীরু নই অক্ষম নই কাপুরুষ নই। সে পাপের সন্তান যে বলে আমি পারি না।

অশক্ত ও দৌর্ব্বল্য নিপীড়িত আমি, তুমি শক্তিস্বরূপ। পাপযুক্ত আমাতে শক্তি সংক্রামিত করিয়া দেহেন্দ্রিয় প্রাণ ও বুদ্ধির শক্তিমত্তা সম্পাদন কর। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ঢাকার বঙ্গবন্ধু বলেন, "বিগত উৎসবের পূর্ব্ব সপ্তাহের ছয় দিন ছয় রিপু বলিদান বিষয়ে প্রার্থনা হয়। জগন্মাতার আদ্যাশক্তি স্বরূপের পূজা হয়। ছয় দিন ষড়্‌রিপুরূপ ছয়টী পশুবধের নিয়মটী রক্ষিত হইয়াছে। সপ্তম দিবসে আমিত্বরূপ নরবলির জন্য প্রার্থনা হয়। আদ্যাশক্তির পূজা বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি দিন তমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে কয়েকটী বন্ধু ধ্যান সাধন করিয়াছেন। প্রাত্যহিক সমবেত উপাসনা ও নিশীথ ধ্যানে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় মহাশয় অত্রত্য ভারতবর্ষীয় শাখাব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নন্দী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।"

৪ঠা আশ্বিন রবিবার মহম্মদোৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ১ লা বৃহস্পতিবার হইতে সাত দিন ক্রমাগত প্রার্থনাতে মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভাব আলোচিত হইয়াছে। ১ম তিন দিনের প্রার্থনার সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। রবিবার দিনের প্রথম প্রার্থনা সম্পূর্ণ লিখিত হইয়াছে। আগামীতে প্রকাশিত হইতে পারে শেষ তিন দিনের প্রার্থনার কাম ক্রোধাদি আধ্যাত্মিক কাফেরদিগকে পরাজিত করার ভাব বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। ১১ই আশ্বিন চৈতন্যোৎসব হইয়া গিয়াছে। সে দিন পাঁচ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া প্রেমোন্মত্ত ভাবে উপাসনা সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সে দিবসের মধুর প্রার্থনা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সাত দিনের উপাসনায় শ্রীচৈতন্যের জীবনের নূতন নূতন ও অতি গূঢ় গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল প্রার্থনার সারাংশ যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। শ্রীচৈতন্যের নিকটে প্রেম ও বৈরাগ্য বিষয়ে অতি নূতন ভাব সকল শিক্ষা করা গিয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়া সমাগমোৎসব পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

১০ আশ্বিন শনিবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

জুলাই ও আগষ্ট ১৮৮০।

আয়

মাসিক দান সংগ্রহ	...	১৭১৸০
এককালীন দান	...	৮৯৲
শুভকর্ম্মেদান	...	৭৲
সুলভ সমাচার পত্রিকাহইতে	...	১৪৬৲
ধর্ম্মতত্ত্ব "	...	৪০৲
ব্রহ্মমন্দির "	...	২১৲
ভারত সংস্কার সভা "	...	২০৲
স্ত্রীবিদ্যালয় "	...	১১৷৵০
পুস্তক বিক্রয়	...	১৭৯৸/০
বস্ত্র জন্য দান	...	২০৲
পাথের আর:ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৲
পুরাতন ঋণশোধার্থ সাহায্য	...	৪৷৶০
ক্ষুদ্র আয়	...	২২৸১০

ধর্ম্মতত্ত্ব।

গ্রাহকদিগের নিকট মূল্য প্রাপ্তি	...	২৬৮৸৵

ব্রহ্মমন্দির।

মন্দিরে দান সংগ্রহ	...	৪১/১৫
মাসিক দান	...	৬০৲
শুভকর্ম্মে দান	...	১৲
এককালীন দান	...	১৲
পূর্ব্বের স্থিতি	...	১৲
		১০৯৭৷৵৫

ব্যয়

প্রচারকদিগের আহারের ব্যয়	...	৩৭৩৲১০
ঐ বস্ত্র	...	১৬৷/০
ঐ ঔষধ	...	৬৷/
ঐ ক্ষুদ্র ব্যয়	...	৯৷/০
কর্ম্মচারীর বেতন	...	১০৮৵৫
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ	...	১৪৷০
ডাকমাসুল	...	২৫৷/৫
পুস্তকের কমিশন্	...	৩৷৵০
পাথেয়	...	১৩৲
গচ্ছিত শোধ	...	৩১৷/০

উৎসবের ব্যয়	...	৭।৶০
পুরাতন দেনা শোধ	...	১৭৪৶০

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রচার সাহায্য	...	৪০৲
ডাক মাসুল	...	৪৩৷৶০
কাগজ	...	২৬৸৫
ছাপাখানা	...	৫৪৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	১৻১০

ব্রহ্মমন্দির।

কর্ম্মচারীর বেতন	...	১৩৷০
প্রচারে সাহায্য	...	২১৲
আলোক	...	২৪৲
ভাদ্রোৎসব	...	১৭৶১০
পাখাটানা ও ক্ষুদ্র ব্যয়	...	১৫৸৶৫
হস্তে স্থিতি	...	৫৭।১৫
		১০৯৭।৶৫

মাসিক দান।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার	...	১০
শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর দাস	...	১২
,, ,, লক্ষণ চন্দ্র সিংহ	...	৬
,, ,, যদুনাথ সিংহ	...	৩
,, ,, কালীনাথ বসু	...	১২
,, ,, নৃত্যগোপাল রায়	...	৫
,, ,, জয়গোপাল সেন	...	১৫
,, ,, হরমোহন বসু	...	৫
,, ,, তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	৯৸০
,, ,, কালীদাস সরকার	...	৪
,, ,, গোপাল চন্দ্র ঘোষ	...	২
,, ,, নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	২
,, ,, আশুতোষ ঘোষ	...	২
,, ,, মধুসূদন সেন	...	২
,, ,, দীননাথ চক্রবর্ত্তী	...	৩
,, ,, মুকুন্দবল্লভ মজুমদার	...	২
,, ,, গোবিন্দ চাঁদ ধর	...	২
,, ,, কৃষ্ণবেহারি সেন	...	১
,, ,, ভুবন মোহন দে	...	২
,, ,, যদুনাথ ঘোষ	...	১৸০
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল	...	৫৷০
,, ,, অক্ষয়কুমার রায়	...	১
,, ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	...	১
,, ,, শ্রীনাথ পাল	...	২
,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন	...	৪
,, ,, হরিমোহন নন্দী	...	২
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল	...	২
,, ,, ব্রহ্মকন্যা	...	৩
,, ,, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
,, ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র মুন্সী	...	১
দুইটী হিন্দুস্থানী মহিলা	...	১
,, লালা ললারাম	...	১
,, লালা কাশী রায়	...	২
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনারায়ণ বসু	...	১
,, ,, তারকনাথ রায়	...	৷০
,, ,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়		৷০
,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	...	২৷০
,, ,, হরগোপাল সরকার	...	।০
,, ,, মথুরামোহন ঘোষাল	...	।০
,, ,, সাধুচরণ দে	...	।০
,, ,, রাজমোহন বসু	...	।০
,, ,, আনন্দচন্দ্র গুপ্ত	...	৷০
,, ,, দ্বারিকানাথ মিত্র	...	১
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
,, ,, শরচ্চন্দ্র দত্ত	...	১
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	...	১
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	৪
,, ,, গোপালচন্দ্র বসু	...	৩
,, ,, যদুনাথ রায়	...	৬
	মোট	১৫১৸০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু উমানারায়ণ রায়	...	১৲
,, ,, কৈলাসচন্দ্র দাস	...	১০৲
,, ,, রাজেশ্বর গুপ্ত	...	৫৲
,, ,, বন্ধু হইতে প্রাপ্ত বকসার	...	৫৲
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত	...	১৲
,, ,, একজন বন্ধু	...	১৲
,, ,, বেণীমাধব রায় বান্দা	...	২৲
,, ,, নগেন্দ্রচন্দ্র কর	...	১
৩ জন হিন্দুস্থানী মহিলা,	...	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়		২৲
,, ,, হরিমোহন সিংহ	...	১৲
,, ,, জামালপুর দুইজন বন্ধু	...	২৲
ব্রাহ্মসমাজ মূলতান	...	১০৲
ঐ আরা	...	১০৲
ঐ বর্দ্ধমান	...	১০৲
,, লালা বেণী প্রসাদ	...	১৫৲
,, লালা রলারাম	...	৫৲
,, কাশীরাম	...	৫৲

বস্ত্রজন্য দান।

,, ডাক্তার ইভান সাহেব	...	১০
,, সদানন্দ বালকৃষ্ণ	...	৫৲
,, লালা উজীরচাঁদ	...	৫৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর কবিরাজ	...	৫৲
,, ,, কালীনাথ বসু	...	২৲

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ২২শে আশ্বিন শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১৪ ভাগ। ১৮ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, শনিবার, ১৮০২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে রাজরাজেশ্বর! তুমি এই জগৎকে তোমার মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন জন্য একটি অপূর্ব্ব যন্ত্র করিয়া সৃজন করিয়াছ। দেব মনুষ্য জীব জন্তু চন্দ্র সূর্য্য সমুদায় বস্তু তোমার হস্তের যন্ত্র হইয়া নিয়ত তোমার মঙ্গলাভিপ্রায় বহন করিতেছে যাঁহারা সংশয়ী বিজ্ঞানবিদ্ তাঁহারাও এজন্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন সৃষ্টের অবমাননায় স্রষ্টার অবমাননা হয়। সত্য তোমার কার্য্যে তোমার সহায় কেহ নাই, কিন্তু দেখিতেছি বার্ত্তাবহ সমুদায় জগৎ। প্রাতঃসন্ধ্যায় সমীরণ তোমার দয়ার সংবাদ তোমার প্রজাগণের নিকট বহন করে, সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র ফল পত্র পুষ্প নদী নির্ঝর গিরি কানন সকলে তোমার মহত্ত্ব উচ্চত্ব মধুরত্ব এবং কারুণ্য জগতের নিকটে ঘোষণা করে। তবে কি তোমার মহিমা দয়া সৌন্দর্য্য প্রভৃতি জীবের নিকটে বহন করিতে ইহারা তোমার সহায়? না তাও বলিতে পারি না। সংবাদবাহকগণ নিজের শক্তিতে নিজের ইচ্ছায় সংবাদ বহন করে, ইহাদিগের নিজের কোন শক্তি নাই, নিজের কোন ইচ্ছা নাই, তোমার শক্তিতে তোমার ইচ্ছাতে ইহারা তোমার সংবাদবাহক। দেব মনুষ্য স্বাধীন, কিন্তু তোমার বাহকত্বে তাঁহাদিগকে তোমার সঙ্গে এক হইয়া স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়। সুতরাং তাঁহারা স্বাধীন হইয়াও এখানে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির দলস্থ। যদি তুমিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইলে তবে সৃষ্ট বস্তুর অসম্মানে তোমার অবমাননা কিরূপে হইল? হাঁ বুঝিয়াছি, তুমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছ, যদ্দ্বারা তুমি তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধি করিতেছ তাহা তোমার জন্য পরিচিত, তোমার গৌরবে গৌরবান্বিত; দুই এমন অভিন্নভাবে অবস্থিত যে একের অবমাননায় অপরের অবমাননা, একের গৌরবে অপরের গৌরব। দেব মনুষ্য স্বর্গে ও পৃথিবীতে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন, তোমার অভিপ্রায়সিদ্ধিসম্বন্ধে তোমার সঙ্গে তাঁহারা অভিন্ন। সুতরাং এখানে একেতে গৌরবার্পণ, অপরেতে অসম্মাননা করিবার উপায় নাই। তোমার নিযুক্ত সন্তানগণকে অবমাননা করিলে তাহা তোমাকে গিয়া স্পর্শ করে। হে প্রভুশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর! তোমার প্রভুত্বকে ধন্যবাদ! তোমার দাসের অবমাননা তোমার অবমাননা, আশ্চর্য্য দাসবাৎসল্য! অনুগত দাসগণের সঙ্গে প্রভু যে পরিমাণে একীভূত ততই তাঁহার প্রশংসা। তোমার নিযুক্ত দাসগণকে স্বীকার না করিলে

না কি তোমাকে অস্বীকার করা হয়? প্রভো! আমি তোমার দাসগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত নহি। অনেকে তোমার দাসগণকে স্বীকার করিতে গিয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই অনেক সময়ে মুখে স্বীকার করিতে ভয় হয়, কিন্তু যখন তোমার জন্য দাসের সম্মাননা, দাসের জন্য দাসের সম্মাননা নহে, তখন, হে পরমেশ্বর, আমার ভয় করিবার কি কারণ আছে? আমি তোমার জন্য তোমার দাসকে অন্তরে বাহিরে স্বীকার করিব, তুমি আমার সহায় হও। দেখ, নাথ, যেন এতদ্দ্বারা পৃথিবীর কোন প্রকার অমঙ্গল আমাদ্বারা সংঘটিত না হয়।

"উপমা ও প্রতিমা।"

অগ্রে "মা" তৎপর "উপমা ও প্রতিমা" আচার্য্যের উপদেশে গভীর জ্ঞানগর্ভ এই কথাটী ধ্বনিত হয়। উপমা ও প্রতিমা পরিত্যাগ করিলে মা অবশেষ থাকেন এ অতি উৎকৃষ্ট কথা। ধর্ম্ম চির দিন মানবহৃদয়ের কবিত্ব ও শিল্প উদ্দীপন করিয়াছে, কিন্তু যাহারা মূল ছাড়িয়া কবিত্ব ও শিল্প লইয়া ব্যস্ত হইল, তাহাদিগেরই মৃত্যু। ভক্তি প্রেমে তোমার হৃদয় উদ্দীপ্ত, অথচ তোমার রসনা নীরস কঠোর শুষ্ক, ইহা কখন বিশ্বাসের বিষয় হইতে পারে না। প্রেম কবিতা, সে উহার স্বাভাবিক কবিত্ব কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবে? যদি কেহ বলে, কবিতা কল্পনা আশ্রয় করিয়া হয়। সুতরাং যেখানে কল্পনা সেখানে অত্যুক্তি না আসিয়া যায় না, এ কথা আমরা মানি না। বাহ্য প্রকৃতি, এবং মানব চরিত্রের চিত্রসম্বন্ধে ইহা কথঞ্চিৎ সত্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে এ কথা বিন্দুমাত্রও সংলগ্ন হয় না। এখানে হৃদয় যাহা অনুভব করে, কবিতা তাহার শতাংশের একাংশ প্রকাশ করিতে পারে কি না সন্দেহ। সুতরাং ধর্ম্মে অত্যুক্তি না হইয়া চির দিন ন্যুনোক্তি থাকিয়া যায়। অনেকে এই জন্য ধর্ম্ম লইয়া মহাকাব্য লিখিত হইতে পারে না, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সহজাবস্থায় ধর্ম্মোদ্দীপ্ত হৃদয় কবিতারসে উন্মত্ত হয় বেদ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। যখন শৈশবসুলভ হৃদয়ের কবিত্ব যৌবনের চিন্তাযোগে আচ্ছাদিত হয়, তখন বেদান্তের তত্ত্বচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। যৌবন যখন পরিণতাবস্থা ধারণ করে তখন চাঞ্চল্য গিয়া স্থির অনুরাগ হৃদয়কে অধিকার করে। এই সময়ে পুরাণ প্রসূত হয়। পুরাণে বেদান্ত নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। পুরাণের অস্থিমজ্জাতে বেদান্ত প্রবিষ্ট। পুরাণের বেদ্য বস্তু বেদান্তসিদ্ধ। অনুরাগ সেই বেদ্য বস্তুকে অধিকার করিয়া পুরাণের কাহিনী নিঃসৃত করিয়াছে। এইরূপে আরম্ভে কবিতা অন্তে কবিতা, মধ্যে কঠোর তত্ত্বচিন্তা। আরম্ভে শুদ্ধ কবিতা ছিল, তৎসহ তত্ত্বচিন্তা সম্মিলিত হইয়া উভয়কে উভয়ে বিশুদ্ধ ও উন্নত করিল। যদি দেশীয় পুরাণ শাস্ত্রে দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে দোষ পুরাণের নহে, বেদান্তের। চিন্তাতে দোষ থাকিলে, হৃদয় অজিজ্ঞাসিত ভাবে তাহার অনুসরণ করে। কেন না সে অপরের অধিকারের বিষয় নিজ হস্তে গ্রহণ করে না।

বেদে বিস্ময়, বেদান্তে জ্ঞান, পুরাণে ভক্তি। ব্রাহ্মসমাজে বেদ বেদান্ত এবং পুরাণের ক্রিয়া আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, তাই বেদ বেদান্ত এবং পুরাণের ভাব মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট হইতে পারি। বিস্ময় জ্ঞান এবং ভক্তি এ তিনই নিয়ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। বেদ এখন বিজ্ঞান, বেদান্ত এখন দর্শন, পুরাণ এখন অনুপম কবিত্ব। বিধানভারত পুরাণোচিত কবিত্বের পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু উহা যে দর্শনমূলক তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। উহাতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক বিষয়সকল

একেবারে লৌকিক বস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়; অথচ

"পুণ্যভূমি চিদাকাশ প্রেমমণিখচিত"

"চিন্ময় নিরাকার, দুই রূপ একাধার
দেখি নাই এমন কখন।"

"চিদানন্দ হরি নাচিলেন যদি
চিদ্রূপধারী ভকত সনে।
নিরাকার নৃত্য দেখিয়া পৃথিবী
মানিল বিস্ময় আপন মনে॥"

এই সকল অংশ রূপককে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়াছে প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্রে কি এরূপ নাই? আছে। তবে পৌত্তলিকতা আসিল কেন? অদ্বৈতবাদে। অদ্বৈতবাদের প্রসূতি কে? উপনিষৎ, পুরাণ নহে।

পুরাণে উপমার প্রাধান্য কেন? অনুভূত বিষয়কে বাক্যে প্রকাশ করিবার জন্য। কেন সহজ ভাষায় কি ভাব ব্যক্ত হয় না? না, হয় না। ঈশ্বরকে দেখিয়া. তাঁহার লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় এত উচ্ছ্বসিত হয় যে শুষ্ক কঠোর রসবিহীন ভাষাকে রসনা স্থান দান করিতে পারে না, উহা অনুপম কবিতাকুসুম ক্রমান্বয়ে উদ্গিরণ করিতে থাকে। হৃদয় এত দূর উদ্দীপ্ত যে এখানে উপমান উপমেয় এক হইয়া গিয়াছে। তবে কি উহা উপমা নহে, অতিশয়োক্তি। না তাহা নহে। মা যখন অত্যন্ত স্নেহের অধীন হইয়া সন্তানকে "আমার চাঁদ" বলিয়া সম্বোধন করেন, স্নেহোদ্দীপ্ত হৃদয় তখন যে অলঙ্কার প্রসব করিল উহা অলঙ্কার শাস্ত্রমতে অতিশয়োক্তি, কিন্তু এ অতিশয়োক্তি কবিকল্পিত অতিশয়োক্তি হইতে এইজন্য ভিন্ন যে পুত্রেতে চন্দ্রের আহ্লাদকত্ব মাতার নিকটে এমন সত্য যে তাঁহার নিকটে উপমান উপমেয়ত্বজ্ঞান বুদ্ধিস্থ হয় না। সত্য, স্বভাব কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া সমুদায় অলঙ্কার প্রসূত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের মূল উপমা। যখন স্বভাবকে শাস্ত্রে পরিণত করিয়া শাস্ত্র দ্বারা মনুষ্যলেখনী পরিচালিত হইয়াছে, তখন এক উপমা প্রকাশের তারতম্যানুসারে নানা নাম ধারণ করিয়াছে।

ঈশ্বরে মুখ, চরণ, বাহু ইত্যাদির আরোপ উপমাসম্ভূত। মুখ দর্শনের বিষয়, চরণ বন্দনের বিষয়, বাহু রক্ষণব্যঞ্জক। ঈশ্বরের প্রেমের সৌন্দর্য্য যখন হৃদয়কে প্রথম আকর্ষণ করিল, তখন সাধক বলিলেন "প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।" কিন্তু যখন সেই সৌন্দর্য্য ক্রমে ঘনীভূত হইয়া নয়ন মনকে হরণ করিল, রূপকাংশ পরিত্যক্ত হইয়া উপমান মুখ উপমেয় সহ অভিন্নরূপে স্থিতি করিল। কেহ বলিবেন ইটি অতিশয়োক্তি হইল, আমরা বলি অতিশয়োক্তি হইল না। কেন না এখানে অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে। ভক্ত যে সৌন্দর্য্য দেখিলেন তাহা এত দূর সত্য যে মুখ বলিয়াও তাহার শতাংশের একাংশ প্রকাশিত হইল না। ভক্তিভরে অবনত হইবার স্থানকে "চরণ" বলা তাহাও তাঁহার নিকটে এত দূর বাস্তবিক যে চরণ শব্দেও তাহা ভাল রূপে প্রকাশিত হয় না। সুতরাং এ সকল শব্দকে উপমানরূপে গ্রহণ করিয়া যদি কেহ কথঞ্চিৎ হৃদয়ের ভাব তদ্দ্বারা ব্যক্ত করিতে উদ্যত হন তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু এই সকল উপমা যখন প্রতিমাতে পরিণত হয়, এবং সেই প্রতিমা ভাবহীন লোকদিগের নিকটে সত্য ঈশ্বরের রূপ বলিয়া প্রতীত হয়, তখনই পৌত্তলিকতার অভ্যুদয়। প্রস্রবণ প্রস্রবণের স্থলে নির্ম্মল ও পরিষ্কার থাকিল, কিন্তু দূরবর্ত্তী প্রবাহ মলিন ও পঙ্কিল হইল। হউক ইহাতে প্রস্রবণ দোষভাজন নহে।

আমরা ব্রাহ্ম, আমরা সর্ব্বদা উপমা প্রতিমাকে উপমা ও প্রতিমারূপে পরিগ্রহ করিয়া তত্ত্বাংশ গ্রহণ করিব। যে মার উপমা ও প্রতিমা, সেই মাই আমাদিগের নিত্য গ্রহণীয়। প্রতিমা আমরা আসিতে দিতে পারি না বলিয়া যদি উপমাকে ছাড়িয়া দি, তবে তৎসঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কে বিদায় করিয়া দিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ